রাহে আমল

১

আল্লামা জলীল আহসান নদভী

অনুবাদ

এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার

রাহে আমল

জীবন চলার পথের অতীব প্রয়োজনীয় একটি অনন্য হাদীস সংকলন

১ম খণ্ড

আল্লামা জলীল আহসান নদভী

অনুবাদ

এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৪১০

১৯তম প্রকাশ (আধু:৬ষ্ঠ প্রকাশ)

শাওয়াল	১৪৩৫
ভাদ্র	১৪২১
আগষ্ট	২০১৪

বিনিময় ঃ ১২০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

RAHE AMAL 1st Volume by Allama Jalil Ahsan Nadvi.
Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane,
Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 120.00 Only

অনুবাদকের কথা

বিখ্যাত হাদীস সংকলন 'রাহে আমল' আমার অনুবাদ জীবনের প্রথম ফসল। কারার নির্যাতিত জীবনে সশ্রম কারাদণ্ডের কঠিন দণ্ড ভোগার ফাঁকে ফাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেনারেল কিচেনের অর্থাৎ রন্ধনশালার—জেলের ভাষায় 'চৌকা' দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের চুল্লির অসহ তপ্ত পরিবেশে বসে বসেই উর্দু রাহে আমল হতে বাংলা 'রাহে আমল'টি অনুবাদ করি।

১৯৭২ সনে আওয়ামী লীগ সরকার বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারের অপহরণের অভিযোগে সম্পূর্ণ মিথ্যামিথ্যিভাবে আমাকে জড়িয়ে ৩৬৪ ধারায় মামলা দেয়। 'শিকল পরা দিনগুলো'তে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ১৯৭২ সনের ১৭ জুলাই ঢাকার স্পেশাল ট্রাইবুনাল কোর্ট আমাকে এ মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে। প্রকাশ, তখন এ ধারায় সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল ১০ বছর।

আদালতের রায়ের দণ্ড মাথায় করে কারাগারে ফেরত এলাম। পরের দিন ১৮ জুলাই ভোরে-সশ্রম কারাদণ্ডের শ্রম ঠিক করার জন্য আমাকে কারাগারের কেইস টেবিলে আনা হয়। কারাগারের সুবেদার আবদুল কাদের আমাকে শিক্ষিত লোক বলে আখ্যায়িত করে সহজ শ্রম দেবার জন্য জেলারের কাছে সুপারিশ করে। তার সুপারিশ উপেক্ষা করে জেলার নির্মলেন্দু রায় কারাগরের সবচেয়ে কঠিন শ্রম সাধারণ রন্ধনশালায় আমার কাজ পাশ করে। তখনো আমি রন্ধনশালার কাজের ভয়াবহতা বুঝিনি। রন্ধনশালার শ্রম বোগ করে দিন কাটাচ্ছি। ঠিক এ সময় একদিন হাইকোর্ট থেকে আমার নামে একটি 'সমন' এলো। আমার শাস্তি কম হয়ে গেছে বলে আওয়ামী সরকার ৩৬৪ ধারার শাস্তি বাড়িয়ে ২০ বছর অথবা ফাঁসি দেবার আইন করে জাতীয় সংসদে তা পাশ করে আমার কেইসটি রেট্রোসফেক্টিভ এফেক্ট দিয়ে ৮ বছর থেকে শাস্তি বাড়িয়ে ২০ বছর অথবা ফাঁসি দেবার জন্য হাইকোর্টে আপীল করে।

এরি মধ্যে একদিন ঢাকা মহানগরীর তৎকালীন আমীর মরহুম মাওলানা নূরুল ইসলাম সে সময়ের মহানগরীর কর্মপরিষদ সদস্য জনাব মাওলানা আ. শ. ম. রুহুল কুদ্দুস শহিদ মারফত রাহে আমলের উর্দু কপিটি একখণ্ডে আমার কাছে কারাগারে পাঠিয়ে দেন। বলে আমি যেনো রাহে আমলটি অনুবাদ করে জেলের দুঃসহ জীবন কাজে লাগাই।

১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্টের ঐতিহাসিক দিনে রাহে আমলের অনুবাদ শেষ করে আমি বইটি মহানগরীকে উৎসর্গ করে বাইরে পাঠিয়ে দেই।

১৯৭৬ সনে ৩রা মে আমি হাইকোর্টের রায়ে মুক্তি পেয়ে আসার আগে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী সেই কঠিন সময়ে বইটি প্রকাশ করতে পারেনি। পরবর্তীতে মহানগরীর আমীর জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ আমাকে বইটি প্রকাশ করে মহানগরীকে রয়্যালটি প্রদান করার পরামর্শ দেন। তারপর থেকে আমি মুরাদ পাবলিকেশন্সকে দিয়ে বইটি প্রকাশ করে আধুনিক প্রকাশনীর মাধ্যমে পরিবেশন করে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীকে নিয়মিত রয়্যালটি দিয়ে আসছি। এখন থেকে রাহে আমলটি মহানগরী প্রকাশনার নামে প্রকাশিত হলো। আল্লাহ আমার এ শ্রম ও দানকে কবুল করে আমার পরকালীন জীবনের কিছু পাথেয় দিলেই আমি শোকর আদায় করবো।

এ বইটির রয়্যালটি আমার মৃত্যুর পরও জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী পেতে থাকবে বলেও আমি আমার উত্তরাধীকারদেরকে লিখে দিয়েছি। আমীন।

বিনীত

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাদীস সংকলন ঃ একটি ইতিহাস	১৭
নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা অধ্যায়	
যেমন নিয়্যাত তেমন ফল	৩৭
নিয়্যাতের গুরুত্ব	৩৮
বদনিয়্যাতের পরিণাম	৩৯
ঈমান অধ্যায়	
ঈমানের বুনিয়াদ	৪২
আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ	৪৪
আল্লাহর উপর ঈমান আনা ও উহার প্রতিক্রিয়া	৪৪
ঈমান বিল্লাহর অর্থ	৪৬
ব্যবহারিক জীবনে ঈমানের প্রতিক্রিয়া	৪৭
চরিত্র গঠনে ঈমানের প্রভাব	৪৮
পরিপূর্ণ ঈমানের বৈশিষ্ট্য	৪৯
ঈমানের স্বাদ আস্বাদনের উপায়	৪৯
রাসূলের উপর ঈমান আনার অর্থ	৫০
কথা ও কাজের সর্বোত্তম মানদণ্ড	৫০
সুন্নাতও অন্তরের পবিত্রতা	৫০
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণের সঠিক পন্থা	৫১
পছন্দ ও অপছন্দের মাপকাঠি	৫২
বিকৃত কিতাবসমূহের অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ	৫৩
ঈমানের কষ্টিপাথর	৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈমান ও রাসূলের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা	৫৬
আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসার দাবী	৫৭
রাসূলের প্রতি ভালোবাসা ও বিপদের ঝুঁকি	৫৮
কুরআন মজীদের উপর ঈমান আনার তাৎপর্য	৬০
আল্লাহর কিতাব অনুসরণের কল্যাণ	৬০
কুরআন থেকে উপকৃত হবার পন্থা	৬১
কুরআনের উপর ঈমান আনার তাৎপর্য	৬২
তাকদীরের উপর ঈমান আনার অর্থ	৬৩
কাজ করার তৌফিক	৬৩
অলংঘনীয় তাকদীর	৬৫
লাভ ও ক্ষতির প্রকৃত উৎস	৬৬
সংশয়ের গোলক ধাঁধা	৬৭
আখিরাতের উপর ঈমান আনার তাৎপর্য	৬৯
কিয়ামতের আযাব থেকে মুক্তির উপায়	৬৯
আখিরাতের দৃশ্য	৭০
যমীনের সাক্ষ্য	৭১
আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার সময় মানুষের অবস্থা	৭১
মুনাফেকীর খারাপ পরিণতি	৭৩
সহজ হিসাব-নিকাশের জন্য দোয়া	৭৫
কিয়ামতের কঠিন সময়ে মু'মিনের সঙ্গে নম্র ব্যবহার	৭৬
মু'মিনের জন্য অসাধারণ পরকালীন নিয়ামত	৭৬
জান্নাতের মর্যাদা	৭৭
আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের প্রকৃত তাৎপর্য	৭৮
জান্নাত ও জাহান্নামের পথের পরিচয়	৭৯
জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে উদাসীন না থাকা	৮০
বিদায়াত সৃষ্টিকারী হাউযে কাওসারের পানি থেকে বঞ্চিত থাকবে	৮০
রাসূলের সুপারিশ পাবার অধিকারী	৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা
কিয়ামতের দিন আত্মীয়তা কোন কাজে আসবে না	৮২
আত্মসাৎকারীর পরিণাম	৮৩

ইবাদাত অধ্যায়

নামায	৮৭
নামায পাপ মোচন করে	৮৭
পূর্ণাঙ্গ নামায মাগফিরাতের উপায়	৯০
মুনাফিকগণ আসরের নামায দেরীতে আদায় করে	৯১
ফজর ও আসরের সময়ে রক্ষী ফেরেশতাদের পালা বদল হয়	৯২
নামাযের হিফাজত না করলে দায়িত্বানুভূতি বিনষ্ট হয়	৯৪
কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় প্রাপ্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ	৯৪
রিয়া শিরকতুল্য অপরাধ	৯৫
জামায়াতে নামায	৯৬
জামায়াতে নামায আদায় করা একাকী আদায় করার চেয়ে বহুগুণে উত্তম	৯৬
জামায়াতে নামায না পড়ায় ক্ষতি	৯৮
বিনা কারণে জামায়াত ছেড়ে দেবার পরিণাম	৯৯
মু'মিন এবং জামায়াতে নামায আদায়ের সুবন্দোবস্ত	৯৯
ইমামতি	১০১
ইমাম ও মুয়ায্যিনের দায়িত্ব	১০১
মুক্তাদীগণের প্রতি লক্ষ্য রাখা	১০২
সংক্ষিপ্ত কিরাত	১০৩
যাকাত, সাদ্‌কা, উশর	১০৫
যাকাত অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার উপায়	১০৫
যাকাত আদায় না করার পরিণাম	১০৬
যাকাত আদায় না করা ধন-সম্পদ বিনষ্টের কারণ	১০৭
ফিতরা আদায়ের উদ্দেশ্য	১০৮
শস্যের যাকাত	১০৮

বিষয়	পৃষ্ঠা

রোযা	১০৯
রমযান মাসের ফযীলত	১০৯
রোযার পুরস্কার মার্জনা	১১১
রোযা বিনষ্টের কারণসমূহ	১১১
রোযার সুপারিশ	১১২
রোযার প্রাণশক্তি	১১২
হতভাগ্য রোযাদার	১১৩
নামায-রোযা ও যাকাত পাপের কাফ্ফারা	১১৪
রিয়া হতে দূরে থাকা	১১৫
সেহরী খাবার তাকিদ	১১৫
তাড়াতাড়ি ইফতার গ্রহণের তাকিদ	১১৬
মুসাফিরের জন্য রোযা ঐচ্ছিক	১১৬
রোযা ও অন্যান্য ইবাদাতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন	১১৭
নফল ইবাদাতে মধ্যম পন্থা	১১৮
ই'তেকাফের দিনসমূহ	১২১
রমযানের শেষ দশদিন	১২২
হজ্জ্ব	১২২
হজ্জ্ব ফরয	১২২
হজ্জ্ব মানুষকে নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ করে	১২৩
জিহাদের পর সর্বোত্তম আমল	১২৩
তাড়াতাড়ি হজ্জ্বে যাওয়া	১২৪
মুসলমান হয়ে হজ্জ্ব না করার পরিণতি ১২৪	
যাত্রা করার সাথে সাথেই হজ্জের ছওয়াব শুরু হয়	১২৫

ব্যবহারিক বিষয়ক অধ্যায়

হালাল উপার্জন	১২৬
স্বহস্তে উপার্জনের মর্যাদা	১২৬
দোয়া কবুলের জন্য হালাল রিযিকের প্রভাব	১২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
হালাল-হারামের পরোয়া না করা	১২৮
হারাম উপার্জনের পরিণতি	১২৮
চিত্র শিল্পীর উপার্জন	১২৯
ব্যবসা-বাণিজ্য	১৩০
সততাপূর্ণ ব্যবসা	১৩০
ক্রয়-বিক্রয়ে সদাচারের হুকুম	১৩১
সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ীর মর্যাদা	১৩১
আল্লাহভীরু ব্যবসায়ীদের পরিণাম	১৩২
অবৈধ পন্থা অবলম্বন করলে ব্যবসায়ের বরকত নষ্ট হয়ে যায়	১৩২
ব্যবসায় মিথ্যা শপথ	১৩৩
ব্যবসা-বাণিজ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রায়শ্চিত্বস্বরূপ সাদকা	১৩৪
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন	১৩৫
মওজুদদারীর নিষিদ্ধতা	১৩৬
মওজুদদারের উপর অভিশাপ	১৩৭
মওজুদদারের বদ স্বভাব	১৩৮
পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন না করা	১৩৮
ধার-কর্জ	১৩৯
অসচ্ছল কর্জদারকে সময় দানের ছওয়াব	১৩৯
কোন মুসলমান ভাইয়ের ঋণ পরিশোধ করে দেয়া	১৪০
কিয়ামতের দিন দেনাদারের ক্ষমা নেই	১৪১
ঋণ পরিশোধের উত্তম পন্থা	১৪২
সচ্ছল ব্যক্তির দেনা আদায়ের টালবাহানা করা অন্যায়	১৪৩
ঋণ আদায়ে নিয়্যাতের প্রভাব	১৪৪
টাল-বাহানার আইনানুগ দণ্ড	১৪৪
ছিনতাই ও আত্মসাৎ	১৪৫
যুলুমের শাস্তি	১৪৫
জবরদস্তির অবৈধতা	১৪৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিশ্বাসঘাতকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা নিষিদ্ধ	১৪৭
প্রতারণায় শয়তানের আগমন	১৪৭
চাষাবাদ ও বাগ-বাগিচা	১৪৮
কৃষকের সাদকা	১৪৮
অভিশপ্ত বান্দা	১৪৯
শ্রমিকের মজুরী	১৫০
মজুর বা শ্রমিকের অধিকার	১৫০
কিয়ামতে আল্লাহ্ স্বয়ং মজুরের উকালতি করবেন	১৫০
অবৈধ ওসিয়ত	১৫১
অবৈধ ওসিয়তের শাস্তি জাহান্নাম	১৫১
উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা	১৫৩
কোন উত্তরাধিকারীর পক্ষে ওসিয়ত করা অবৈধ	১৫৩
ওসিয়তের সর্বশেষ সীমা	১৫৪
সুদ ও ঘুষ	১৫৫
সুদী কারবারে অংশগ্রহণকারীর উপর অভিসম্পাত	১৫৫
ঘুষখোর ও ঘুষদানকারীর উপর লানত	১৫৬
সন্দেহযুক্ত জিনিস পরিহার করা	১৫৭
"তাকওয়া" অর্জনের উপায়	১৫৮
বিবাহ	১৫৯
বিয়ের জন্য উৎসাহ দান	১৫৯
নেক্কার স্ত্রী নির্বাচন	১৬০
স্ত্রী নির্বাচনের প্রকৃত মাপকাঠি	১৬০
বিপর্যয়ের কারণ	১৬১
বিয়ের খুতবা	১৬২
মোহর দেয়া ফরয	১৬৫
অল্প মোহর	১৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
অল্প মোহরের ফযীলত	১৬৭
ওলিমায় (বৌভাতে) কাঙ্গালগণকে দাওয়াত না দেয়া অন্যায়	১৬৭
ফাসিকের দাওয়াত গ্রহণ না করা	১৬৮

মানুষের পারস্পরিক অধিকার অধ্যায়

পিতা-মাতার অধিকার	১৬৯
মায়ের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার	১৬৯
মাতা-পিতার খিদমতের পুরস্কার জান্নাত	১৭০
পিতা-মাতার অবাধ্যতা হারাম	১৭০
মৃত্যুর পর পিতা-মাতার হক কি ?	১৭১
দুধ মায়ের সম্মান	১৭২
মুশরিক পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা	১৭৩
প্রকৃত সদাচার	১৭৩
অপকারের পরিবর্তে উপকার	১৭৪
স্ত্রীগণের অধিকার	১৭৫
স্ত্রীর সাথে ব্যবহার	১৭৫
কটুভাষিণী স্ত্রীর সাথে ব্যবহার	১৭৬
স্ত্রীকে প্রহার করা ভাল নয়	১৭৭
স্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা	১৭৮
স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য	১৭৯
স্ত্রীর জন্য যা খরচ হয় তা সাদকা	১৮০
স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় বিচারের নির্দেশ	১৮১
স্বামীর অধিকার	১৮২
কোন ধরনের স্ত্রী জান্নাতবাসী হবে	১৮২
উত্তম স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য	১৮২
নফল ইবাদতের জন্যে স্বামীর অনুমতি	১৮৩
স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা	১৮৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
মু'মিনা স্ত্রী স্বামীর সর্বোত্তম সম্পদ	১৮৬
নারী গৃহের কর্ত্রী	১৮৭
সন্তান-সন্তুতির অধিকার	১৮৮
সন্তানের প্রশিক্ষণ	১৮৮
নামাযের জন্য অভ্যস্ত করা	১৮৯
সুসন্তান সাদকায়ে জারিয়া	১৯০
কন্যা সন্তানকে সুশিক্ষা দানের সুফল	১৯১
কন্যা সন্তানকে মর্যাদা ও দানের সুফল	১৯২
কন্যা সন্তান জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের উপায়	১৯৩
সন্তানদের মধ্যে ন্যায় বিচার	১৯৪
সন্তানদের জন্যে খরচ করা সওয়াবের কাজ	১৯৫
নিরূপায় কন্যার ভরণ-পোষণ করা সর্বোত্তম সাদকা	১৯৬
ইয়াতীম ছেলেমেয়ের প্রতিপালনের জন্যে দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত থাক	১৯৭
ইয়াতীমের অধিকার	১৯৮
ইয়াতীমের প্রতিপালন	১৯৮
সর্বোত্তম ও নিকৃষ্টতম পরিবার	১৯৯
ইয়াতীম প্রতিপালনের চারিত্রিক উপকারিতা	১৯৯
দুর্বলের অধিকার	২০০
ইয়াতীমের সম্পত্তিতে অভিভাবকের হক	২০০
পালনাধীন ইয়াতীমকে শাসন করা	২০২
মেহমানের অধিকার	২০২
মেহমানদারী করা ঈমানের দাবী	২০২
মেহমানদারীর সময়সীমা	২০৩
প্রতিবেশীর অধিকার	২০৪
প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া বেঈমানী	২০৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রতিবেশীর মর্যাদা	২০৪
মু'মিনের প্রতিবেশী উপবাস থাকতে পারে না	২০৫
প্রতিবেশীর খবরাখবর নেয়া	২০৫
প্রতিবেশীদের নিকট উপহার বিনিময়ের গুরুত্ব	২০৬
সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রতিবেশী	২০৬
প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচারের পন্থা	২০৭
প্রতিবেশীর সাথে ব্যবহারের পরিণাম জান্নাত কিংবা জাহান্নাম	২০৮
কিয়ামতের প্রথম মুকদ্দামা–প্রতিবেশীর ঝগড়া	২০৮
ফকীর ও মিসকীনদের অধিকার	২০৯
নিঃস্ব কাংগালদের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক	২০৯
ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান	২১০
সাহায্য প্রার্থীর সাথে আচরণ	২১১
সহানুভূতি পাবার যোগ্য মিসকিন	২১১
বিধবা ও মিসকীনদের প্রতি লক্ষ্য রাখার ফযীলত	২১২
চাকর-বাকরের অধিকার	২১৩
ভৃত্যদের খাবার ও পোশাক পরিচ্ছদ কেমন হবে?	২১৪
ভৃত্যদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার	২১৫
দাস-দাসীকে প্রহার করা নিষেধ	১১৬
সফর সঙ্গীর অধিকার	২১৬
জনসেবার প্রতিযোগিতা	২১৬
প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস সফর সঙ্গীকে দিয়ে দেয়া	২১৭
শয়তানের ঘর ও তার সাওয়ারী	২১৮
রাস্তা বন্ধ করার দোষ	২১৯
রোগীর সেবা-যত্ন	২২১
রোগীর সেবা এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক	২২১
পীড়িত, ক্ষুধিত এবং বন্দীর সাথে উত্তম ব্যবহার	২২২
অমুসলিমের সেবা	২২২
রোগী দেখতে যাবার নিয়ম	২২৩

হাদীস সংকলন ঃ একটি ইতিহাস

সংক্ষেপে হাদীস হলো এমন জ্ঞান যার দ্বারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও তাঁর অবস্থা জানা যায়।

হাদীসের সব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। এজন্য ভিন্নভাবে পুস্তক রচনার প্রয়োজন। এখানে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হচ্ছে। এ থেকে অনুমান করা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের এই অমূল্য সম্পদ তেরশত বছরে কোন্ কোন্ পর্যায় অতিক্রম করে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ থেকে আরও জানা যাবে কোন্ মহান ব্যক্তিত্বগণ হিকমাত ও হেদায়াতের এই উৎসকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট সংরক্ষিত আকারে পৌঁছে দেয়ার জন্য নিজেদের জীবনকে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। প্রয়োজন বোধে একাজে জীবনকে বাজি রাখতেও পিছপা হননি।

তিনটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস আমাদের নিকট পৌঁছেছে। এর উপর গোটা মুসলিম উম্মাতের আমল, লিখিত আকারে এবং স্মৃতিতে ধরে রাখার মাধ্যমে। অর্থাৎ পঠন ও পাঠনের মাধ্যমে। এই দৃষ্টিতে হাদীস সংগ্রহ বিন্যাস ও পুস্তকাকারে সংকলন তৈরি করার গোটা সময়টাকে চারটি যুগে বিভক্ত করা যায় ঃ

প্রথম যুগ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে ১ম হিজরী শতকের শেষ পর্যন্ত। এই যুগের হাদীস সংগহ ও সংকলকগণ এবং সংকলন গ্রন্থগুলোর বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

হাদীসের প্রসিদ্ধ হাফেজ সাহাবীগণ ঃ

(১) হযরত আবু হুরায়রা (আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু) ৭৮ বছর বয়সে ৫৯ হিজরী ও ইংরেজি ৬৭৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪ এবং তাঁর ছাত্র সংখ্যা ৮০০ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ৭১ বছর বয়সে ৬৮ হিজরী ও ইংরেজি ৬৮৭ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রেয়ায়েতকৃত হাদীসের সংখ্যা ২৬৬০।

(৩) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা ৬৭ বছর বয়সে ৫৮ হিজরী ও ইংরেজি ৬৭৭ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রেওয়ায়েতকৃত হাদীসের সংখ্যা ২২১০।

(৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ৮৪ বছর বয়সে ৭৩ হিজরী ও ইংরেজি ৬৯২ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০।

(৫) হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ৯৪ বছর বয়সে ৭৮ হিজরী ও ইংরেজি ৬৯৭ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৫৬০।

(৬) হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু ১০৩ বছর বয়সে ৯৩ হিজরী ও ইংরেজি ৭১১ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২৮৬।

(৭) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু ৮৪ বছর বয়সে ৭৮ হিজরী ও ইংরেজি ৬৯৩ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১১৭০।

এই কজন মহান সাহাবীর এক হাজারের অধিক হাদীস মুখস্থ ছিলো। তাছাড়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনিল আস (মৃ. হিজরী ৬৩ ও ইংরেজি ৬৮২), হযরত আলী (মৃ. হিজরী ৪০ ও ইংরেজি ৬৬০) এবং হযরত উমার ফারূক (মৃ. হিজরী ২৩ ও ইংরেজি ৬৪৩) রাদিয়াল্লাহু আনহুম সেইসব সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫০০ থেকে এক হাজারের মধ্যে।

অনুরূপভাবে হযরত আবু বাকর সিদ্দীক (মৃ. হিজরী ৫৯ ইংরেজী ৬৩৪), **হযরত উসমান** (মৃ. হিজরী ৩৬ ও ইংরেজি ৬৫৬), **হযরত উম্মু সালাম** (মৃ. হিজরী ৫৯ ও ইংরেজি ৬৭৮), **হযরত আবু মূসা আশআরী** (মৃ. হিজরী ৫২ ও ইংরেজি ৬৭২), **হযরত আবু যার আল-গিফারী** (মৃ. হিজরী ৩২ ও ইংরেজি ৬৫২), **হযরত আবু আইউব আনসারী** (মৃ. হিজরী ৫১ ও ইংরেজি ৬৭১), **হযরত উবাই ইবনে কা'ব** (মৃ. হিজরী ১৯ ও ইংরেজি ৬৪০), **হযরত মুআয ইবনে জাবাল** (মৃ. হিজরী ১৮ ও ইংরেজি ৬৩৯) রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এক শতের অধিক এবং পাঁচ শতের কম হাদীস বর্ণিত আছে।

সাহাবীগণ ছাড়া এ যুগের একদল মহান তাবিঈর কথাও স্মরণ করতে হয়। যাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় হাদীস-ভাণ্ডার থেকে মিল্লাতে ইসলামিয়া কিয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের দ্বিতীয় বর্ষে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। ৭২৩ সনে

ইন্তিকাল করেন। তিনি হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমূখ সাহাবাদের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন।

(২) উরওয়া ইবনুয যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনার বিশিষ্ট আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র বোনপুত্র ছিলেন। তিনি তাঁর কাছ থেকেই বেশির ভাগ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনন্তর তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু-র নিকটও হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। সালেহ ইবনে কাইসান ও ইমাম যুহরীর মত আলেমগণ তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ৯৪ হিজরী ও ইংরেজি ৭১২ সনে ইন্তিকাল করেন।

(৩) সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনার প্রসিদ্ধ সাতজন ফিকাহবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা ও অপরাপর সাহাবীর নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। নাফে, ইমাম যুহরী ও অপরাপর প্রসিদ্ধ তাবিঈগণ তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি হিজরী ১০৬ ও ইংরেজি ৭২৪ সনে ইন্তিকাল করেন।

(৪) নাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু। আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুক্তদাস। তিনি তাঁর মনিবের বিশিষ্ট ছাত্র এবং ইমাম মালেক রাহেমাল্লাহু আলাইহি-এর শিক্ষক ছিলেন। তিনি ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-র সূত্রেই বেশির ভাগ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১১৭/৭৩৫ সনে ইন্তিকাল করেন।

এই যুগের সংকলনসমূহ ঃ

(১) সহীফায়ে সাদিকা ঃ এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনিল আস ৭৭ বছর বয়সে (হিজরী ৬৩ ও ইংরেজি ৬৮২ সনে ইন্তিকাল) কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। পুস্তক রচনার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিলো। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যা কিছু শুনতেন তা লিখে রাখতেন। এজন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অনুমতি প্রদান করেছিলেন (মুখতাসার জামি বাইয়ানিল ইল্‌ম, পৃ. ৩৬-৭)। এই সংকলনে প্রায় এক হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছিল। তা কয়েক যুগ ধরে তাঁর পরিবারের লোকদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। বর্তমানে তা ইমাম আহামদ ইবনে হাম্বল (রহ)-এর মুসনাদ গ্রন্থে পূর্ণরূপে বিদ্যামন আছে।

(২) সহীফায়ে সহীহা ঃ হুম্মাম ইবনে মুনাব্বেহ (মৃ. ১০১/৭১৯) এটা সংকলন করেন। তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র ছাত্র ছিলেন।

তিনি তাঁর উস্তাদ মুহতারামের বর্ণিত হাদীসগুলো এই গ্রন্থে একত্রে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। গ্রন্থটির হস্তলিখিত কপি বার্লিন ও দামেশকের গ্রন্থগারসমূহে সংরক্ষিত আছে। অনন্তর ইমাম আহমাদ রাহেমাল্লাহু আলাইহি তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র শিরোনামে পূর্ণ গ্রন্থটি সন্নিবেশ করেছেন (দেখুন মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১২-৩১৮; এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ডঃ হামীদুল্লাহ কর্তৃক সম্পাদিত সহীফায়ে ইবনে হুম্মাম-এর ভূমিকা)। এই সংকলনটি কিছুকাল পূর্বে ডঃ হামীদুল্লাহ সাহেবের প্রচেষ্টায় হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৩৮টি হাদীস রয়েছে। এই সংকলনটি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীসের একটি অংশ মাত্র। এর অধিকাংশ হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও পাওয়া যায়। মূল পাঠ প্রায় একই। এতে বিশেষ কোন তারতম্য নেই। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র অপর ছাত্র বাশীর ইবনে নাহীকও একটি সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র ইন্তিকালের পূর্বে তিনি তাঁকে এই সংকলন পড়ে শুনান এবং তিনি তা সঠিক বলে অভিহিত করেন (জামি বাইয়ানিল ইল্‌ম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭২; তাহযীবুত তহাযীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০)।

(৩) মুসনাদে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ সাহাবাদের যুগেই এই সংকলন প্রস্তুত করা হয়েছিলো। এর একটি হস্তলিখিত কপি উমার ইবনে আবদিল আযীয রহ.-এর পিতা এবং মিসরের গভর্নর আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ান (মৃ. হিজরী ৬৮ ও ইংরেজি ৭০৫)-এর নিকট ছিলো। তিনি কাসীর ইবনে মুররাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, তোমাদের কাছে সাহাবায়ে কিরামের যেসব হাদীস বর্তমান আছে তা লিখে পাঠাও। কিন্তু হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র বর্ণিত হাদীস লিখে পাঠানোর প্রয়োজন নেই। কেননা তা আমাদের কাছে লিখিত আকারে বর্তমান রয়েছে (দীবাচাহ সহীফায়ে হুম্মাম, পৃ. ৫০, তাবাকাতে ইবনে সা'দ-এর বরাতে, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭)। আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহেমাল্লাহু আলাইহি-এর স্বহস্তে লিখিত মুসনাদে আবি হুরায়রা রা.-র একটি কপি জার্মানীর গ্রন্থাগারসমূহে বর্তমান আছে। (তিরমিযীর শরাহ তুহফাতুর আহওয়াযী গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ১৬৫)।

(৪) সহীফায়ে হযরত আলী ঃ ইমাম বুখারী রহ.-এর ভাষ্য থেকে জানা যায় এই সংকলনটি বেশ বড় ছিলো (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইতিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫১)। এর মধ্যে যাকাত, মদীনার হেরেম, বিদায় হজ্জের ভাষণ ও ইসলামী সংবিধানের ধারাসমূহ বিবৃত ছিলো।

(৫) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত ভাষণ ঃ মক্কা বিজয়কালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু শাহ ইয়ামানী রাদিয়াল্লাহু আনহু-র আবেদনক্রমে তাঁর দীর্ঘ ভাষণ লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন (সহীহ বুখারী, আহমাদী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০; মুখতাসার জামি বাইয়ানিল ইল্‌ম, পৃ. ৩৬; সহী মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৯)। এই ভাষণ মানবাধিকারের বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত।

(৬) সহীফা হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁর ছাত্র ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্বিহ (মৃ. হিজরী ১১০ ও ইংরেজি ৭২৮) ও সুলাইমান ইবনে কায়েস লশকোরী (তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৫) লিখিত আকারে সংকলন করেছিলেন। এই সংকলনে হজ্জের নিয়মাবলী ও বিদায় হজ্জের ভাষণ স্থান লাভ করে।

(৭) রিওয়ায়াতে আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁর ছাত্র ও বোনপুত্র উরওয়া ইবনুয যুবায়ের রা. লিখে নিয়েছিলেন (তাহযীবুত তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩)।

(৮) আহাদীস ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-র রেওয়ায়েতসমূহের সংকলন। তাবিঈ হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের ও তাঁর হাদীসসমূহ লিখিত আকারে সংকলন করতেন (দারিমী, পৃ. ৬৮)।

(৯) আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু-র সহীফা ঃ সাঈদ ইবনে হেলাল বলেন, আনাস রা. তাঁর স্বহস্ত লিখিত সংকলন বের করে আমাদের দেখাতেন এবং বলতেন, এই হাদীসগুলো আমি সরাসরি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি এবং লিখার পর তা পাঠ করে তাঁকে শুনিয়ে সত্যায়িত করে নিয়েছি (সহীফায়ে হুম্মামের ভূমিকা, পৃ. ৩৪, খতীব বাগদাদীর বরাতে; অনন্তর মুসতাদরাক হাকেম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৬৪)।

(১০) আমর ইবনে হাযম রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ যাঁকে ইয়ামনের গভর্নর নিয়োগ করে পাঠানোর সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি লিখিত নির্দেশনামা দিয়ে ছিলেন। তিনি কেবল এই নির্দেশনামাই সংরক্ষণ করেননি, বরং এর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরও একশটি ফরমান যুক্ত করে একটি সুন্দর সংকলন তৈরি করেন (ডঃ হামীদুল্লাহর আল ওয়াসাইকুস-সিয়াসিয়া, পৃ. ১০৫, তাবাবীর বরাতে, পৃ. ১০৪)।

(১১) রিসালা সামুরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ তাঁর সন্তান এটা তাঁর কাছে থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। এটা হাদীসের একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন ছিল (তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৬)।

(১২) সহীফা সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ এই সাহাবী জাহিলী যুগ থেকেই লেখাপড়া জানতেন। তিনি যে সকল হাদীস বর্ণনা করতেন তা এ সংকলনে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

(১৩) মাআন থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-র পুত্র আবদুর রহমান আমার সামনে একটি কিতাব এনে শপথ করে বললেন, এটা আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-র স্বহস্তে লিখিত (জামিউল ইল্‌ম, পৃ. ৩৭)।

(১৪) মাকতুবাতে নাফে ঃ সুলাইমান ইবনে মূসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদীস বলতেন আর তাঁর ছাত্র নাফে তা লিপিবদ্ধ করতেন (দারিমী, পৃ. ৬৯, অনন্তর সহীফা ইবনে হুম্মামের ভূমিকা, পৃ. ৪৫, তাবাকাতে ইবনে সা'দ-এ বরাতে)।

গবেষণা ও অনুসন্ধানের ধারা অব্যাহত রাখলে উল্লিখিত সংকলনগুলো ছাড়াও আরও অনেক সংকলনের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এই যুগে সাহাবায়ে কেরাম ও প্রবীণ তাবিঈগণ বেশীর ভাগ নিজেদের ব্যক্তিগত স্মৃতিতে সংরক্ষিত হাদীসসমূহ লিখে রাখার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ আরও ব্যাপকতা লাভ করে। হাদীস সংকলকগণ নিজেদের ব্যক্তিগত ভাণ্ডারের সাথে নিজ নিজ শহর অঞ্চলের মুহাদ্দিসগণের সাথে মিলিত হয়ে তাঁদের সংগ্রহও একত্র করেন।

দ্বিতীয় যুগ

এই যুগটি প্রায় দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমার্ধে গিয়ে শেষ হয়। এই যুগে তাবিঈদের একটি বিরাট দল তৈরি হয়ে যায়। তাঁরা প্রথম যুগের লিখিত ভাণ্ডারকে ব্যাপক সংকলনসমূহে একত্র করেন।

হাদীস সংকলকগণ ঃ

(১) মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব ঃ ইমাম যুহরী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ (মৃ. হিজরী ১২৪ ও ইংরেজি ৭৪১)। তিনি নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু, আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু, সাহল্ ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাবিয়ী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব

রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মাহমূদ ইবনুর রবী রাহেমাল্লাহু আলাইহি প্রমুখের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। ইমাম আওযাঈ রাহেমাল্লাহু আলাইহি, ইমাম মালেক রাহেমাল্লাহু আলাইহি এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রাহেমাল্লাহু আলাইহি-এর মত হাদীসের প্রখ্যাত ইমামগণ তাঁর ছাত্রদের মধ্যে গণ্য। হিজরী ১০১ ও ইংরেজি ৭১৯ সনে উমার ইবনে আবদুল আযীয রাহেমাল্লাহু আলাইহি তাঁকে হাদীস সংগ্রহ করে তা একত্র করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি মদীনার গভর্নর আবু বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হায্‌মকে আবদুর রহমানের কন্যা আমরাহও কাসিম ইবনে মুহাম্মাদের নিকট হাদীসের যে ভাণ্ডার রয়েছে তা লিখে নেয়ার নির্দেশ দেন। এই আমরাহ রাহেমাল্লাহু আলাইহি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা-র বিশিষ্ট ছাত্রী ছিলেন এবং কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের তত্ত্বাবধানে তাঁর শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন (তাহযীবুত তাহযীব, ৭খ, পৃ. ১৭২)।

কেবল এখানেই শেষ নয়, বরং হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয রাহেমাল্লাহু আলাইহি ইসলামী রাষ্ট্রের সকল দায়িত্বশীল প্রশাসককে হাদীসের এই বিরাট ভাণ্ডার সংগ্রহ ও সংকলনের জোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে হাদীসের বিরাট সম্পদ রাজধানীতে পৌঁছে গেলো। সমসাময়িক খলীফা এর সংকলন প্রস্তুত করে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন (তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১খ, পৃ. ১০৬; জামিউল ইল্‌ম, পৃ. ৩৮)।

ইমাম যুহরীর সংগৃহিত হাদীস সংকলন করার পর এই যুগের অপরাপর আলেমগণও হাদীসের গ্রন্থ সংকলনের কাজ শুরু করেন। আবদুল মালেক ইবনে জুরাইজ (মৃ. হিজরী ১৫০ ও ইংরেজি ৭৬৭ সন) মক্কায়, ইমাম আওযাঈ (মৃ. হিজরী ১৫৭ ও ইংরেজি ৭৭৩) সিরিয়ায়, মা'মার ইবনে রাশেদ (মৃ. হিজরী ১৫৩ ও ইংরেজি ৭৭০) ইয়ামনে, ইমাম সুফিয়ান সাওরী (মৃ. হিজরী ১৬১ ও ইংরেজি ৭৭৭) কুফায়, ইমাম হাম্মাদ ইবনে সালাম (মৃ. হিজরী ১৬৭ ও ইংরেজি ৭৮৩) বসরায় এবং ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (মৃ. হিজরী ১৮১ ও ইংরেজি ৭৯৭) খোরাসানে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজে সবার আগে ছিলেন।

(২) ইমাম মালেক ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ জন্ম হিজরী ৯৩ ও ইংরেজি ৭১১ সন। মৃত্যু হিজরী ১৭৯ ও ইংরেজি ৭৯৫ সনে ইমাম যুহরীর পরে মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংকলন ও শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। তিনি নাফে, যুহরী ও অপরাপর আলেমের ইলম দ্বারা উপকৃত হন। তাঁর শিক্ষক সংখ্যা নয়শত পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁর জ্ঞানের

উৎস থেকে সরাসরি হেজাজ, সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তিন, মিসর, আফ্রিকা ও আন্দালুসিয়ার হাজারো হাদীসের শিক্ষাকেন্দ্র তৃপ্ত হয়েছে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে লাইস ইবনে সা'দ (মৃ. হিজরী ১৭৫ ও ইংরেজি ৭৯১), ইবনুল মুবারক (মৃ. হিজরী ১৮১ ও ইংরেজি ৭৯৭), ইমাম শাফিঈ (মৃ. হিজরী ২০৪ ও ইংরেজি ৮১৯) ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী (মৃ. হিজরী ১৮৯ ও ইংরেজি ৮০৪)-এর মত মহান ইমামগণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এ যুগে হাদীসের অনেকগুলো সংকলন রচিত হয়, যার মধ্যে ইমাম মালেক রহ.-এর মুওয়াত্তা বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এ গ্রন্থ হিজরী ১৩০ ও ইংরেজি ৭৪৭ সন থেকে হিজরী ১৪১ ইংরেজি ৭৫৮ সনের মধ্যে সংকলিত হয়। এতে মোট ১৭০০টি রেওয়ায়েত আছে। তার মধ্যে ৬০০টি মারূফ, ২২৮টি মুরসাল, ৬১৩টি মাওকুফ রেওয়ায়েত এবং তাবিঈদের ২৮৫টি বাণী রয়েছে। এ যুগের আরও কয়েকটি সংকলনের নাম নিম্নে দেয়া হল ঃ

জামি' সুফিয়ান সাওরী (মৃ. হিজরী ১৬১ ও ইংরেজি ৭৭৭), জামে' ইবনিল মুবারক, জামে' ইমাম আওযাঈ (মৃ. হিজরী ১৫৭ ও ইংরেজি ৭৭৩), জামে' ইবনে জুরাইজ (মৃ. হিজরী ১৫০ ও ইংরেজি ৭৬৭), ইমাম আবু ইউসুফ (মৃ. হিজরী ১৮৩ ও ইংরেজি ৭৯৯)-এর কিতাবুল খিরাজ, ইমাম মুহাম্মদের কিতাবুল আসার। এই যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, সাহাবাদের আসার (বাণী) এবং তাবিঈদের ফতোয়াসমূহ একই সংকলনে একত্রিত করা হতো। কিন্তু সাথে একথাও বলে দেয়া হতো যে, কোনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস এবং কোনটি সাহাবা অথবা তাবিঈদের বাণী।

তৃতীয় যুগ

এই যুগ প্রায় দ্বিতীয় হিজরী শতকের শেষের দিক থেকে চতুর্থ হিজরী শতকের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহকে সাহাবাগণের আসার ও তাবিঈদের বাণী থেকে পৃথক করে সংকলিত করা হয়।

(২) নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহের পৃথক সংকলন প্রস্তুত করা হয়। এভাবে যাচাই-বাছাই এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর দ্বিতীয় যুগের সংকলনসমূহ তৃতীয় যুগের বিরাট গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

(৩) এই যুগে হাদীসসমূহ কেবল একত্রই করা হয়নি, ইলমে হাদীসের হেফাজতের জন্য মহান মুহাদ্দিসগণ ইলমের একশতাধিক শাখার ভিত্তি স্থাপন

করেন, যার উপর বর্তমান কাল পর্যন্ত হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আল্লাহ তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং তাদেরে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন।

সংক্ষিপ্তভাবে এখানে হাদীসের জ্ঞানের কয়েকটি শাখার পরিচয় দেয়া হলো ঃ

(১) ইল্‌মু আসমাইর রিজাল (রিজাল শাস্ত্র) ঃ এই শাস্ত্রে হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের পরিচয়, জন্ম-মৃত্যু, শিক্ষক ও ছাত্রদের বিবরণ, জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যাপক ভ্রমণ এবং নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বা অনির্ভরযোগ্য হওয়া সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত সন্নিবিশিত হয়েছে। জ্ঞানের এই শাখা বহুত ব্যাপক, উপকারী ও আকর্ষণীয়। কোন কোন গোঁড়া প্রাচ্যবিদও স্বীকার না করে পারেননি যে, রিজাল শাস্ত্রের দৌলতে পাঁচ লাখ রাবীর জীবনেতিহাস সংরক্ষিত হয়েছে। মুসলিম জাতির এই নজীর অন্য কোন জাতির মধ্যে পাওয়া অসম্ভব-(প্রাচ্যবিদ স্প্রেংগার কর্তৃক আল ইসাবায় সংজোযিত ইংরেজি ভূমিকা, ১৮৬৪ খৃ. কলিকাতা থেকে প্রকাশিত)। রিজাল শাস্ত্রের উপর শত শত গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। কয়েকটি গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) তাহযীবুল কামাল ঃ গ্রন্থকার ইমাম ইউসুফ মিয্‌যী (মৃ. হিজরী ৭৪২ ইংরেজি ১৩৪৩)। রিজাল শাস্ত্রে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

(খ) তাহযীবুত তাহযীব ঃ গ্রন্থকার সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (মৃ. হিজরী ৮৫২ ইংরেজি ১৪৪৮)। গ্রন্থটি ১২ খণ্ডে বিভক্ত এবং দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত।

(গ) তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ (পাঁচ খণ্ড) ঃ গ্রন্থকার শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃ. হিজরী ৭৪৮ ইংরেজি ১৩৪৭)।

(২) ইল্‌ম মুসতালাহিল হাদীস (উসূলে হাদীস) ঃ ইল্‌মের এই শাখার সাহায্যে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা যাচাইয়ের নিয়ম-কানুন জানা যায়। এই শাখার আলোকে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা ও হাদীসের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে এই ভূমিকার শেষাংশে সংক্ষেপে দেয়া হয়েছে। এই শাখার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে 'উলুমূল হাদীস'। এটা 'মুকাদ্দামা ইবনিস সালাহ' নামে পরিচিত। এর রচিয়তা হচ্ছেন আবু উমার ওয়া উসমান ইবনুস সালাহ্ (মৃ. হিজরী ৫৭৭ ইংরেজি ১১৮১)।

নিকট অতীতে উসূলুল হাদীসের উপর দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। (ক) তাওজীহুন নাজার। গ্রন্থকার আল্লামা তাহের ইবনে সালেহ আল-জাযাইরী (মৃ. হিজরী ১৩৩৮ ইংরেজি ১৯১৯) এবং (খ) কাওয়াইদুল হাদীস। গ্রন্থকার আল্লামা

সায়্যিদ জামালুদ্দীন কাসিমী (মৃ. হিজরী ১৩৩২ ইংরেজি ১৯১৩)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে হাদীসের মূলনীতি শাস্ত্র সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষোক্ত গ্রন্থে এই জ্ঞানকে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

(৩) ইল্‌ম আরীবিল হাদীস ঃ এই শাস্ত্রে হাদীসের কঠিন ও দ্ব্যর্থবোধক শব্দসমূহের আভিধানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ শাস্ত্রে আল্লামা যামাখশারী (মৃ. হিজরী ৫৩৮ ইংরেজি ১১৪৩)-এর 'আল-ফাইক' এবং ইবনুল আছীর (মৃ. হিজরী ৬০৬ ইংরেজি ১২০৯)-এর 'নেহায়া' গ্রন্থদ্বয় উল্লেখযোগ্য।

(৪) ইল্‌ম তাখরীজুল আহাদীস ঃ প্রসিদ্ধ তাফসীর, ফিক্‌হ, তাসাওউফ ও আকাইদ-এর গ্রন্থসমূহে যেসব হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে— ইলমের এই শাখার মাধ্যমে তার উৎস সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। যেমন বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবু বাক্‌র আল মারগীনানী (মৃ. হিজরী ৫৯২ ইংরেজি ১১৯৫)-এর 'আল হিদায়া' নামক ফিক্‌হ গ্রন্থে এবং ইমাম গাযালী (মৃ. হিজরী ৫০৫ ইংরেজি ১১১১)-এর ইহ্‌য়াউল উলূম গ্রন্থে অনেক হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তার সনদ ও গ্রন্থবরাত উল্লেখ করা হয়নি। এখন কোন পাঠক যদি জানতে চায় এই হাদীসগুলো কোন্ পর্যায়ের এবং হাদীসের কোন্ সব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে তা উল্লেখ আছে। তবে প্রথমোক্ত গ্রন্থের জন্য হাফেজ যাইলাঈ (মৃ. হিজরী ৭৯২ ইংরেজি ১৩৮৯)-এর 'নাসবুর রাইয়াহ্' ও হাফেজ ইবনে হাজার আল আসকালানীর 'আদ দিরাইয়াহ্' গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্য নিতে হবে। আর শেষোক্ত গ্রন্থের জন্য হাফেজ যায়নুদ্দীন ইরাকী (মৃ. হিজরী ও ইংরেজি ৮০৬/১৪০৩)-এর 'আল-মুগনী আন হামালিল আসফার' গ্রন্থের সাহায্য নিতে হবে।

(৫) ইলমুল আহাদীসিল মাওদূআহ্ ঃ এই বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ আলেমগণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলন করেছেন এবং মাওদূ (মনগড়া) রেওয়ায়েতগুলো পৃথক করে দিয়েছেন। এ বিষয়ের উপর কাযী শাওকানী (মৃ. হিজরী ১২৫৫ ইংরেজি ১৮৩৯)-এর 'আল ফাওয়াইদুল মাজমুআহ' এবং হাফেজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (হিজরী ৯১১ ইংরেজি ১৫০৫)-এর 'আল লায়ীল মাসনূআহ' গ্রন্থদ্বয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৬) ইলমুন নাসিখ ওয়াল মানসুখ ঃ এই শাস্ত্রের উপর ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মূসা হাযিমী (মৃ. হিজরী ৭৮৪ ইংরেজি ১৩৮২ সনে ৩৬ বছর বয়সে)-এর 'কিতাবুল ই'তিবার' অধিক প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য।

(৭) ইলমুত তাওফীক বাইনাল আহাদীস ঃ যেসব হাদীসের বক্তব্যের মধ্যে বাহ্যত পারস্পরিক বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞানের এই শাখায় তার

সঠিক ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। সর্বপ্রথম ইমাম শাফিই (মৃ. হিজরী ২০৪ ইংরেজি ৮১৯) এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। তাঁর পুস্তিকাখানি 'মুখতালিফুল হাদীস' নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম তাহাবী (মৃ. হিজরী ৩২১ ইংরেজি ৯৩৩)-এর 'মুশকিলুল আছার'ও এ বিষয়ে একখানি সহায়ক গ্রন্থ।

(৮) ইলমুল মুখতালিফ ওয়ার মু'তালিফ ঃ এই শাখায় হাদীসের যেসব রাবীর নাম, ডাকনাম, উপাধি, পিতা ও দাদার নাম অথবা শিক্ষকদের নাম পরস্পর সংমিশ্রিত হয়ে গেছে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মিশ্রণজনিত এই সংশয়ের কারণে যে কোন অনভিজ্ঞ লোক ভুলের শিকার হতে পারে। এই বিষয়ের উপর ইবনে হাজার আল আসকালানী রাহেমাল্লাহু আলাইহি-এর 'তা'বীরুল মুনতাবিহ্' গ্রন্থখানি অধিক পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ।

(৯) ইল্‌ম আতরাফুল হাদীস্ ঃ জ্ঞানের এই শাখার সাহায্যে কোন্ হাদীস কোন্ গ্রন্থে আছে এবং কে কে তার রাবী তা জানা যায়। যেমন কোনো ব্যক্তির 'ইন্নামাল আ'মালু বিন নিয়্যাত' হাদীসের একটি বাক্য মনে আছে। সে পূর্ণ হাদীসটি, এর সকল রাবী ও হাদীসের কোন্ গ্রন্থে তা আছে সেটা জানতে চায়। তখন তাকে এই শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হবে। এই বিষয়ে হাফেজ মিযযী (মৃ. হিজরী ৭৪২ ইংরেজি ১৩৪১)-এর 'তুহফাতুল আশরাফ' গ্রন্থখানি অধিক ব্যাপক ও বিস্তৃত। এই গ্রন্থে সিহাহ সিত্তার সব হাদীসের সূচী একে গেছে। এই গ্রন্থের বিন্যাসে তাঁর ২৬ বছর সময় লেগেছে। কঠোর পরিশ্রমের পর গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গ হয়।

বর্তমান কালে প্রাচ্যবিদগণ এসব গ্রন্থের সাহায্যে কিছুটা নতুন ঢং-এ হাদীসের সূচী প্রস্তুত করেছেন। যেমন 'মিফতাহ্ কুনুযিস্ সুন্নাহ' গ্রন্থখানি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৩৩৪ খৃ. মিসর থেকে এর আরবী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে 'আল-মু'জামুল মাফহারাসু লি-আলফাজিল হাদীসিন্‌নাবাবী' নামে একটি সূচী এ.জে. ব্রিল কর্তৃক লাইডেন নেদারল্যাণ্ড থেকে আরবীতে প্রকাশিত হয়েছে। এটা বৃহৎ সাত খণ্ডে বিভক্ত। এতে সিহাহ সিত্তা ছাড়াও মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদে আহমাদ ও দারিমীর হাদীসসূচীও যোগ করা হয়েছে।

(১০) ফিকহুল হাদীস ঃ এই শাখায় হুকুম আহকাম সম্বলিত হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বিষয়ের উপর হাফেজ ইবনুল কাইয়্যেম (মৃ. হিজরী ৭৫১ ইংরেজি ১৩৫০)-এর 'ই'লামুল মূকিঈন' এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলাবী (মৃ. হিজরী ১১৭৬ ইংরেজি ১৭৬২)-এর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্'

গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এছাড়াও বিশেষজ্ঞ আলেমগণ জীবন ও কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। যেমন অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে আবু উবায়েদ কাসিম ইবনে আল্লাম (মৃ. হিজরী ২২৪ ইংরেজি ৮৩৮)-এর 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। জমীন, উশোর, খাজনা প্রভৃতি বিষয়ের উপর ইমাম আবু ইউসুফ (মৃ. হিজরী ১৮২ ইংরেজি ৭৯৮)-এর 'কিতাবুল খারাজ' একটি সর্বোত্তম সংকলন। অনন্তর হাদীস বা সুন্নাহ শরীআতের আইনের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস্য হওয়া সম্পর্কে এবং হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীদের (মুনকিরীনে হাদীস) ছড়ানো ভ্রান্ত মতবাদের মুখোশ উন্মোচন করার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো অত্যন্ত উপকারী ঃ

(১) কিতাবুল উম্ম (৭ম খণ্ড), (২) আর রিসালা ইমাম শাফিঈ, (৩) আল মুওয়াফিকাত (৪র্থ খণ্ড), এর রচয়িতা হচ্ছেন আবু ইসহাক শাতিবী (মৃ. হিজরী ৭৯০ ইংরেজি ১৩৮৮), (৪) সাওয়াইক মুরসিলা (২য় খণ্ড), রচয়িতা ইবনুল কাইয়্যেম, (৫) ইবনে হায্‌ম আন্দালুসী (মৃ. হিজরী ৪৫৬ ইংরেজি ১০৬৩)-এর আল আহকাম, (৬) মাওলানা বদরে আলম মীরাঠির মুকাদ্দামা তারজুমানুস সুন্নাহ, (৭) অত্র গ্রন্থের সংকলকের পিতা মাওলানা হাফেজ আবদুস সাত্তার হাসান উমারপুরীর[২] ইসবাতুল খাবার, (৮) মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীরর হাদীস আওর কুরআন। অনন্তর (৯) 'ইনকারে হাদীস কা মানজার আওর পাস-মানজার' নামে জনাব ইফতেখার আহমাদ বালখীর গ্রন্থখানিও সুখপাঠ্য। এ পর্যন্ত গ্রন্থটির দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। কিছুকাল পূর্বে আল্লামা মুস্তাফা সাব্বাঈ হাদীসের হুজ্জাত (দললি) হওয়া সম্পর্কে দামেশকের 'আল মুসলিমূন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে অত্যন্ত উপকারী প্রবন্ধ লেখেন। জনাব মালিক গোলাম আলী সাহেব এই প্রবন্ধ উর্দুতে অনুবাদ করেন— যা 'নাতে রসূল' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

(২) মাওলানা হাফেজ আবদুল জাব্বার (মুহাদ্দিস) উপারপুরী (মৃ. হিজরী ১৩৩৪ ইংরেজি ১৯১২)-এর জীবদ্দশায়ই মৌলভী আবদুল্লাহ চকরালুভীর মুনকিরীনে হাদীসের ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মাওলানা আবদুল জাব্বার সাহেব এ সময় তাঁর 'দিয়াউস-সুন্নাহ' নামক পত্রিকায় এই ফেতনার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লেখেন।

ইলমে হাদীসের ইতিহাস ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে ঃ হাফেজ ইবনে হাজার আল আসকালানীর রাহেমাল্লাহু আলাইহি-এর 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থের ভূমিকা, হাফেজ ইবনে আবদিল

বার আল আন্দালুসী (মৃ. হিজরী ৪৬৩ ইংরেজি ১০৭০)-এর জামি' বাইয়ানিল ইল্‌ম ওয়া আহলিহি, ইমাম হাকেম নিশাপুরী (মৃ. হিজরী ৪০৫ ইংরেজি ১০১৪)-এর মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস, মাওলানা আবদুর রহমান (মুহাদ্দিস) মুবারকপুরী (মৃ. হিজরী ১৩৫৩ ইংরেজি ১৯৩৫)-এর তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থের ভূমিকা। নিকট অতীতে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এই শেষোক্ত গ্রন্থটি আলোচনার ব্যাপকতা ও প্রয়োজনের দিক থেকে একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। অনুরূপভাবে মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানীর 'ফাতহুল মুলহিম' গ্রন্থের ভূমিকা এবং মাওলানা মানাজির আহসান গীলানীর 'তাদবীনে হাদীস' (উর্দু) গ্রন্থদ্বয়েও ইলমে হাদীসের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় যুগে হাদীস সংকলকবৃন্দ ঃ

এ যুগের প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলকবৃন্দ ও নির্ভরযোগ্য সংকলনসমূহের পরিচয় নিচে দেয়া হলো ঃ

(১) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (জন্ম হিজরী ১৬৪ ইংরেজি ৭৮০; মৃ. হিজরী ২৪১ ইংরেজি ৮৫৫)-এর গুরুত্বপূর্ণ সংকলন মুসনাদে আহমাদ নামে পরিচিত। এতে তিরিশ হাজার হাদীস পুনরাবৃত্তিসহ ৫ খণ্ডে বর্তমান রয়েছে। উল্লেখযোগ্য সব হাদীস এতে সংগৃহীত হয়েছে। এতে বিষয়সূচি অনুযায়ী বিন্যাসের পরিবর্তে প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণিত সব হাদীস একত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই গ্রন্থের হাদীসগুলো বিষয়সূচী অনুযায়ী বিন্যাস করার কাজ শায়খ হাসানুল বান্না শহীদের পিতা আহমাদ আবদুর রহমান সাআতী শুরু করেছিলেন। তাঁর এ গ্রন্থটি ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

(২) ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (জন্ম হিজরী ১৯৪ ইংরেজি ৮০৯; মৃ. হিজরী ২৫৬ ইংরেজি ৮৬৯)। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ বুখারী। এর পূর্ণ নাম 'আল জামিউস সহীহুল মুসনাদুল মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি'।

এই গ্রন্থ সংকলনে ১৬ বছর সময় লেগেছে। তাঁর কাছে সরাসরি সহীহ বুখারী অধ্যয়নকারী ছাত্রের সংখ্যা ৯০ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। এই ধরনের মজলিসে পর পর পৌঁছে দেয়া লোকদের সংখ্যা তিন শতের অধিক হতো (কারণ তখন মাইক বা লাউড স্পীকের সুবিধা ছিল না)। এই গ্রন্থে মোট ৯৬৮৪টি হাদীস রয়েছে। পুনরুক্তি ও তা'লিকাত (সনদবিহীন রিওয়ায়েত), শাওয়াহেদ

(সাহাবাদের বাণী) ও মুরাসাল হাদীস বাদ দিলে শুধু মারূফ হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৩২-এ। ইমাম বুখারী রহ. অপরাপর মুহাদ্দিসের তুলনায় অধিক শক্ত মানদণ্ডে রাবীদের যাচাই বাছাই করেছেন।

(৩) ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইন আল কুশাইরী (জন্ম হিজরী ২০২ ইংরেজি ৮১৭; মৃ. হিজরী ২৬১ ইংরেজি ৮৭৪)। ইমাম বুখারী এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহেমাল্লাহু আলাইহি-ও তাঁহার শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম তিরমিযী, আবু হাতিম রাযী ও আবু বাক্‌র ইবনে খুযাইমা তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ 'সহীহ্ মুসলিম' বিন্যাসগত দিক থেকে সুপ্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে মোট ৯১৯০টি হাদীস (পুনরুক্তিসহ) রয়েছে।

(৪) ইমাম আবু দাঊদ আশআছ ইবনে সুলাইমান আশ সিজিস্তানী (জন্ম হিজরী ২০২ ইংরেজি ৮১৭; মৃ. হিজরী ২৭৫ হিজরী ৮৮৮)। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সংকলন 'সুনানে আবি দাঊদ' নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে আহকাম সম্পর্কিত হাদীসসমূহ পরিপূর্ণরূপে একত্র করা হয়েছে। ফিকহী ও আইনগত বিষয়ের জন্য এই গ্রন্থ একটি উত্তম উৎস। এতে ৪৮০০ হাদীস রয়েছে (কিন্তু এর ইংরেজি সংস্করণে ক্রমিক নং ৫২৫৪ পর্যন্ত পৌঁছেছে— অনুবাদক)।

(৫) ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (জন্ম হিজরী ২০৯ ইংরেজি ৮২৪; মৃ. হিজরী ২৭৯ ইঙরেজি ৮৯২)। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ জামে তিরমিযী নামে পরিচিত। এতে ফিকহী বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এবং একই বিষয়ে যে যে সাহাবীর হাদীস রয়েছে তাদের নামও উল্লেখ করা হয়েছে।

(৬) ইমাম আহমাদ ইবনে শুআইব নাসাঈ (মৃ. হিজরী ৩০৩ ইংরেজি ৯১৫)। তাঁর সংকলনের নাম 'আস সুনানুল মুজতাবা' যা সুনানে নাসাঈ নামে প্রসিদ্ধ।

(৭) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ্ কাযবীনী (মৃ. হিজরী ২৭৩ ইংরেজি ৮৮৬)। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ "সুনানে ইবনে মাজাহ" নামে প্রসিদ্ধ।

'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থ ছাড়া উল্লিখিত ছটি গ্রন্থকে হাদীস বিশারদদের পরিভাষায় 'সিহাহ সিত্তা' বলা হয়। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম ইবনে মাজাহ্ গ্রন্থের পরিবর্তে ইমাম মালেকের 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থকে সিহাহ সিত্তার মধ্যে গণ্য করেন।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলো ছাড়া এ যুগে আরও অনেক প্রয়োজনীয় এবং পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেয়া সম্ভব নয়। বুখারী, মুসলীম

তিরমিযী এই তিনটি গ্রন্থকে একত্রে 'জামি' বলা হয়। অর্থাৎ আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত, নৈতিকতা, পারস্পরিক লেনদেন ও আচার ব্যবহার ইত্যাদি শিরোনামের অধীন হাদীসসমূহ এতে বর্তমান আছে। আবু দাঊদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহকে একত্রে সুনান বলা হয়। অর্থাৎ এই গ্রন্থগুলোতে বাস্তব কর্মজীবনের সাথে সম্পর্কিত হাদীসই বেশি স্থান পেয়েছে।

হাদীসের গ্রন্থাবলীর স্তর বিন্যাস ঃ

হাদীস বিশারদগণ রিওয়ায়েতের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার তারতম্য অনুযায়ী হাদীসের সমস্ত গ্রন্থাবলীকে চার স্তরে বিভক্ত করেছেন ঃ

১ম স্তর ঃ মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম–এই তিনটি গ্রন্থ সনদের বিশুদ্ধতা ও রাবীদের নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

২য় স্তর ঃ আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ–এই তিনটি গ্রন্থের কোন কোন রাবী নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে প্রথম স্তরের গ্রন্থাবলীর রাবীদের তুলনায় নিম্ন পর্যায়ের। কিন্তু তবুও তাদেরকে নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকার করা হয়। মুসনাদে আহমাদও এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

৩য় স্তর ঃ আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আল দারিমী (মৃ. হিজরী ২৫৫ ইংরেজি ৮৬৯)-এর 'সুনান' (মুসনাদ); ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী, দারু কুতনী (মৃ. হিজরী ৩৮৫ ইংরেজি ৯৯৫); তাবারানী (মৃ. হিজরী ৩৬০ ইংরেজি ৯৭০)-এর সংকলনসমূহ; তাহাবী (মৃ. হিজরী ৩১১ ও ইংরেজি ৯২৩)-এর সংকলনসমূহ; মুসনাদে আশিঅ (মৃ. হিজরী ৪৬৩ ইংরেজি ১০৭০)-এর গ্রন্থাবলী; আবু নুআইম (মৃ. হিজরী ৪০৩ ইংরেজি ১০১২); ইবনে আসাকির (মৃ. হিজরী ৫৭১ ইংরেজি ১১৭৫); দাইলামী (মৃ. হিজরী ৫০৯ ইংরেজি ১১১৫)-এর ফিরদাউস; ইবনে আদী (মৃ. হিজরী ৩৬৫ ইংরেজি ৯৭৫)-এর সংকলন। এই পর্যায়ের অপরাপর গ্রন্থাকারের গ্রন্থাবলী চতুর্থ স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এসব গ্রন্থে সব ধরনের হাদীস স্থান পেয়েছে। এমনকি অনেক মাওদূ (মনগড়া) রেওয়ায়েতও এর মধ্যে রয়েছে। সাধারণ বক্তাগণ, ঐতিহাসিক এবং তাসাওউফ পন্থীগণ বেশির ভাগ এসব গ্রন্থের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। অবশ্য যাচাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে এসব গ্রন্থের মধ্যেও অতি মূল্যবান মনি মুক্তা পাওয়া যেতে পারে।

চতুর্থ যুগ

এই যুগ হিজরী পঞ্চম শতক থেকে শুরু হয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে তৃতীয় যুগের গ্রন্থ রচনার কাজ সমাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই যুগে যে কাজ হয়েছে তার বর্ণনা নিচে দেয়া হলো ঃ

(১) হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির ভাষ্যগ্রন্থ, টীকা এবং অন্যান্য ভাষায় তরজমা গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

(২) হাদীসের যেসব শাখা-প্রশাখার কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। সে সব বিষয়ের উপর এই যুগেই অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও সারসংক্ষেপ রচিত হয়েছে।

(৩) বিশেষজ্ঞ আলেমগণ নিজেদের আগ্রহ অথবা প্রয়োজনের তাগিদে তৃতীয় যুগের রচিত গ্রন্থাবলী থেকে হাদীস চয়ন করে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রস্তুত করেছেন। এ ধরনের কয়েকটি গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) মিশকাতুল মাসাবীহ্ ঃ সংকলক ওয়ালীউদ্দীন খতীব তাবরীযী। নির্বাচিত সংকলনগুলোর মধ্যে এটাই সর্বাদিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। এতে সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীস এবং আরও দশটা মৌলিক গ্রন্থের হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত, পারস্পরিক লেনদেন ও আচার-ব্যবহার, চরিত্র, নৈতিকতা, শিষ্টাচার এবং আখেরাত সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহ একত্র করা হয়েছে।

(খ) রিয়াদুস সালেহীন ঃ সংকলক ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শারফুদ্দীন নববী (মৃ. হিজরী ৬৭৬ ইংরেজি ১১৭৭)। তিনি সহীহ মুসলিমেরও ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। এটা বেশির বাগ চরিত্র, নৈতিকতা ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত হাদীস সম্বলিত একটি চয়নিকা। প্রতিটি অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে প্রাসংগিক আয়াতও উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই এই গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারীর সংকলন ও বিন্যাস পদ্ধতিও এইরূপ। গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়ে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

(গ) মুনতাকাল আখবার ঃ সংকলক মাজদুদ্দীন আবুল বারাকাত আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়া (মৃ. হিজরী ৬৫২ ইংরেজি ১২৫৪)। তিনি শায়খুল ইসলাম তাকিউদ্দীন আহমাদ ইবনে তাইমিয়া (মৃ. হিজরী ৭২৮ ইংরেজি ১৩২৭)-এর দাদা। আল্লামা শাওকানী আইনুল আওতার নামে, আট খণ্ডে এই গ্রন্থের একটি শরাহ্ (ভাষ্যগ্রন্থ) লিখেছেন।

(ঘ) বুলুগুল মারাম ঃ সংকলক সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আল আসকালানী (মৃ. হিজরী ৮৫২ ইংরেজি ১৪৪৮)। এই চয়নিকায় ইবাদাত ও মুআমালাত সম্পর্কিত হাদীসই অধিক সন্নিবেশিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আস সানআনী (মৃ. হিজরী ১১৮২ ইংরেজি ১৭৬৮) 'সুবুলুস

সালাম' শিরোনামে আরবী ভাষায় এবং নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (মৃ. হিজরী ১৩০৭ ইংরেজি ১৮৮৯)-ও 'মিসকুল খিতাম' নামে ফারসী ভাষায় এর ভাষ্য লিখেছেন।

হিমালয়ান উপমহাদেশে সর্বপ্রথম শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহলবী (মৃ. হিজরী ১০৫২ ইংরেজি ১৬৪২) সুসংগঠিতভাবে ইলমে হাদীসের চর্চা শুরু করেন। তাঁর পরে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (মৃ. ১১৭৬/১৭৬২), তাঁর পুত্রগণ, পৌত্রগণ এবং সুযোগ্য শাগরিদবৃন্দের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পৃথিবীর এই অংশ সুন্নাতে নববীর আলোকে সমুজ্জল হয়ে ওঠে।

"পৃথিবী তাঁর প্রভুর নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।"– (যুমার ঃ ৬৯)

শাহ ওয়ালীউল্লাহ রাহেমাল্লাহু আলাইহি-এর পর থেকে হাদীসের অনুবাদ গ্রন্থ, ব্যাখ্যা গ্রন্থ এবং চয়নিকা গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের পুণ্যময় কাজ আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। 'ইন্তেখাবে হাদীস' ও 'রাহে আমল' সহ বেশ কয়টি গ্রন্থও এই প্রচেষ্টারই অংশ বিশেষ।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের সংকলকও হাদীসের সেবকগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। যেসব মহান ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সংকলন ও তার প্রচারে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন তাদের সাথে আমাদের মত নগণ্য ব্যক্তিদের তুলনা হতে পারে না।

এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে অনুমান করা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একটি যুগেও হাদীসের চর্চা বন্ধ হয়নি। দিনরাত সবসময় এর চর্চা অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে।

হাদীসের কয়েকটি পরিভাষা ঃ

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও তাকরীরকে হাদীস বলে।

আছার ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণের কথা ও কাজকে আছার বলে।

সনদ ঃ হাদীসের রাবী পরম্পরাকে সনদ বলে। (এবং হাদীস বর্ণনাকারীগণকে রাবী বলে)।

রেওয়ায়েত ঃ হাদীস বর্ণনা করাকে 'রেওয়ায়েত' বলে এবং যিনি বর্ণনা করেন তাকে রাবী বলা হয়। কোন কোন সময় হাদীসকেও রেওয়াত বলে। যেমন বলা হয়, এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত (হাদীস) আছে।

মতন ঃ হাদীসের মূল অংশকে মতন বলে।

খবরে মুতাওয়াতির ঃ যে হাদীসকে প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক লোক বর্ণনা করেছেন— যাঁদের পক্ষে কোন মিথ্যার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব— তাকে খবরে মুতাওয়াতির বলে।

খবরে ওয়াহিদ/খবরে আহাদ ঃ যে হাদীসের রাবীদের সংখ্যা মুতাওয়াতির-এর পর্যায়ে পৌঁছেনি তাকে খবরে ওয়াহিদ বলে। মুহাদ্দিসগণ এরূপ হাদীসকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ঃ

(১) মাশহুর ঃ সাহাবীদের যুগের পরে যে হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহুর হাদীস বলে।

(২) আযীয ঃ যে হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত দুইজন বারী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয বলে।

(৩) গারীব ঃ যে হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত একজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গারীব বলে।

১. **তাকরীর** মৌন সমর্থন-এর অর্থ হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কোন কাজ করা হলো, তিনি এতে অসম্মতি প্রকাশ করেননি।

২. **মুতাওয়াতির**-এর কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ আছে ঃ (ক) পূর্ববর্তী যুগ থেকে পরবর্তী যুগ পর্যন্ত বংশ পরম্পরা পূর্ণ ব্যাপকতা সহকারে ও সাধারণভাবে বর্ণনা ধারা অব্যাহত রয়েছে। যেমন কুরআন মজীদ। (খ) তাওয়াতুরে আমলী— অব্যাহত আমল। যেমন নামাযের ওয়াক্তসমূহ, আযান ও নামাযের কাঠামো। (গ) তাওয়াতুরে ইসনাদ, উদাহরণ স্বরূপ ঃ "যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে (মনগড়া কথা রচনা করে আমার নামে চালিয়ে দেবে) সে জাহান্নামে নিজের স্থান করে নিলো"– এই হাদীসটি কেবল সাহাবাদের যুগেই এক শতের অধিক রাবী বর্ণনা করেছেন। এভাবে খতমে নবুওয়াত সম্পর্কিত হাদীসমূহ। (ঘ) তাওয়াতুরে মা'নাবী– অর্থাৎ যেসব হাদীসের রাবীদের সংখ্যা প্রায় মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযাসমূহ। দোয়ায় হাত উঠানো ইত্যাদি। (ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থের ভূমিকা)।

মারফু ঃ যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যা স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বলে সাব্যস্ত হয়েছে তাকে মারফু' হাদীস বলে।

মাওকুফ ঃ যে হাদীসের সনদ কোন সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যা স্বয়ং সাহাবীর হাদীস বলে সাব্যস্ত হয়েছে তাকে মাওকূফ হাদীস বলে।

মুত্তাসিল ঃ যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোন স্তরে কোন রাবী বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

মুনকাতি ঃ মুত্তাসিল-এর বিপরীত। অর্থাৎ সনদের মধ্যে কোন স্তরে রাবী বাদ পড়েছে।

মুআল্লাক ঃ যে হাদীসের সনদের প্রথম দিককার (সাহাবীর পরে) রাবীর নাম বাদ দেয়া হয়েছে। অথবা গোটা সনদই বিলোপ করা হয়েছে। তাকে মুআল্লাক হাদীস বলে। আর এই বিলোপ সাধনকে তা'লিক বলে।

মু'দাল ঃ সনদ থেকে পরপর দুই বা ততোধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু'দাল বলে।

মুরসালা ঃ যে হাদীসের সনদে তাবিঈ ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যবর্তী স্তরের রাবীর নাম উল্লেখ নাই তাকে মুরসাল হাদীস বলে।

শায ঃ যে হাদীসের রাবী বিশ্বস্ত। কিন্তু তিনি তাঁর চেয়েও অধিক বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা করেন তাকে শায বলে। অধিকতর বিশ্বস্ত রাবীর হাদীসকে 'মাহফূজ' বলে।

মুনকার ঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন নির্ভারযোগ্য রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে দুর্বল রাবীর হাদীসকে মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) এবং সবল রাবীর হাদীসকে 'মা'রূফ' (পরিচিত) বলে।

মুআল্লাল ঃ যে হাদীসের সনদে এমন কোন সূক্ষ্মত্রুটি রয়েছে যা কেবল হাদীস শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণই ধরতে পারেন— তাকে মুআল্লাল বলে। যেমন— কোন সন্দেহ বা অনুমানের ভিত্তিতে 'মারূফ' হাদীসকে মাওকূফ হাদীস অথবা মাওকূফ হাদীসকে 'মারূফ' হাদীস বলে বর্ণনা করা।

সহীহ ঃ যে হাদীসের সনদে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় তাকে সহীহ হাদীস বলে ঃ (ক) সনদ পরম্পর সংযুক্ত, (খ) রাবী ন্যায়নিষ্ঠ, অর্থাৎ কার্যকলাপ ও আখলাক-চরিত্রের দিক থেকে নির্ভরযোগ্য, (গ) স্মৃতিশক্তি প্রখর (ঘ) শায নয় এবং (ঙ) মুআল্লাল-ও নয়।

হাসান ঃ যে হাদীসের সনদে উপরোক্ত সহীহ হাদীসের বৈশিষ্ট্যসমূহ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান আছে। কিন্তু রাবীর স্মরণশক্তির মধ্যে ত্রুটি আছে, তাকে

হাসন হাদীস বলে। কিন্তু এই হাদীসের সমর্থনে যদি একই পর্যায়ে অন্য হাদীস বর্তমান থাকে তবে তাকে সহীহ লি-গাইরিহি বলে।

যঈফ ঃ যে হাদীসের সনদে সহীহ ও হাসান হাদীসের সবগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বা তার কতিপয় বেশিষ্ট্যের মধ্যে ত্রুটি আছে তাকে যঈফ হাদীস বলে। কয়েকটি যঈফ রেওয়ায়েতকে একত্রে হাসান লি-গাইরহি বলা যেতে পারে— যদি রাবীর এই দুর্বলতা তার আচরণগত ও চারিত্রিক ত্রুটির কারণে সৃষ্টি না হয়ে থাকে (কাওয়াইদুল হাদীস, পৃ. ৯০)। যঈফ হাদীসের রাবীদের তাকওয়া-ই যদি সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায়— তবে এদের রেওয়ায়েত মোটেই নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। এই ধরনের রেওয়ায়েতকে 'মাওদূ' (মনগড়া) হাদীস বলে। অর্থাৎ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের নামে ইচ্ছা করে কোন মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণ হয়েছে তার বর্ণিত হাদীসকে 'মাওদূ' বলা হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা অধ্যায়

যেমন নিয়্যাত তেমন ফল ঃ

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوٰى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ ـ

ـ متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ اَلْاَعْمَالُ –'আল আমল' শব্দটি 'আমল' শব্দ হতে নির্গত। এটি আমল শব্দের বহুবচন। অর্থ হলো কাজকর্ম। بِالنِّيَّاتِ – 'বিন নিয়্যাত' শব্দটি نِيَّتْ 'নিয়্যাত' শব্দ হতে নির্গত। নিয়্যাতের বহুবচন নিয়্যাত। অর্থ উদ্দেশ্য অনুসারে। هِجْرَتْ – শব্দটির অর্থ, এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে চলে যাওয়া। যেমন গুনাহ ছেড়ে সাওয়াবের দিকে চলে যাওয়া। এ হাদীসে هجرت-এর পরিভাষাগত অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরাত করে যাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। يَتَزَوَّجُهَا 'ইয়াতাযাওজুহা'– মূল শব্দ زو' (যাওজ) হতে উৎপত্তি। শব্দটির অর্থ হলো স্বামী। শব্দটিকে ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করায় অর্থ হয়েছে বিয়ে করবে।

১। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "নিশ্চয়ই কর্মফল নিয়্যাতানুযায়ী নির্ধারিত হয়ে থাকে। মানুষ যে নিয়্যাতে কাজ করবে সে অনুযায়ীই প্রতিফল পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যে হিজরাত করবে সে হিজরাতই আল্লাহ ও রাসূলের জন্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে পরিগণিত হবে। আর যে ব্যক্তি কোন পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের ইচ্ছায় কিংবা কোন নারীকে বিয়ে করার আশায় হিজরাত করবে তার হিজরাত সে উদ্দেশ্যেই সাধিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।" –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ প্রশিক্ষণ ও আত্মসংশোধনের জন্যে এ হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "নিয়্যাতই হলো যাবতীয় সৎকাজের মূল"। একথাটি বুঝাবার জন্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাটি বলেছেন। নিয়াত যদি শুদ্ধ হয় তবে সাওয়াব পাওয়া যাবে, নতুবা সাওয়াব পাওয়া যাবে না। এটাই হলো হাদীসটির মূল বক্তব্য।

বাহ্য দৃষ্টিতে কোন কাজ যত ভালো বলেই মনে হোক না কেন পরকালে তার উপযুক্ত পুরস্কার কেবলমাত্র তখনই পাওয়া যাবে যখন সে কাজটি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় করা হবে। দুনিয়াবী কোন লোভ-লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যত বড় সৎকাজই করা হোক কিংবা যত বড় ত্যাগই স্বীকার করা হোক না কেন আল্লাহর দরবারে তার কোনই মূল্য নেই। হিজরাতের দৃষ্টান্ত দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সত্যটিকেই পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ দেখো হিজরাত কত বড় সৎকাজ। কিন্তু কেউ যদি পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে হিজরাত করে তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে এর কোন মূল্য তো পাবেই না বরং উল্টো তার বিরুদ্ধে প্রতারণা ও জালিয়াতির মোকদ্দমা দায়ের করা হবে।

নিয়্যাতের গুরুত্ব ঃ

(٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَلِكُمْ - وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ قَالَ 'কালা', قول শব্দ হতে উৎপত্তি। অর্থ বলা। অতীতকালের ক্রিয়ায় এর অর্থ হলো তিনি বলেছেন। لَايَنْظُرُ 'লা ইয়ানযুরু', نظر শব্দ হতে নির্গত। অর্থ হলো দেখা। ক্রিয়ায় বর্তমান কাল বুঝাতে এর অর্থ হলো, তিনি দেখবেন না। صُوَرِكُمْ 'সুয়ারিকুম'–মূল শব্দ সুরত হতে নির্গত। অর্থ ছবি-আকৃতি। قُلُوْبِكُمْ 'কুলুবিকুম' শব্দটি قَلْبُ 'কালবুন' হতে নির্গত। কালবুন এক বচন। বহু বচনে কুলুব। অর্থ তোমাদের মন।

২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদের চেহারা-সুরাত ও ধন-দৌলতের দিকে তাকাবেন না। তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজের দিকে তাকাবেন'। – মুসলিম।

বদনিয়্যাতের পরিণাম ঃ

(٣) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلَ عَمِلْتَ نِ اسْتُشْهِدَ فَاُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا ـ قَالَ فَمَا فِيْهَا؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُ.ـ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِيْءٌ فَقَدْ قِيْلَ ـ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِيَ فِي النَّارِ ـ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهٗ وَقَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا ـ قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهٗ وَقَرَاْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ هُوَ عَالِمٌ وَقَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ ـ فَقَدْ قِيْلَ ـ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰي وَجْهِهٖ حَتّٰي اُلْقِيَ فِي النَّارِ ـ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ وَاُتِيَ بِهٖ

فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ـ قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ مَاتَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا اِلاَّ اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ ـ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيْلَ ـ ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ عَلٰي وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِيَ فِي النَّارِ ـ صحيح مسلم

শব্দের অর্থ ঃ سَمِعْتُ 'সামিতু'–অর্থ আমি শুনেছি। মূল শব্দ سَمْعٌ। يَقُوْلُ 'ইয়াকুলু'–অর্থ তিনি বলেছেন। মূল শব্দ قَوْلٌ অর্থ বলা। يُقْضٰى 'ইয়ুকদা'–অর্থ সিদ্ধান্ত দেয়া হবে। মূল قَضْيٌ অর্থ সিদ্ধান্ত, রায়। فَسُحِبَ 'ফাসুহিবা'–অর্থাৎ উপুর করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। جَرِيٌّ 'জারীয়্যুন'–অর্থ বাহাদুর। اُلْقِيَ 'উলকিয়া'–অর্থ নিক্ষেপ করা হবে। اَصْنَافٍ 'আসনাফিন'–মূল শব্দ صِنْفٌ অর্থ বিভিন্ন প্রকার। فَعَرَفَهَا 'ফাআরাফাহা'–মূল হলো عَرْفٌ অর্থ সে তা স্বীকার করবে।

৩। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি – "শেষ বিচারের দিন সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে, যিনি শহীদ হয়েছেন। তাঁকে আল্লাহর দরবারে হাজির করে তাঁর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে ঐ সব নিয়ামাত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ "তুমি আমার এসব নিয়ামত পেয়ে কি করেছো ?" সে উত্তরে বলবে ঃ আমি আপনার পথে লড়তে লড়তে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেছি। আল্লাহ বলবেন ঃ "তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি 'বীর' খ্যাতি অর্জনের জন্য লড়াই করেছো এবং সে খ্যাতি তুমি দুনিয়াতেই পেয়ে গেছো।" অতঃপর তাকে উপুড় করে পা ধরে টেনে-হেচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার হুকুম দেয়া হবে। এভাবে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

এরপর আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে এমন এক ব্যক্তিকে যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেছে। দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে এবং আল কুরআন পড়েছে। তাকে তার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে ব্যক্তি এসব নিয়ামাত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ "এসব ভোগের পর তুমি কি করেছে ?" সে বলবে ঃ

"আমি দ্বীনের ইল্‌ম হাছিল করেছি, ইলম শিক্ষা দিয়েছি আর আপনার সন্তুষ্টির জন্যে আল কুরআন পড়েছি।" আল্লাহ বলবেন ঃ "তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি 'আলিম' খ্যাতি লাভের জন্যে ইলম অর্জন করেছো। তুমি কারীরূপে খ্যাত হবার জন্যে আল কুরআন পড়েছো। সে খ্যাতি তুমি পেয়ে গেছো।" তারপর হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে পা ধরে টেনে-হেচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর হাজির করা হবে এমন এক ব্যক্তিকে যাকে আল্লাহ সচ্ছলতা ও নানা রকম ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাকে তার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে এসব নিয়ামাত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ "এসব পেয়ে তুমি এর সাথে কি ব্যবহার করেছো ? সে বলবে ঃ "আমি আপনার পছন্দনীয় সব খাতেই আমার সম্পদ খরচ করেছি।' আল্লাহ বলবেন ঃ "তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি দাতারূপে খ্যাত হবার জন্যেই দান করেছো। সে খ্যাতি তুমি অর্জনও করেছে।" তারপর ফায়সালা দেয়া হবে এবং উপুড় করে পা ধরে টেনে নিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসের ৩টি বর্ণনা দ্বারা এ সত্যটিকেই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কোন নেক কাজের বাহ্যিক রূপের উপর দৃষ্টি দিয়ে পুরস্কার দেয়া হবে না। যে সমস্ত সৎকাজ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় করা হয় কেবলমাত্র সেসব কাজই পুরস্কারের যোগ্য বলে পরিগণিত হবে। লোক দেখানো, নাম কুড়ানো কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যত বড় মহৎ কাজই করা হোক না কেন বাজারে কেউ গ্রহণ করে না। তেমনি এ ধরনের ঈমান ও বন্দেগী আল্লাহর দরবারে গ্রহণ করা হবে না।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে লোক দেখানো ও খ্যাতি অর্জনের অভিলাসপ্রসূত সৎকাজ করার ধ্বংসাত্মক প্রবণতা থেকে সদা সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে। এ মারাত্মক প্রবণতার হাত থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করা না হলে আমাদের সারা জিন্দেগীর পুঁজি ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ধ্বংসের খবর এমন এক শোচনীয় সময়ে জানা যাবে যখন মানুষ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নেকেরও মুখাপেক্ষী হবে। প্রতিটি কড়ার জন্যে কাঙালের ন্যায় হন্যে হয়ে ঘুরবে।

ঈমান অধ্যায়

ঈমানের বুনিয়াদ ঃ

(٤) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ - صحيح مسلم

শব্দের অর্থ ঃ فَاَخْبِرْنِيْ 'ফাআখবিরনী'–মূল শব্দ হলো খবর। অর্থাৎ আমাকে খবর বলুন। تُؤْمِنُ 'তুমিনু'–শব্দটি ঈমান শব্দ হতে নির্গত। অর্থ বিশ্বাস করা, অর্থাৎ তুমি বিশ্বাস করবে। خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ 'খায়রিহী ও শাররিহী'–খায়র অর্থাৎ উত্তম ও কল্যাণ আর শাররিহী অর্থ মন্দ ও খারাপ।

৪। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। একজন আগন্তুক (যিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। মানুষ রূপে রাসূলুল্লাহর নিকট এসে) জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বুঝিয়ে বলুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদীরের ভাল-মন্দ যা কিছু সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তা জানা ও মানাই হচ্ছে ঈমান।

ব্যাখ্যা ঃ উক্ত হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। হাদীসে জিব্রিল নামেও এটি খ্যাত। এ হাদীসের মূলকথা হলো হযরত জিব্রিল আলাইহিস সালাম একদিন মানুষের বেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে ঈমান, ইসলাম, ইহসান এবং কিয়ামাত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবগুলো প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছিলেন। আলোচ্য অংশটি ঈমান সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর।

ঈমানের অর্থ হলো কারো উপর নির্ভর করা এবং নির্ভরতার কারণে তার কথাবার্তাকে সত্য বলে স্বীকার করা। মানুষ যখন কাউকে সত্যবাদী বলে

বিশ্বাস করে তখন তার আদেশ নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নেয়। এ অবস্থা ও বিশ্বাসই হলো ঈমানের প্রকৃত প্রাণশক্তি। আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের মাধ্যমে যে সমস্ত কথা এসেছে তার সবগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করাই হলো মু'মিন হওয়ার জন্য জরুরি। এ হাদীসে ঈমানের যে কয়টি মৌলিক বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, নিম্নে তার পৃথক ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

১। **ঈমান বিল্লাহ ঃ** অর্থাৎ আল্লাহর উপর ঈমান আনা। অর্থাৎ আবহমান কাল থেকে আল্লাহকে বিদ্যমান বলে স্বীকার করা, সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা ও তাকে একক ও নিরঙ্কুশ ব্যবস্থাপক হিসেবে মেনে নেয়া। অকপট চিত্তে এটা স্বীকার করে নেয়া যে, বিশ্ব সৃষ্টি কিংবা উহার ব্যবস্থাপনায় আল্লাহর সমকক্ষ কোন শরীক নেই। সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে তিনি মুক্ত এবং যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যের তিনিই একচ্ছত্র মালিক।

২। **ঈমান বিল মালায়িকা ঃ** ফিরিশতাদের উপর ঈমান আনা। এর অর্থ হলো তাদের অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে একথা বিশ্বাস করা যে, তারা আল্লাহর পবিত্র সৃষ্টি। তারা সদা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য করছে এবং কোন সময়ই বিরোধিতা বা নাফরমানী করেছে না। অনুগত দাসের ন্যায় আল্লাহর প্রতিটি হুকুম পালনের জন্যে তারা প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং সৎকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করতে থাকে।

৩। **ঈমান বিল কুতুব ঃ** কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা। এর অর্থ হলো আল্লাহ নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে যুগে যুগে যে সমস্ত বিধি-বিধান দুনিয়াবাসীর হেদায়াতের জন্যে পাঠিয়েছেন তার সবগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করা। কিতাবগুলোর মধ্যে সর্বশেষ কিতাব হলো আল-কুরআন। পূর্ববর্তী জাতিসমূহ তাদের উপর প্রদত্ত কিতাবসমূহ বিকৃত করে ফেলায় আল্লাহ তার সর্বশেষ রাসূলের মাধ্যমে আসমানী কিতাব আল-কুরআন নাযিল করেছেন। এ কিতাবের বক্তব্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট এবং যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিকৃতির উর্ধে। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে এ কিতাব ব্যতীত অন্য কোন কিতাবই আজ মানবজাতির হাতে নেই।

৪। ঈমান বির্‌রুসূল ঃ নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান আনা। এর অর্থ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যত নবী-রাসূল এ দুনিয়ায় এসেছেন তারা সবাই সত্য। তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ ও বাণীসমূহ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ব্যতীত হুবহু মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বর্তমানে দুনিয়ায় তাঁর প্রদর্শিত পন্থার অনুসণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবজাতির মুক্তির একমাত্র উপায়।

৫। ঈমান বিল আখিরাত ঃ আখিরাতের উপর ঈমান আনা। এর অর্থ হলো একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা যে, এমন একদিন আসবে যেদিন মানুষের জীবনের প্রতিটি কাজের হিসাব-নিকাশ নিয়ে ভালো কাজের জন্যে সীমাহীন পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে।

৬। তাকদীরের উপর ঈমান আনার অর্থ হলো ঃ একথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা যে, এ পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে সবই আল্লাহর হুকুমে হচ্ছে। এখানে শুধু তাঁর হুকুমই চলে। অন্য কারো হুকুম চলে না। এমন নয় যে, তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে কোন কিছু ঘটে। তিনি প্রথম থেকেই ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ ও সততা-ভ্রষ্টতার একটি বিধান তৈরি করে দিয়েছেন। আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দার উপর যে বিপদ পতিত হয়, যে মারাত্মক সমস্যা তার উপর আপতিত হয় এবং সে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তার সব কিছুই প্রতিপালকের হুকুমের পূর্ব নির্ধারিত নিয়মানুযায়ীই ঘটে থাকে।

আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ

আল্লাহর উপর ঈমান আনা ও উহার প্রতিক্রিয়া ঃ

(٥) عَنْ مَعَاذِبْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ اِلاَّ مُؤَخَّرَةُ الرِّحْلِ ـ فَقَالَ يَا مَعَاذَبْنَ جَبَلٍ ـ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ـ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاذَبْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ـ ثُمَّ قَالَ يَا

مَعَاذَبْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ـ قَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ قُلْتُ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ ـ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ـ ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاذَبْنَ جَبَلٍ ـ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ ؟ قُلْتُ، اَللّٰهُ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ ـ قَالَ اَنْ لاَّيُعَذِّبَهُمْ ـ بخارى ، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ كُنْتُ 'কুন্‌তু'–অর্থ আমি ছিলাম। মূল শব্দ كَانَ 'কানা'। رَدِفَ 'রাদিফা'–অর্থাৎ পেছনে বসা অবস্থায়। اَلرَّحْلِ 'আর রিহলি'–উটের পিঠে বসার স্থান। যাকে হাওদা বলে। لَبَّيْكَ 'লাব্বাইকা'–আমি উপস্থিত। سَعْدَيْكَ 'সা'দাইকা'–আপনি ভাগ্যবান। حَقٌّ 'হাক্কুন'–অধিকার। يَعْبُدُوْهُ 'ইয়াবুদুহু' শব্দটি عبد হতে নির্গত।–তারা ইবাদাত করবে। لاَيُشْرِكُوْبِهٖ 'লা ইউশরিকু বিহী'–শব্দটি شِرْكٌ হতে উদ্গাত। অর্থাৎ তার সাথে শরীক করবে না। لاَيُعَذِّبَهُمْ 'লা ইউআজ্জিবুহুম'–শব্দটি عذاب–আযাব হতে নির্গত। অর্থাৎ তাদের শাস্তি দিবে না।

৫। মুয়ায বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পেছনে উটের উপর বসা ছিলাম। তাঁর ও আমার মধ্যে আড় ছিলো কেবলমাত্র হাওদার পিছনের অংশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হে মুয়ায বিন জাবাল।" আমি উত্তরে বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত।" কিছুক্ষণ পথ চলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন, "হে মুয়ায বিন জাবাল।" আমি উত্তরে বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি উপস্থিত।" কিছু দূর অগ্রসর হবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন, "হে মুয়ায বিন জাবাল।" আমি উত্তরে বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি উপস্থিত।" তিনি বললেন, "মানুষের উপর মহান আল্লাহর কি হক রয়েছে তা কি তুমি জানো ?" আমি

বললাম, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বললেন, মানুষের উপর আল্লাহর হক হচ্ছে ঃ মানব মণ্ডলী আল্লাহর ইবাদত করবে। কোনো কিছুকেই তাঁর সাথে শরীক করবে না।" আবার কিছুক্ষণ পথ চলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হে মুয়ায বিন জাবাল।" আমি উত্তরে বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি উপস্থিত আছি।" তিনি বললেন, "যেসব বান্দা আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর সঙ্গে কাউকেও শরীক করে না আল্লাহর উপর তাদের কি হক রয়েছে তা কি তুমি জানো ?" আমি বললাম, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বললেন, "তাদেরকে শাস্তি না দেয়াই আল্লাহর উপর তাদের হক।"

– বুখারী ও মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মুয়ায বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বর্ণনার সারকথা হলো, তিনি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুবই নিকটে বসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনতে ও তাঁকে কোন কিছু শোনাতে মাঝখানে কোন বাধা বা অন্তরায় ছিলো না। কিন্তু বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এবং এর গুরুত্ব ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করানোর উদ্দেশ্যে তিনবার মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ডাকলেন এবং কথা না বলে নীরব রইলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় তাওহীদ ও ইবাদাতের এ গুরুত্ব জানা গেলো যে, একমাত্র তাওহীদই মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারে। যে জিনিস মানুষকে আল্লাহর গজব থেকে রক্ষা করে জান্নাতের অধিকারী করতে পারে বান্দাহর দৃষ্টিতে এর চেয়ে মূল্যবান বস্তু আর কিছুই হতে পারে না।

ঈমান বিল্লাহর অর্থ ঃ

(٦) قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ - قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ - قَالَ : شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ - مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ اَتَدْرُوْنَ 'আতাদ্‌রূনা'–তোমরা কি জানো ? قَالُوْا 'কালু'–একবচনে কালা। তারা বলিল। اَعْلَمُ 'আলামু'–বেশি জানা। اِقَامُ 'একামু'–কায়েম ধাতু হতে–প্রতিষ্ঠা করা। اِيْتَاءُ 'ইতায়ূ'–আদায় করা।

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা (আবদু'ল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিগণ) কি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ জানো ?" তারা বললো, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "(এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে) আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহর সার্বভৌম শক্তি নেই। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লার রাসূল একথার সাক্ষ্যদান, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং রমযানে রোযা রাখা।" –মিশকাত

ব্যবহারিক জীবনে ঈমানের প্রতিক্রিয়া ঃ

(٧) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَلَ : فَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ قَالَلَااِيْمَانَ لِمَنْ لَّا اَمَانَةَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لاَّ عَهْدَ لَهٗ ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ فَلَمَّا 'ফালাম্মা'–যখনই। خَطَبَنَا 'খাতাবানা'–তিনি আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। لَاَمَانَةَ لَهٗ 'লা আমানাতা লাহু'-যার আমানাতদারী নেই। لَاعَهْدَ لَهٗ 'লা আহাদা লাহু'–যে অঙ্গীকার রাখে না।

৭। আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দানকালে বলেছেন, যার মাঝে আমানাতদারী নেই তাঁর মাঝে ঈমান নেই। আর যার মাঝে ওয়াদা পালন নেই তার মাঝে দীন নেই। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথার অর্থ ও তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর বান্দার অধিকার আদায়ের পরোয়া করে না তার ঈমানে সবলতা ও দৃঢ়তা নেই। তার ঈমান দুর্বল। যে ব্যক্তি কথা দিয়ে কথা রাখে না এবং ওয়াদা করে তা পালন করে না সে তাকওয়ার

নিয়ামাত থেকে বঞ্চিত। যার অন্তরে ঈমান মজবুতভাবে শিকড় গেড়েছে সে সকলের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ও যত্নবান। সে কারো হক আত্মসাৎ করতে পারে না। যার অন্তরে দ্বীনদারী আছে সে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়ও ওয়াদা পালন করে থাকে। স্মরণ রাখতে হবে, সকল অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে বড় অধিকার হলো আল্লাহর, তাঁর রাসূলের ও তাঁর প্রেরিত কিতাবের। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় ওয়াদা হলো ঐ ওয়াদা যা আল্লাহর সঙ্গে, রাসূলের সঙ্গে ও তাঁর নিয়ে আসা দ্বীনের সঙ্গে করা হয়।

চরিত্র গঠনে ঈমানের প্রভাব ঃ

(٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاالْاِيْمَانُ ؟ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ ـ

ـ مسلم ، عمر وبن عبس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلصَّبْرُ 'আস্‌সাবরু'–সবর ধারণ করা। اَلسَّمَاحَةُ 'আস্‌সামাহাতু'–বিনম্র আচরণ।

৮। আমর বিন আবাসা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ঈমান কি ?" জবাবে তিনি বললেন, "সবর (ধৈর্য ও সহনশীলতা) এবং ছামাহাত (দানশীলতা, নমনীয়তা ও উদারতা) হচ্ছে ঈমান।" –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ নিজের জীবনের সার্বিক কাজকর্মে আল্লাহর প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করা। এ পথে চলতে গিয়ে যে বিপদাপদ ও যুলুম–নিপীড়নের সম্মুখীন হবে তা অম্লানবদনে সহ্য করা। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়ার নামই ঈমান। একে সবরও বলা হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নিজের অর্জিত ধন-সম্পদ আল্লাহর অসহায় ও দরিদ্র বান্দাদের জন্যে ব্যয় করা এবং এ ব্যয়ের মাধ্যমে অন্তরে আনন্দ অনুভব করাকেই 'সামাহাত' বলা হয়। নম্রতা এবং উদারতা অর্থেও 'সামাহাত' ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পরিপূর্ণ ঈমানের বৈশিষ্ট্য ঃ

(٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ ـ

ـ بخارى ـ

শব্দের অর্থ ঃ اَحَبَّ 'আহাব্বা', حُبٌّ 'হুব্বুন' থেকে উৎগত–বন্ধুত্ব করেছে। اَبْغَضَ 'আবগাদা' بغض হতে উৎপত্তি–শত্রুতা করা। اِسْتَكْمَلَ 'ইস্তাকমালা' কামাল শব্দ হতে উৎপত্তি–পূর্ণতা লাভ করেছে।

৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যেই কাউকে ভালবাসলো, আল্লাহর জন্যেই কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করলো। আল্লাহ্‌র জন্যেই কাউকে দান করলো এবং আল্লাহর জন্যেই কাউকে দান করা থেকে বিরত থাকলো। সে ব্যক্তি তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিলো।"–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ মানুষ ক্রমাগত আত্মগঠন ও আত্মোন্নতির মাধ্যমে এমন এক স্তরে পৌঁছে যায় তখন তার যাবতীয় কাজকর্ম একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। তার প্রেম-ভালোবাসা, হিংসা ও বিদ্বেষ ইত্যাদি সবই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে হয়ে থাকে। এগুলোর কোন কিছুই নিজের নফস্ ও প্রবৃত্তির খুশির জন্য হয় না। সে যখন কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করে কিংবা কারো বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে তা আল্লাহর জন্যেই করে থাকে। পার্থিব কোন উপকারের আশায় কিংবা কোন লোভ-লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব কিংবা শত্রুতা পোষণ করে না। কোন মানুষের অবস্থা যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন বুঝতে হবে যে, তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করেছে।

ঈমানের স্বাদ আস্বাদনের উপায় ঃ

(١٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَّضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً ـ

ـ بخارى ـ ومسلم ، عباس

শব্দের অর্থ ঃ ذَاقَ 'যাকা'–সে স্বাদ লাভ করেছে। طَعْمُ الْاِيْمَانِ – 'তা'মুল ঈমানি' – ঈমানের স্বাদ। رَضِيَ 'রাদিয়া'–সে সন্তুষ্ট হয়েছে।

১০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল রূপে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়েছে সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছে।" –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যখন কোন মানুষ নিজেকে আল্লাহর বন্দেগীতে লিপ্ত করে। ইসলামী শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পথ প্রদর্শক নেতা রূপে বরণ করে। স্থির ও অবিচল থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য করবে না। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন বিধানের অনুসারী হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্ব ছাড়া অন্য কারো নেতৃত্ব নিজের জীবনে গ্রহণ করবে না। তখন বুঝতে হবে যে, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করেছে।

রাসূলের উপর ঈমান আনার অর্থ

কথা ও কাজের সর্বোত্তম মানদণ্ড ঃ

(١١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ (صـ) ـ مسلم، جابر

শব্দের অর্থ ঃ خَيْرٌ 'খাইরুন'–উত্তম, ভালো। الْهَدْيِ 'আলহাদ্‌য়ি' হিদায়াতের পথ।

১১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। সর্বোত্তম পথ প্রদর্শন হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ প্রদর্শন (যা মেনে চলা উচিত)।" –মুসলিম

সুন্নাতও অন্তরের পবিত্রতা ঃ

(١٢) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ غِشٌّ

لِاَحَدٍ فَافْعَلْ - ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِيْ وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ - كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ - مسلم -

শব্দের অর্থ ঃ يَابُنَيَّ 'ইয়াবুনাইয়্যা'–হে বৎস! اِنْ قَدَرْتَ 'ইনকাদারাতা'–যদি তুমি সক্ষম হও। اَنْ تُصْبِحَ 'আন তুসবিহা'–তুমি সকাল করতে পারো। تُمْسِيَ 'তুমসিয়া'–তুমি সন্ধ্যা করতে পারো। غِشٌّ 'গিশ্‌শুন'–হিংসা-বিদ্বেষ। سُنَّتِيْ 'সুন্নাতি'–আমার সুন্নাত। اَحَبَّنِيْ 'আহাব্বানী'–সে আমাকে ভালোবাসে।

১২। আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ওহে বৎস! কারো অমঙ্গল সাধনের চিন্তা না করে যদি তোমার দিন ও রাত অতিবাহিত করতে পারো তবে তা-ই করো। অতপর তিনি বললেন, ওহে বৎস! এটাই আমার পথ। যে ব্যক্তি আমার পথকে ভালোবাসলো, সে আমাকেই ভালোবাসলো। যে আমাকে ভালোবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথী হবে।" –মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণের সঠিক পন্থা ঃ

(١٣) جَاءَ ثَلٰثَةُ رَهْطٍ اِلٰى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا بِهَا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا - فَقَالُوْا اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ - فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاُصَلِّي اللَّيْلَ اَبَدًا - وَقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ النَّهَارَ اَبَدًا وَلَا اُفْطِرُ - وَقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ : اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّيْ

لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّيْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّيْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ - مسلم، انس

শব্দের অর্থ ঃ رَهْطٌ 'রাহতুন'–মানুষের দল। اَزْوَاجٌ 'আওয়াজুন'–স্ত্রীগণ। كَاَنَّهُمْ 'কাআন্নাহুম'–যেনো তারা। تَقَالُّوْهَا 'তাকাল্লুহা'–তাকে কম মনে করা। مَا تَقَدَّمَ 'মা তাকাদ্দামা'–যা আগের। مَا تَاَخَّرَ 'মাতাআখ্খারা'–যা পরের। اَعْتَزِلُ 'আতাজেলু'–পরিহার করে চলবো।

১৩। একদা তিনজন লোক রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদাত সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর স্ত্রীদের নিকট এলো। তাদেরকে সে সম্পর্কে জানানো হলে তারা রাসূলের ইবাদাতকে কম মনে করলো। তারা বললো, "রাসূলের তুলনায় আমরা কোথায় ? আল্লাহ্ তো তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ্ সম্পূর্ণ মাফ করে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন বললো, "আমি নিয়মিত সারারাত নফল সালাতে কাটাবো।" আরেকজন বললো, "আমি নিরবিচ্ছিন্নভাবে সাওম রাখবো।" তৃতীয়জন বললো, "আমি নারীর সংশ্রবে যাবো না। কখনো বিয়ে করবো না।"

এসব জেনে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি অমুক অমুক কথা বলেছো ?" তারপর তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম তোমাদের সকলের চেয়ে আমি আল্লাহকে বেশি ভয় করি। কিন্তু আমি নফল রোযা রাখি এবং মাঝে মাঝে রাখি না। আমি রাতে নফল নামায আদায় করি, আবার নিদ্রাও যাই। আমি বিয়েও করেছি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অবহেলা করে সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য নয়।" –মুসলিম

পছন্দ ও অপছন্দের মাপকাঠি ঃ

(١٤) مَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ مَابَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ

الشَّيْءِ اَصْنَعُهُ فَوَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً - بخاري، مسلم : عائشة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَنَعَ 'মানাআ'–তিনি নিষেধ করেন। فَرَخَّصَ 'কারাখ্খাসা'–এরপর তিনি অনুমতি দান করেন। فَتَنَزَّهَ 'ফাতানায়যাহা' –এরপর তারা বিরত থাকলো। فَخَطَبَ 'ফাখাতাবা'–তারপর তিনি বক্তব্য রাখলেন। فَحَمِدَ اللّٰهَ 'ফাহামিদাল্লাহা'–তারপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। يَتَنَزَّهُوْنَ 'ইয়াতানায্যাহুনা'–তারা বিরত থাকে। اَصْنَعُهُ 'আসনাউহু'–আমি তা করি। لَا عْلَمُهُمْ 'লা আলামুহুম'–আমি নিশ্চয়ই তাদের চেয়ে বেশি জানি।

১৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রেখেছিলেন। কিছুকাল পর তিনি তা নিজেই করতে শুরু করেন। লোকেরা যেন বুঝতে পারে যে, এ কাজটি করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। লোকজন কিন্তু আগের মতোই সে কাজ থেকে বিরত থাকছিলো। একথা জানার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ভাষণ দান করেন। এতে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করে তিনি বলেন, "কিছু লোক এমন কাজ থেকে বিরত থাকছে যা আমি নিজে করছি। আল্লাহর কসম, এদের সকলের চেয়ে বেশি পরিমাণে আমি আল্লাহকে জানি এবং আল্লাহকে আমি তাদের সকলের চেয়ে বেশি ভয় করি।"

–বুখারী, মুসলিম

বিকৃত কিতাবসমূহের অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ ঃ

(١٥) عَنْ جَابِرٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ اِنَّا نَسْمَعُ اَحَادِيْثَ مِنْ يَهُوْدَ تُعْجِبُنَا اَفَتَرٰي اَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا - قَالَ اَمُتَهَوِّكُوْنَ اَنْتُمْ كَمَا

تَهَوَّكَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰي؟ - لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً - وَلَوْ كَانَ مُوْسٰي حَيًّامَا وَسِعَهُ اِلاَّ اتِّبَاعِيْ -

- مسلم ، جابر

শব্দের অর্থ ঃ حِيْنَ 'হিনুন'–কোন একসময়, যখন। تُعْجِبُنَا 'তুহ'জিবুনা'। মূল عَجَبْ –আশ্চর্যান্বিত করা। এখানে আমাদেরকে পসন্দ হয়েছে। اَفَتَرٰى 'আফাতারা'–মূল হলো رَءَ–দেখা। এখানে ভাবার্থে আপনি কি মত দেন ? اَمُتَهَوِّكُوْنَ 'আমুতাহাওয়েকুনা' মূল هَوْكَتْ 'হওকাত'–সন্দেহের দোলায় ভোগা, বিভ্রান্তি হওয়া। এখানে অর্থ তোমরা কি সন্দেহের দোলায় ভুগছো। এখানে বাক্যের কর্তা প্রশ্নকারী সাহাবাগণ। تَهَوَّكَتْ –আগের শব্দের অর্থ– এখানে কর্তা ঈহুদীগণ। بَيْضَاءُ 'বায়জায়ু' মূল শব্দ বিজুন–সাদা। এখানে অর্থ খোলামেলা, পরিষ্কার, সন্দেহের অবকাশ নেই। نَقِيَّةُ 'নাকিয়্যাতুন'–আগের শব্দের অর্থেই ব্যবহৃত–উজ্জ্বল নিখুঁত, সন্দেহ নেই। مَا وَسَّعَ 'মা ওয়াস্‌সাআ' মূল وَسِعَتْ –শক্তি থাকা, সামর্থ থাকা। এখানে ভাবার্থে কোন উপায় থাকতো না।

১৫। জাবির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, "ইয়াহুদীদের কোন কথা আমাদের নিকট খুব চমৎকার বলে মনে হয়। ওইগুলোর কিছু কিছু কি আমরা লিখে রাখবো ?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ইয়াহুদী এবং নাছারাগণ যেভাবে তাদের নিকট প্রেরিত কিতাব ছেড়ে দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তোমরাও কি তেমনি হতে চাও ? আমি তোমাদের নিকট উজ্জ্বল ও স্পষ্ট শরীয়ত নিয়ে এসেছি। আজ যদি মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁকেও আমার অনুসরণ করতে হতো"। –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ইহুদীগণ তাদের উপর অবতীর্ণ তওরাত কিতাবের শিক্ষা বিকৃত করে ফেলেছিল। কিন্তু এ বিকৃতির মাঝেও কিছু কিছু সত্য কথা ছিলো যেগুলো মুসলমানগণ শুনে পছন্দ করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম যদি এগুলো শুনার অনুমতি দান করতেন তাহলে ইসলামের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হতো। পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যার মধ্যে কিছু সত্য ও কিছু ভালো কথা নেই। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে যে জবাব দিলেন তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, যার ঘরে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা রয়েছে সে অপরের অপরিচ্ছন্ন ও ঘোলা পানির হাউজের দিকে হাত বাড়াবে কেনো ?

ঈমানের কষ্টিপাথর ঃ

(١٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰي يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ - مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ لَايُؤْمِنُ 'লা ইউমেনু' মূল ঈমান–এখানে অর্থ মু'মিন হবে না। اَحَدُكُمْ 'আহাদুকুম'–তোমাদের কেউ। هَوَاهُ 'হাওয়াহু'–হাওয়া হলো নফসের চাওয়া পাওয়া। এখানে তার ইচ্ছা আকাংখা। تَبْعًا –'তাব্‌আন' 'তাবে' শব্দ হতে–অনুসারী হওয়া।

১৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ কাংখিত মানের মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ সে নিজের প্রবৃত্তিকে আমার আনীত বিধানের অধীন করে না নিবে।" –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনার দাবী হলো, মানুষ নিজের ইচ্ছা-আকাংখা ও প্রবণতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত আদর্শের পূর্ণ অনুসারী করবে। আল কুরআনের হস্তে স্বীয় প্রবৃত্তির লাগাম ছেড়ে দেবে। যদি কেউ এরূপ করতে অক্ষম হয় তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনার কোন অর্থই থাকে না।

ঈমান ও রাসূলের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ঃ

(١٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰي اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

انس : مسلم - بخاري -

শব্দের অর্থ ঃ اَحَبَّ 'আহাব্বা' حُبٌّ ভালবাসা। এখানে প্রিয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَكُوْنَ 'আকূনা' মূল কাওনুন–হওয়া। এখানে আমি হবো। وَالِدٌ 'ওয়ালেদুন'–পিতা। وَلَدٌ 'ওয়ালাদুন'–সন্তান-সন্তুতি। اَجْمَعِيْنَ 'আজমাঈন' মূল জামউন –অনেক। এখানে সকলে।

১৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাঁর পিতা, মাতা, ছেলেমেয়ে এবং অন্যান্য সব মানুষের চেয়ে অধিকতর প্রিয় হবো।" –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের অর্থ হলো ঃ একজন মানুষ প্রকৃত অর্থে কেবলমাত্র তখনই মু'মিন হতে পারে, যখন রাসূল ও তাঁর আনীত দ্বীনের প্রতি তার আকর্ষণ ও ভালোবাসা অন্য যাবতীয় পার্থিব বস্তুর আকর্ষণ ও ভালোবাসার চেয়ে জোরদার ও শক্তিশালী হবে। বাবা, মা ও সন্তানের প্রতি ভালোবাসা মানুষকে একদিকে নিয়ে যেতে চায়। আর রাসূলের ভালোবাসা তাকে অপর দিকে নিয়ে যেতে চায়। এ অবস্থায় মানুষ যখন সবকিছু বাদ দিয়ে আল্লাহর রাসূলের পথে চলতে শুরু করে তখনই বুঝতে হবে সে পূর্ণ মু'মিন ও প্রকৃত রাসূল প্রেমিকে পরিণত হয়েছে। ইসলামের পতাকাতলে এ ধরনের মর্দে মু'মিনেরই প্রয়োজন এবং এ ধরনের জানবাজ সিপাহীরাই দুনিয়ার ইতিহাস পাল্টে দিতে সক্ষম। দুর্বল ও অপূর্ণ ঈমান পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও স্ত্রী-পুত্র পরিজনের ভালোবাসা ছিন্ন করে মানুষকে আল্লাহর পথে চালাতে পারে না।

আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসার দাবী ঃ

(١٨) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ قَرْضٍ (رضـ) اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ اَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْئِهٖ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰذَا ؟ قَالُوْا حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُّحِبَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اَوْيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهٗ اِذَا حَدَّثَ وَالْيُؤَدِّ اَمَانَتَهٗ اِذَا ائْتُمِنَ - وَالْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهٗ -

- مشكوة : عبد الرحمن بن قرض رضـ

শব্দের অর্থ ঃ تَوَضَّأَ 'তাওয়াজ্জাআ'; মূল হলো وَضُوْ 'অযু'–তিনি অযু করলেন। يَتَمَسَّحُوْنَ 'ইয়াতামাস্‌সাহুনা'–মূল শব্দ مَسْحٌ 'মাসহুন'–ডলা, মালিশ করা। গায়ের সাথে মালীশ করা শুরু করলো। ওযুর চার ফরযের এক ফরয এই 'মাসহে'। بِوَضُوْئِهٖ 'বেওয়াযুয়েহী' মূল শব্দ অযু–এখানে অর্থ ওযুর পানি দিয়ে। মনে রাখতে হবে وَ উপর জবর দিয়ে وَضُوْ ওয়াযু বললে অর্থ হবে পানি। وِ নীচে জের দিয়ে وِضُوْ য়েযু বললে অর্থ হবে ভাণ্ড। আর وُ উপর পেশ দিয়ে وُضُوْ পড়লে অর্থ হবে ওযু। يَحْمِلُكُمْ 'ইয়াহমিলুকুম'; মূল احمل –বহন করা, প্রভাবিত করা। এখানে কোন জিনিস তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করলো এ কাজ করতে।

১৮। আবদুর রহমান বিন আবি কারদ থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবী তার অযুর পানি নিজেদের গায়ে মাখতে শুরু করেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কোন জিনিস তোমাদেরকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে ?" তারা বললেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের

প্রতি ভালোবাসা।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালোবেসে পরিতৃপ্ত হয় অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা পেতে চায় তারা যেনো সদা সত্য কথা বলে। সঠিক অর্থে আমানতের হিফাজত করে এবং প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করে।"

–মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধার কারণে বরকত লাভের আশায় তাঁর ওযুর পানি হাতে ও মুখে মাখা কোন মন্দ কাজ ছিলো না হিসেবেই তিনি সাহাবাগণকে তিরস্কার করেননি। বরং তিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শনের উন্নতম পন্থার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ নির্দেশ প্রতিপালন করো। রাসূল যে জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন তাকে নিজের জীবনে পূর্ণরূপে মেনে চলা এবং রাসূলের পূর্ণ অনুসরণ করাই হলো তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সর্বোত্তম পন্থা। তবে শর্ত এই যে, রাসূলের সহিত আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে হবে।

রাসূলের প্রতি ভালোবাসা ও বিপদের ঝুঁকি ঃ

(١٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلْ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَي النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ اُحِبُّكَ - قَالَ اُنْظُرْ مَا تَقُوْلُ - فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاُحِبُّكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَاَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا، لَلْفَقْرُ اَسْرَعُ اِلٰي مَنْ يُّحِبُّنِيْ مِنَ السَّيْلِ اِلٰي مُنْتَهَاهُ - ترمذي : عبد الله بن مغفل رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اُحِبُّكَ 'উহিব্বুকা'; মূল শব্দ حُبٌّ 'হুব্বুন'–ভালোবাসা। এখানে অর্থ আমি আপনাকে ভালোবাসি। اُنْظُرْ 'উনযুর'; نظر- নজর শব্দ থেকে উৎপত্তি–দেখা। এখানে অর্থ ভেবে দেখো। مَاتَقُوْلُ 'মাতাকুলু'; মূল শব্দ قَوْلُ 'কাওলুন'–কথা। এখানে অর্থ তুমি কি বলছো? فَاَعِدَّ 'ফাআয়িদ্দা'; তৈরি হয়ে যাও। اَسْرَعُ 'আসরাউ'; মূল শব্দ 'সুরআত'–দ্রুত। এখানে অর্থ অতি দ্রুত।

১৯। আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, "আমি আপনাকে ভালোবাসি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি কি বলছো তা ভালো করে ভেবে দেখ।" সে বললো, "আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে ভালোবাসি।" একথা সে তিনবার বললো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে দারিদ্র্যের মুকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুতি নাও। যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে বন্যার পানির চেয়েও দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য তার দিকে এগিয়ে আসে। –তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ কাউকে ভালোবাসা ও প্রিয় করে নেবার অর্থ, তার পছন্দ ও রুচিকে নিজের রুচি ও পছন্দ এবং তার অরুচি ও অপছন্দকে নিজের অরুচি ও অপছন্দে পরিণত করে নেয়া। প্রেমিক যে পথে চলবে সে পথকেই নিজের জীবন-পথ হিসাবে বানিয়ে নিতে হবে। প্রেমিকের পথ ও মতই হবে তার পথ ও মত। প্রেমিকের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিজের যাবতীয় প্রিয় বস্তু উৎসর্গ করে দেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে সবকিছু বিলিয়ে দেয়াই হলো সত্যিকারের প্রেম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রিয়তম হিসেবে গ্রহণ করে নেয়ার অর্থ হলো তাঁর প্রতিটি পদচিহ্ন ও পদক্ষেপ সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হয়ে তারই পদাংক অনুসরণ করে চলা। যে পথে চলতে গিয়ে তিনি নৃশংস হামলার শিকার হয়েছেন। পেয়েছেন নির্মম আঘাত। সে সব পথে নিজেকে চালিত করার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। যেমনি হেরার গুহা ছিলো তাঁর পথ। তেমনি বদর-হুনায়নের ময়দানও ছিল তাঁরই পথ।

দ্বীনের পথে চলতে গেলে অসহনীয় দারিদ্র্য ও ক্ষুৎ-পিপাসার মুকাবিলা করতে হবে। একথা সর্বত্র স্বীকৃত যে, অর্থনৈতিক আঘাত ও বিপর্যয়ই হলো সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত ও বিপর্যয়। এ আঘাত ও বিপর্যয়ের মুকাবিলার জন্যে আল্লাহ-প্রেম ও তাঁর উপর পূর্ণ নির্ভরতাই হলো বড় অস্ত্র। এরূপ কঠিন সময়ে মু'মিন চিন্তা করে, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহই হলো আমার

সহায় ও বন্ধু। আমি অসহায় ও নিঃসঙ্গ নই।' সে একথা ভাবে, আমি আল্লাহর বান্দা মাত্র। মনিবের মর্জি মতো কাজ করাই হলো বান্দার একমাত্র কর্তব্য। সে একথাও ভাবে, আমি যে মুনিবের কাজ করছি তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও সুবিচারক। সুতরাং আমার পরিশ্রম বৃথা যেতে পারে না। আমার দয়ালু ও সুবিচারক মনিব আমার কাজের পুরস্কার অবশ্যই দেবেন। মু'মিনের এ ধরনের চিন্তা ও আস্থার ফলে কঠিন বিপদ সহজ হয়ে পড়ে। আল্লাহদ্রোহী শয়তানের যাবতীয় কারসাজি ব্যর্থ হয়ে যায়।

কুরআন মজীদের উপর ঈমান আনার তাৎপর্য

আল্লাহর কিতাব অনুসরণের কল্যাণ ঃ

(٢٠) قَالَ بْنُ عَبَّاسٍ مَنِ اقْتَدٰي بِكِتَابِ اللّٰهِ لَايَضِلُّ فِيْ الدُّنْيَا وَلاَ يَشْقٰي فِي الْاٰخِرَةِ - مشكوة

ثُمَّ قَالَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقٰي -

- سورة طه : ١٦٣

শব্দের অর্থ ঃ اِقْتَدٰ 'ইকতাদা'–সে অনুসরণ করেছে। لَايَضِلُّ 'লা ইউদিল্লু'–সে বিপথগামী হবে না لَايَشْقٰى 'লা ইয়াশ্‌কা'–সে ভাগ্যহীন হবে না। اِتَّبَعَ 'ইত্তাবাআ'; تَبْعُ 'তাবউন' শব্দ হতে উৎপত্তি।–অনুসরণ করা। এখানে অনুসরণ করেছে।

২০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করবে দুনিয়ার জীবনে যে পথভ্রষ্ট হবে না। আখিরাতেও সে ভাগ্যাহত হবে না।" অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَيَشْقٰي - "যে ব্যক্তি আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে দুনিয়ার জীবনে সে পথভ্রষ্ট হবে না। আখিরাতেও ভাগ্যাহত হবে না।"–[সূরা ত্বা-হা ঃ ১৬৩]–মিশকাত

কুরআন থেকে উপকৃত হবার পন্থা ঃ

(٢١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰي خَمْسَةِ اَوْجُهٍ، حَلاَلٍ وَّحَرَامٍ وَمُحْكَمٍ وَمُتَشَابِهٍ وَاَمْثَالٍ فَاَحِلُّ الْحَلاَلَ وَحَرِّمُوْا الْحَرَامَ وَاعْمَلُوْا بِالْمُحْكَمِ وَامِنُوْا بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوْا بِالْاَمْثَالِ ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ نَزَلَ 'নাযালা'–অবতীর্ণ হয়েছে। اَوْجُه 'আওজুহিন', বহুবচন। একবচন وَجْهٌ 'ওয়াজ্হুন'–প্রকার। فَاَحِلُّوْا 'ফাআহিল্লু'–হালাল হতে নির্গত। সুতরাং হালাল মনে করো। فَحَرِّمُوْا –মূল শব্দ হারাম। তাই তোমরা হারাম মনে করো। اِعْمَلُوْا 'ই'মালু'; মূল 'আমল'। –মেনে চলো। اَلْمُحْكَمُ 'আল মুহকাম'; মূল শব্দ 'হুকু'–নির্দেশ সম্পর্কীয়।

২১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পাঁচটি বিষয়ের উপর কুরআন নাযিল করেছে। হালাল, হারাম, মুহকাম, মুতাশাবেহ ও আমছাল। সুতরাং হালালকে হালাল জানবে। হারামকে হারাম মানবে। মুহকামের (কুরআনের ঐ আয়াতসমূহ যাতে আকীদা-বিশ্বাস, আইন-কানুন ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে) উপর আমল করবে। মুতাশাবেহের (ঐ আয়াতসমূহ যাতে আরশ-কুরসী ইত্যাদির বর্ণনা আছে এবং উহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য মাথা ঘামাবে না) ঈমান রাখবে এবং আমছাল (বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের শিক্ষণীয় ঘটনা) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। –মিশকাত

(٢٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدً فَلاَ تَعْتَدُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا ـ مشكوة : جابر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ فَرَضَ 'ফারাযা'; ফরয শব্দ হতে।–ফরয করেছেন। لَاتُضَيِّعُوْهَا 'লা তুদাইয়্যেউহা' ضَيْعٌ 'দাউন'–শব্দ হতে– নষ্ট করা। এখানে তা নষ্ট করো না, অবহেলা করো না। حَرَّمَ 'হাররামা'; হারাম শব্দ হতে–হারাম করেছেন, নিষেধ করেছেন। لَاتَنْتَهِكُوْهَا 'লাতানতাহিকুহা'–তা অবহেলা করো না। حَدٌّ 'হাদ্দা'; 'হদ' শব্দ হতে– সীমানা। এখানে অর্থ সীমানা ঠিক করে দিয়েছেন। لَاتَعْتَدُوْهَا 'লা তা'তাদুহা'–এ সীমানা অতিক্রম করো না।

২২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ কিছু কাজকে ফরয করেছেন সেগুলো বরবাদ করো না। তিনি কিছু কাজকে হারাম করেছেন, সেগুলো কারো না। তিনি কিছু সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সে সব সীমা অতিক্রম করো না। কিছু কিছু ব্যাপারে তিনি নীরব থেকেছেন, সে সব ব্যাপারে ঘাটাঘাটি করো না।" –মিশকাত

কুরআনের উপর ঈমান আনার তাৎপর্য ঃ

(٢٣) عَنْ زِيَادِبْنِ لُبَيْدٍ (رضـ) قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَالَ : ذٰلِكَ عِنْدَ اَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَنُقْرِئُهُ اَبْنَاءَ نَا وَ يُقْرِئُهُ اَبْنَاءُ نَا اَبْنَاءَ هُمْ ؟ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ زِيَادُ اِنْ كُنْتُ لَاَرَاكَ مِنْ اَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِيْنَةِ، اَوَلَيْسَ هٰذِهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰي يَقْرَءُوْنَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ لَا يَعْمَلُوْنَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيْهِمَا ـ ابن ماجه

শব্দের অর্থ ঃ ذَكَرَ 'যাকারা'; জিকির থেকে–তিনি উল্লেখ করলেন। اَوَانٌ 'আওয়ানুন'; আউনুন হতে–সময়। ذَهَابٌ 'যিহাবুন'; মূল শব্দ যাহাবুন–চলে যাওয়া। এখানে অর্থ বিলীন হয়ে যাওয়া। نَقْرَءُ 'নাক্‌রাউ'; মূল কারউন–পড়া, আমরা পড়ি। اَبْنَاءُ نَا 'আবনাউনা'; এবনুন হতে-

সন্তান। এখানে আমাদের সন্তানেরা। ثَكِلَتْكَ 'সাকিলাতকা'–তোমাকে ক্ষুইয়ে ফেলুক। كُنْتُ لاَرَاكَ 'কুনতু লা আরাকা'–আমি অবশ্যই তোমাকে মনে করতাম। اَفْقَهُ 'আফকাহুন'' মূল সিক্হুন–বুঝ। এখানে অর্থ বেশি বুঝমান, বুদ্ধিমান। لاَيَعْلَمُوْنَ 'লা ইয়ালামুন'; আমল শব্দ হতে–তারা আমল করে না।

২৩। যিয়াদ বিন লুবাইদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন একটা বিষয় উল্লেখ করেন এবং বলেন, "ওটা এমন সময় ঘটবে যখন দ্বীনের ইলম বিদায় নেবে।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, ইলম কিভাবে চলে যাবে ? আমরা আল কুরআন পড়ছি এবং আমাদের সন্তানদের তা শিখাচ্ছি। তারা আবার তাদের সন্তানদেরকে শিখাবে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে মদীনার প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের একজন বলে মনে করতাম। তুমি কি দেখছো না ইয়াহুদী এবং নাছারাগণ তাওরাত এবং ইঞ্জিল পড়ছে অথচ ঐগুলোর শিক্ষার আলোকে কাজ করছে না ?"

তাকদীরের উপর ঈমান আনার অর্থ

কাজ করার তৌফিক ঃ

(٢٤) عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ ـ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ـ ثُمَّ قَرَاَ فَاَمَّا مَنْ

اَعْطٰى وَ اتَّقٰى وَصَدَقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى - سورة والليل ايت : ٥ - ١٠ - بخارى، مسلم -

শব্দের অর্থ ঃ قَالَ 'ক্বালা'; কাওল থেকে–তিনি বলেছেন। قَدْ كُتِبَ – অবশ্যই লিখা হয়েছে। مَقْعَدَهٗ 'মাকআদাহু' – তার ঠিকানা। اَلنَّارِ 'আন্‌নার' – আগুন। এখানে জাহান্নাম। نَتَّكِلُ 'নাত্তাকিলু; তাওয়াক্কাল থেকে–আমরা ভরসা করবো। نَدَعُ 'নাদউ'; دَعَ হতে–ছেড়ে দেয়া। এখানে আমরা ছেড়ে দেবো। اَلسَّعَادَةُ 'আস্‌সাআদাতু' – সৌভাগ্য। اَلشَّقَاوَةُ 'আশ্‌শাকাওয়াতু'– দুর্ভাগ্য। فَسَنُيَسِّرُ 'ফাসাইউইয়াস্‌সারু' – আসান করে দেয়া হয়। اَعْطٰى 'আ'তা'; عَطٰى হতে–দান করেছেন।

২৪। আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার স্থান জাহান্নাম অথবা জান্নাতে পূর্ব থেকে নির্ধারিত হয়ে যায়নি।' লোকেরা বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, তাহলে আমরা আমাদের ভাগ্যলিপির উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দেই না কেনো ?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমল করে যাও। তাকে যেটার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সে সেটা করার সামর্থ লাভ করবে। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান সে সৌভাগ্যের কাজ করার শক্তি পাবে। আর যে ব্যক্তি দুর্ভাগা সে দুর্ভাগ্যের কাজ করার শক্তি পাবে।"

অতপর তিনি পাঠ করলেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى -

"যে ব্যক্তি দান করেছে, তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং সর্বোত্তম কথাকে সত্য বলে ঘোষণা করেছে, আমি তাকে সুখের জীবন— জান্নাত লাভের

শক্তি দেবো। যে ব্যক্তি কৃপণতা করেছে, আল্লাহর প্রতি বেপরোয়া হয়েছে এবং সর্বোত্তম কথাকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে, "আমি তাঁকে দুঃখের জীবন জাহান্নামে গমনের শক্তি যোগাবো।" – বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ কোন্ কাজের দ্বারা জান্নাত লাভ করবে এবং কোন্ কাজের ফলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আল্লাহর নিকট তা পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট করা আছে। তাকদীর অর্থাৎ অদৃষ্ট সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন শরীফে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখন এটা মানুষের উপর নির্ভর করে, সে জাহান্নামের রাস্তা অবলম্বন করবে, না জান্নাতের পথে চলবে। এ দু' পথের যে কোন একটিকে গ্রহণ করার দায়িত্ব তার নিজের। আর এ দায়িত্ব তার উপর এ কারণে অর্পিত হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সুপথ অথবা কুপথ অবলম্বনের ক্ষমতা দান করেছেন। ইচ্ছাশক্তির এ স্বাধীনতার জন্যেই মানুষকে জাহান্নামের শাস্তি অথবা জান্নাতের পুরস্কার প্রদান করা হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বহু সংখ্যক নির্বোধ লোক নিজেদের এ দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করে আল্লাহর উপর তা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে অসহায় ও অক্ষম বলে মনে করে।

অলংঘনীয় তাকদীর ঃ

(٢٥) عَنْ اَبِيْ خَزَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ، قُلْتُ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتَ رُقًي نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰي بِهٖ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ يَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا ؟ قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ قُلْتُ 'কুলতু'; قَوْلَ হতে–আমি বললাম। رُقِيٌّ 'রুকিউন' –ঝাড়, ফুঁক। نَسْتَرْقِيْهَا 'নাস্তারক্বীহা'–আমরা ঝাড়–ফুঁক করি। نَتَدَاوٰى 'নাতাদাওয়ী'; মূল দাওয়া–আমরা ঔষধ ব্যবহার করি। অথবা ঔষধ সেবন করি। تُقَاةً 'তুকাতান'–সতর্কতা অবলম্বন করা। نَتَّقِيْهَا 'নাত্তাকীহা'; تَقْىٌ হতে–আমরা সতর্কতা অবলম্বন করি। قَدَرِ –নির্দিষ্ট তাকদীর।

২৫। আবু খাযামা তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি, "আমরা রোগ-শোকে যে তাবিজ তুমার ব্যবহার করি, রোগ-ব্যাধিতে ঔষধ-পথ্য ব্যবহার করি এবং এসব থেকে বাঁচার জন্যে বাচ-বিচার ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করি তাতে কি তাকদীর পরিবর্তিত হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এসবই তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।" -তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উত্তর দিয়েছেন তার সারকথা হলো, আল্লাহ আমাদের জন্যে রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আবার এ সমস্ত রোগ-ব্যাধি দূর করার তদবীরও শিখিয়েছেন। কোন্ ব্যবস্থা ও কোন্ ঔষধ প্রয়োগ করলে কোন্ কোন্ রোগ সারবে তা তিনিই বলে দিয়েছেন। ঔষধে রোগ বিনাশী শক্তি তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি যেমন রোগের সৃষ্টিকর্তা, তেমনি ঔষধেরও সৃষ্টিকর্তা। সবকিছুই তার সৃষ্ট নিয়ম ও বিধি মোতাবেক চলতে থাকে।

লাভ ও ক্ষতির প্রকৃত উৎস ঃ

(٢٦) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ، يَاغُلَامُ اِنِّيْ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ، اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تِجَاهَكَ، اِذَا سَاَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ، وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ اِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوْ عَلٰى يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوْ عَلٰى يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ - (مشكوة)

শব্দের অর্থ ঃ كُنْتُ 'কুন্তু'; كان হতে উৎপত্তি–আমি ছিলাম। خَلْفَ 'খালফা' –পেছনে। اُعَلِّمُكَ 'উআল্লেমুকা'; মূল তালীম–শিক্ষা। এখানে অর্থ অমি তোমাকে শিক্ষা দিবো। اَحْفَظْ 'ইহ্ফাজ'; حفظ শব্দ হতে–স্মরণ রাখো। تِجَاهَكَ 'তিজাহাকা'–তোমার সামনে। سَاَلْتَ 'সাআলতা';

سوال সাল হতে–তুমি চাইবে। اِسْتَعَنْتَ 'ইসতা আনতা'–তুমি সাহায্য চাইবে। اِجْتَمَعَتْ 'ইজতামাআত'–একত্রিত হয়। يَنْفَعُوْكَ – তারা তোমার উপকার করবে। يَضُرُّوْكَ – তারা তোমার ক্ষতি করে।

২৬। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে বসা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ওহে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি, মন দিয়ে শোন। আল্লাহকে স্মরণ করো। তিনিও তোমাকে স্মরণ করবেন। আল্লাহকে স্মরণ করো। তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সামনেই পাবে। কোন কিছু চাইতে হলে তাঁর কাছেই চাও। সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করো। জেন রাখো, সমগ্র জাতিও যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার কোন কল্যাণ করতে চায় তবে তারা কিছু করতে পারবে না বরং আল্লাহ যা তোমার জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন তাই হবে। আর সমগ্র দেশবাসীও যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার অকল্যাণ করতে চায়, তারা কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহ যা তোমার জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন তাই হবে।"–মিশকাত

সংশয়ের গোলক ধাঁধা ঃ

(٢٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ، وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلاَ تَعْجِزْ، وَاِنْ اَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ اَنِّىْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا، وَكَذَا، وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ، مَاشَاءَ فَعَلَ، فَاِنَّ "لَوْ" تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ - مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ اَلْقَوِىُّ 'আল কাবিউ'–শক্তিশালী। اَلضَّعِيْفُ 'আয্যয়ীফু'–দুর্বল। خَيْرٌ 'খাইরুন'–কল্যাণ। اِحْرِصْ 'ইহরিস'; মূল حرص থেকে–লোভ। এখানে অর্থ আশান্বিত হওয়া। يَنْفَعُكَ

'ইয়ানফাউকা'; نَفْعُ হতে–উপকার। এখানে অর্থ তোমার কাজে আসবে। اِسْتَعِنْ 'ইস্‌তাঈন'–সাহায্য চাও। لَاتَعْجِزْ 'লা তাজিয'–দুর্বল হওয়া। اِنْ اَصَابَكَ 'ইন আসাবাকা'–যদি বিপদে নিপতিত হও। فَلَا تَقُلْ 'ফালা তাকুল'–বলো না। قَدَّرَ 'কাদ্দারা'; তাকদীর হতে নির্গত– তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

২৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুর্বল মুমিনের চাইতে শক্তিমান মু'মিন উত্তম এবং আল্লাহর প্রিয়। অবশ্য উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনবে এমন কাজে অগ্রণী হও। আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো। মনভাঙ্গা ও হিম্মতহারা হয়ো না। তোমার উপর কোন বিপদ আপতিত হলে একথা বলো না, "যদি" আমি এরূপ করতাম তাহলে এরূপ হতো। বরং বলো তাই হয়েছে যা আল্লাহ আমার জন্যে নির্ধারিত রেখেছেন। কেননা এই "যদি" শব্দ শয়তানের কাজের পথ খুলে দেয়। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের প্রথমাংশের মূল বক্তব্য হলো, দৈহিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী মু'মিন যদি তার উভয় প্রকার শক্তি আল্লাহর পথে কাজে লাগায় তাহলে একথা সত্য যে, তার দ্বারা ইসলামের যে পরিমাণ খিদমত করা যাবে অসুস্থ ও দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন মু'মিন দ্বারা সে পরিমাণ খিদমত করা যাবে না। তবে অল্প হলেও তার দ্বারা যতটুকু সম্ভব ততটুকু পাওয়া যাবে। এমতাবস্থায় প্রথমোক্ত মু'মিনের পুরস্কার অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। তবে উভয়েই যেহেতু একই পথের পথিক, সেহেতু দুর্বল মু'মিনকেও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করা হবে না। এখানে শক্তিশালী মু'মিনকে একথা বলাই উদ্দেশ্যে যে, সময় থাকতে শক্তি ও প্রতিভা কাজে লাগাও। বার্ধক্য ও দুর্বলতায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যতটুকু সম্ভব সামনে অগ্রসর হও। বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর ইচ্ছা থাকলেও কাজ করা যায় না।

হাদীসটির দ্বিতীয়াংশের তাৎপর্য হলো এই যে, মু'মিন কখনো নিজের মেধা-কর্মকৌশল ও শক্তির উপর নির্ভরশীল থাকে না। তার উপর যদি কখনো বিপদ-মুসীবত এসে পড়ে তবে সে একথা কখনো ভাবে না যে,

আমি যদি এভাবে কাজ না করে ঐভাবে করতাম তাহলে এ মুসীবত হতো না। বরং সে ভাবে, আমাকে পরীক্ষা করার জন্যে এ বিপদ আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। এ বিপদ আমার প্রশিক্ষণের অংশ বিশেষ। সুতরাং বিপদাপদ আল্লাহর উপর মু'মিনের নির্ভরতা বাড়িয়ে দেয়।

আখিরাতের উপর ঈমান আনার তাৎপর্য

কিয়ামতের আযাব থেকে মুক্তির উপায় ঃ

(٢٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّوْرِ قَدِ الْتَقَمَهُ وَاَصْغٰى سَمْعَهُ وَقَنٰى جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتٰى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ - فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا ذَا تَأْمُرُنَا، قَالَ قُوْلُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -
- ترمذي : ابو سعيد خدري رض

শব্দের অর্থ ঃ كَيْفَ اَنْعَمُ 'কাইফা আনআমু' –আমি কিভাবে নিশ্চিন্ত থাকবো। صَاحِبُ الصُّوْرِ–শিঙ্গা ফুঁকনেওয়াল –'ইসরাফীল'। قَدِ الْتَقَمَهُ 'কাদিল তাকামাহু'–মুখে নিয়ে অপেক্ষা করছেন। اَصْغٰى 'আছগা' –কান খাড়া করে আছে। قَنٰى 'কানা'–কাজ করার জন্য ঝুঁকে আছে। يَنْتَظِرُ 'ইয়ানতাযেরু'–সে অপেক্ষায় আছে। يُؤْمَرُ 'ইউমারু' –হুকুম দেয়া হবে। بِالنَّفْخِ 'বিননাফখি'–শিঙ্গায় ফুঁক দেবার জন্য। فَمَاذَا تَأْمُرُنَا 'ফামা যা তামুরুনা'–আপনি আমাদেরকে কি করতে নির্দেশ দিচ্ছেন।

২৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিভাবে আমি ভোগ-বিলাসের জীবন যাপন করতে পারি যেখানে ফুঁকনেওয়ালা (ইসরাফীল আলাইহিস সালাম) মুখে বিউগল লাগিয়ে কান খাড়া করে, কপাল নুইয়ে, আল্লাহর নির্দেশ লাভের অপেক্ষায় র.য়ছেন ?" লোকেরা বললো, "হে

আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমাদের প্রতি আপনার কি নির্দেশ ?" তিনি বললেন, "তোমরা বলো হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল" (আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম পৃষ্ঠপোষক)। –তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্বেগ ও অস্থিরতা দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লো এবং জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আপনারই যদি এ অবস্থা হয় তাহলে আমাদের মতো সাধারণ লোকের কি অবস্থা হবে ? ঐ দিনের ভয়াবহ আযাব থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমাদের কি করতে হবে বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেদিনের মুক্তির জন্যে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করো, তাঁরই অনুগত ও অধীন হয়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করো। যে ব্যক্তি তাঁর আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করেছে কিয়ামতের দিন সে-ই সফলতা লাভ করবে।

আখিরাতের দৃশ্য ঃ

(٢٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰي يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَاْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ـ ترمذي : ابن عمر

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ – 'মান'– যে, যাকে। اَنْ يَّنْظُرَ 'আইয়ানযুরা' – চোখে দেখতে। فَلْيَقْرَأْ 'ফাল-ইয়াকরাআ' – সে যেনো পড়ে।

২৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি কিয়ামতের দিনের দৃশ্য দেখতে চায় সে যেনো ইজাশ্‌শামসু কুব্বিরাত, ইজাস্‌সামাউন ফাতারাত এবং ইযাস্‌সামাউন শাক্কাত সূরাগুলো পাঠ করে।" –তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ তিনটি সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের অবিকল চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ সূরাগুলো পাঠ করা মাত্র পাঠকের চোখে কিয়ামতের দৃশ্যাবলী দীপ্ত হয়ে উঠে। মনে অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

যমীনের সাক্ষ্য ঃ

(٣٠) قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ "يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا" اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُهَا ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ، قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارَهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ وَاَمَةٍ بِهَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا اَنْ تَقُوْلَ عَمِلَ عَلَىَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهٰذِهِ اَخْبَارُهَا ـ ترمذى : ابو هريرة

শব্দের অর্থ ঃ قَرَأَ 'ক্বারাআ'–তিনি পড়েছেন। تُحَدِّثُ 'তুহাদ্দিসু'–বর্ণনা করবে, বলবে। اَخْبَارَهَا 'আখবারাহা'; خبر–শব্দের বহুবচন–সব খবর। اَعْلَمُ 'আ'লামু'; علم এলেম থেকে–অধিক জ্ঞানী। تَشْهَدُ 'তাশহাদু'; شهادت শব্দ হতে উৎপত্তি–সাক্ষ্য দেবে। اَمَةٌ 'আমাতুন'–দাসী بِمَاعَمِلَ 'বিমা আমিলা'–যা করেছে ظَهْرِهَا 'জাহরিহা'–তার পিঠে। تَقُوْلُ 'তাকুলু'–বলবে। كَذَا وَكَذَا 'কাযা ওয়া কাযা'–এরূপ এরূপ। فَهٰذِهِ 'ফাহাযিহি'–অতএব এটাই।

৩০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেন ঃ "ইয়াওমায়িযিন তুহাদ্দিসু আখবারাহা" (সেদিন এ যমীন তার উপর সংঘটিত সব ঘটনা ব্যক্ত করবে) এবং জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি জান ঘটনাগুলো ব্যক্ত করার অর্থ কি ?" তারা বললো, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বললেন, "যমীনের ঘটনাগুলো ব্যক্ত করার অর্থ হচ্ছে, সে প্রত্যেক পুরুষ ও নারী সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে, অমুক লোক অমুক দিন আমার বুকে অমুক কাজ করেছে। যমীনের ঘটনাগুলো ব্যক্ত করার অর্থ এটাই।" –তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের কাজগুলোকেই এ আয়াতে 'আখবার' বলা হয়েছে।

আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার সময় মানুষের অবস্থা ঃ

(٣١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهٗ رَبُّهٗ لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهٗ تَرْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ

يَحْجُبُهُ فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ اَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ـ

ـ متفق عليه : عدى رضـ

শব্দের অর্থ ঃ سَيُكَلِّمُهُ 'সাইউকাল্লিমুহু'–খুব শীঘ্রই তার সাথে কথা বলবেন। رَبُّهُ 'রাব্বুহু'–তার প্রভু। تُرْجُمَانُ 'তুরজুমানুন'–দোভাষী। حَاجِبٌ 'হাজিবুন'–পর্দা। يَحْجُبُهُ 'ইয়াহজিবুহু'–যার আড়ালে সে লুকাবে। فَيَنْظُرُ 'ফাইয়ানযুরু'–তারপর সে দেখবে। اَيْمَنَ 'আইমানা'–ডান দিক। اَشْأَمَ 'আশয়ামা'–বাম দিক। تِلْقَاءَ 'তিলকাআ' – দিকে।

৩১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যার সাথে অচিরেই তার রব (প্রতিপালক) কথা বলবেন না। সে সময়ে তার এবং তার রবের মধ্যে কোন অনুবাদক (সুপারিশকারী) অথবা কোন আড়াল থাকবে না। সে ডান দিকে তাকাবে। নিজের পূর্বকৃত আমল ছাড়া আর কিছু দেখবে না। অতঃপর সে বাম দিকে তাকাবে। সেখানেও নিজের আমল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। সে সামনের দিকে তাকাবে সেখানে জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছু দেখবে না। তাই তোমরা সে আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করো, এমনকি একটি খেজুরের অর্ধেক দিয়ে হলেও।" –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে ও তাঁর অসহায় বান্দার অভাব পূরণে ধন-সম্পদ ব্যয়ের জন্যে বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন। এ কারণে এখানে শুধু দানের কথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমাদের কারো নিকট যদি কেবলমাত্র একটি খেজুরই থাকে তাহলে অর্ধেকটি অপর অভুক্ত ভাইকে দান করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। কেননা আল্লাহ মানুষের দানের পরিমাণ যাচাই করেন না। তিনি দানের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও সদিচ্ছাই যাচাই করে থাকেন।"

মুনাফেকীর খারাপ পরিণতি ঃ

(٣٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُلْقَى الْعَبْدُ، فَيَقُوْلُ اَىْ فُلاَنُ اَلَمْ اُكْرِمْكَ وَاُسَوِّدْكَ وَاُزَوِّجْكَ وَاُسَخِّرْلَكَ الْخَيْلَ وَالْاِبِلِ وَاَذَرْكَ تَرْاَسُ وَتَرْبَعُ ؟ فَيَقُوْلُ بَلٰى قَالَ فَيَقُوْلُ اَفَظَنَنْتَ اَنَّكَ مُلاَقِىَّ ؟ فَيَقُوْلُ لاَ، فَيَقُوْلُ فَاِنِّىْ قَدْ اَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِىْ ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِى فَذَكَرَ مِثْلَهُ - ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُوْلُ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَيَقُوْلُ يَارَبِّ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثْنِى بِخَيْرٍ مَااسْتَطَاعَ - فَيَقُوْلُ هٰهُنَا اِذًا، ثُمَّ يُقَالُ اَلْاٰنَ نَبْعَثُ شَاهِدًا عَلَيْكَ، فَيَتَفَكَّرُ فِىْ نَفْسِهٖ مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْهَدُ عَلَىَّ فَيُخْتَمُ عَلٰى فِيْهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهٖ انْطِقِى فَتَنْطِقُ فَخِذُهٗ وَلَحْمُهٗ وَعِظَامُهٗ بِعَمَلِهٖ وَذَالِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهٖ، فَذَالِكَ الْمُنَافِقُ وَذَالِكَ الَّذِىْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ -

- مسلم : ابو هريرة

শব্দের অর্থ ঃ فَيُلْقٰى 'ফাইউলকা'–হাজীর করা হবে। فَيَقُوْلُ 'ফাইয়াকুলু'–তারপর বলবেন। اَلَمْ اُكْرِمْكَ 'আলাম উকার্‌রিমুকা'–আমি কি তোমাকে সম্মানীত করিনি। اَلَمْ اُسَوِّدْكَ 'আলাম উসাওয়েদকা'–আমি কি তোমাকে সর্দার বানাইনি। اَلَمْ اُسَخِّرْلَكَ 'আলাম উসাখ্‌খির লাকা'–আমি কি তোমার অধীনস্থ করে দেইনি। تَرْاَسُ 'তারআসু'–শাসন করবে। تَرْبَعُ 'তারবাউ'–তুমি খাজনা আদায় করবে। فَيَقُوْلُ 'ফাইয়াকুলু'–তারপর সে বলবে। بَلٰى 'বালা'–হাঁ, হাঁ অবশ্যই। اَفَظَنَنْتَ 'আফাযানানতা' তুমি কি ধারণা করতে। اَنَّكَ 'আন্নাকা'–নিশ্চয়ই তুমি। مُلاَقِىَّ 'মুলাকিউন'–আমার সাথে সাক্ষাত করবে। قَدْ اَنْسَاكَ 'কাদ

আনসাকা'–অবশ্য আমি তোমাকে ভুলবো। مَااسْتَطَاعَ 'মাসতাতআ'–সাধ্যমতো।

৩২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ আমি কি তোমাকে সম্মান, প্রতিপত্তি এবং স্ত্রী দান করিনি ? আমি কি তোমাকে ঘোড়া ও উট দান করিনি ? আমি কি তোমাকে অবকাশ দান করিনি ? আমি কি তোমাকে নেতৃত্ব দান করিনি যার ফলে তুমি ট্যাক্স আদায় করতে ?" লোকটি এগুলোর সত্যতা স্বীকার করবে। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি কি ধারণা করেছিলে যে একদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে?" সে উত্তর দেবে, 'না, আমি সে ধারণা করিনি।' আল্লাহ বলবেন, তুমি আমাকে যেভাবে ভুলে রয়েছিলে আমিও আজ তেমনি তোমাকে ভুলে থাকবো।"

তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হাযির করা হবে। ঐ একইভাবে তাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তিকে হাযির করা হবে। তাকেও একইভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সে বলবে, "হে আমার রব, আমি আপনার উপর, আপনার কিতাবের উপর এবং আপনার রাসূলের উপর ঈমান এনেছিলাম। আর আমি সালাত আদায় করতাম। সাওম রাখতাম এবং আপনার উদ্দেশ্যে দান করতাম।" এভাবে সে সর্বশক্তি দিয়ে তার কৃত নেক কাজের হিসাব দিতে থাকবে। আল্লাহ বলবেন, "এখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানকারী হাযির করছি।" লোকটি মনে মনে ভাববে কে সে সাক্ষ্যদাতা ? অতঃপর তার বাকশক্তি রহিত করা হবে। তার উরু, গোশত এবং হাড়ের কাছে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এগুলো সে ব্যক্তির চরিত্রের বৈসাদৃশ্যের কথা ব্যক্ত করে দেবে। এভাবে আল্লাহ তার কথা বানাবার পথ বন্ধ করে দেবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এ ব্যক্তি মুনাফিক, সে দুনিয়াতে মুনাফেকীতে লিপ্ত ছিলো এবং এ সেই ব্যক্তি যার উপর আল্লাহ ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট।' –মুসলিম

সহজ হিসাব-নিকাশের জন্য দোয়া ঃ

(٣٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ بَعْضِ صَلَوَاتِهِ، اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا، قُلْتُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ مَاالْحِسَابُ الْيَسِيْرُ؟ قَالَ اَنْ يُّنْظَرَ فِيْ كِتَابِهِ فَيُتَجَاوَزَ عَنْهُ اِنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ، يَاعَائِشَةُ - هَلَكَ - مسند احمد

শব্দের অর্থ ঃ سَمِعْتُ 'সামিতু'–আমি শুনেছি। يَقُوْلُ 'ইয়াকুলু'–তিনি বলতেন। اَللّٰهُمَّ 'আল্লাহুম্মা'–হে আল্লাহ! حَاسِبْنِيْ 'হাসিবনি'–আমার হিসাব গ্রহণ করুন। يَسِيْرًا 'ইয়াসিরান'– সহজ। قُلْتُ 'কুলতু' –আমি বললাম। يَنْظُرُ 'ইয়ানযুরু'–তিনি দেখবেন। فَيَتَجَاوَزُ 'ফাইয়াতাজাওয়াযু' –অতএব, এড়িয়ে যাবেন। ক্ষমা করে দেবেন। نُوْقِشَ 'নূকিশা'–পুংখানুপুংখ।

৩৩। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন কোন নামাযে এ দোয়া পড়তে শুনেছি, "আল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসাবান ইয়াসিরা"— হে আল্লাহ! আমার হিসাবকে সহজ করুন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সহজ হিসাব মানে কী ?" তিনি বললেন, "এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ বান্দার আমলনামা দেখবেন এবং তার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। হে আয়শা! যার চুলচেরা হিসাব হবে তার উপায় নেই।" –মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন মজীদ এবং অন্যান্য হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে চলবে এবং অশুভ ও আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করতে করতে জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন। সৎকাজের পুরস্কার স্বরূপ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

কিয়ামতের কঠিন সময়ে মু'মিনের সঙ্গে নম্র ব্যবহার ঃ

(٣٤) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ اَتٰي رَسُوْلَ اللّٰهُ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اَخْبِرْ نِيْ مَنْ يَّقْوِي عَلَي الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الَّذِيْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، فَقَالَ يُخَفَّفُ عَلَي الْمُؤْمِنِ حَتّٰي يَكُوْنَ عَلَيْهِ كَالصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ اَتٰى 'আতা'–তিনি আসলেন। اَخْبِرْنِيْ 'আখ্‌বিরনী'; خبر 'খবর শব্দ' থেকে নির্গত– এখানে আমাকে বলুন। مَنْ–কে। يَقْوِى 'ইয়াকয়ী'– শক্তি রাখে। اَلْقِيَامَ 'আলকিয়াম'–দাঁড়ানো। اَلنَّاسُ 'আন্‌নাসু'–লোকেরা। رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ 'রাব্বুল আলামীন'–বিশ্ব প্রতিপালক। يُخَفَّفُ 'ইউখাফ্‌ফাফু'–হালকা করা হবে। اَلْمَكْتُوْبَةُ 'আল মাকতুবাতু'–ফরয নামায।

৩৪। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "যেদিন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ ইয়াওমা ইয়াকুমুন্নাসু লিরাব্বিল আলামীন (যেদিন মানুষ বিশ্বের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে) সেদিন কে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে ?" (কারণ সেদিনের একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (সে দিনটি আল্লাহদ্রোহী ও পাপীদের জন্য খুবই কঠিন ও দীর্ঘ হবে) কিন্তু মু'মিনের জন্যে সেদিনটি হবে খুবই হাল্কা ফরয নামায আদায় করারই মতো। –মিশকাত

মু'মিনের জন্য অসাধারণ পরকালীন নিয়ামত ঃ

(٣٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰي اَعْدَدْتُّ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ

خَطَرَ عَلٰي قَلْبِ بَشَرٍ اِقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ، "فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ" - السجدة - ١٧ - بخاري، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَعْدَدْتُ 'আ'দাততু'–তৈরি করে রেখেছি। لِعِبَادِيْ 'লিইবাদী'–আমার বান্দাহদের জন্য। عَيْنٌ 'আইনুন'–চোখ। اُذُنٌ 'উযুনুন'–কান। لاَخَطَرَ 'লা খাতারা'–মনে কল্পনা করনি। بَشَرٌ 'বাশারুন'–মানুষ। اِقْرَءُوْا 'ইকরাউ'–তোমরা পড়ো।

৩৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ বলেছেনঃ আমি নেক বান্দাদের জন্য এমন সবকিছু মওজুদ রেখেছি যা কোন চোখ দেখেনি। যার সম্বন্ধে কোন কান শুনেনি এবং যা কোন অন্তর অনুভব করেনি। ইচ্ছে করলে এ আয়াতটি পড়তে পারো— 'ফালা তা'লামু, নাফসুম মা উখফিরা লাহুম্ মিন্ কুররাতি আইউনিন' ('কেউ জানে না নেক বান্দাদের জন্যে নয়ন-জুড়ানো কত কিছু নিয়ামত গোপন করে রাখা হয়েছে)।' –বুখারী, মুসলিম

জান্নাতের মর্যাদা ঃ

(٣٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضَعُ سَوْطٍ فِيْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا - بخاري، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ مَوْضَعُ 'মাওজাউন'–স্থান, জায়গা। سَوْطٍ 'সাওতিন'–কোড়া, ছড়ি। خَيْرٌ 'খাইরুন'–উত্তম। مِنْ 'মিন'–চাইতে, হতে, থেকে। اَلدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا–দুনিয়া ও এর মধ্যে যা আছে।

৩৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের একটি কোড়া (বেত্রদণ্ড) রাখার মতো স্থান দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব জিনিসের চাইতে উত্তম। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ "কোড়া বা বেত্রদণ্ড রাখার স্থান"-এর অর্থ হলো, এমন একটি ছোট্ট জায়গা যেখানে মানুষ কেবলমাত্র বিছানা পেতে শুতে পারে। এ

হাদীসের তাৎপর্য হলো এই যে, আল্লাহর রাস্তায় চলতে গেলে সাধারণত মানুষের পার্থিব ধন-সম্পদ অর্জন ও উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। দুনিয়ায় আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জীবন অতিবাহিত করা যায় না। দুনিয়ার এ বঞ্চনার পরিণতিতে যদি জান্নাতে সামান্যতম জায়গাও পাওয়া যায় তবে তা হবে এক মহাসৌভাগ্যের কথা। দুনিয়ার বিশাল নশ্বর বস্তুর পরিবর্তে আখিরাতের সামান্য বস্তুও মহামূল্যবান।

আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের প্রকৃত তাৎপর্য ঃ

(٣٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتٰي بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِيْ النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَاابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ خَيْرًا قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ لاَ وَ اللّٰهِ يَارَبِّ وَيُؤْتٰي بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِيْ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهٗ يَاابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ بُؤْسًاقَطُّ ؟ هَلْ مَرَّبِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللّٰهِ يَارَبِّ مَامَرَّ بِيْ بُؤْسٌ وَلاَ رَاَيْتُ شِدَّةً قَطُّ ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يُؤْتٰى 'ইউতা'–হাজীর করা হবে, আনা হবে। بِاَنْعَمِ 'বিআনউমি'–বেশি বিলাসী, সুখী, ধনী। اَهْلُ الدُّنْيَا 'আহলুদ্‌দুনিয়া'–দুনিয়াবাসী। اَهْلِ النَّارِ–জাহান্নামবাসী। فَيُصْبَغُ 'ফাইউসবাগু'–তারপর নিক্ষেপ করা হবে। ثُمَّ 'সুম্মা'–অতপর رَاَيْتَ 'রাআইতা'–তুমি দেখেছো। خَيْرًا 'খাইরান'–ভালো অবস্থা, সুখ। قَطُّ 'কাত্‌তুন'–কখনও। نَعِيْمٌ–সুখ ভোগ। بُؤْسًا 'বুসান'–দুঃখ-কষ্ট । مَا مَرَّبِى 'মা মাররাবি'–আমার জীবনে অতিবাহিত হয়নি।

৩৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শেষ বিচারের দিন দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ধনী ও বিলাসী ব্যক্তিকে হাযির করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আগুন যখন পূর্ণভাবে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে,

তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, "ওহে আদম সন্তান তুমি কি কখনো ভালো অবস্থায় ছিলে ? তুমি কি কখনও সুখ ভোগ করেছিলে ? সে বলবে "হে রব, তোমার শপথ, কখনই না।"

এরপর দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি দরিদ্র ব্যক্তিটিকে জান্নাতের সব নিয়ামত দান করা হবে এবং সে পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, ওহে আদম সন্তান, তুমি কি কখনো অভাবে ছিলে ? তুমি কি কখনও কষ্টে পড়েছিলে ?" সে বলবে, "হে আমার রব, তোমার শপথ, আমি কখনো অভাবে পড়িনি। আমি কখনও কষ্ট দেখিনি।" –মুসলিম

জান্নাত ও জাহান্নামের পথের পরিচয় ঃ

(٣٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوٰتِ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ - متفق عليه -

শব্দের অর্থ ঃ حُفَّتِ النَّارُ 'হোফ্ফাতিন নারু'–জাহান্নামকে ঘিরে আছে। بِالشَّهَوٰتِ 'বিশ শাহাওয়াতি'–প্রবৃত্তির তারণা, ভোগ-বিলাস। حُفَّتِ الْجَنَّةُ 'হোফ্ফাতিল জান্নাতু'–জান্নাতকে পরিবেষ্টন করে আছে بِالْمَكَارِهِ 'বিল মাকারিহি'–দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ।

৩৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ভোগ-বিলাস জাহান্নামকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং দুঃখ-কষ্ট পরিবেষ্টন করে আছে জান্নাতকে।" –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্মার্থ হলো, যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির দাসত্ব করে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত হবে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। আর যে ব্যক্তি জান্নাতের আশা করবে তাকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করে জান্নাতের কন্টকাকীর্ণ কঠিন পথ অবলম্বন করতে হবে। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার পরিবর্তে আল্লাহর প্রতিটি হুকুম-আহকাম পালনের জন্যে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি কোন মানুষ জান্নাতে যাবার এ বন্ধুর ও দুর্গম পথ অতিক্রম করতে সাহসী না হয় তবে তার পক্ষে জান্নাতের অতুলনীয় আরাম-আয়েশ ভোগ করা কি করে সম্ভব ?

জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে উদাসীন না থাকা ঃ

(٣٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارَ اَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلاَ مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا - ترمذي

শব্দের অর্থ ঃ مَارَاَيْتُ 'মারাআইতু'– আমি দেখিনি। مِثْلَ النَّارِ 'মিছলান্নারি'– জাহান্নামের মতো। نَامَ 'নামা'–ঘুমাচ্ছে هَارِبُهَا 'হারিবুহা'– পলায়নকারী। طَالِبُهَا 'তালিবুহা'–তার অন্বেষণকারী।

৩৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাহান্নামের মতো ভয়াবহ আর কিছুই আমি দেখিনি, অথচ তা থেকে যারা পালাতে চায় তারা ঘুমাচ্ছে। জান্নাতের মতো উৎকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই আমি দেখিনি, অথচ তাকে যারা পেতে চায় তারা ঘুমাচ্ছে।–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ কোন বিকট শব্দ ও ভয়াবহ জিনিস দেখার পর স্বভাবতই মানুষের নিদ্রা টুটে যায়। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সেখান থেকে দূরে পালাবার চেষ্টা করে। নির্ভয় না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারে না। অপর দিকে কোন আকাংখিত উত্তম জিনিস পাওয়ার আশা করলে তা না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ নিশ্চিন্ত ও অলস হয়ে বসে থাকতে পারে না। ঘুমোতে পারে না। এমতাবস্থায় জান্নাতের ন্যায় উত্তম পুরস্কারের আশা পোষণকারী মানুষ তা না পাওয়া পর্যন্ত কিভাবে ঘুমোতে পারে ? জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে সে কেন পালাতে থাকবে না। কোন জিনিসের ভয় থাকলে যেমন তা থেকে উদাসীন হতে পারে না। তেমনি কোন উত্তম জিনিসের আশা থাকলেও না পাওয়া পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না।

বিদায়াত সৃষ্টিকারী হাউযে কাওসারের পানি থেকে বঞ্চিত থাকবে ঃ

(٤٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ فَرَطُكُمْ عَلَي الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ اَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اَقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُنِيْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَاَقُوْلُ

اِنَّهُمْ مِنِّيْ، فَيُقَالُ اِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ - متفق عليه : سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اِنِّـــىْ 'ইন্নি'–অবশ্য অবশ্যই আমি। فَرَطُكُمْ 'ফারতুকুম' –তোমাদের আগে। لَى الْحَوْضِ 'আলাল হাউজে'– হাউজে কাউসারে। مَنْ مَـرَّعَلَـىَّ 'মান মার্‌রা আলাই'–যে ব্যক্তি আমার কাছে আসবে। شَرِبَ 'শারিবা'–সে পানি পান করবে। لَمْ يَظْمَاءَ 'লাম ইয়াজমাআ'–পিপাসিত হবে না। لَيَرِدَنَّ 'লা ইয়া দান্না' – অবশ্যই আসবে। اَعْرِفُهُمْ 'আরিফুহুম'–তাদেরকে আমি চিনবো। يَعْرِفُنَنِىْ 'ইয়রিফুনানি'–তারাও আমাকে চিনবে। سُحْقًا 'সুহকা' –দূর হও।

৪০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি হাউযে কাওসারের পাড়ে (পানির ঝর্ণার ধারে) তোমাদের আগেই পৌঁছে যাবো। যে আমার কাছে আসবে তাকে পানি পান করানো হবে। যে একবার সে পানি পান করবে তার আর কোনদিন পিপাসা হবে না। সেদিন এমন অনেক মানুষ আমার দিকে এগিয়ে আসবে যাদেরকে আমি চিনবো এবং তারাও আমাকে চিনবে। কিন্তু তাদেরকে আমার নিকটে আসতে দেয়া হবে না। আমি বলবো, তারা তো আমার লোক (আসতে দাও) উত্তরে বলা হবে, "আপনি জানেন না আপনার পরে তারা আপনার দ্বীনে কত নতুন কথা যোগ করেছে।" অতঃপর আমি বলবো, দূর হোক, দূর হোক ওসব লোক, যারা আমার পরে দ্বীনে বিকৃতি ঢুকিয়েছে।"–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে যেমন মহাসুসংবাদ আছে তেমনি ভীষণ দুঃসংবাদও আছে। সুসংবাদ হলো ঃ যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত আদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ করেছে। কোনরূপ বিকৃতি না করে অবিকল আমল করেছে। হাশরের দিন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে কাওসারের পাড়ে স্বাগত জানাবেন। আর দুঃসংবাদ হলো, যারা বুঝে শুনে দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন জিনিস ঢুকিয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের অংশ নয়। দ্বীনের বিপরীত। তাদেরকে হাশরের ময়দানে রাসূলের নিকট পৌঁছতে দেয়া হবে না এবং হাউযে কাওসারের পানিও তাদের ভাগ্যে জুটবে না।

রাসূলের সুপারিশ পাবার অধিকারী ঃ

(٤١) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ خَالِصًا مِّنْ قَلْبِه اَوْ نَفْسِهٖ - بخاي

শব্দের অর্থ ঃ اَسْعَدُ 'আস্‌আদু'–বেশি ভাগ্যবান। اَلنَّاسُ 'আন্নাসু' –মানুষ। خَالِصًا 'খালিসান'–নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা। قَلْبِهٖ 'কলবিহি'– তার অন্তর দিয়ে।

৪১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে ঘোষণা করেছে ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' সে শেষ বিচারের দিন আমার শাফায়ত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে।"

ব্যাখ্যা ঃ শাব্দিক দিক দিয়ে এ হাদীসটি যদিও সংক্ষিপ্ত অর্থ ও তাৎপর্যের দিক থেকে অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্ববহ। যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করবে না, ইসলামকে নিজের জীবনব্যবস্থা হিসেবে মেনে নেবে না। অংশীবাদিতার পংকিলতায় নিমজ্জিত থাকবে। কিয়ামতের দিন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ থেকে বঞ্চিত থাকবে। এমনিভাবে ওই ব্যক্তির ভাগ্যেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ জুটবে না যে মুখে মুখে কালেমা পড়ে দীনের দাবিদার হয়েছে কিন্তু অন্তর দিয়ে তার সত্যতা স্বীকার করেনি।

যারা আন্তরিকতা সহকারে ঈমান এনেছে, তাওহীদের সত্যতার উপর বিশ্বাস রেখেছে হাশরের মাঠে আল্লাহর রাসূল তাদের জন্যই সুপারিশ করবেন।

কিয়ামতের দিন আত্মীয়তা কোন কাজে আসবে না ঃ

(٤٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِتَّقُوْا اَنْفُسَكُمْ لاَ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَابَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ

شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَاأُغْنِيْ عَنْكَ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَّالِيْ لَا اُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ـ

ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يَامَعْشَرُ قُرَيْشٍ 'ইয়ামা'শারু কুরাইশিন'–হে কুরাইশগণ। اتَّقُوْ اَنْفُسَكُمْ 'ইত্তাকু আনফুসাকুম'–তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। لَاأُغْنِىْ عَنْكُمْ شَيْئًا 'লা উগানি আন্‌কুম শাইয়ান'–আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না। سَلِيْنِى 'সালিনি'–আমার থেকে নিয়ে নাও, চেয়ে নাও। مَاشِئْتَ 'মাশি'তা'–যা তোমার ইচ্ছা।

৪২। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হে কুরাইশগণ, তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। আল্লাহর মুকাবিলায় আমি তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারবো না। হে আবদে মান্নাফের বংশধরগণ! আল্লাহর মুকাবিলায় আমি তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারবো না। হে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব আল্লাহর মুকাবিরায় আমি আপনার জন্যে কিছুই করতে পাবো না। হে রাসূলুল্লাহর ফুফু আম্মা সুফিয়া, আল্লাহর মুকাবিলায় আমি আপনার জন্যে কিছুই করতে পারবো না। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা, আমার মাল থেকে যে পরিমাণ ইচ্ছে নিয়ে যাও। কিন্তু আল্লাহর মুকাবিলায় আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না। –বুখারী

আত্মসাৎকারীর পরিণাম ঃ

(٤٣) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُوْلَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ

اَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ، فَاَلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰي رَقَبَتِهٖ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِيْ، فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ، لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰي رَقَبَتِهٖ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، يَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِيْ، فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ، لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰي رَقَبَتِهٖ شَاةٌ لَّهَا ثُغَاءٌ، يَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَغِثْنِيْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ، لاَاُلْقِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰي رَقَبَتِهٖ نَفْسٌ لَّهَا صِيَاحٌ فَيَقُوْلُ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَغِثْنِيْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ، لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰي رَقَبَتِهٖ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَغِثْنِي فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ، لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ عَلٰي رَقَبَتِهٖ صَامِتٌ فَيَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِيْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ - بخاري، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ قَامَ 'কামা'–তিনি দাঁড়ালেন। فِيْنَا 'ফিনা'–আমাদের মধ্যে। ذَاتَ يَوْمٍ 'যাতা ইয়াওমিন'–একদিন। فَذَكَرَ 'ফাযাকারা'–তিনি উল্লেখ করলেন। اَلْغُلُوْلَ 'আলগুলুল'–গনীমাতের মাল আত্মসাতের ব্যাপারে। فَعَظَّمَ 'ফায়ায্যামা'–তারপর গুরুত্ব সহকারে। لاَاُلْفِيَنَّ 'লা উলফিয়ান্না'–আমি দেখতে চাই না। يَجِيْءُ 'ইয়াজিউ'–সে আসুক। عَلٰى رَقَبَتِهٖ 'আলা রাকাবাতিহি'–তার ঘাড়ের উপর। اَغِثْنِيْ 'আগিসনি'–আমাকে সাহায্য করুন।

৪৩। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে দাঁড়ালেন। গনীমতের মাল আত্মসাতের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, "আমি শেষ বিচারের দিন তোমাদের কাউকে তার ঘাড়ে উট চড়ে বিকট শব্দ করছে– এ অবস্থায় দেখতে চাই না। সে আমাকে বলছে ঃ হে আল্লাহর রাসূল আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলি ঃ আমি তোমার জন্যে আজ কিছুই করতে পারব না। তা আমি তোমাকে দুনিয়ার জীবনেই জানিয়ে দিয়েছি। আমি তোমাদের কাউকে শেষ বিচারের দিন এ অবস্থায় দেখতে চাই না তার ঘাড়ে ঘোড়া চড়ে হ্রেসারব করছে। সে আমাকে বলছে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলি, আমি তোমার জন্যে আজ কিছুই করতে পারবো না। তা আমি তোমাকে দুনিয়ার জীবনেই জানিয়ে দিয়েছি।

আমি তোমাদের কাউকে শেষ বিচারের দিন এ অবস্থায় দেখতে চাই না যে, তার ঘাড়ে ছাগল চড়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করছে। সে আমাকে বলছে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন আর আমি বলি, আমি তোমার জন্যে আজ কিছুই করতে পারবো না এবং তা আমি তোমাকে দুনিয়ার জীবনেই জানিয়েছি।

আমি তোমাদের কাউকে শেষ বিচারের দিন এ অবস্থায় দেখতে চাই না, তার ঘাড়ে মানুষ চড়ে চিৎকার করছে। সে আমাকে বলছে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলি, আমি তোমার জন্যে আজ কিছুই করতে পারবো না। তা আমি তোমাকে দুনিয়ার জীবনেই জানিয়ে দিয়েছি।

আমি তোমাদের কাউকে শেষ বিচারের দিন এ অবস্থায় দেখাত চাই না, তার ঘাড়ে কাপড় খণ্ড উড়ছে। সে বলছে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলি, আমি তোমার জন্যে আজ কিছুই করতে পারবো না। তা আমি তোমাকে দুনিয়ার জীবনেই জানিয়ে দিয়েছি।

আমি তোমাদের কাউকে শেষ বিচারের দিন এ অবস্থায় দেখাত চাই না, তার ঘাড়ে সোনা-রূপার বোঝা চেপে আছে। সে বলছে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলি, আমি তোমার জন্যে আজ কিছুই করতে পারবো না। তা আমি তোমাকে দুনিয়ার জীবনেই জানিয়ে দিয়েছি।"–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ পশুর কথা বলা ও কাপড় উড়তে থাকার অর্থ হলো, গনীমতের মাল চুরি করলে কিয়ামতের দিন তা গোপন রাখা যাবে না। প্রতিটি অপকর্ম, অবয়ব ধারণ করে চিৎকার করতে করতে তাঁর মূলকর্তার নাম বলতে থাকবে। প্রকাশ থাকে যে, শুধু গনীমতের মাল চুরি করলেই এ রকম করা হবে না। প্রত্যেক বড় পাপের বেলায়ই এ রকমটা ঘটবে। হে আল্লাহ তোমার সকল বান্দাকে এরূপ মন্দ পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করে এবং এ ধরনের সঙ্কট ও কলঙ্কজনক মুহূর্ত আসার পূর্বেই তাকে তাওবা করার সুযোগ দান করো।

● ● ●

ইবাদাত অধ্যায়

নামায

নামায পাপ মোচন করে ঃ

(٤٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، هَلْ يَبْقَي مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ ؟ قَالُوْ لاَ يَبْقَي مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ قَالَ فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلَوٰتِ الْخَمْسِ يَمْحُوْا اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَّايَا ـ

ـ بخاري، مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَرَاَيْتُمْ 'আরাআইতুম' – তোমাদের কি ধারণা ? نَهْرًا 'নাহরান'– নদী, ঝরণা। بِبَابِ 'বিবাবি'– বাড়ির দরজায়। اَحَدِكُمْ 'আহাদিকুম'–তোমাদের কারো। يَغْتَسِلُ 'ইয়াগতাসিলু'; غسل–গোসল শব্দ হতে–সে গোসল করে। كُلَّ يَوْمٍ 'কুল্লা ইয়াওমিন'–প্রতিদিন। دَرَنِهٖ 'দারনিহি'–তার গায়ের ময়লা। مَثَلُ 'মাসালু'–দৃষ্টান্ত। يَمْحُوْ 'ইয়ামহু'–মোচন করে দেবেন। الْخَطَايَا 'আল খাতায়া'–খাতা হতে, পাপ-গুনাহখাতা।

৪৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কারো বাড়ির সামনে যদি নদী থাকে এবং সে নদীতে যদি কেউ প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে ?" সাহাবাগণ বললেন, "তার শরীরে কোন ময়লাই থাকতে পারে না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ব্যাপারেও তাই। এগুলোর দ্বারা আল্লাহ পাপ মোচন করেন।"

–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সত্যই প্রকাশ করেছেন যে, নামায মানুষের পাপ মোচনের একটি অন্যতম মাধ্যম। এ বিষয়টিকে একটি বাস্তব ও সহজবোধ্য উদাহরণের মাধ্যমে তিনি সাহাবায়ে কিরামের সামনে পেশ করেছেন। নামাযের দ্বারা মানুষের মনে কৃতজ্ঞতার এমন এক ভাবধারা সৃষ্টি হয় যার ফলে সে আল্লাহর আনুগত্যের পথে দিন দিন এগিয়ে যেতে থাকে। অন্যায় ও নাফরমানীর পথ থেকে দূরে সরতে থাকে। এমতাবস্থায় সে স্বেচ্ছায়, জেনেশুনে কোন পাপে লিপ্ত হয় না। অজ্ঞতাবশতঃ হঠাৎ কোন অন্যায় কাজ ঘটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে মাথা নত করে দোয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা করে।

(٤٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ رَجُلاً اَصَابَ مِنْ امْرَاةٍ قُبْلَةً فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰي وَاَقِمِ الصَّلٰوتَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ، اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ اِلٰي هٰذَا ؟ قَالَ لِجَمِيْعِ اُمَّتِيْ كُلِّهِمْ - بخاي، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ قُبْلَةً 'কুবলাতান'–চুমু। فَاَتَى 'ফাআতা'–তারপর আসলো। فَاَخْبَرَهُ 'ফাআখবারাহু' ; خبر হতে–অতঃপর সে তাঁকে জানালো। فَاَنْزَلَ 'ফা আনজালা ;– অতঃপর তিনি নাযিল করলেন। اَقِمِ الصَّلٰوةَ 'আকিমিস সালাতা'–নামায কায়েম করো। طَرَفَيْ'তারাফাই' –দুপ্রান্ত। اَلنَّهَارَ ' আন্নাহার' – দিন। زُلَفًا 'যুলাফান' –প্রথমাংশ। يُذْهِبْنَ 'ইউজহিবনা'–মিটে দেয়া। اَلسَّيِّئَاتِ 'আস্‌সাইয়্যেয়াতি' –মন্দ কাজ। لِيْ 'লি'–আমার জন্য। كُلِّهِمْ 'কুল্লিহীম'–সকলের জন্য।

৪৫। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি একজন অপরিচিত নারীকে চুমো খেলো। তারপর সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে পাপের কথা বললো। তখন আল্লাহপাক এ আয়াত নাযিল করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়লেন–"আকিমিস্‌সালাতা তারাফাই ন্নাহারি ওয়া যুলাফাম্‌মিনাল লাইলে, ইন্নাল হাসানাতি ইউজহিবনাস্‌ সাইয়িয়াতি।"

ঐ ব্যক্তি বললো, "একথাটি কি শুধু আমার জন্যে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "একথা আমার উম্মতের প্রত্যেকের জন্যই।"–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটি উপরে উল্লেখিত হাদীসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। আগের হাদীসে বলা হয়েছে, নামায হলো মানুষের পাপের কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত। এ হাদীসে যার কথা বলা হয়েছে তিনি ছিলেন একজন ঈমানদার লোক। স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তিনি কোন পাপ কাজ করতেন না। তথাপি মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক রিপুর তাড়নায় একদিন পথিমধ্যে এক অপরিচিতা সুন্দরী মহিলাকে চুমো খেয়ে ফেললেন। এ অপকর্ম ঘটে যাওয়ার পর তার হুশ ফিরে এলো। তীব্র অনুশোচনায় জ্বলতে লাগলো। আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার উপায় বের করার আশায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, আমি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। আমার শাস্তি হওয়া দরকার। তার পাপের বিবরণ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা হূদের শেষ রুকূর ঐ আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন। আয়াতের মধ্যে মু'মিন ব্যক্তিকে দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায কায়েমের হুকুম দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি এ আয়তটিকে পাঠ করলেন ঃ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ـ–"নিশ্চয়ই সৎকাজ পাপকে মিটিয়ে দেয়।"

একথা শুনার পর তার মনে শান্তি ফিরে এলো এবং উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা দূর হয়ে গেলো।

এ হাদীসের দ্বারা এটা পরিমাপ করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে কতো উঁচুমানের প্রশিক্ষণ দান করেছিলেন।

পূর্ণাঙ্গ নামায মাগফিরাতের উপায় ঃ

(٤٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوٰتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ اَحْسَنَ وَضُوْءَهُنَّ وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَّغْفِرَ لَهُ وَ مَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ـ ابو داؤد : عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اِفْتَرَضَهُنَّ 'ইফতারাযাহুন্না'; ফরয শব্দ হতে– তিনি ফরয করেছেন। مَنْ اَحْسَنَ 'মান আহসানা'–যে ভালোভাবে। وَ ضُوْءَهُنَّ –'ওয়াযুয়াহুন্না' তাদের ওযু। اَتَمَّ 'আতাম্মা'–পূর্ণ করেছে। يَغْفِرُ 'ইয়াগফিরু'–তিনি ক্ষমা করেন। عَهْدٌ ' আহদুন'–ওয়াদা, অঙ্গীকার।

৪৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আল্লাহ তা'য়ালা ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি ভালোভাবে ওযু করে নির্দিষ্ট সময়ে এগুলো আদায় করে সঠিকভাবে রুকূ করে এবং মনে আল্লাহর ভয় যথাযথভাবে জাগরুক রাখে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি ক্ষমার ওয়াদা রয়েছে। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে এগুলো করে না, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি এ ওয়াদা নেই। ইচ্ছে করলে তিনি তাকে মাফ করে দিতে পারেন কিংবা আযাবও দিতে পারেন।"–আবু দাউদ

(٤٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا ـ فَقَالَ "مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ لَمْ تَكُنْ لَّهُ نُوْرًا وَلاَ بُرْهَانًا وَلاَ نَجَاةً ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ اَنَّهُ 'আন্নাহু'–তিনি। অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল। ذَكَرَ الصَّلٰوةَ 'জাকারাস সালাতা'– সালাতের কথা উল্লেখ করলেন। يَوْمًا 'ইয়াওমান'–একদিন। حَافَظَ 'হাফাযা'; হিফয শব্দ হতে–হিফাযত করা।

نُوْرًا 'নূরান'–আলো। بُرْهَانًا 'বুরহানান'–দলিল। نَجَاةً 'নাজাতান' –মুক্তি।

৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের কথা উল্লেখ করে বললেন, "যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করবে শেষ বিচারের দিন তা তার জন্যে নূর, দলিল এবং মুক্তির উপায় হবে। যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করবে না, তার জন্যে তা নূর, দলিল এবং মুক্তির উপায় হবে না।" –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটিতে মোহাফিজাত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দের অর্থ হলো দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। হাদীসের মর্মার্থ হলো, মানুষকে লক্ষ্য রাখতে হবে, সে যে নামাযের জন্যে ওযু করলো তার ওযু ঠিক হলো কিনা। সময় মতো নামায আদায় করা হলো কিনা। রুকূ-সিজদা পূর্ণাঙ্গভাবে করা হলো কিনা।

সর্বোপরি তাকে নিজের মনের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে, নামায আদায় করার সময় তার অবস্থা কি ছিলো। তার মন আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট ছিলো না দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশে ব্যতিব্যস্ত ছিলো। মোটকথা হলো এই যে, যে ব্যক্তি এভাবে নামায আদায় করলো এবং নামাযের সময় তার মন আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রাখলো সে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আল্লাহর খাঁটি বান্দা হবার চেষ্টা করবে এবং পরকালে সফলকাম হতে পারবে।

মুনাফিকগণ আসরের নামায দেরীতে আদায় করে ঃ

(٤٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰي اِذَا اصْفَرَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا اِلاَّ قَلِيْلاً ـ مسلم : انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ يَرْقُبُ 'ইয়ারকুবু'–অপেক্ষা করে। اصْفَرَّتْ 'ইসফাররাত' – হলুদ, কমলা রং। قَرْنَىْ 'কারনাই'; শব্দটি দ্বিবচন, قَرْنُ 'কারনুন'- এর দুই শিং। فَنَقَرَ 'ফানাকারা'–তারপর ঠোকর মারে। অর্থাৎ তাড়াতাড়ি নামায পড়ে। قَلِيْلاً 'কালীলান'–কম সামান্য।

৪৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ওই হচ্ছে মুনাফিকের সালাত যে বসে বসে সূর্যের কমলা রং ধারণ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবং তা শয়তানের (সিজদারত মুশরিক) দুই শিংয়ের মাঝামাঝি এলে সে গিয়ে দ্রুতগতিতে চার রাকায়াত সালাত আদায় করে। যার মধ্যে সে আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে।" –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের দ্বারা মুনাফিক এবং মু'মিনের নামাযের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে। মুনাফিকগণ সময় মতো নামায পড়ে না। রুকূ-সিজদা ঠিকমতো আদায় করে না। তার অন্তরও আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট থাকে না। সাধারণভাবে সব নামাযই গুরুত্বপূর্ণ। তন্মধ্যে ফজর ও আসরের নামাযের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ আসরের সময় সাধারণত কাজ-কারবার, খেলা-ধূলা, হাট-বাজার ও ক্রয়-বিক্রয়ের সময়। এ সময় মানুষ উপরোক্ত কাজে ব্যবস্ত থাকে এবং রাত হবার পূর্বেই কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরতে চায়। এ সময় মু'মিনের অন্তর যদি নামায সম্পর্কে সতর্ক না থাকে তবে আসরের নামায কাজা হয়ে যেতে পারে। ফজরের নামায এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, এ সময় নিদ্রা ও আয়েশের সময়। একথা সকলেরই জানা আছে যে, ভোরের ঘুম অত্যন্ত গভীর ও আরামদায়ক। মানুষের অন্তরে যদি ঈমান সক্রিয় ও সজাগ না থাকে তাহলে এ সময়ের প্রিয় ঘুম ত্যাগ করে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিতে পারে না।

ফজর ও আসরের সময়ে রক্ষী ফেরেশতাদের পালা বদল হয় ঃ

(٤٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلٰوةِ

الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ -

- بخاري، مسلم : اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ يَتَعَاقَبُوْنَ 'ইয়াতা আকাবুনা'–পালাক্রমে আসে। مَلَائِكَةٌ 'মালায়িকাতুন'–ফিরিশতারা। يَجْتَمِعُوْنَ 'ইয়াজতামিউনা'–তারা একত্রিত হয়। يَعْرُجُ 'ইয়ারুজু'–আরোহণ করে। عُرُوْجٌ 'উরুজ' হলো মূল শব্দ –উপরের দিকে উঠা। এর থেকেই 'মেরাজ'। بَاتُوْا 'বাতু'–তারা রাত যাপন করে। تَرَكْنَاهُمْ 'তারাকনাহুম'–তাদের ছেড়ে দিয়েছি।

৪৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের নিকট পালাক্রমে একদল ফিরেশতা আসে রাতে। অপর দল আসে দিনে। তারা একত্রিত হয় ফজর ও আসরের নামাযের সময়। অতঃপর যে দল তোমাদের মধ্যে রাতে অবস্থান করছিলো তারা যখন আল্লাহর দরবারে হাজির হবার জন্যে উপরে চলে যায় তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এলে ? অথচ তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত। ফিরেশতাগণ উত্তরে বলেন, আমরা তাদেরকে নামায আদায় রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং গিয়েও নামাযরত অবস্থায় দেখতে পেয়েছি।"–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা ফজর ও আসরের নামাযের বিশেষ গুরুত্ব অত্যন্ত ফলাও করে বর্ণনা করা হয়েছে। ফজরের সময় রাতের ফিরেশতাগণ কাজ সেরে চলে যাবার সময় এবং দিনের ফিরেশতাগণ কাজে আসার সময় একত্রিত হয়ে থাকেন। এভাবে আসরের নামাযের সময়ও উভয় গ্রুপের ফেরেশতাগণ মু'মিনগণের সঙ্গে জামায়াতে শরীক হয়ে থাকে। ফেরেশতাগণের সঙ্গ লাভের চেয়ে মু'মিনের জন্যে অধিকতর আনন্দদায়ক ও সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে।

নামাযের হিফাজত না করলে দায়িত্বানুভূতি বিনষ্ট হয় ঃ

(٥٠) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) اَنَّهُ كَتَبَ اِلٰي عُمَّالِهٖ اِنَّ اَهَمَّ اُمُوْرِ كُمْ عِنْدِيَ الصَّلٰوةُ، فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَلِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ اَهَمُّ 'আহাম্মু'–বেশি গুরুত্বপূর্ণ। عِنْدِيْ 'ইন্দি'–আমার নিকট। حَفِظَهَا 'হাফিযাহা'–সে তার হিফাযত করলো। ضَيَّعَهَا 'দ্বাইয়াহা'–সে তা নষ্ট করলো। اَضْيَعُ 'আদইয়াউ'–বেশি নষ্টকারী।

৫০। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর গভর্নরদেরকে লিখেছিলেন, "তোমাদের সব কাজের মধ্যে আমার নিকট সালাতের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করলো এবং তার উপর খবরদারী করলো সে তার দ্বীনের হিফাযত করলো। আর যে ব্যক্তি সালাতকে নষ্ট করলো সে অন্য সব জিনিসের চেয়ে বেশি নষ্টকারী বলে প্রমাণিত হলো।"– মিশকাত

কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় প্রাপ্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ ঃ

(٥١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ، اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَاَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰي يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اَجْتَمَعَا عَلَيْهِ و تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰي لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ ، مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ ـ

ـ متفق عليه : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اِمَامٌ عَادِلٌ 'ইমামুন আদেলুন' – ন্যায়পরায়ণ শাসক। يَظِلُّهُمْ 'ইউযিল্লুহুম' – তিনি তাদেরকে ছায়া দিবেন। شَابٌّ 'শাব্বুন' – যুবক। نَشَاءَ 'নাশাআ' – সে অতিবাহিত করেছে। يَعُوْدُ 'ইয়াউদু' – ফিরে আসে। تَحَابَّا 'তাহাব্বা' – পরস্পরকে ভালো বাসেন। فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ 'ফাফাদাত আইনাহু'– অতঃপর চোখের পানি প্রবাহিত করে। دَعَتْهُ 'দাআতহু' – সে নারী তাকে আহবান করেছে। اَخَافُ اللّٰهَ 'আখাফুল্লাহা' – আমি আল্লাহকে ভয় করি।

৫১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না সেদিন তিনি সাত শ্রেণীর লোককে তার ছায়ায় স্থান দেবেন। তারা হচ্ছে ঃ (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) যৌবন কাল আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে এমন যুবক, (৩) সে লোক যার মন মসজিদের সাথে যুক্ত থাকে। মসজিদ হতে বের হয়ে আসার পর আবার মসজিদে ফিরে যাবার জন্য মন ব্যাকুল থাকে, (৪) সে দু' ব্যক্তি যাদের ভালোবাসার ভিত্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি। যাদের একত্রিত হওয়া এবং বিছিন্ন হওয়া – একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে। (৫) ঐ ব্যক্তি যে নিভৃতে আল্লাহকে স্মরণ করে চোখের পানি ফেলে। (৬) ঐ ব্যক্তি যে আল্লার ভয়ে কোন উচ্চ বংশের সুন্দরী যুবতীর বদ কাজের আহ্বানকে প্রত্যাখান করেছে 'আমি আল্লাহকে ভয় করি' বলে। (৭) ঐ ব্যক্তি সাদ্‌কা করার সময় যার বাম হাত টের পায় না, ডান হাত কি দান করেছে।" –বুখারী, মুসলিম.

রিয়া শিরকতুল্য অপরাধ ঃ

(٥٢) عَنْ شَدَّادِبْنِ اَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ، مَنْ صَلَّي يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ ـ

ـ مسند احمد

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ صَلَّى 'মান সাল্লা' – যে ব্যক্তি নামায আদায় করলো। يُرَائِيْ 'ইউরাই' – লোক দেখানো। اَشْرَكَ 'আশরাকা' – সে অবশ্যই

শির্ক করছে। صَامَ 'সামা' – সে রোযা রেখেছে। تَصَدَّقَ 'তাসাদ্দাকা' – সে সদকা করেছে।

৫২। শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে সালাত আদায় করলো সে শিরক করলো। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে সাওম রাখলো সে শিরক করলো। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে দান করলো সে শিরক করলো!" –মাসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, যাবতীয় নেক কাজ একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যেই করা উচিত। কাজ করার সময় মনে রাখতে হবে, এটা আল্লাহর হুকুম এবং তার সন্তুষ্টি লাভই আমার আসল উদ্দেশ্য। জনগণের দৃষ্টিতে সাধু সাজার ইচ্ছা ও তাদেরকে খুশি করার আশায় যে নেক কাজ করা হয় পরকালে তা একেবারেই মূল্যহীন। যে সমস্ত কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় করা হয় পরকালে শুধুমাত্র সেগুলিই মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

জামায়াতে নামায

জামায়াতে নামায আদায় করা একাকী আদায় করার চেয়ে বহুগুণে উত্তম ঃ

(٥٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ـ

ـ بخاري، مسلم : عبدالله بن عمر

শব্দের অর্থ ঃ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ 'সালাতুল জামাআতি' – জামাআতে নামায। تَفْضُلُ 'তাফযুলু' – মর্যাদা হবে। اَلْفَذُّ 'আলফাজ্জু' – একাকী। بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ 'বিসাবয়িউ ওয়াইশরীনা' – সাতাশ গুণ বেশি।

৫৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "একাকী সালাত আদায় করার চেয়ে জামায়াতে সালাত আদায় করার মর্যাদা সাতাশ গুণ বেশি।" –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মূল হাদীসে ফায্‌যি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানকারী। নামাযের জামায়াতে সব ধরনের মুসলমানই শামিল হয়ে থাকে। সেখানে ধনীও থাকেন। আবার একেবারে কপর্দকহীন দরিদ্রও থাকেন। উত্তম পোশাকে সুসজ্জিত ব্যক্তিও থাকেন। আবার ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত দরিদ্রও থাকেন। সুতরাং যাদের অন্তর অহংকারে পূর্ণ। যারা ধন-দৌলতের অহংকারে বিভোর তারা চায় না কোন দরিদ্র লোক তাদের পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়ুক। এ অহংকারের কারণেই তাঁরা নিজেদের ঘরে একাকী নামায আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মানসিক রোগের চিকিৎসা করার জন্যেই জামায়াতে নামায আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। নিজেদের ঘরে একাকী নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য যে, জামায়াতে নামায পড়লে অন্তরে শয়তানী প্ররোচনা সৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকে। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর ও মজবুত হয়। এ কারণেই জামায়াতে নামায পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ মুতাবেক সাতাশ গুণ ছওয়াব বেশি হয়ে থাকে।

(٥٤) اِنَّ صَلٰوةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰي مِنْ صَلٰوتِهٖ وَحْدَهٗ وَصَلٰوتُهٗ مَعَ رَجُلَيْنِ اَزْكٰي مِنْ صَلٰوتِهٖ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا اَكْثَرَ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَي اللّٰهِ - ابو داؤد : ابي بن كعب

শব্দের অর্থ ঃ اَزْكٰى 'আয্‌কা' – বেশি পবিত্র ও উত্তম। صَلَاتُهٗ 'সালাতুহু'–তার নামায। اَكْثَرُ 'আকসারু'– বেশি। اَحَبُّ 'আহাব্বু' –অধিক পছন্দনীয় ও প্রিয়।

৫৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির সাথে সালাত আদায় করে তাতে তার সালাত অধিক পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়। কোন ব্যক্তি যদি দু'ব্যক্তির সাথে সালাত আদায় করে এতে

তার সালাত এক ব্যক্তির সাথে আদায় করার চেয়ে অধিকতর পরিশুদ্ধ হয়। এভাবে যত বেশি লোকের সাথে সালাত আদায় করা হয় আল্লাহর নিকট তা তত বেশি পছন্দনীয় হয়।" –আবু দাউদ

জামায়াতে নামায না পড়ায় ক্ষতি ঃ

(٥٥) مَا مِنْ ثَلٰثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلاَّ قَدِاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ - ابو داؤد : ابو دردا

শব্দের অর্থ ঃ قَرْيَةٌ 'কারইয়াতুন' গ্রাম। بَدْوٌ 'বাদাউন'–কোন জনপদে। لاَتُقَامُ 'লা তুকামু'–কায়েম করে না। اِسْتَحْوَذَ 'ইস্তাহওয়াজা'–আধিপত্য হয়। اَلذِّئْبُ 'আযযিবু'–বাঘ।

৫৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন গ্রাম বা জনপদে যদি তিনজন লোক থাকে এবং সেখানে জামায়াতের সাথে সালাত কায়েম না হয় তবে তাদের উপর শয়তানের আধিপত্য রয়েছে বলে বুঝতে হবে। অতএব জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করো। কেননা নেকড়ে বিচ্ছিন্ন মেষকে শিকার করে।" – আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে এ সত্যটি উদঘাটিত হয়েছে যে, জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায়কারীগণের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। আল্লাহ তাদেরকে হিফাজত করে থাকেন। সুতরাং কোথাও যদি নামাযের জন্য জামায়াত কায়েম করা না হয়, তাহলে সেখানকার অদিবাসীদের উপর থেকে আল্লাহ রহমত ও হিফাজত সরিয়ে নেন। তারা শয়তানের কব্জায় চলে যায়। তখন শয়তান নিজের ইচ্ছানুযায়ী তাদেরকে, যে দিকে ইচ্ছা সেদিকেই পরিচালিত করে। উদাহরণ স্বরূপ মেষ পালের কথা বলা যায়। মেষপাল যখন রাখালের নিকটবর্তী থাকে তখন তারা দ্বিগুণ হিফাজতে থাকে। অর্থাৎ তখন তারা রাখালের ও তাদের পারস্পরিক ঐক্যের হিফাজতে থাকে। এরূপ দ্বিগুণ হিফাজতের কারণেই এদের উপর নেকড়ে হামলা করতে পারে না। কিন্তু কোন নির্বোধ মেষ যদি রাখালের ইচ্ছার

বিরুদ্ধে দল ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আগে কিংবা পেছনে চলে যায় তাহলে নেকড়ের পক্ষে এটাকে শিকার করা খুব সহজ হয়ে যায়। কেননা দলচ্যুতির কারণে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সে দুর্বল হয়ে পড়ে। মালিকের হিফাজত থেকেও তখন সে বঞ্চিত থাকে।

বিনা কারণে জামায়াত ছেড়ে দেবার পরিণাম ঃ

(٥٦) مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ تِبَاعِهِ عُذْرٌ، قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ، قَالَ خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ - لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِيْ صَلَّي - ابو داؤد : ابن عباس

শব্দের অর্থ ঃ سَمِعَ 'সামিআ' – সে শুনেছে। اَلْمُنَادِيْ 'আল মুনাদী'– মোয়াজ্জিনের আযান। لَمْ يَمْنَعْهُ 'লাম ইয়ামনাউহু'– তাকে মানা করিনি।

৫৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আযান শুনে ওযর ব্যতিত মসজিদে না গিয়ে একাকী সালাত আদায় করে তার এ সালাত অগ্রাহ্য করা হবে।" লোকেরা বললো, "ওযর কি ?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ভয় ও রোগ।" – আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে জামায়াতে হাজির না হওয়া সম্পর্কে দুটি ওযরের কথা বলা হয়েছে। প্রথমটি ভয় ও দ্বিতীয়টি রোগ। ভয়ের অর্থ হলো প্রাণের ভয়। দুশমন, হিংস্র জন্তু অথবা বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছুর কারণে এ ভয় হতে পারে। আর রোগের অর্থ হলো এমন রোগ, যে রোগের কারণে মসজিদ পর্যন্ত যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঝড়ো হাওয়া, তীব্র শীত ও প্রবল বৃষ্টি ওযর হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। উল্লেখযোগ্য যে, শীতপ্রধান দেশে তীব্র শীত অনুভূত হয়ে থাকে। এ শীত মানুষের ওযর হিসেবে পরিগণিত হবে। আবার ঠিক নামাযের সময় যদি কারো পায়খানা কিংবা প্রস্রাবের বেগ হয় তাহলে এটাও ওযরের মধ্যে গণ্য করা হবে।

মু'মিন এবং জামায়াতে নামায আদায়ের সুবন্দোবস্ত ঃ

(٥٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ : رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلٰوةِ اِلاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ اَوْ مَرِيْضٌ اِنْ

كَانَ الْمَرِيْضُ لِيَمْشِيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتّٰي يَأْتِيَ الصَّلٰوةَ، وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰي وَاِنَّ مِنْ سُنَنَ الْهُدٰي الصَّلٰوةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هٰذِهِ الصَّلَوٰتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادِيْ بِهِنَّ، فَاِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدٰي وَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰي وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّيْ هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِيْ بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ مَايَتَخَلَّفُ 'মা ইয়াতাখাল্লাফু – পেছনে থাকতো না। عُلَمَ 'উলিমা'; علم 'ইলেম' হতে জানা ছিলো। لَيَمْشِيْ 'লাইয়ামশী'–অবশ্যই চলতো, আসতো। غَدًا 'গাদান' – কাল, অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন। فَلْيُحَافِظْ 'ফালইউহাত্তিফযু'– অতএব সে যেনো হিফাযত করে। يُنَادِىْ 'ইউনাদি' – আহবান করে বা আযান দেয়া হয়। سُنَنُ 'সুনানুন'–পদ্ধতি। فِيْ بُيُوْتِكُمْ 'ফি বুয়ুতিকুম'–তোমাদের ঘরে। لَضَلَلْتُمْ 'লাদালালতুম'–তোমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে।

৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলের সময়ে "মুনাফিক এবং রোগী ছাড়া কোন লোকই জামায়াতে অনুপস্থিত থাকতো না। রুগ্ন ব্যক্তিও দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে জামায়াতে আসতো।" আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সুনানুল হুদা শিক্ষা দিয়েছেন। আযান দেয়া হয় এমন মসজিদে সালাত আদায় করাও সুনানুল হুদার অন্তর্ভুক্ত।" অন্য বর্ণনা মতে তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি বিচারের দিন মুসলিমরূপে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায় সে যেনো আযান শুনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হিফাজত করে। আল্লাহ তোমাদের নবীর

জন্যে সুনানুল হুদা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এগুলো সুনানুল হুদার অন্তর্ভুক্ত। তোমরা যদি মুনাফিকদের মতো নিজেদের ঘরে সালাত আদায় করো তাহলে তোমরা তোমাদের সুন্নাত লংঘন করলে। তোমরা যদি নবীর সুন্নত লংঘন করো তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে।" –মুসলিম

ইমামতি

ইমাম ও মুয়ায্যিনের দায়িত্ব ঃ

(٥٨) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ - ابو داود

শব্দের অর্থ ঃ ضَامِنٌ 'জামিনুন'–যামিন, জিম্মাদার। مُؤْتَمِنٌ 'মুতামিনুন'–আমানতদার। اَرْشِدْ –সৎ পথে রাখুন। اِغْفِرْ। 'ইগফির'–মাফ করুন।

৫৮। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইমাম হচ্ছে যামিন এবং মুয়াযযিন হচ্ছে আমানতদার। "হে আল্লাহ আপনি ইমামদেরকে সৎপথে রাখুন এবং মুয়ায্নিদেরকে মাফ করুন।" –আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ ইমামের যামিন হওয়ার অর্থ এই যে, তিনি মানুষের নামাযের জিম্মাদার। তিনি যদি সৎ, উপযুক্ত ও চরিত্রবান না হন তাহলে তাঁর পেছনে নামায আদায়কারী সকল লোকের নামাযই নষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল ইমামগণের জন্যে দোয়া করতেন যাতে তারা সৎ ও যোগ্য হন।

মুয়ায্যিনগণের আমানতদার হওয়ার অর্থ হলো, মুসলিম জনগণ তাদের নামাযের সময়সূচী দেখা শোনার দায়িত্ব মুয়ায্যিনগণের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আযান শুনে যাতে মুসল্লীগণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে মসজিদে হাজীর হতে পারে এ ব্যবস্থা করাই হলো মুয়ায্যিনের কর্তব্য। যদি সময় মতো আযান দেয়া না হয় তাহলে বহুলোকের জামায়াত না পাওয়ার কিংবা দু'এক রাকাত ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এ হাদীস একদিকে ইমাম এবং মুয়ায্যিনের জিম্মাদারী সঠিকভাবে অনুধাবনের হিদায়াত দিচ্ছে। অপরদিকে জনগণকে যোগ্য ও আল্লাহভীরু ইমাম নির্বাচনের তাকিদ দিচ্ছে। আযান দেয়ার জন্য এমন লোককেই নিযুক্ত করতে হবে যার মধ্যে দায়িত্বানুভূতি আছে।

মুক্তাদীগণের প্রতি লক্ষ্য রাখা ঃ

(٥٩) اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلَّي اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ والْكَبِيْرَ وَاِذَ صَلَّي اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهٖ فَلْيُطَوِّلْ مَاشَاءَ ـ

ـ بخاري، مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ صَلَّى 'সাল্লা'–সে নামায আদায় করে। اَحَدُكُمْ 'আহাদুকুম'–তোমাদের কেউ। فَلْيُخَفِّفْ 'ফালইউখাফ্ফিফ'–সে যেনো সংক্ষেপ করে। فَاِنَّ 'ফাইন্না'–কারণ। اَلسَّقِيْمُ 'আস্সাকীমু'–রুগ্ন ব্যক্তি। فَلْيُطَوِّلْ 'ফালইউতাওয়িল'–সে যেনো লম্বা করে।

৫৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন সালাতের ইমামতি করে সে যেন তা সংক্ষেপ করে। কেননা জামায়াতে দুর্বল, রুগ্ন এবং বৃদ্ধ লোকও থাকে। তোমাদের কেউ যখন একা সালাত আদায় করে অর্থাৎ নফল নামায পড়ে তাহলে সে তা যতো ইচ্ছা লম্বা করবে।" –বুখারী, মুসলিম

(٦٠) عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰي رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّي لاَتَاَخَّرُ عَنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ مِنْ اَجَلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا، فَمَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَضِبَ فِيْ مَوْعِظَةٍ قَطُّ اَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ، يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ اَمَّ النَّاسَ فَلْيُوْجِزْ فَاِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيْرُ وَاصَّغِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ ـ متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ جَاءَ رَجُلٌ 'জায়া রাজুলুন'–এক লোক এলো। لَاَتَاَخَّرُ 'লাতাআখ্খারু'–আমি অবশ্যই দেরীতে আসি। يُطِيْلُ 'ইউতিলু'–সে লম্বা করে। مَارَاَيْتُ 'মা রাআইতু'–আমি দেখিনি। غَضِبَ 'গাযিবা'–তিনি রাগ করেছেন। يَوْمَئِذٍ 'ইয়াওমাইযিন'–সে দিন। مُنَفِّرِيْنَ 'মুনাফ্ফিরিনা'– ফিরিয়ে রাখে, সরিয়ে রাখে। فَلْيُوْجِزْ 'ফালইউজিয' –সে যেনো সংক্ষেপ করে।

৬০। আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, "আমি সালাতুল ফজরে বেশ দেরীতে পৌঁছি। কারণ অমুক ব্যক্তি সকালে সালাত খুব লম্বা করে।" (বর্ণনাকারী বলেন,) সেদিনের ভাষণ দানকালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেরূপ রাগ হতে দেখেছি, সেরূপ রাগ হতে আর কোনদিন দেখিনি। তিনি বললেন, "হে লোকেরা তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি লোকদেরকে আল্লাহর ইবাদাত থেকে ফিরিয়ে রাখে। তোমাদের যে কেউ ইমামতি করবে সংক্ষেপে কাজ শেষ করবে, কেননা তার পেছনে বুড়া-ছোট এবং প্রয়োজনের তাড়াওয়ালা লোকও থাকবে।" –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ সংক্ষেপে নামায পড়ানোর অর্থ এই নয় যে, অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে কিংবা উল্টাপাল্টাভাবে নামায পড়ে ফেলবে। চার রাকায়াত নামায এক-দেড় মিনিটে শেষ করে দেবে। এ ধরনের নামায ইসলামী নামায নয়। ইসলাম কখনো এ ধরনের নামাযকে অনুমোদন করে না। তবে এ কথা ঠিক যে, ইমাম সাহেব মুক্তাদীগণের সময় ও অবস্থা-ব্যবস্থার প্রতি একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লক্ষ্য রেখে নামায পড়াবেন।

সংক্ষিপ্ত কিরাত ঃ

(٦١) عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ : كَانَ مُعَاذُبْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَاْتِيْ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلّٰى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتٰي قَوْمَهُ

فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّي وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ، فَقَالُوْا لَهُ نَافَقْتَ يَافُلاَنُ، قَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَتِيَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا اَصْحَابُ نَوَاجِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ، وَاِنَّ مُعَذًا صَلَّي مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتٰي قَوْمَهُ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَاقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) عَلٰي مُعَاذٍ فَقَالَ يَامُعَاذُ اَفَتَّانٌ اَنْتَ ؟ اِقْرَاْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰي وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰي ـ

ـ متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ يَاْتِىْ 'ইয়াতি'–আসতেন। فَيَؤُمُّ 'ফাইয়াউম্মা'–যেন সে ইমামতি করে। قَوْمَهُ 'কাওমাহু'– তার কাওমের, গোত্রের। فَافْتَتَحَ 'ফা-ফতাতাহা'–তারপর শুরু করলেন। انْحَرَفَ 'ইনহারাফা'–পৃথক হয়ে গেলো। اَصْحَابُ نَوَاضِحٍ 'আসহাবু নাওয়াযিহীন' – পানি টানা লোক। فَتَّانٌ 'ফাত্তানুন' – ফিতনা সৃষ্টিকারী।

৬১। জাবির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনুহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (নফলের নিয়াতে) সালাত আদায় করতেন। তারপর নিজের কওমের নিকট এসে ইমামতি করতেন। এক রাতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সালাতুল ইশা আদায় করে তাঁর কাওমের ইমামতি শুরু করেন। তিনি সূরা বাকারাহ পড়তে থাকেন। এক ব্যক্তি সালাম ফিরিয়ে পৃথক হয়ে একাকী সালাত আদায় করে বাড়ি চলে গেলো। পরে মুসল্লীগণ তাকে বললো, "ওহে তুমি তো মুনাফিকের কাজ করে বসলে।" তিনি বললেন, "না আমি মুনাফিকের কাজ করিনি। আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহর নিকট যাব।" অতঃপর তিনি রাসূলের কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল আমি সেচের পানিটানা উটওয়ালা লোক। সারাদিন আমি কাজ করি। মুয়ায আপনার সাথে সালাতুল এশা আদায় করে তার

কওমের কাছে এসে সূরা বাকারাহ দিয়ে সালাত শুরু করেন।" রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াযের দিকে ফিরে বললেন, "হে মুয়ায! তুমি কি মানুষকে বিপদে ফেলতে চাও ? সালাতে তুমি ওয়াশ্ শামসি ওয়াদ্ দোহাহা, ওয়াল্লাইলে ইযা ইয়াগশা, সাব্বিহ হিসমা রাব্বিকাল আলা পড়বে।" –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর ইশার নামায পড়তেন। মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নফলের নিয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এশার নামাযে শরীক হতেন। নামাযের পর তিনি নিজের এলাকায় যেতেন। নিজের কাওমের এশার নামাযের ইমামতি করতেন। মসজিদে নববী থেকে সে এলাকায় যেতে কিছু সময় লাগাতো। এরপর এশার নামাযে সূরায়ে বাকারার ন্যায় লম্বা সূরা পড়তে শুরু করতেন। এতে প্রচুর সময় লাগাতো। এদিকে মুসল্লীদের অনেকেই সারাদিন ক্ষেতে-খামারে ও বাগ-বাগিচায় কাজ-কর্ম করে দিনান্তে অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। এমতাবস্থায় অধিক রাতে এশার নামাযের জামায়াতে লম্বা সূরা শুরু করার ফলে, কিছু লোক জামায়াত ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হতেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বড় সূরা না পড়ে ছোট সূরা পড়ার আদেশ দিয়ে সতর্ক করে দিলেন। আল্লাহ মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। তাঁর এ কাজের দ্বারা ইমামদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা পাওয়া গেলো।

যাকাত, সাদ্‌কা, উশর

যাকাত অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার উপায় ঃ

(٦٢) اِنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَاءِ هِمْ فَتُرَدُّ عَلٰي فُقَرَاءِ هِمْ - متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ فَرَضَ 'ফারাযা' – ফরয করেছেন। تُؤْخَذُ 'তুখাজু' – আদায় করে। اَغْنِيَاءِ 'আগানিয়ায়ি'; غنى 'গনি' শব্দের বহুবচন – ধনীদের।

فَتُرَدُّ 'ফাতুরাদ্দু'– তারপর ফেরৎ দেয়া হবে। فُقَرَاءُ 'ফুকারাউন' فقر শব্দের বহু বচন – গরীবদের।

৬২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ 'সাদকা' ফরয করেছেন যা ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করা হবে।" –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ সাদ্‌কা শব্দটি যাকাত অর্থেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যা আদায় করা আইনতঃ বাধ্যতামূলক। এখানে এ অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যে সমস্ত ধন-সম্পদ মানুষ স্বেচ্ছায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় ব্যয় করে থাকে তাকেও সাদ্‌কা বলা হয়। এ হাদীসে 'তুরাদ্‌দু' (ফিরিয়ে দেয়া হবে) শব্দ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে একথা বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, যাকাত হিসেবে যে অর্থ ধনীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে তা ঐ সমাজের দারিদ্র ও অভাবীদেরই অধিকার যা তাদের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে।

যাকাত আদায় না করার পরিণাম ঃ

(٦٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُوَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِىْ شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ، اَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ" وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الْاٰيَةَ" - ال عمر ان - ١٨٠ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اَتَاهُ 'আতাহু' – তাকে দিয়েছেন। فَلَمْ يُوَدِّ 'ফালাম ইউওয়াদ্দি'– সে আদায় করেনি। مُثِّلَ 'মুসসিলা' – রূপ ধারণ করা। পরিণত হওয়া। يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'ইয়াওমাল কিয়ামাতি'– কিয়ামাতের দিন। شُجَاعُ اَقْرَعُ 'শুজাউন আকরাউ' – বিষধর সাপ। زَبِيْبَتَانِ 'যাবীবাতানি' – মাথার উপর দু'টি কালো দাগ। يُطَوَّقُهُ 'ইউতাওয়েকুহু' – তার গলার হারের মত। يَاْخُذُ 'ইয়াখুজু – ধরবে। بِلِهْزِمَتَيْهِ 'বিলিহযিমাতাইহি' – তার দু'টি চোয়ালকে। كَنْزُكَ 'কানজুকা' – তোমার সঞ্চিত সম্পদ।

৬৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে ধন-সম্পদ পেয়েছে কিন্তু তার যাকাত আদায় করেনি। শেষ বিচারের দিন সে ধন-সম্পদ এমন বিষধর সর্পে পরিণত হবে যার মাথার উপর থাকবে দুটি কালো দাগ। এ সর্প সে ব্যক্তির গলায় ঝুলে তার দু'গাল কামড়াতে থাকবে এবং বলবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়লেন ঃ ওয়ালা ইয়াহসাবান্নাল্লাযীনা ইয়াব্‌খালুনা অর্থাৎ যে ব্যক্তি কৃপণতা করে সে যেনো মনে না করে যে, তার কৃপণতা তার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনবে বরং তা হবে তার জন্যে দুঃখের কারণ।

যাকাত আদায় না করা ধন-সম্পদ বিনষ্টের কারণ ঃ

(٦٤) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ، مَا خَالَطَتِ الزَّكٰوةُ مَالاً قَطُّ اِلاَّ اَهْلَكَتْهُ ـ مشكوة ـ

শব্দের অর্থ ঃ مَاخَالَطَ 'মা খালাতা' – আলাদা না করে মিশে থাকে। قَطُّ – কখনো। اَهْلَكَتْهُ 'আহলাকাতহু'–তাকে ধ্বংশ করে দিয়েছে।

৬৪। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যে সম্পদ থেকে যাকাত পৃথক করে আদায় করা হয় না, বরং তা মিশে থাকে। শেষাবধি সে সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়।

ব্যাখ্যা ঃ ধ্বংস করে দেয়ার অর্থ এই নয় যে, যারা যাকাত দেবে না তাদের সমস্ত সম্পদ অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে। বরং ধ্বংসের প্রকৃত অর্থ এই যে, যে সম্পদ দ্বারা তার উপকৃত হওয়ার কোন অধিকার ছিল না এবং যে সম্পদে দরিদ্রের হক বা অধিকার ছিলো তা নিজে ভোগ করে তার ঈমানকেই বরবাদ করে দিলো। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এ ব্যাখ্যাই করেছেন বলে বর্ণিত আছে। এ ছাড়া অনেক সময় এটাও দেখা গিয়েছে যে, যারা যাকাত না দিয়ে গরীবের হক মেরে খায়, তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ হটাৎ ধ্বংস হয়ে গেছে।

ফিতরা আদায়ের উদ্দেশ্য ঃ

(٦٥) فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ ـ
ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ فَرَضَ 'ফারাযা'–ফরয করেছেন। طُهْرٌ 'তুহুরুন'–পবিত্র।

اَللَّغْوُ 'আল্‌লাগয়ু'–নিরর্থক। اَلرَّفَثُ 'আররাফাসু'–নিরর্থক, অশালীন।

৬৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতরকে ওয়াজিব করেছেন। নিরর্থক ও নির্লজ্জ কথাবার্তার দোষত্রুটি থেকে সাওমকে পবিত্র করা এবং দরিদ্রের দু'মুঠো খাবারের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে। –আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ শরীয়তে ফিতরাকে ওয়াজিব করার পেছনে দু'টি মঙ্গল নিহিত রয়েছে। প্রথমটি হলো, রোযাদার একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি রোযা রাখা অবস্থায় করে ফেলে ফিতরা দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হলো, যেদিন দেশের সকল মুসলমান আনন্দ উৎসব করছে, সেদিন যেন সমাজের কোন দরিদ্র উপবাস থেকে ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়। সম্ভবত এ কারণেই ছোট-বড় সকলের পক্ষ থেকেই ফিতরা দেয়া ওয়াজিব করা হয়েছে। এবং তা ঈদের নামাযের পূর্বেই প্রদান করার জন্যে বিশেষ তাকিদ রয়েছে।

শস্যের যাকাত ঃ

(٦٦) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ – بخاري : ابن عمرو رضـ

শব্দের অর্থ ঃ سَقَتْ 'সাকাত'–সিক্ত হওয়া। اَلْعُيُوْنُ 'আলউইয়ুনু–ঝর্ণা, নদী। بِالنَّضْحِ 'বিন নাদাহি'–সেচের মাধ্যমে। عُشْرٌ 'উশরুন'–এক-দশমাংশ। نِصْفُ الْعُشْرِ 'নিসফুল উশরি'–দশ ভাগের অর্ধেক।

৬৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যেসব জমি বৃষ্টির পানি বা ঝর্ণার (বা নদীর) পানিতে সিক্ত হয় সে জমির উৎপন্ন ফসলের উপর (এক-দশমাংশ) যাকাত আদায় করতে হবে। যেসব জমি কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সিক্ত হয়, সে জমির উৎপন্ন ফসলের উশরের অর্ধাংশ (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত আদায় করতে হবে। –বুখারী

রোযা

রমযান মাসের ফযীলত ঃ

(٦٧) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ (رضـ) قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ ـ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهٗ فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهٖ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَمَنْ اَدّٰي فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰي سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَهُوَا شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ خَطَبَنَا 'খাতাবানা'; খিতাব থেকে–আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। اٰخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ 'আখিরি ইয়াওমিন মিন শাবানা'–শাবান মাসের শেষ দিন। يٰاَيُّهَا النَّاسُ 'ইয়া আইয়ুহান্নাসু'–হে লোক সকল। قَدْ اَظَلَّكُمْ 'কাদ আযাল্লাকুম'–তোমাদের নিকট উপস্থিত। خَيْرٌ 'খাইরুন'–বরকতপূর্ণ, কল্যাণময়। صِيَامَهٗ 'সিয়ামাহু'–এর রোযা। فَرِيْضَةً 'ফরিযাতান'–ফরয করা হয়েছে। تَطَوُّعًا 'তাতাওয়্যান'–নফল করা হয়েছে। مَنْ اَدّٰى 'মান আদ্দা'–যে আদায় করেছে। اَلْمُوَاسَاةُ 'আলমুআসাতু'–সহানুভূতি, সহমর্মিতা।

৬৭। সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাবান মাসের শেষ দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে বলেন, "হে লোক সকল! তোমাদের নিকট সমুপস্থিত একটি মর্যাদাপূর্ণ এবং বরকতপূর্ণ মাস। এতে রয়েছে এমন এক রাত যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ মাসে আল্লাহ সওম ফরয করেছেন এবং রাতে দীর্ঘ সালাত নফল করেছেন। যে ব্যক্তি এ মাসের একটি নেক কাজ করলো সে যেন অন্য কোন মাসে ফরয কাজ করলো। যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয আদায় করলো সে যেনো অন্য কোন মাসে সত্তরটি ফরয কাজ আদায় করলো। এ মাস ধৈর্যের মাস, ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। এ মাস সহানুভূতি প্রদর্শনের মাস।"

–মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ ধৈর্যের মাসের অর্থ হলো, রোযার মাধ্যমে মু'মিনগণকে আল্লাহর পথ মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা। স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রশিক্ষণ দেয়া। মানুষ আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময় হতে অপর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার কারণে অন্তরে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। প্রয়োজন হলে নিজের আবেগ-উচ্ছ্বাস, অনুভূতি, প্রবৃত্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণার উপর সে কতটুকু নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে এতে তারও একটা মহড়া হয়ে যায়। যুদ্ধের ময়দানের সৈনিকের সঙ্গে দুনিয়ার মু'মিনের দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। সিপাহী যেমন দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকে, তেমনি মু'মিনকেও শয়তানী প্রবৃত্তি ও আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে হামেশা যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়। এক্ষেত্রে যদি তার মধ্যে ধৈর্যের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্তমান না থাকে তাহলে আক্রমণের প্রথম ধাক্কায়ই সে কাবু হয়ে যাবে ও দুশমনের নিকট আত্মসমর্পণ করে বসবে। "রোযার মাস সহানুভূতির মাস"– একথার অর্থ হলো, যে সমস্ত রোযাদারকে আল্লাহ তা'য়ালা প্রচুর খাদ্য সামগ্রী ও সচ্ছলতা দান করেছেন তাদের উচিত সমাজের দরিদ্র ও অনাহারক্লিষ্ট লোকজনকে আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতে শরীক করা। তাদের জন্যে সেহরী ও ইফতারীর ব্যবস্থা করা।

মূল হাদীসে 'মাওয়াছাতুন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো ধন-সম্পদ দানের মাধ্যমে সহানুভূতি প্রকাশ করা। তবে মৌখিকভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করার অর্থও এর মধ্যে নিহিত আছে।

রোযার পুরস্কার মার্জনা ঃ

(٦٨) مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ اِيْمَانًا 'ঈমানান'–ঈমানের সাথে। اِحْتِسَبًا 'ইহতিসাবান' –আত্মবিশ্লেষণের সাথে। غُفِرَ 'গুফিরা'–মাফ করে দেয়া হবে। مَا تَقَدَّمَ 'মা তাকাদ্দামা'–অতীতের। ذَنْبِهٖ 'জাম্বিহি'–তার গুনাহ।

৬৮। "যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মবিশ্লেষণের সাথে রমযানের সওম আদায় করলো সে তার অতীতের গুনাহ মাফ করিয়ে নিলো। যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মবিশ্লেষণের সাথে রমযানে দীর্ঘ সালাত আদায় করলো সে অতীতের গুনাহ মাফ করিয়ে নিলো।" –বুখারী, মুসলিম

রোযা বিনষ্টের কারণসমূহ ঃ

(٦٩) اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَايَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَه فَلْيَقُلْ اِنِّي اِمْرُؤُصَائِمٌ ـ

ـ متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ اَحَدُكُمْ 'আহাদুকুম'–তোমাদের কারো, কেউ। فَلَايَرْفُثْ 'ফালা ইয়ারফুস'–সে যেনো খারাপ কথা না বলে। وَلَايَصْخَبْ 'ওয়ালা ইয়াসখাব'–শোরগোল না করে। فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ 'ফাইন সাব্বাহু আহাদুন'–যদি কেউ তাকে গালমন্দ করে। قَاتَلَه 'কাতালাহু'–গালমন্দ করে। اِنِّىْ اِمْرَؤُ صَائِمٌ 'ইন্নি ইমরাউন সায়িমুন'–আমি একজন রোজাদার।

৬৯। রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ কোনদিন রোযা রাখলে তার মুখ থেকে খারাপ কথা বা শোরগোল বের না হয়। কেউ যদি তাকে গাল-মন্দ করে বা বিবাদে প্ররোচিত করতে চায় সে যেন বলে আমি রোযাদার। –বাখারী, মুসলিম

রোযার সুপারিশ ঃ

(٧٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَيْ رَبِّ اِنِّيْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ -

- بيهقي، مشكوة : عبدالله بن عمر

শব্দের অর্থ ঃ يَشْفَعَانِ 'ইয়াশফাআনি'–তারা দুজনে সুপারিশ করবে। يَقُوْلُ الصِّيَامُ 'ইয়াকুলুস সিয়ামু'–সিয়াম বলবে। مَنَعْتُهُ 'মানাতুহু' আমি তাকে ফিরিয়ে রেখেছি। فَشَفِّعْنِيْ 'ফাসাফ্ফিনী'–আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।

৭০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সিয়াম বলবে ঃ "হে রব, আমি এ ব্যক্তিকে দিনে খাবার ও অন্যান্য কামনা-বাসনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।" আল কুরআন বলবে, "আমি এ ব্যক্তিকে রাতের নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।" আল্লাহ তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন।

রোযার প্রাণশক্তি ঃ

(٧١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ -

- بخاري : ابوهريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ لَمْ يَدَعْ 'লাম ইয়াদা'–ছাড়তে পারেনি। قَوْلَ الزُّوْرِ 'কাউলাজ. জুরি'–মিথ্যা বলা। حَاجَةٌ 'হাজাতুন'–প্রয়োজন। اَنْ يَّدَعَ 'আই ইয়াদাআ'–বর্জন করাতে।

৭১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং মিথ্যার উপর আমল করা ছাড়তে পারেনি, তার খাবার ও পানীয় দ্রব্য বর্জন করাতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ রোযার মাধ্যমে মানুষকে সৎ ও নেক্কার করাই হলো রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য। রোযা রাখার পরও যদি কেউ নেকবান না হয় ; সততার উপর নিজের জীবনের ভিত্তি রচনা করতে না পারে, রমযানের মধ্যেও অসত্য ও নিরর্থক কথাবার্তা পরিত্যাগ করতে না পারে এবং রমযানের বাইরে নিজের জীবনে সততা ও পবিত্রতা দেখা না দেয়, তাহলে তার চিন্তা করে দেখা উচিত সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস থেকে তার কি লাভ হলো ?

রোযাদারকে রোযার আসল উদ্দেশ্য ও প্রাণশক্তি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করাই হলো, এ হাদীসের মূল উদ্দেশ্য। একথা মনে ও মগজে সর্বদা জাগরুক রাখতে হবে। সে কি উদ্দেশ্যে এবং কেনো পানাহার পরিত্যাগ করে উপবাস থেকে কষ্ট পাচ্ছে ?

হতভাগ্য রোযাদার ঃ

(٧٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ مِّنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اِلاَّ الظَّمَاُ، وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِّنْ قِيَامِهِ اِلاَّ السَّهَرُ -

শব্দের অর্থ ঃ كَمْ 'কাম'–কতো, অনেক। صَائِمٍ 'সায়েমিন'–রোযাদার। صِيَامَهُ 'সিয়ামাহু'–তার রোযা। اَلظَّمَاءُ 'আয্যামাউ'–পিপাসা। قَائِمٍ 'কায়িমিন'–রাত জাগরণ, নামাযে দণ্ডায়মান। اَلسَّهَرُ 'আসসাহরু'–রাত জাগা।

৭২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এমন কত রোযাদার আছে যারা তাদের রোযার দ্বারা ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্ট ছাড়া আর

কিছুই পায় না। এমন কত নামাযে দণ্ডয়ামান অবস্থায় রাত জাগরণকারী আছে যারা শুধু রাত্র জাগা ছাড়া আর কিছুই পায় না।

ব্যাখ্যা ঃ আগের হাদীসের ন্যায় এ হাদীসটিও মানুষকে রোযার আসল তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ থাকার শিক্ষা দিচ্ছে। মনে রাখতে হবে, শুধু পানাহার ছেড়ে দিলেই রোযা হয় না। রোযার আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সিয়াম-সাধনা করতে হয়।

নামায-রোযা ও যাকাত পাপের কাফ্ফারা ঃ

(٧٣) قَالَ حُذَيْفَةُ اَنَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ، فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصَّلٰوةُ والصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ ـ

ـ بخاري : باب الصوم

শব্দের অর্থ ঃ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ 'সামিতুহু ইয়াকুলু'–আমি তাকে বলতে শুনেছি। فِتْنَةُ 'ফিতনাতুন'–ভুলত্রুটি। اَهْلِهِ 'আহলিহি'–তার পরিবার। جَارِهِ 'জারিহী'–তার প্রতিবেশী। يُكَفِّرُهَا 'ইউকাফ্ফিরুহা'–এগুলোর কাফ্ফারা হয়।

৭৩। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। মানুষ তার পরিবার, সম্পদ এবং প্রতিবেশীর ব্যাপারে যে ভুল-ত্রুটি করে, তার সালাত, সাওম এবং সাদকা দ্বারা সেগুলোর কাফ্ফারা হয়ে যায়। –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ সাধারণত মানুষ নিজের ছেলেমেয়ে ও পরিবার-পরিজনের জন্যেই পাপে লিপ্ত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও প্রতিবেশীদের হক আদায়ের ব্যাপারে গাফলতি করে থাকে। সুতরাং এ সমস্ত ইবাদাত ও বন্দেগীর কারণে আল্লাহ্ পাক সে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো মাফ করে দেবেন। কিন্তু জেনে-শুনে, স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে যদি কোন পাপ করা হয় তাহলে শুধু ইবাদাতের দ্বারা তা মাফ হবে না। এ সমস্ত পাপের মাগফিরাতের জন্যে 'তাওবা' করা শর্ত।

রিয়া হতে দূরে থাকা ঃ

(٧٤) قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اِذَا صَامَ فَلْيَدَّهِنْ لاَ يُرٰي عَلَيْهِ اَثَرَ الصَّوْمِ - الادب المفرد

শব্দের অর্থ ঃ اِذَا صَامَ 'ইযা সামা'–যখন রোযা রাখবে। فَلْيُدَهِّنْ 'ফালইউ দাহ্হিনু'–সে যেনো তেল ব্যবহার করে। لاَيُرٰى 'লাই ইউরা'–দেখা না যায়।

৭৪। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, রোযাদারের তেল ব্যবহার করা উচিত যেন রোযার ছাপ দেখা না যায়।" – আদাবুল মুফরাদ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথা বলার তাৎপর্য হলো, রোযাদারের রোযার প্রদর্শনীমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকা। গোসল করলে এবং শরীরে তেল মালিশ করলে রোযা জনিত অবসাদ ও ক্লান্তি দূর হয় এবং দেহ সতেজ থাকে। সুতরাং রিয়া আগমনের পথ এভাবেই রুদ্ধ করা দরকার।

সেহরী খাবার তাকিদ ঃ

(٧٥) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِيْ السَّحُوْرِ بَرَكَةً - بخاري

শব্দের অর্থ ঃ تَسَحَّرُوْا 'তাসাহারু'–তোমরা সেহেরী খাও। فِيْ السُّحُوْرِ 'ফিস সুহুরি'–সেহরী খাওয়াতে। بَرَكَةٌ 'বারাকাতুন' – বরকত আছে।

৭৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা সেহরী খাবে। কেননা সেহরী খাওয়াতে বরকত আছে।" - বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ সেহরী খেয়ে রোযা থাকলে দিনে কষ্ট কম হবে এবং ইবাদত - বন্দেগী ও অন্যান্য কাজে অবসাদ এবং ক্লান্তি আসবে না। সেহরী খাওয়া না হলে ক্ষুৎ-পিপাসায় শরীর দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে যাবে। এ কারণে ইবাদাত - বন্দেগীতেও মন বসবে না। তাই সেহরী না খাওয়া অত্যন্ত অকল্যাণজনক কাজ বলে বিবেচিত। অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা রোযা রাখার জন্যে সেহরীর সাহায্য গ্রহণ করো এবং রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্যে দিনে কায়লুলা (দুপুরে একটু ঘুমান) করো।

তাড়াতাড়ি ইফতার গ্রহণের তাকিদ ঃ

(٧٦) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ - بخاري -

শব্দের অর্থ ঃ لاَيَزَالُ 'লাইয়াযালু'–সবসময়, যতোদিন। اَلنَّاسُ 'আন্নাসু'–মানুষ। بِخَيْرٍ 'বিখাইরিন'–ভালো থাকবে। مَاعَجِّلُوْا 'মাআজজিলু – যতোদিন তাড়াতাড়ি করবে।

৭৬। সহল বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "লোকেরা যতদিন তাড়াতাড়ি ইফতার করবে, ততদিন ভালো অবস্থায় থাকবে।" –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, ইফতার করার বিষয়ে তোমরা ইহুদীদের বিরোধিতা করবে। কেননা তারা অন্ধকার হয়ে যাবার পর রোযা খুলে। তোমরা যদি সূর্য ডুবার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করো এবং ইহুদীদের অনুসরণ না করো তা হলে প্রমাণিত হবে দীনের দিক দিয়ে তোমরা ভালো অবস্থায় আছো।

মুসাফিরের জন্য রোযা ঐচ্ছিক ঃ

(٧٧) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ، كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَي الْمُفْطِرِ وَ لاَ الْمُفْطِرُ عَلَي الصَّائِمُ - بخاري

শব্দের অর্থ ঃ كُنَّا نُسَافِرُ 'কুন্না নুসাফিরু'–সফরে ছিলাম। مَعَ 'মায়া' –সাথে। فَلَمْ يَعِبْ 'ফালাম ইয়ায়িব'–কেউ দোষ মনে করতো না। اَلصَّائِمُ 'আস্‌সয়িমু'–রোযাদার। اَلْمُفْطِرُ 'আল মুফাতিরু'–বেরোযাদার।

৭৭। আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (রামাদানে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফরে ছিলাম। আমাদের কেউ সাওম (রোযা) রাখতো এবং কেউ কেউ রাখতো না। রোযাদার বেরোযাদারের এবং বেরোযাদার রোযাদারের উপর কোন দোষারোপ করতো না। –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কুরআনে মুসাফিরের জন্য রোযা না রাখার ইখতিয়ার দিয়েছে। প্রবাসে থাকা অবস্থায় রোযা রাখলে যাদের কোন অসুবিধা হয় না তাদের জন্যে রোযা রাখাই উত্তম। অপর পক্ষে রোযা রাখলে যাদের অসুবিধা হয় তাদের জন্যে রোযা না রাখাই ভালো। এ অবস্থায় একে অপরকে খারাপ জানা উচিত নয়।

রোযা ও অন্যান্য ইবাদাতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন ঃ

(٧٨) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَلَمْ أُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَافْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، وَاِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ بِحَسْبِكَ اَنْ تَصُوْمُ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ - بخارى -

শব্দের অর্থ ঃ اَلَمْ أُخْبَرْ 'আলাম উখবির'–আমি কি খবর পাইনি। اَنَّكَ 'আন্নাকা'–নিশ্চয়ই তুমি। فَلاَ تَفْعَلْ 'ফালা তাফআল'–অতএব তুমি এরূপ করো না। صُمْ 'সুম'–রোযা রাখো। اَفْطِرْ ' আফতির'–রোযা ভাঙ্গবে। نَمْ 'নাম'–ঘুমাবে। لِجَسَدِكَ 'লিজাসাদিকা'–তোমার শরীরের। عَلَيْكَ 'আলাইকা'–তোমার উপর। حَقٌّ 'হাক্কুন'–হক আছে। بِحَسْبِكَ 'বিহাসবিকা'–তোমার জন্য যথেষ্ট।

৭৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে সম্বোধন করে বললেন, "এটা কি ঠিক যে তুমি একাধারে দিনে (নফল) রোযা রাখছো এবং রাতে (নফল) নামায পড়ছো ? জবাবে তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কথাটা সত্য।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি এরূপ করো না। কখনো রোযা রেখো, আবার কখনো ছেড়ে দিও। রাতে ঘুমিও, আবার সালাতের জন্যে দাঁড়িও। তোমার উপর তোমার শীরের হক আছে। তোমার স্ত্রীরও হক আছে। সাক্ষাত প্রার্থীদের হকও আছে তোমার উপর। প্রতি মাসে তিন দিন নফল রোযা রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট।" –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ দিনের পর দিন একাধারে রোযা রাখলে এবং সারা রাত জেগে থেকে নফল নামায পড়লে স্বাস্থ্যের ভীষণ ক্ষতি হয় – বিশেষ করে একাধারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। মু'মিনগণকে প্রত্যেক কাজেই ভারসাম্য রক্ষা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বনের জন্যে আদেশ দিয়েছেন।

নফল ইবাদাতে মধ্যম পন্থা ঃ

(٧٩) عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ : اٰخَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَاَبِىْ الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَاى اُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ مَاشَاْنُكِ قَالَتْ اَخُوْكَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِى الدُّنْيَا فَجَاءَ اَبُوْالدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ لَهُ كُلْ فَاِنِّىْ صَائِمٌ، قَالَ مَا اَنَا بِاٰكِلٍ حَتّٰى تَاْكُلُ، فَاَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ يَقُوْمُ فَقَالَ لَهُ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوْمُ فَقَالَ لَهُ نَمْ فَلَمَّا كَانَ مَنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ، قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الْاٰنَ فَصَلَّيَا جَمِيْعًا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، وَاِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، وَاِنَّ لِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ فَاَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ، فَاَتَي

النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ - بخاري

শব্দের অর্থ ঃ اخى 'আখা'–পরস্পর ভাই ভাই বানালেন। فَزَارَ 'ফাযারা' –তারপর তিনি দেখতে এলেন। مُتَبَذِّلَةً 'মোতাবায্যিলাতান'–সাধারণ পোশাক পরিহিতা। مَاشَانُكِ 'মাশানুকি'–তোমার অবস্থা এমন সাধারণ কেনো। فَصَنَعَ 'ফাসানাআ'–অতঃপর খাবার তৈরি করলেন। صَائِمٌ 'সায়িমুন'–রোযাদার। يَقُوْمُ 'ইয়াকুমু'–নফল নামাযের জন্য উঠলেন। فَصَلَّيَا 'ফাসাল্লায়া'–উভয়ে নফল নামায পড়লেন।

৭৯। আবু হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান ও আবু দারদাকে পরস্পর ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন সালমান আবু দারদার সাথে দেখা করতে গেলেন। তিনি উম্মে দারদাকে (আবু দারদার স্ত্রী) সাধারণ পোশাক পরিহিতা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার অবস্থা এমন কেনো ? উম্মে দারদা বললেন, "আপনার ভাই আবু দারদার তো আর পার্থিব কামনা-বাসনা নেই।" অতঃপর আবু দারদা এলেন। খাদ্য পরিবেশন করে তিনি বলেন, "আপনি খান আমি রোযাদার।" সালমান বললেন, "আপনি না খেলে আমি খাবো না।" তিনি সালমানের সঙ্গে খেলেন। অতঃপর যখন রাত হলো, আবু দারদা নফল সালাত আদায়ের জন্য উঠলেন। সালমান বললেন, "শুয়ে থাকুন।" তিনি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে আবার সালাতের জন্যে উঠলেন। সালমান বললেন, "শুয়ে পড়ুন।" রাতের শেষ ভাগে সালমান বললেন, "এখন উঠুন।" দু'জনে নফল সালাত আদায় করলেন। তারপর সালমান বললেন, 'আপনার উপর আপনার রবের হক আছে। আপনার উপর আপনার নিজের হক আছে। আপনার পরিবার-পরিজনের হক আছে। কাজেই প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করুন।" অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এসব ঘটনা বললেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সালমান ঠিক কাজ করেছে।" –বুখারী

(٨٠) عَنْ مُجِيْبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ عَنْ اَبِيْهَا اَوْعَمِّهَا اَنَّهُ اَتٰي رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَاَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالَتُهُ فَقَالَ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا تَعْرِفُنِيْ ؟ قَالَ مَنْ اَنْتَ ؟ قَالَ اَنَا الْبَاهِلِيُّ الَّذِيْ جِئْتُكَ عَامَ الْاَوَّلِ قَال فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ ؟ قَالَ مَا اَكَلْتُ طَعَامًا مُنْذُ فَارَقْتُكَ الاَّ بِلَيْلٍ ؟ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ، ثُمَّ قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ زِدْنِيْ فَاِنَّ بِقُوَّةً قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ، قَالَ زِدْنِيْ، قَالَ صُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ قَالَ زِدْنِيْ، قَالَ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ مِنَ الْحُرُمِ وَتْرَكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَتْرُكْ وَقَالَ بِاَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ فَظَمَّهَا ثُمَّ اَرْسَلَهَا ـ

ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ مُجِيْبَةُ الْبَاهِلِيَّةِ 'মুজিবাতুল বাহিলিয়্যাতি'–বাহেল গোত্রের একজন মহিলা সাহাবী। اَبِيْهَا 'আবীহা'–মহিলার পিতা। اَتٰى 'আতা' –তিনি এলেন। اِنْطَلَقَ 'ইনতালাকা'–চলে গেলেন। تَغَيَّرَتْ 'তাগাইয়্যারাত'–তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। اَمَا تَعْرِفُنِيْ 'আমা তারিফুনী'–আপনি কি আমাকে চিনতে পারেননি। حَسَنَ الْهَيْئَةِ 'হাসানাল হাইয়্যাতি' – সুদর্শন চেহারার।

৮০। মুজীবা বাহিলা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তার আব্বা অথবা চাচা সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করে দেশে ফিরে এলেন। একবছর পর তিনি আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবার কারণে তাঁকে চিনতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি কে ?"

তিনি বললেন, "আমি বাহিলী বংশের লোক। গত বছর আপনার কাছে এসেছিলাম ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কি ব্যাপার! তুমি এমন হয়ে গেছো কেনো ?" তুমি তো সুদর্শন চেহারার লোক ছিলে।" তিনি বললেন, "আপনার কাছে থেকে যাবার পর থেকে রাত ছাড়া কোন খাবার খাই না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি নিজেকে শাস্তি দিয়েছো।" অতঃপর বললেন, ছবরের মাসে (অর্থাৎ রমযানে) রোযা রাখো ; আর রোযা রাখো প্রতি মাসে একটি করে।" তিনি বললেন, "আমার জন্যে আরেকটু বাড়িয়ে দিন, আমার শক্তি আছে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "প্রতি মাসে দু'দিন রোযা রাখো।" তিনি বললেন, "আমার জন্যে আরেকটু বাড়িয়ে দিন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "পবিত্র মাসগুলোতে রোযা রাখো, তারপর ছেড়ে দাও, পবিত্র মাসগুলোতে রোযা রাখো, তারপর ছেড়ে দাও। পবিত্র মাসগুলোতে রোযা রাখো, তারপর ছেড়ে দাও।" একথা বলতে বলতে তিনি তিনটি আংগুল একত্রিত করলেন এবং পরে ছেড়ে দিলেন।"

–আবু দাউদ

ই'তেকাফের দিনসমূহ ঃ

(٨١) عَنِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰـهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَّمَضَانَ - متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ كَانَ يَعْتَكِفُ 'কানা ইয়াতাকিফু'–তিনি ই'তেকাফ করতেন। اَلْعَشْرُ 'আল আশরু'–দশদিন। اَلْاَوَاخِرُ 'আল আওয়াখিরু' –শেষ।

৮১। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশদিন ই'তেকাফ করতেন। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনিতে সবসময় আল্লাহর ইবাদাতে লিপ্ত থাকতেন। কিন্তু রমযানে তাঁর এ বন্দেগীর ঝোঁক

ও প্রবণতা আরো বহুগুণে বেড়ে যেতো। এর মধ্যে আবার শেষ দশদিন একান্তভাবে আল্লাহর ইবাদাতেই কাটিয়ে দিতেন। তিনি মসজিদে গিয়ে নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির আযকার ও দোয়া-কালামে মগ্ন থাকতেন। রমযান হলো মু'মিনের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার মাস তাই তিনি এমাসে একাজগুলো করতেন। কেননা এ মাসে অর্জিত ঈমানী শক্তি দিয়েই আগামী ১১টি মাস শয়তানী ও আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হতে হবে।

রমযানের শেষ দশদিন ঃ

(٨٢) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ الـنَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْاَوَاخِرُ اَحْيَا الَّيْلَ، وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ -

শব্দের অর্থ ঃ اِذَا دَخَلَ 'ইজা দাখালা'–যখন প্রবেশ করতো। اَحْيَا 'আহইয়া'–জীবিত করবেন। اَحْيَا اللَّيْلَ 'আহ্ইয়াল লাইলা'–বেশি বেশি জাগতেন। وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ–এবং নিজের পরিবারের লোকদেরকেও জাগাতেন। شَدَّ الْمِئْزَرُ 'শাদ্দাল মিযারু'– শক্ত করে বেঁধে নিতেন।

৮২। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশ রাতে বেশি বেশি জাগতেন, পরিবার পরিজনকে জাগাতেন এবং ইবাদাতের জন্যে পরিধেয় শক্তভাবে বেঁধে নিতেন।

হজ্জ্ব

হজ্জ্ব ফরয ঃ

(٨٣) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا - المنتقي

শব্দের অর্থ ঃ خَطَبَنَا 'খাত্বাবানা'–তিনি আমাদের ভাষণ দেন। فَقَالَ 'ফাক্বালা' – অতপর বলেন। قَدْفَرَضَ 'ক্বাদ ফারাদ্বা'–অবশ্যই ফরয করেছেন। فَحَجُّوْا 'ফাহাজ্জু'–অতপর তোমরা হজ্জ্ব আদায় কর।

৮৩। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "ওহে লোকেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্যে হজ্জ্ব ফরয করেছেন। অতএব হজ্জ্ব করো।" – মুনতাকী

হজ্জ্ব মানুষকে নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ করে ঃ

(٨٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتٰي هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ ـ

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ اَتى 'মান আতা'–যে ব্যক্তি এসেছে, উপস্থিত হয়েছে। هٰذَ الْبَيْت 'হাযাল বাইতা'–এ ঘরে। فَلَمْ يَرْفُثْ 'ফালাম ইয়ারফাস্'–অশ্লীল কথা ও কাজ করেনি। رَجَعَ 'রাজাআ'–প্রত্যাবর্তন করবে, বাড়ি ফিরবে।

৮৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি এ ঘরের (কাবা) নিকটে এসে নির্লজ্জ কথা না বলে এবং ফাসেকী না করে সে নবজাত শিশুর মতো (নিষ্পাপ হয়ে) ঘরে ফিরলো।"

জিহাদের পর সর্বোত্তম আমল ঃ

(٨٥) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ، قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ ـ مُنتقي

শব্দের অর্থ ঃ سُئِلَ 'সুয়িলা'–জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। اَيُّ الْاَعْمَالِ 'আয়্যুল আমালি'–কোন আমল। اَفْضَلُ 'আফযালুন'–সর্বোত্তম। حَجٌّ

مَبْرُوْرٌ 'হাজ্জুন মাবরূরুন'–মাবরূর হজ্জ। যে হজ্জে কোন নাফরমানী করা হয়নি।

৮৫। আবু হুরাইয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, "কোন আমল সর্বোত্তম ?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করা।" জিজ্ঞেস করা হলো, "অতঃপর কোন্‌টি ?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" জিজ্ঞেস করা হলো, "তারপর কোন্‌টি ?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "মাবরূর হজ্জ।" (যে হজ্জে কোন প্রকার নাফরমানী করা না হয়।) – মুনতাকী

তাড়াতাড়ি হজ্জে যাওয়া ঃ

(٨٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَاِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيْضُ وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ ـ ابن ماجة : ابن عباس

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ اَرَادَ 'মান আরাদা'–ইচ্ছা পোষণ করলো। فَلْيُعَجِّلْ 'ফাল ইউআজ্জেল' –সে যেনো তাড়াতাড়ি করে ফেলে, قَدْيَمْرَضُ 'কাদ ইয়ামরায়ু'–সে অসুস্থ্য হয়ে যেতে পারে। تَضِلُّ الرَّحِلَةُ 'তাযিল্লুর রাহিলাতু'–উট হারিয়ে যেতে পারে।

৮৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হজ্জের ইচ্ছা পোষণকারী যেনো তাড়াতাড়ি তা সমাপন করে ফেলে। কেননা সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, তার উট হারিয়ে যেতে পারে। তার ইচ্ছা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে।" – ইবনে মাজা

মুসলমান হয়ে হজ্জ না করার পরিণতি ঃ

(٨٧) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رضـ) لَقَدْ حَمَمْتُ اَنْ اَبْعَثَ رِجَالاً اِلٰي هٰذِهِ الْاَمْصَارِ فَيَنْظُرُوْا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ

جِدَّةً وَلَمْ يَحُجَّ، فَيَضْرِبُوْا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ مَاهُمْ بِمُسْلِمِيْنَ مَاهُمْ بِمُسْلِمِيْنَ - منتقي

শব্দের অর্থ ঃ هَمَمْتُ 'হামামতু'–আমার ইচ্ছা হয়। اَبْعَثُ 'আমি পাঠাই। فَيَنْظُرُوْا 'ফাইয়ানজুরু'–খবর নেবে। لَمْ يَحُجَّ–কে হজ্জ্ব করেনি। فَيَضْرِبُوْا –ধার্য করবে। اَلْجِزْيَةَ 'আলজিযইয়াতু' -জিযিয়া।

৮৭। হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়ড়ল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, "আমার ইচ্ছে হয় এসব শহরে লোক পাঠিয়ে খবর নিই। যারা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ্ব সমাপন করছে না তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করি। ওরা মুসলিম নয়, ওরা মুসলিম নয়।"

– মুনতাকী

ব্যাখ্যা ঃ 'মুসলিম' শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর উপর আত্মসমর্পণকারী। যদি কেউ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর উপর আত্মসমর্পণ করেই থাকে, তাহলে হজ্জ্বের ন্যায় মহান ইবাদাত থেকে সে বিনা কারণে কি করে বিরত থাকতে পারে?

যাত্রা করার সাথে সাথেই হজ্জের ছওয়াব শুরু হয় ঃ

(৮৮) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِطَرِيْقِهٖ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اَجْرَ الْغَازِيِ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ - مشكوة - ابوهريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ خَرَجَ 'মান খারাজা'–যে লোক বের হয়। حَاجًّا 'হাজ্জান'–হজ্জ্ব করার জন্য। مَاتَ 'মাতা'–মারা যায়। كَتَبَ اللّٰهُ 'কাতাবাল্লাহু'–আল্লাহ লিখে দিবেন। اَجْرًا 'আজরান'–ছওয়াব।

৮৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি হজ্জ্ব, উমরাহ অথবা জিহাদের জন্যে বের হয়ে পথিমধ্যে ইন্তেকাল করে আল্লাহ তার জন্যে গাজী, হাজী অথবা উমরাহকারীর ছওয়াব নির্দিষ্ট করে দেন।"

–মিশকাত

ব্যবহারিক বিষয়ক অধ্যায়

হালাল উপার্জন

স্বহস্তে উপার্জনের মর্যাদা ঃ

(৮৯) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَااَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّاكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَاَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَ نَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ -

- بخاري، مقدار بن معديكرب

শব্দের অর্থ ঃ مَااَكَلَ 'মা আকালা'–সে খায়নি। اَحَدٌ 'আহাদুন'–কোন ব্যক্তি। قَطُّ 'কাত্তুন'–কোন সময়। عَمَلٌ 'আমালুন'–কাজ, আমল। يَدَيْهِ 'ইয়াদাইহি'–তার হাত। كَانَ يَاْكُلُ 'কানা ইয়াকুলু'–তিনি খেতেন।

৮৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিজের পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জিত খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার তোমাদের কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পরিশ্রমের ফলে উপার্জিত খাবার খেতেন। – বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের মূল লক্ষ্য হলো মু'মিনদেরকে ভিক্ষাবৃত্তি এবং অন্যের নিকট হাতপাতা থেকে বিরত রাখা। "অন্যের উপার্জিত অর্থে জীবন নির্বাহ না করে নিজের উপার্জনের মাধ্যমে জীবন চালনা করাই উত্তম" শিক্ষা দেয়াও এ হাদীসের আরেকটি উদ্দেশ্য।

দোয়া কবুলের জন্য হালাল রিযিকের প্রভাব ঃ

(৯০) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَايَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا، وَاَنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَبِهِ

الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنٰكُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَارَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَمِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ ـ

ـ مسلم : ابو هريرة

শব্দের অর্থ ঃ طَيِّبٌ 'তাইয়্যেবুন'–পবিত্র। لَايَقْبَلُ 'লাইউকবালু'–তিনি কবুল করেন না। اَمَرَ 'আমারা'–হুকুম দিয়েছেন। اَلْمُرْسَلِيْنَ 'আলমুরসালীন'–রাসূলদের। اَلْمُؤْمِنِيْنَا 'আল মু'মিনীনা' –মু'মিনদের। كُلُوْا 'কুলূ'–তোমরা খাও। اَلطَّيِّبَاتُ 'আততাইয়্যিবাতু' –পবিত্র। يَمُدُّ 'ইয়ামুদ্দু'–লম্বা করে।

৯০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ পবিত্র ; পবিত্র নয় এমন কিছু তিনি গ্রহণ করেন না। আল্লাহ রাসূলগণকে যে নির্দেশ দিয়েছেন মু'মিনদেরকেও সেই নির্দেশই দিয়েছেন। তিনি বলেন, "ওহে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাবার খাও এবং নেক কাজ করো।" তিনি বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার দেয়া পবিত্র রিযিক খাও।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ পথ অতিক্রমকারী পথিকের কথা উল্লেখ করে বলেন, যে পবিত্র স্থানে পৌঁছে তার ধূলামাখা হাত দুটো উপরের দিকে তুলে বলে, 'হে আমার রব!' অথচ তার খাবার, পানীয়, পোশাক সবই হারাম। হারাম খেয়েই লালিত-পালিত। কিভাবে তার দোয়া গৃহীত হবে ?"– মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে প্রথমে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ বৈধ উপায় ব্যতীত অবৈধ অর্জিত সম্পদ থেকে দান-খয়রাত করলে তা গ্রহণ করেন না। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, হারাম ও অবৈধ পন্থায় উপার্জনকারীর দোয়া আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না।

হালাল-হারামের পরোয়া না করা ঃ

(৯১) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْتِيْ عَلَي النَّاسِ زَمَانٌ لَايُبَالِي الْمَرْءُ مَااَخَذَمِنْهُ اَمِنَ الْحَلَالِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ - بخاري : ابو هريرة -

শব্দের অর্থ ঃ يَاتِىْ 'ইয়াতি'–আসবে। لَايُبَالِىْ 'লাইউবালী'–বাছবে না। اَلْمَرْءُ 'আলমারাউ'–মানুষ। مَااَخَذَ 'মা আখাজা'–যা সে নিয়েছে।

৯১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এমন এক সময় আসবে যখন লোকেরা অর্থ উপার্জনে হালাল-হারাম বাছবে না।" – বুখারী

হারাম উপার্জনের পরিণতি ঃ

(৯২) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَايَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ اِلَّا كَانَ زَادُهُ اِلَي النَّارِ، اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْحُوْا السَّيِّءَ بِالسَّيِّءِ وَلٰكِنْ يَمْحُوا السَّيِّءَ بِالْحَسَنِ، اِنَّ الْخَبِيْثَ لَا يَمْحُوا الْخَبِيْثَ - مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ لَايَكْسِبُ 'লাইয়াকসিবু' – সে উপার্জন করে না। فَيَتَصَدَّقُ 'ফাইয়াতাসাদ্দাকু'– তারপর সদকা করে। لَايُنْفِقُ 'লা ইউনফিকু'–খরচ করে না। زَادُهُ–'যাদুহু'–তার পাথেয়। لَايَمْحُوْا 'লা ইয়ামহু'–মিটান না।

৯২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে বান্দা যদি তা দান করে দেয় আল্লাহ সে দান গ্রহণ করেন না।

প্রয়োজন পূরণের জন্যে সে যে সম্পদ রেখে ইন্তেকাল করে তা জাহান্নামের সফরে তার পাথেয় হবে। আল্লাহ অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে মিটান না। বরং তিনি নেক কাজ দিয়ে অন্যায়কে মিটিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না। – মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো, অবৈধ উপার্জনের মাধ্যমে কোন সৎকাজ করা হলে আল্লাহর নিকট তা সৎকাজ হিসেবে পরিগণিত হয় না। সৎকাজের জন্যে কাজের উদ্দেশ্য ও মাধ্যম উভয়টিই পবিত্র হওয়া দরকার।

চিত্র শিল্পীর উপার্জন ঃ

(٩٣) عَنْ سَعِيْدِبْنِ اَبِي الْحَسَنِ قَالَ، كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَاابْنَ عَبَّاسٍ اِنِّي رَجُلٌ اِنَّمَا مَعِيْشَتِيْ مِنْ صَنْعَةِ يَدِيْ وَاِنِّيْ اَصْنَعُ هٰذِهِ التَّصَاوِيْرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَاُحَدِّثُكَ اِلاَّ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فَاِنَّ اللّٰهَ مُعَذِّبُهُ حَتّٰي يَنْفُخَ فِيْهِ الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا اَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيْدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنْ اَبَيْتَ اِلاَّ اَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهٰذَا الشَّجَرِ وَ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ - بخاري

শব্দের অর্থ ঃ جَاءَهُ رَجُلٌ 'জাআহু রাজুলু' – তার কাছে এক ব্যক্তি এসেছে, এলো। مَعِيْشَتِيْ 'মাইশাতী'–আমার রোজী-রোজগারের উপায়। صَنْعَةُ يَدِيْ 'সুনআতু ইয়াদী'–হাতের কাজ, হস্তশিল্প। اَلتَّصَاوِيْرُ 'আত্তাসবিরু'–চিত্রসমূহ। فَرَبَا 'ফারাবা'–ভয়ে শিউরে উঠলো। اِصْفَرَّ 'ইসফাররা'–চেহারা মলিন হয়ে গেলো। وَيْحَكَ 'ওয়াইহাকা'–তোমার জন্য দুঃখ। اِنْ اَبَيْتَ 'ইন আবাইতা'–যদি একান্ত করতেই হয়। اَلشَّجَرُ 'অশ্‌শাজারু'–গাছপালা।

৯৩। সাঈদ ইবনে আবুল হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। একদা আমরা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকটে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখানে এসে বললো, "হে ইবনে আব্বাস! আমি একজন চিত্রশিল্পী। চিত্রশিল্পই আমার রুজি-রোজগারের উপায়। আমি এসব চিত্র তৈরি করি।" ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, "আমি তোমাকে তাই বলবো যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর ছবি আঁকবে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিতে থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাতে রূহ সৃষ্টি করে দিতে না পারে। অথচ এ কাজ সে কখনো করতে পারবে না।" একথা শুনে ঐ ব্যক্তি ভয়ে শিউরে উঠলো এবং তার চেহারা মলিন হয়ে গেলো। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, যদি একাজ তোমাকে একান্তই করতে হয়, তাহলে গাছপালা এবং এমন সব জিনিসের ছবি আঁকো যেগুলোর রূহ নেই।" –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ চিত্রশিল্পীর মনে তার উপার্জন সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিলো বলেই তিনি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে তার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এসেছিলেন। লোকটি যে মু'মিন ছিলেন এটাই তার প্রমাণ। যদি তার মনে আল্লাহর ভয় না থাকতো এবং হালাল উপার্জনের চিন্তা না থাকতো তাহলে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট তিনি আসতেনই না। যাদের অন্তরে আখিরাতের জবাবদিহির ভয় নেই তারা কখনও হালাল-হারামের পরোয়া করে না।

ব্যবসা-বাণিজ্য

সততাপূর্ণ ব্যবসা ঃ

(٩٤) عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ (رضـ) قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْكَسَبِ اَطَيْبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُوْرٍ - مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ اَلْكَسْبُ 'আল কাস্‌বু'–উপার্জন। اَطْيَبُ 'আতইয়াবু'–বেশি পবিত্র, উত্তম। عَمَلُ 'আমালু'–কাজ। اَلرَّجُلُ 'আর্‌রাজুলু'–ব্যক্তি। بِيَدِهٖ 'বেইয়াদিহী' –নিজ হাতের। بَيْعُ 'বইউন' –ব্যবসা। مَبْرُوْرٌ 'মাবরূরুন'–মিথ্যা ও ধোঁকামুক্ত পবিত্র।

৯৪। রাফে ইবনে খোদাইজ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বলা হলো, "হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ উপার্জন উত্তম ?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ব্যক্তির নিজের হাতের উপার্জন এবং সৎ ব্যবসা।"–মিশকাত

ক্রয়-বিক্রয়ে সদাচারের হুকুম ঃ

(٩٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا شَتَرٰى وَاِذَا اقْتَضٰي - بخاري : جابر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ سَمْحًا 'সামহান'–নমনীয়, উদার। اِذَا 'ইযা'–যখন। بَاعَ 'বাআ'–বিক্রিয়ে। اِشْتَرٰى–ক্রয়ে। اِقْتَضٰى 'ইকতাযা'–পাওনা আদায়ে।

৯৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ঐ ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ রহম-করুণা, যে ক্রয়-বিক্রয় এবং পাওনা আদায়ে নমনীয়।" –বুখারী

সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ীর মর্যাদা ঃ

(٩٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ -
- ترمذي : ابو سعيد خدري رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلتَّاجِرُ 'আততাজিরু'–ব্যবসায়ী। اَلصَّدُوْقُ 'আসসুদুকু' – সত্যবাদী। اَلْاَمِيْنُ 'আলআমীনু'–আমানাতদার।

৯৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সত্যনিষ্ঠ ও আমানতদার ব্যবসায়ী (আখিরাতে) নবী, সিদ্দীক এবং শহীদদের সঙ্গে থাকবে।"–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য যদিও দুনিয়াদারীর কাজ কিন্তু এতেও যদি সততা ও বিশ্বস্ততা অবলম্বন করা যায় তাহলে এটাও ইবাদাত বলে গণ্য হয়ে থাকে। এ শ্রেণীর ব্যবসায়ীদেরকে আল্লাহ ঐ মর্যাদা ও পুরস্কার প্রদান করবেন, যে মর্যাদা ও পুরস্কার তিনি তাঁর পবিত্র বান্দা, নবী, রাসূল, সিদ্দীক ও শহীদগণকে প্রদান করবেন।

আল্লাহর ঐ মু'মিন বান্দাদেরকে সিদ্দীক বলা হয় যারা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সততা অবলম্বন করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছেন। আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে কৃত ওয়াদা আজীবন পালন করেছেন এবং যাদের কথায় ও কাজে সারা জীবনেও কোন বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়নি।

আল্লাহভীরু ব্যবসায়ীদের পরিণাম ঃ

(৯৭) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، اِلاَّ مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ -

- ترمذي : رِفَاعة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلتُّجَارُ 'আত্‌তুজারু'–ব্যবসায়ীগণ। يُحْشَرُوْنَ 'ইউহশারূনা' –তাদেরে একত্রিত করা হবে। فُجَّارًا 'ফুজ্জারান'–পাপী হিসাবে।

৯৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "মুত্তাকী, সত্যাশ্রয়ী এবং সত্যবাদী ব্যবসায়ী ছাড়া অন্যান্য সব ব্যবসায়ীকে শেষ বিচারের দিন বদকার ব্যবসায়ীরূপে উঠানো হবে।" – তিরমিযী

অবৈধ পন্থা অবলম্বন করলে ব্যবসায়ের বরকত নষ্ট হয়ে যায় ঃ

(৯৭) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَاِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ - مسلم : ابو قتادة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اِيَّاكُمْ 'ইয়্যাকুম' – তোমরা বিরত থাকো। اَلْبَيْعُ 'আল বাইয়ু' – বেচাকেনায়। كَثْرَةٌ – বেশি, বেশি।

৯৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "বেচাকেনায় বেশি বেশি কসম করা থেকে বিরত থেকো। কেননা এ হলফ বা শপথ সাময়িকভাবে সমৃদ্ধি ঘটালেও শেষাবধি তা বরবাদ করে দেয়।"–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ব্যবসায়ী যদি নিজের পণ্যের মান ও মূল্য সম্পর্কে কসম খেয়ে ক্রেতাগণের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করে তা হলে সাময়িকভাবে তা ফলপ্রসু হতে পারে। বিক্রয়ও বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু ক্রেতাগণ যদি পরবর্তীকালে বুঝতে পারে যে, মূল্য ও মান সম্পর্কে বিক্রেতা তাকে কসমের মাধ্যমে প্রতারিত করেছে তাহলে সে দোকানে আর কেউ মাল কিনতে যাবে না। এভাবে প্রতারণাকারীর ব্যবসা মূলত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।

ব্যবসায় মিথ্যা শপথ ঃ

(٩٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةٌ لاَّ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ، قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ الْمُسْبِلُ، والْمَنَّانُ والْمُنْفِقُ صِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ ـ مسلم : ابو ذر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ لاَيُكَلِّمُهُمْ 'লা-ইউকাল্লিমুহুম'–তাদের সাথে কথা বলবেন না। لاَيَنْظُرُ 'লা-ইয়ানজুরু'–তাকাবেন না। اِلَيْهِمْ 'ইলাইহিম'–তাদের দিকে। لاَيُزَكِّيْهِمْ 'লা ইউযাক্কীহিম'–তাদেরে পবিত্র করবেন না। عَذَابٌ 'আযাবুন'–শাস্তি। اَلِيْمٌ–'আলীমুন'–যন্ত্রণাদায়ক। اَلْمُسْبِلُ 'আলমুসবিলু' – টাখনুর নিচে। اَلْمَنَّانُ 'আলমান্নানু'–খোঁটাদানকারী, উপকারের কথা বলে বেড়ানোকারী। اَلْحَلْفُ 'আল হালফু'–কসম, সপথ।

৯৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ শেষ বিচারের দিন তিন প্রকারের লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আবুযর গিফারী জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, ঐসব ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত লোক কারা ?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যে গর্বভরে টাখনুর নিচ পর্যন্ত কাপড় পরিধান করে। যে কারো উপকার করে তা বলে বেড়ায়। যে মিথ্যা কসম করে ব্যবসায় সমৃদ্ধি ঘটায়।" –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কথা না বলার অর্থ এই যে, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও নারাজ হবেন। তার সঙ্গে স্নেহ ও কোমল ব্যবহার করবেন না। মানুষের মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত সর্বদাই ঘটে থাকে। কেউ কারো প্রতি নারাজ হলে তার দিকে তাকায় না। তার সঙ্গে কথাও বলে না।

যারা পায়জামা কা লুঙ্গী অহংকার ও দম্ভ সহকারে পায়ের টাখনুর নিচে ছেড়ে দিয়ে পরিধান করে শুধু তাদের জন্যেই এ শাস্তির ঘোষণা। অপর পক্ষে যারা টাখনুর নিচে ছেড়ে দিয়ে জামা-কাপড় পরিধান করে, তবে অহংকার ও দম্ভের জন্যে নয় তাদের জন্যেও এ কাজ গর্হিত এবং পাপ। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'মিনগণকে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করতে দ্ব্যর্থহীনভাবে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যারা অহংকার ও দম্ভ প্রদর্শনের জন্যে টাখনুর নিচে জামা-কাপড় পরে না তারাও গুণাহগার। তবে প্রথমোক্ত লোকের চেয়ে তার গুনাহ হালকা হবে। একথা সত্য যে, মু'মিনের নিকট কোন অপরাধই ছোট নয়। কোন গুনাহকেই সে হালকা মনে করে উপেক্ষা করতে পারে না। কারণ অনুগত দাসের নিকট মনিবের সামান্য অসন্তুষ্টিও কিয়ামত তুল্য মনে হয়ে থাকে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সাদকা ঃ

(١٠٠) عَنْ قَيْسِ اَبِيْ غَرْزَةَ (رضـ) قَالَ، كُنَّا نُسَمّٰي فِيْ عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاِسْمٍ هُوَ اَحْسَنُ فَقَالَ

يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ ـ

শব্দের অর্থ ঃ كُنَّا نُسَمّٰى 'কুন্না নুসাম্মা'–আমাদের নাম রাখা হয়েছিলো। اَلسَّمَاسِرَةُ 'আসসামাসিরাতু'–দালাল, ফড়িয়া। فَسَمَّانَا 'ফাসামমানা' –এরপর আমাদের নাম রাখলেন। يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ 'ইয়া মারাশারাত তুজারি'–হে ব্যবসায়ীর দল। فَشُوْبُوْهُ 'ফাসুবুহু'–মিশিয়ে নাও।

১০০। কায়েস আবু গারযাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমাদের ব্যবসায়ীদেরকে দালাল বা ফড়িয়া বলে ডাকা হতো। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট দিয়ে যাবার সময় এর চেয়ে উত্তম নামে আমাদেরকে আখ্যায়িত করলেন। তিনি বললেন ঃ "হে ব্যবসায়ীগণ! ব্যবসায় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও শপথ করার খুবই সম্ভাবনা। কাজেই তোমরা তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে দান মিশ্রিত করো।" – আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথার উদ্দেশ্য হলো, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবেই নানা রকম বাজে ও অর্থহীন কর্থাবার্তা হয়ে থাকে। কোন কোন সময় ব্যবসায়ীরা মিথ্যামিথ্যি কসমও খেয়ে বসে। এ সমস্ত বাজে কথা ও মিথ্যা কসম সবগুলোই পাপ। এ পাপ মোচনের জন্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়ীগণকে দান খয়রাত ও সাদকা করার অভ্যাস গঠন করার জন্যে আদেশ করেছেন। কেননা দান-খয়রাত ও সাদকার দ্বারা ছোট ছোট অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কাফ্ফররা হয়ে থাকে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন ঃ

(١٠١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيْزَانِ، اِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيْتُمْ اَمْرَيْنِ هَلَكَ فِيْهِمَا الْاُمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ ـ ترمذى : اِبْنُ عَبَّاسٍ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ لِاَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيْزَانِ 'লিআসহাবিল কাইলে ওয়াল মিজানি'–ওজন দানকারী ও পরিমাপকারীদের। قَدْ وُلِّيْتُمْ 'কাদ উল্লীতুম'–দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। اَمْرَيْنِ 'আমরাইনি'–দুটি কাজের। هَلَكَ 'হালাকা'–ধ্বংস হয়েছে :

১০১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজন দানকারী ও পরিমাপকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তোমাদের উপর এমন দু'টো দায়িত্ব ন্যস্ত, যার অপব্যবহারের জন্যে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংস হয়ে গেছে। – তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ তোমরা যদি ব্যবসায়ের সামগ্রী ওজন করার বেলায় শঠতা অবলম্বন করো। ক্রয় করার বেলায় ওজনে বেশি নাও, বিক্রয় করার সময় ওজনে কম দাও। তাহলে এটা তোমাদের জন্যে মারাত্মক ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কেননা কুরআন মজীদে ঐ সমস্ত জাতির ধ্বংসের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যারা ওজনে কম-বেশি করতো তাদেরকে সঠিক পথ দেখানো হয়েছিলো। কিন্তু তারা আল্লাহর হুকুম না মেনে ধ্বংস হয়ে গেলো।

মওজুদদারীর নিষিদ্ধতা ঃ

(١٠٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ -

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ 'মান'–কে। اِحْتَكَرَ 'ইহতাকারা'–মওজুদ করলো। خَاطِئٌ 'খাতিয়ুন'–গুনাহগার।

১০২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে মওজুদ করলো সে গুনাহগার।"

ব্যাখ্যা ঃ মওজুদদারীর অর্থ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্যে বাজারে না ছেড়ে মূল্যবৃদ্ধির আশায় গুদামজাত করে রাখা। চূড়ান্ত পর্যায়ে মূল্য বৃদ্ধির পর বাজারে ছেড়ে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা। সাধারণত

ব্যবসায়ীগণ এ রকম মানসিকতাই পোষণ করে। এ মনোভাবের কারণে মানুষের মন নির্দয় ও পাথরের ন্যায় কঠিন হয়ে যায়। অথচ ইসলাম মানব জাতির সঙ্গে দয়া-মায়া ও কোমলতার আচরণ করার শিক্ষা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়ীগণের মনে নিষ্ঠুর মানসিকতা সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করার জন্যেই মওজুদদারীর বিরুদ্ধে এ নির্দেশ জারি করেছেন।

আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মওজুদদারী নিষিদ্ধ করেছেন তা শুধু মাত্র খাদ্যসামগ্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যদি ব্যবসায়ীগণ মওজুদ করে রাখে তবে তা এ নির্দশের আওতায় আসবে না। অপর পক্ষে তাঁদের মধ্যে আরেক দল মনে করেন, এ নির্দেশ শুধু খাদ্য সামগ্রীর বেলাতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও যদি কেউ মূল্যবৃদ্ধির আশায় মওজুদ করে রাখে তবে সে গুণাহগার হবে। শাস্তির যোগ্য হবে। গ্রন্থকারের মতে দ্বিতীয় দলের কথাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বাকি আল্লাহই ভাল জানেন।

মওজুদদারের উপর অভিশাপ ঃ

(١٠٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ - سنن ابن ماجه

শব্দের অর্থ ঃ اَلْجَالِبُ 'আলজালিবু'–নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা সময়ে বাজারে সরবরাহ করে, মওজুদ করে রাখে না। مَرْزُوْقٌ 'মারযুকুন'–সে আল্লাহর ফজল পাবার যোগ্য। اَلْمُحْتَكِرُ 'আল মুহতাকিরু'–মওজুদদার। مَلْعُوْنٌ 'মালউনুন'–অভিশপ্ত।

১০৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মওজুদ করে রাখে না সে আল্লাহর রহমত ও ফজল পাবার যোগ্য। আর যে ব্যক্তি ওসব মওজুদ করে রাখে সে অভিশপ্ত।"

– সুনানে ইবনে মাজা

মওজুদদারের বদ স্বভাব ঃ

(١٠٤) عَنْ مُعَاذٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ، بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ اِنْ اَرْخَصَ اللّٰهُ الْاَسْعَارَ حَزِنَ وَاِنْ اَغْلاَ هَا فَرِحَ ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ بِئْسَ 'বি'সা'–খারাপ, ঘৃণ্য। اَرْخَصَ 'আরখাসা'–কমিয়ে দিবেন। اَلْاَسْعَارُ 'আল আসআরু'–দাম। حَزِنَ 'হাজিনা'–চিন্তিত হয়। اَغْلاَهَا 'আগলাহা'–দাম বেড়ে গেলে। فَرِحَ 'ফারিহা'–উৎফুল্ল হয়ে যায়।

১০৪। মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মওজুদদার বড্ড খারাপ ও ঘৃণ্য লোক। আল্লাহ দ্রব্যাদির দাম কমিয়ে দিলে এরা চিন্তিত হয়ে পড়ে আর দ্রব্যাদির মূল্য বেড়ে গেলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে।

– মিশকাত

পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন না করা ঃ

(١٠٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَّبِيْعَ شَيْئًا اِلاَّ بَيَّنَ مَافِيْهِ، وَلاَ يَحِلُّ لِاَحَدٍ يَعْلَمُ ذَالِكَ اِلاَّ بَيَّنَهُ ـ

ـ منتقى : وَاثِلَةُ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ لاَيَحِلُّ 'লা-ইয়াহিল্লু'–হালাল নয়। اَنْ يَّبِيْعَ 'আঁইবিয়া–বিক্রি করা। بَيَّنَ 'বাইয়্যানা'–বলে দেয়, গোপন না করে। مَافِيْهِ 'মা ফিহি'–এতে যে ত্রুটি আছে। يَعْلَمُ 'ইয়ালামু'–যাতে সে জানে।

১০৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ত্রুটিযুক্তি পণ্যের ত্রুটি না জানিয়ে তা বিক্রি করা নাজায়েয। ত্রুটি জানা সত্ত্বেও তা পরিষ্কার বলে না দিয়ে গোপন রাখা অবৈধ। – মুনতাকী

ব্যাখ্যা ঃ মালপত্র বিক্রি করার সময় খরিদ্দারের নিকট জিনিসের দোষ-ত্রুটির কথা গোপন না রেখে খুলে বলে দেয়ার জন্য এ হাদীসে

ব্যবসায়ী মহলকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে মাল-পত্র ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যদি এমন কোন ব্যক্তি সেখানে থাকে, যে ব্যক্তি মালের দোষত্রুটি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তা খরিদদারকে জানিয়ে দেয়া তার দায়িত্ব।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে এক ব্যবসায়ীর নিকট দিয়ে যাবার সময় দেখলেন, সে খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করছে। স্তূপের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দেখতে পেলেন তা ভিজা। কারণ জিজ্ঞেস করায় সে বললো, বৃষ্টিতে মাল ভিজে গিয়েছিলো। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ভিজাগুলো উপরে রাখলে না কেন?"

একথা বলে তিনি ঘোষণা করলেন "যারা আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করে তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।"

ধার-কর্জ

অসচ্ছল কর্জদারকে সময় দানের ছওয়াব ঃ

(١٠٦) اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ اِذَا اَتَيْتَ مُعْسِرًا تَجَاوَزَا عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يَّتَجَاوَزَ عَنَّا ـ قَالَ فَلَقِيَ اللّٰهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ ـ

ـ بخاري، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يُدَايِنُ 'ইউদায়িনু'–ধার, কর্জ দিতো। يَقُوْلُ 'ইয়াকুলু'–সে বলতো। لِفَتَاهُ 'লিফাতাহু'–কর্জ আদায়কারীকে। مُعْسِرًا 'মুসিরান'–অভাবী, দেনাদার। تَجَاوَزْعَنْهُ 'তাজাওয়ায আনহু'–তাকে মাফ করে দিয়ো। فَتَجَاوَزَ عَنْهُ 'ফাতাজাওয়াযা আনহু'–অতএব তাকে মাফ করে দেন।

১০৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক লোক মানুষকে কর্জ দিতো। তারপর সে কর্জ আদায় করার জন্য লোক পাঠাতো।

সে তার আদায়কারীকে বলতো, 'অভাবী দেনাদারকে মাফ করে দিয়ো। তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেবেন।' এ ব্যক্তি যখন আল্লাহর কাছে গিয়ে পৌছলো, আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন।

–বুখারী, মুসলিম

(١٠٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُّعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ عَنْهُ - مسلم : اَبُوْ قَتَادَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ 'মান'–যে ব্যক্তি। سَرَّهُ 'সাররাহু'–যার আনন্দ লাগে। اَنْ يُّنْجِيَهُ 'আই-ইউনজিয়াহু'–বাঁচিয়ে রাখাতে, মুক্ত করাতে। كُرَبٌ 'কুরাবুন'–দুর্ভাবনা, বিপদ। فَلْيُنَفِّسْ 'ফালইউনাফফিস'–দেনাদারকে সুযোগ দেয়, মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়। مُعْسِرٍ 'মুসিরিন'–দুর্দশাগ্রস্ত।

১০৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন দুর্ভাবনা থেকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখাতেই যে ব্যক্তি বেশি খুশি হয় সে যেনো দেনাদারকে সুযোগ দেয় অথবা তার উপর থেকে দেনার বোঝা নামিয়ে নেয়। অর্থাৎ দেনাদারের উপর দয়া করে। –মুসলিম

কোন মুসলমান ভাইয়ের ঋণ পরিশোধ করে দেয়া ঃ

(١٠٨) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ هَلْ عَلٰي صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ ؟ قَالُوْا نَعَمْ، قَالَ هَلْ تَرَكَ لَهُ مِنْ وَّفَاءٍ ؟ قَالُوْا لَا قَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبِ (رضـ) عَلَّى دَيْنُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰي عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَّعْنَاهُ، وَقَالَ فَكَّ اللّٰهُ رِهَانَكَ مِنَ النَّارِ كَمَا فَكَكْتَ

رِهَانَ اَخِيْكَ الْمُسْلِمِ، لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُّسْلِمٍ يَّقْضِيْ عَنْ اَخِيْهِ دَيْنَهُ اِلاَّ فَكَّ اللّٰهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ شرح السنة

শব্দের অর্থ ঃ اُتِىَ 'উতিয়া'–আনা হলো। بِجَنَازَةٍ 'বেজানাযাতিন'–এক জানাযা। عَلٰى صَاحِبِكُمْ 'আলা সাহিবিকুম'–তোমাদের সাথীর উপর। دَيْنٌ 'দাইনুন'–ঋণ, কর্জ। هَلْ تَرَكَ لَهُ مِنْ وَفَاءٍ 'হাল তারাকা লাহু মিন ওয়াফায়িন'–ঋণ পরিশোধের কোন ব্যবস্থা রেখে গেছে কি ? عَلَىَّ 'আলাইয়্যা'–দায়িত্ব আসার উপর। فَكَكْتَ 'ফাকাকতা'–তুমি মুক্ত করলে। يَقْضِىْ 'ইয়াকযী' – ঋণ পরিশোধ করবে।

১০৮। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানাযার জন্যে একজন মৃত ব্যক্তিকে আনা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "এ ব্যক্তির কি কোন ঋণ আছে ?" জবাবে বলা হলো, "হ্যাঁ, আছে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "ঋণ শোধ করার মতো সম্পদ কি সে রেখে গেছে ?" জবাবে বলা হলো, "না, রেখে যায়নি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা এ ব্যক্তির জানাযা পড়ো, আমি পড়বো না।" এ অবস্থা দেখে আলী ইবনে আবু তালিব বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ ব্যক্তির ঋণ আদায়ের ভার নিচ্ছি।" এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়লেন। অন্য এক বর্ণনানুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে আলী, আল্লাহ তোমাকে আগুন থেকে বাঁচিয়ে রাখুন, যেভাবে তুমি তোমার একজন মুসলিম ভাইকে আগুন থেকে বাঁচালে। যে মুসলিম অপর মুসলিমের ঋণ পরিশোধ করে দেবে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন।"

কিয়ামতের দিন দেনাদারের ক্ষমা নেই ঃ

(١٠٩) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلاَّ الدَّيْنَ ـ مسلم : عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ يُغْفَرُ 'ইউগফারু'–মাফ করে দেয়া হবে। لِلشَّهِيْدِ 'লিশ শহীদি'–শহীদের জন্য। ذَنْبٌ 'যাম্বুন'–গুনাহ। اَلدَّيْنُ 'আদ্দাইনু'–ঋণ।

১০৯। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শহীদের সব গুণাহই মাফ করে দেয়া হবে। মাফ হবে না শুধু ঋণ।" –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ উপরে বর্ণিত উভয় হাদীসেই ঋণ পরিশোধ করে দেয়ার গুরুত্বের কথা অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা হয়েছে। এমন কি যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে শাহাদত বরণ করে তারও যদি এমন ঋণ থেকে থাকে যা আদায় করা হয়নি, তবে তাকেও আল্লাহ মাফ করবেন না। কেননা এটা মানুষের হক বা অধিকার। আল্লাহর হক নয়। এমতাবস্থায় ঋণদাতা যদি মাফ করে না দেয় তবে আল্লাহ তা মাফ করবেন না।

যদি দেনাদারের ঋণ আদায় করার নিয়্যাত থাকে এবং তা পরিশোধ করার পূর্বেই সে মারা যায় তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ ঋণদাতাকে ডেকে বলবেন, "যদি তুমি তাকে মাফ করে দাও তবে তার পরিবর্তে তোমাকে জান্নাত প্রদান করা হবে।" তখন পাওনাদার তাকে মাফ করে দেবেন। অপর পক্ষে যদি কোন দেনাদার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও অপরের পওনা ঋণ আদায় না করে এবং জীবিত থাকা অবস্থায় পাওনাদারের নিকট থেকে মাফ না নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন তার ক্ষমা লাভের কোন উপায়ই থাকবে না।

ঋণ পরিশোধের উত্তম পন্থা ঃ

(١١٠) عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ : اِسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ اِبِلٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ قَالَ اَبُوْ رَفِعٍ، فَاَمَرَنِيْ اَنْ اَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ لاَاَجِدُ اِلاَّ جَمَلاً جِيَارًا رُبَاعِيًّا، فَقَالَ رَسُلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطِهِ اِيَّاهُ فَاِنَّ خَيْرَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اِسْتَسْلَفَ 'ইস্তাসলাফা'–ঋণ গ্রহণ করা। بَكْرًا 'বাকরান' –কম বয়সী উট। فَاَمَرَنِىْ 'ফাআমারানী'–তিনি আমাকে হুকুম দিলেন। اَنْ اَقْضِىَ 'আন আকযিয়া'–ঋণ পরিশোধ করার। اَعْطِهِ 'আ'তিহি' –তুমি তা দিয়ে দাও। خَيْرُالنَّاسِ 'খাইরুন্নাসে'–উত্তম ব্যক্তি।

১১০। আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনের কাছ থেকে একটি কম বয়সী উট ঋণ হিসেবে গ্রহণ করলেন। অতঃপর তাঁর কাছে যাকাতের উট এলো। তিনি আমাকে হুকুম দিলেন, "ঐ ব্যক্তির কম বয়সী উটটি পরিশোধ করে দাও।" আমি বললাম, "উটগুলোর মধ্যে মাত্র একটি ৭ বছরের উটই আছে যা খুবই উত্তম।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ওটাই তাকে দিয়ে দাও। কেননা সে ব্যক্তিই উত্তম, যে উত্তম মাল দিয়ে ঋণ শোধ করে।" –মুসলিম

সচ্ছল ব্যক্তির দেনা আদায়ের টালবাহানা করা অন্যায় ঃ

(١١١) اِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَاِذَ اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مِلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ ـ

ـ بخارى، مسلم : ابُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَطَلٌ 'মাতালুন'–গড়িমসি। اَلْغَنِىُّ 'আল গানীয়্যু'–ধনী। اُتُّبِعَ 'উত্তুবিয়া'–পাওনা আদায়ের জন্য কারো কথা বলে দেয়, বরাত দেয়। اَحَدٌ 'আহাদুন'–কেউ। فَلْيَتَّبِعْ 'ফালইয়াত্তাবে'–তার থেকে পাওনা আদায় করা উচিত।

১১১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সক্ষম দেনাদারের পক্ষে কর্জ আদায়ের ব্যাপারে গড়িমসি করা অন্যায়। যদি দেনাদার পাওনাদারকে কোন ব্যক্তির নিকট থেকে পাওনা আদায় করার

জন্যে বলে দেয়, তবে ঐ ব্যক্তির কাছ থেকেই পাওনা আদায় করে নেয়া উচিত। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ দেনাদারের নিকট যদি দেনা আদায় করার মতো কোন টাকা-পয়সা না থাকে এবং সে যদি বলে যে, অমুকের নিকট থেকে টাকা নিয়ে নিন। তার সাথে আমার কথা হয়েছে। আপনি গেলেই দিয়ে দেবে। তাহলে পাওনাদারের পক্ষে সে লোকের নিকট যাওয়াই উচিত। "তুমি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছো, আমি তোমার নিকট থেকেই উশুল করবো" একথা বলা ঠিক হবে না।

ঋণ আদায়ে নিয়্যাতের প্রভাব ঃ

(١١٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَ هَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلاَ فَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ - بخارى : اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ يُرِيْدُ 'ইউরিদু'–নিয়্যাত করে। اَدَّى 'আদ্দা'–তা শোধ করে দেবেন। مَنْ اَخَذَ–'মান আখাযা'–যে ব্যক্তি কর্জ নেয়। اِتْلاَفَهَا 'ইতলাফাহা'–ধ্বংস করে দেয়।

১১২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে কর্জ নেয় এবং আদায় করার নিয়্যাত রাখে। আল্লাহ তার পক্ষ থেকে তা শোধ করে দেবেন। যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে কর্জ নেয় এবং তা আদায় করার নিয়্যাত রাখে না। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেবেন। –বুখারী

টাল-বাহানার আইনানুগ দণ্ড ঃ

(١١٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ - ابو داؤد : شَرِيْدُ الصَّلَمِ

শব্দের অর্থ ঃ لَيٌّ 'লাইয়্যুন'–গড়িমসি। اَلْوَاجِدُ 'আলওয়াজিদু'–ঋণ শোধে সক্ষম ব্যক্তি। يَحِلُّ 'ইয়াহিল্লু'–হালাল করে দেয়। عِرْضَهُ 'ইরদাহু'–মান-সম্মান।

১১৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সক্ষম ব্যক্তির কর্জ আদায়ে গড়িমসি তার মানহানী ও শাস্তিকে বৈধ করে দেয়। -আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ মানহানী বৈধ করে দেয়ার অর্থ, যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও পাওনাদারের টাকা আদায়ে গড়িমসি ও টাল-বাহানা করে। সময় ক্ষেপন করে। তাকে এ অপরাধের জন্য সমাজের চোখে নীচ ও হেয়প্রতিপন্ন করে দেয়া যেতে পারে। আইনগতভাবে (দৈহিক ও আর্থিক) দণ্ডও দেয়া যেতে পারে। যদি দেশে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়ে যায় এবং উপরোক্ত অপরাধে কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়। তাহলে বিচারক তাকে শাস্তিও দিতে পারেন কিংবা অন্য কোন উপায়ে তাকে লাঞ্ছিত করার ব্যবস্থাও নিতে পারেন।

ছিনতাই ও আত্মসাৎ

যুলুমের শাস্তি ঃ

(١١٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ -

- بخارى، مسلم : سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ اَخَذَ 'মান আখাজা'–যে দখল করে। شِبْرًا 'শিবরান'–এক বিঘত। ظُلْمًا 'যুলমান'–যুলুম করে, অন্যায়ভাবে। يُطَوَّقُهُ 'ইউত্তায়েকুহু'–তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

১১৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি কারো সামান্য পরিমাণ জমিও অন্যায়ভাবে দখল করে নেয়। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ সাত তবক জমি তার গলায় ঝুঁলিয়ে দেবেন। –বুখারী, মুসলিম

জবরদস্তির অবৈধতা ঃ

(١١٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ لاَ تَظْلِمُوْا، اَلاَ لاَيَحِلُّ مَالُ امْرِيءٍ اِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ - بيهاقي

শব্দের অর্থ ঃ اَلاَ 'আলা'–সাবধান। لاَيَحِلُّ 'লাইয়াহিল্লু'–হালাল নয়, বৈধ নয়। مَالُ امْرَئٍ 'মালু ইমরায়িন'–কোন মানুষের সম্পদ, কারো মাল। بِطِيْبِ نَفْسٍ 'বিতিবি নাফসিন'–স্বেচ্ছায়, সন্তুষ্ট চিত্তে।

১১৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "খবরদার! তোমরা কারো উপর যুলুম করো না। কারো সম্পদ জোর করে নিয়ে নেয়া বৈধ নয়। তবে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার সম্পদ দিয়ে দেয় তা ভিন্ন কথা।"
–বায়হাকী

(١١٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاَرِيَةُ مُؤَدَّةٌ، وَالْمُنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ وَ الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالْكَفِيْلُ غَارِمٌ -

- ترمذي : اَبُوْ اُمَامَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلْعَارِيَةُ 'আল আরিয়াতু'–ধার নেয়া। اَلْمِنْحَةُ 'আল মিনহাতু'– ধার নেয়া দুধালো উট। । مُقْضًى 'মাকযা'–পরিশোধযোগ্য।

১১৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরিয়াত (ধার) শোধ করতে হবে। মিনহা (ধার নেওয়া দুধালো উট) ফেরত দিতে হবে। ঋণ পরিশোধ করতে হবে। যে ব্যক্তি জামিন হবে তাকে জামানত আদায় করতে হবে। –তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ 'আরিয়াত' অর্থাৎ কারো নিকট থেকে কোন জিনিস কিছু সময়ের জন্য চেয়ে নেয়া। দা-কুঠার-খন্তা ইত্যাদি কিছু সময়ের জন্যে হাওলাত নেয়া হয়। এ সমস্ত জিনিস কারো নিকট থেকে নিলে সময় মতো ফেরত দিতে হবে।

'মিনহা' অর্থ দুধালো উট। আরবদেশে এ নিয়ম প্রচলিত ছিলো। সম্পদশালী লোকজন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীগণকে

দুধ খাবার জন্যে নিজেদের দুধালো উট কিছু দিনের জন্যে দিয়ে দিতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ইরশাদের অর্থ হলো, দুধ খাবার জন্যে যদি কেউ কাউকে কোন জানোয়ার প্রদান করে দুধ খাবার পর তা ফেরত দিতে হবে। কেননা তাও ঋণ। ঋণ পরিশোধ করতেই হবে। ধার নিয়ে কখনো তা আত্মসাৎ করা যাবে না। আবার কেউ যদি কোন কিছুর জন্যে জামিন হয় তবে তা তাকে আদায় করতে হবে।

বিশ্বাসঘাতকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা নিষিদ্ধ ঃ

(١١٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدِّ الْاَمَنَةَ اِلٰي مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ - ترمذي : اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَدِّ 'আদ্দি'–ফিরিয়ে দেয়া। ائْتَمَنَكَ–'ইতামানাকা'–তোমার কাছে রাখা আমানত। خَانَكَ 'খানাকা'–তোমার সাথে খিয়ানতকারী।

১১৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমানত ফিরিয়ে দাও। কোন ব্যক্তি তোমার সাথে খিয়ানাত করলে তুমি তার সাথে খিয়ানাত করো না।– তিরমিযী

প্রতারণায় শয়তানের আগমন ঃ

(١١٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اَنَا ثَالِثُ الشَّرِكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (وفي رواية) وَجَاءَ الشَّيْطَانُ -

- ابوداؤد : اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَنَا ثَالِثُ 'আনা সালিসুন' –আমি তৃতীয়। اَلشَّرِكَيْنِ 'আশশারীকাইনে'–দুই শরীক। مَالَمْ يَخُنْ 'মালাম ইয়াখুন'–যতক্ষণ খিয়ানত না করে।

১১৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, দু'জন অংশীদার যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পরের স্বার্থ

খয়ানত না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের সাথে তৃতীয় অংশীদার থাকি। যখন তারা পরস্পরের স্বার্থ খিয়ানত করে আমি সরে দাঁড়াই। (কোন কোন বর্ণনায়) তখন শয়তান এসে হাজির হয়। –আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের সারমর্ম হলো, কোন যৌথ কারবারের অংশীদারগণ যতক্ষণ পর্যন্ত একে অপরের স্বার্থ দেখাশোনা ও সংরক্ষণ করতে থাকে। কেউ কারো বিরুদ্ধে কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহ সাহায্য করেন। রহমত দান করতে থাকেন। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও কল্যাণ এবং ব্যবসায়েও উন্নতি দিতে থাকেন। অপর পক্ষে তাদের কেউ যদি দুষ্টমতি হয়ে যায় এবং একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাহলে সেখান থেকে আল্লাহর রহমত ও বরকত উঠে যায়। শয়তানের আগমন ঘটে। শয়তান তাদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

চাষাবাদ ও বাগ-বাগিচা

কৃষকের সাদকা ঃ

(١١٩) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا اَوْيَغْرِسُ غَرْسًا فَيَاكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْاِنْسَانٌ اَوْبَهِيْمَةٌ اِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يَزْرَعُ 'ইয়াযরাউ'–কৃষি কাজ করে। يَغْرِسُ 'ইয়াগরুসু' –চারা লাগায়। فَيَاْكُلُ 'ফাইয়াকুলু'–এরপর খায়। بَهِيْمَةٌ 'বাহীমাতান' –চারপায়া জন্তু।

১১৯। আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিমের খেত-খামার এবং গাছ-পালার যেসব অংশ পাখি, মানুষ বা কোন পশু খেয়ে ফেলে তা সাদকা বা দানে পরিণত হয়। –(মুসলিম)

অভিশপ্ত বান্দা ঃ

(١٢٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ ، رَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى سِلْعَةٍ لَقَدْ اُعْطِيَ بِهَا اَكْثَرَ مِمَّا اُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اَلْيَوْمَ اَمْنَعُكَ فَضْلِيْ كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَاءٍ لَّمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ - بخاري، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ ثَلاَثَةٌ 'সালাছাতুন'–তিন ব্যক্তি। لاَيُكَلِّمُهُمُ 'লা-ইউকাল্লিমুহুমু'–তাদের সাথে কথা বলবেন না। لاَيَنْظُرُ 'লাইয়ানযুরু'–তিনি তাকাবেন না। حَلَفَ 'হালাফা'–সে হলফ করেছে, শপথ করেছে। سِلْعَةٌ 'সিলআতুন'–পণ্য। اُعْطِيَ 'উতিয়া'–দেয়া হয়েছে। كَاذِبَةٌ–মিথ্যা। اَمْنَعُكَ 'আমানাউকা'–আমি আটকে রাখবো।

১২০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তিন ধরনের মানুষের সাথে কথা বলবেন না। তাদের দিক তাকাবেন না। তারা হচ্ছে, যে মিথ্যা হলফ করে কোন ব্যবসায় বেশি মুনাফা লুটে। যে সালাতুল আসরের পর হলফ করে কোন মুসলিমের সম্পদ নিয়ে নেয় এবং প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পরিমাণে পানি আটকে রাখে। শেষ বিচারের দিন শেষোক্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ বলবেন, তুমি যেভাবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পরিমাণে পানি আটকে রেখেছিলে সেভাবে আমি আজ আমার কল্যাণকে আটকে রাখবো। এ পানি তো তোমার তৈরি ছিলো না। –বুখারী, মুসলিম

শ্রমিকের মজুরী

মজুর বা শ্রমিকের অধিকার ঃ

(١٢١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطُوْا الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجُفَّ عِرْقُهُ - ابن ماجه : ابن عمر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اُعْطُوْا 'উ'তু' – দিয়ে দাও, চুকিয়ে দাও। اَجِيْرٌ 'আজীরুন' –শ্রমিক। اَنْ يَّجُفَّ 'আঁইয়াজুফ্ফা'–শুকিয়ে যাওয়া। عِرْقُهُ 'ইরকুহু'–তার ঘাম।

১২১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শ্রমিকের ঘাম শুকাবার আগেই তার পাওনা চুকিয়ে দাও। –ইবনে মাজা

ব্যাখ্যা ঃ কেননা মজুর তো তাদেরই বলে যারা নিজের ও ছেলেমেয়ের দু'মুঠো খাবার সংস্থানের জন্যে দিন মজুরি করে থাকে। যদি তার মজুরি আজ না দিয়ে আগামীকাল দেবার জন্যে রেখে দেয় কিংবা মেরে দেয় তাহলে সে টাকার অভাবে খাবার কিনতে না পেরে ছেলেমেয়েসহ অভুক্ত কাটাবে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজুরের শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই তাদের মজুরি দিয়ে দেয়ার জন্যে বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন।

কিয়ামতে আল্লাহ স্বয়ং মজুরের উকালতি করবেন ঃ

(١٢٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلٰثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رَجُلٌ اَعْطٰى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ - بخارى : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ ثَلَاثَةٌ 'সালসাতুন'–তিন জন। اَنَا خَصْمُهُمْ 'আনা খাসুহুম'–তাদের সাথে আমার ঝগড়া হবে। اَعْطٰى بِيْ 'আতা বি'–আমার

নাম নিয়ে দান করবে। بَاعَ 'বাআ'–বিক্রি করেছে। حُرًّا 'হুররান' – আযাদ ব্যক্তি। اَجْرَهُ 'আজ্‌রুহু'–তার বিনিময়, পাওনা।

১২২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বলেন, শেষ বিচারের দিন তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে আমার ঝগড়া হবে। তারা হচ্ছে ঃ ঐ ব্যক্তি যে কোন আযাদ লোককে (ধরে নিয়ে) বিক্রি করে অর্জিত অর্থ ভোগ করে। ঐ ব্যক্তি যে শ্রমিক নিয়োগ করে পুরো কাজ আদায় করে নেয়, কিন্তু তার পাওনা তাকে দেয় না।–বুখারী

অবৈধ ওসিয়ত

অবৈধ ওসিয়তের শাস্তি জাহান্নাম ঃ

(١٢٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْاَةَ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُ هُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ، ثُمَّ قَرَا اَبُوْهُرَيْرَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَا اَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ اِلٰي قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

ـ مسند احمد : اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ بِطَاعَةِ اللّٰهِ 'বিতাআতিল্লাহি'–আল্লাহর আনুগত্যে। سِتِّيْنَ 'সিত্তীনা'–ষাট। يَحْضُرُ 'ইয়াহদুরু'–উপস্থিত। فَيُضَارَّانِ 'ফাইউদাররানি–অতঃপর তারা ক্ষতি করে। فَتَجِبُ 'ফাতাজিবু'– নিশ্চিত হয়।

১২৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন পুরুষ বা নারী জীবনের ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্যে অতিবাহিত করেও যদি মৃত্যুকালে ওসিয়তের মাধ্যমে উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি সাধন করে যায় তাহলে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন ওয়াজিব হয়ে যায়।" অতঃপর আবু

হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পাঠ করলেন ঃ "মিন-বা'দি ওয়াসিয়াতিন" থেকে "ওয়া যালিকাল ফাউযুল আযীম।" –মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা ঃ অনেক সময় কোন কোন নেককার পরহেজগার মুত্তাকী মানুষও ওয়ারিসদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে নিজের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে তাদেরকে বঞ্চি রাখতে চায়। মৃত্যুকালে এমনভাবে উইল বা দানপত্র করে যায় যাতে তারা সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়। অথচ আল্লাহর আইন ও রাসূলের বিধান অনুযায়ী তারা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে। এমতাবস্থায় সেই ওসিয়তকারী সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল বলেন, সে জীবনের ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে অতিবাহিত করলেও অবৈধ ওসিয়তের কারণে সে জাহান্নামী হয়ে যাবে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসের সমর্থনে আল কুরআনের যে আয়াত পাঠ করলেন তা সূরা নিসায় ২১ রুকূতে আছে। এখানে আল্লাহ তাআলা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীদের অংশ নির্দিষ্ট করেছেন। এরপর ঘোষণা করেছেন, এ সম্পত্তি হতে মৃত ব্যক্তির ঋণ আদায় ও ওসিয়ত পূরণ করার পর অবশিষ্টাংশ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। তারপর আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, "সাবধান! ওসিয়তের মাধ্যমে তোমরা উত্তরাধিকারীগণের ক্ষতি করো না।" এটা আল্লাহর বিশেষ হুশিয়ারমূলক নির্দেশ। আল্লাহ অত্যন্ত বিজ্ঞ ও কৌশলী। তিনি যে আইন করেছেন তা অজ্ঞতা ও মূর্খতার উপর ভিত্তি করে তৈরি করেননি। জ্ঞান ও কৌশলের উপর ভিত্তি করে রচনা করেছেন। তাঁর রচিত আইনে অন্যায় ও অবিচারের কোন অবকাশই নেই। সুতরাং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে এ আইন মেনে নিতে হবে।

অতঃপর আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন–"এ হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ও পরিমণ্ডল"। যারা আল্লাহর আইন মানবে ও রাসূলের অনুসরণ করবে তাদেরকে এমন বৈচিত্রময় ও মনোরম জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যাতে প্রবহমান ঝর্ণাধারা থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। এটা হবে একটি চিরবিজয় ও বিরাট সাফল্য। অপরপক্ষে যারা আল্লাহ ও

রাসূলের নাফরমানী করবে ও তাঁর নির্দিষ্ট সীমালংঘন করবে আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। ঘৃণ্য ও ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।"

উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা ঃ

(١٢٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَارِثِهٖ قَطَعَ اللّٰهُ مِيْرَاثَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

ـ ابن ماجه : اَنَسْ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ قَطَعَ 'কাতাআ'–বঞ্চিত করবে। وَارِثِهٖ 'ওয়ারিছিহি'–তার উত্তরাধীকারকে। قَطَعَ اللّٰهُ 'কাতাআল্লাহু'–আল্লাহ বঞ্চিত করবেন।

১২৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তরাধিকার থেকে কোন উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করবে। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তিকে জান্নাতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন।

–ইবনে মাজা

কোন উত্তরাধিকারীর পক্ষে ওসিয়ত করা অবৈধ ঃ

(١٢٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَجُوْزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ الْوَرَثَةُ ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ لاَتَجُوْزُ 'লাতাজুযু'–জায়েয নয়, কার্যকর নয়। لِوَرِثٍ 'লিওয়ারিসিন'–উত্তরাধিকারীর জন্য। اَنْ يَّشَاءَ 'আঁইয়াশায়া'–সম্মত হলে। اَلْوَرَثَةُ 'আলওয়ারাসাতু'–উত্তরাধিকারগণ।

১২৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন উত্তরাধিকারীর ব্যাপারে কোন ব্যক্তির ওসিয়ত কার্যকর হবে না যদি অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ তাতে সম্মত না হয়। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা এটা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো। মৃত্যু পথযাত্রী তার সম্পদের মাত্র তিন ভাগের একভাগ ওসিয়ত করতে পারে। এর বেশি

নয়। ইচ্ছা করলে যে কোন মসজিদ মাদ্রাসার জন্যেও ওসিয়ত করতে পারে। কিংবা কোন অভাবী মুসলমান ভাইয়ের জন্যেও করতে পারে। এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

ওসিয়ত করার পূর্বে এটা ভালোভাবে চিন্তা করে দেখা উচিত। নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কার অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ। যদি দেখা যায় যে, এমন কেউ উত্তরাধিকার থেকে আইনগতভাবে বাদ পড়ে গেছে, যার পোষ্য সংখ্যা অধিক এবং আর্থিক অবস্থাও ভালো নয় তবে তার জন্য ওসিয়ত করে যাওয়া অধিক ছওয়াবের কাজ বলে পরিগণিত হবে।

ওসিয়তের সর্বশেষ সীমা ঃ

(١٢٦) عَنْ سَعْدِبْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ رضـ قَالَ : عَادَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَامَرِيْضٌ فَقَالَ اَوْ صَيْتَ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ بِكَمْ ؟ قُلْتُ بِمَالِيْ كُلِّهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَمَاتَرَكْتَ لِوَلَدِكَ ؟ قُلْتُ هُمْ اَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ، فَقَالَ اَوْصِ بِالْعُشْرِ، فَمَا زِلْتُ اُنَاقِصُهُ حَتّٰي قَالَ، اَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ - ترمذي

শব্দের অর্থ ঃ عَادَنِيْ 'আদানী'–তিনি অসুখে আমাকে দেখতে এলেন। اُوْصيت 'উসিতা'–তুমি ওসিয়াত করেছো। فِيْ سَبِيْلِ اللّٰه 'ফিসাবিলিল্লাহি'–আল্লাহর পথে। هُمْ اَغْنِيَاءُ 'হুম আগনিয়াউ'–তারা সকলে ধনী। اُوْصِ 'উসি'–তুমি ওসিয়াত করো। عُشْرٌ 'উশরুন'–দশমাংশ। فَمَازِلْتُ اُنَاقِصُهُ 'কামা যিলতু উনাকিসুহু'–তারপর আমি তা কম বলতে থাকলাম।

১২৬। সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন। আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ওসিয়ত করেছো কি ?" আমি বললাম, "হাঁ করেছি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কি পরিমাণ ওসিয়ত করেছো ?" আমি

বললাম, "আমার সব ধন-সম্পদ আল্লাহর জন্যে ওসিয়ত করেছি।" তিনি বললেন, "তোমার সন্তান-সন্ততির জন্যে কি রেখেছো ?" আমি বললাম, "তারা বেশ ধনী।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমার সম্পদের দশভাগের এক ভাগ ওসিয়ত করো।" আমি বলতে থাকলাম, আরেকটু বাড়িয়ে দিন।" অবশেষে তিনি বললেন, "তিন ভাগের এক ভাগ ওসিয়ত করো। তিন ভাগের এক ভাগই যথেষ্ট।"–তিরমিযী

সুদ ও ঘুষ

সুদী কারবারে অংশগ্রহণকারীর উপর অভিসম্পাত ঃ

(١٢٧) عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ لَعَنَ اَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ -

- بخاري، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَكِلُ الرِّبَا 'আকিলুর বেরা'–সুদখোর। مُوَكِّلَهُ 'মওয়াক্কিলাহু'–সুদ প্রদানকারী। شَاهِدَيْهِ 'শাহেদাইহি'–তার সাক্ষীরা। كَاتِبَهُ 'কাতিবাহু'–তার লিখক।

১২৭। ইব্‌ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদী কারবারের সাক্ষী এবং সুদের চুক্তি লিখককে অভিশাপ দিয়েছেন। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজের জন্যে অভিশাপ দিয়েছেন তা কত বড় অন্যায় ও পাপের কাজ তা চিন্তা করা উচিত। শুধু এ হাদীসেই নয় বরং নাসায়ী শরীফের এক হাদীসেও আছে, যারা জেনে শুনে সুদ খায় ও দেয় তাদের উপর, এদের সাক্ষী ও লিখকের উপর কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং অভিশাপ বর্ষণ করবেন। কিয়ামতের দিন অভিশাপ দেবার অর্থ হলো, সেদিন আল্লাহর রাসূল তাদের জন্যে সুপারিশ করবেন না। বরং লায়ান্নাত করবেন। লায়ান্নাত করার অর্থ হলো ধমকিয়ে ও তিরস্কার করে দূরে সরিয়ে দেয়া।

ঘুষখোর ও ঘুষদানকারীর উপর লানত ঃ

(١٢٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَي الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ -

- بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَلرَّاشِيْ 'আররাশী'–ঘুষ দাতা। اَلْمُرْتَشِيْ 'আলমুরতাশী' –ঘুষখোর।

১২৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঘুষখোর এবং ঘুষদাতার উপর আল্লাহর অভিশাপ।" –বুখারী, মুসলিম

(١٢٩) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَي الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ فِي الْحُكْمِ -

- منتقي

শব্দের অর্থ ঃ لَعْنَةُ اللّٰهِ 'লানাতুল্লাহি'–আল্লাহর অভিশাপ।

১২৯। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিচারের ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণকারী এবং ঘুষ প্রদানকারীর উপর আল্লাহর অভিশাপ। –মুনতাকী

ব্যাখ্যা ঃ 'ঘুষ' ঐ জিনিসকেই বলা হয় যা অন্যের অধিকার খর্ব করে নিজের জন্যে অবৈধ সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে কাউকে দেয়া হয়ে থাকে। তবে যে অর্থ নিজের বৈধ অধিকার আদায়ের জন্যে আল্লাহদ্রোহী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীন, বেঈমান কর্মচারী ও কর্মকর্তাদেরকে নিতান্ত অপারগ হয়ে অসন্তুষ্ট চিত্তে দিতে বাধ্য হতে হয় এবং যা না দিলে নিজের অধিকার আদায় করা যায় না। এ অবস্থায় আল্লাহ মু'মিনগণকে এর জন্যে তিরস্কার নাও করতে পারেন। দেশের এরূপ অবস্থা আল্লাহর শাসন জারী ও আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী করার দাবী জোরদার করার পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক।

সন্দেহযুক্ত জিনিস পরিহার করা ঃ

(١٣٠) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَ الْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا اُمُوْرٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَايَشْتَبِهُ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ اَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَءَ عَلٰى مَايَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الْاِثْمِ اَوْشَكَ اَنْ يُّوَاقِعَ مَااسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِيُ حِمَى اللّٰهِ، مَنْ يَّرْتَعُ حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يُّوَاقِعَهُ - بخاري، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ بَيِّنٌ 'বাইয়্যিনুন'–সুস্পষ্ট। بَيْنَهُمَا 'বাইনাহুমা'–তাদের দুইজনের মধ্যে। مُشْتَبِهَةٌ 'মুশতাবিহাতিন'–সন্দেহজনক, অস্পষ্ট। لِمَا اسْتَبَانَ 'লিমা ইসতাবানা'–যা সুস্পষ্ট। اَتْرَكُ 'আতরাকু'–অধিক বর্জনকারী। اِجْتَرَاءَ 'ইজতারাআ'–সাহস করবে। اَنْ يُّوَاقِعَ 'আইউওয়াকিয়া'–পতিত হবে। حِمٰى 'হিমা'–নিষিদ্ধ এলাকা।

১৩০। নু'মান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট। হারামও সুস্পষ্ট। এ দু'য়ের মাঝে আছে কিছু অস্পষ্ট বিষয়। যে ব্যক্তি অস্পষ্ট গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে ব্যক্তি সুস্পষ্ট গুনাহ থেকে অতি সহজে বাঁচতে পারবে। যে ব্যক্তি অস্পষ্ট গুনাহ করার সাহস পাবে, সে ব্যক্তির পক্ষে সুস্পষ্ট গুনাহে লিপ্ত হবার আশঙ্কা রয়েছে। গুনাহ আল্লাহর নিষিদ্ধ এলাকা। যে নিষিদ্ধ এলাকার সীমানায় ঘুরাফেরা করে তার নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথার মর্মার্থ হলো, যে সমস্ত জিনিস হারাম হওয়া সম্পর্কে কোন অকাট্য দলিল নেই। আবার হালাল হওয়া সম্পর্কেও কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। এ সমস্ত জিনিসের কিছু অংশ খারাপ মনে হয়। আবার কিছু অংশ ভালো মনে হয়। এমতাবস্থায় মু'মিনের কর্তব্য হলো এ সমস্ত জিনিসের ধারেকাছে না যাওয়া। একথা

প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে দূরে থাকে, তার প্রকাশ্য হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া অসম্ভব।

অপরপক্ষে যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বস্তুর অবৈধ হবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করার পরেও তা পরিহার না করে বরং তা করার সাহস পায়, তার পক্ষে পরিণামে সুস্পষ্ট হারাম কাজে লিপ্ত হতেও অন্তরে বাধবে না। সুতরাং মনের এ অবস্থা মু'মিনের জন্যে অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ।

"তাকওয়া" অর্জনের উপায় ঃ

(١٣١) عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالاَ بَأْسَ بِهٖ حِذْرًا لِمَابِهِ الْبَأْسُ - ترمذي

শব্দের অর্থ ঃ لاَيَبْلُغُ 'লাইয়াবলুগু'–অন্তর্ভুক্ত হবে না, গণ্য হবে না। يَدَعُ 'ইয়াদাউ'–ছেড়ে দেয়, বর্জন করে। مَالاَبَأْسَ 'মালা বাসা'–যাতে গুনাহ হয়নি। حِذْرًا 'হিজরান'–ভয়ে। لِمَا بِهِ الْبَأْسُ 'লিমা বিহিল বাসু'–গুনাহ আছে।

১৩১। আতীয়া সাদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। আল্লাহর নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না যদি সে গুনাহের শিকারে পরিণত হবার ভয়ে গুনাহীন জিনিস ছেড়ে না দেয়। –তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্মার্থ হলো, এমন অনেক কাজ আছে যা দৃশ্যত মুবাহ। যা করলে কোন গুনাহ হবে না সত্য, কিন্তু পাপের সীমানার সঙ্গে এর সীমা সংযুক্ত হয়ে আছে। এ অবস্থায় সকল বুদ্ধিমান মানুষই অনুভব করতে পারবে যে, এ কাজের শেষ প্রান্ত দিয়ে ঘুরাফিরা করতে থাকলে হঠাৎ পা পিছলে গুনাহের কর্দমাক্ত পংকিল গর্তে পড়ে যেতে পারে। এ আশংকার কারণেই মুবাহ কাজ ছেড়ে দেয়া হয়। যখন কোন মু'মিনের মনে এ অবস্থা

সৃষ্টি হয় তখনই সে হারামে লিপ্ত হবার ভয়ে অনেক হালাল কাজও ছেড়ে দেয়। মনের এ অবস্থাকেই শরীয়তের ভাষায় 'তাকওয়া' বলা হয়। এরূপ অন্তরের অধিকারী মানুষকে আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা থেকে বিরত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। একথা বলা হয়নি যে, "তোমরা আমার দেয়া নির্দিষ্ট সীমারেখা লংঘন করো না। বরং একথাই বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা, তোমরা এ সীমার নিকটবর্তী হয়ো না।"

বিবাহ

বিয়ের জন্য উৎসাহ দান ঃ

(١٣٢) عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَاتَزَوَّجْ فَانَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ لَهُ وِجَاءٌ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يَامَعْشَرَ الشَّبَابُ 'ইয়া মাশারাশ্‌শাবাবু–হে যুবকগণ। اَلْبَاءَةُ 'আল বাআতু'–বিয়ের দায়িত্ব পালনের শক্তি। فَلْيَتَزَوَّجْ 'ফাল ইয়াতাজাওয়াজ'–সে যেনো বিয়ে করে। وِجَاءٌ 'ওয়াজাউন'–সংযম, যৌন ক্ষুধা দাবার শক্তি।

১৩২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুবকদের উদ্দেশে) বলেছেন ঃ হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যার বিয়ের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা ও শক্তি আছে তার বিয়ে করে ফেলা দরকার। কেননা বিয়ে দৃষ্টিকে নিচু রাখে ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। (অর্থাৎ বিয়ে করলে অপর নারীর প্রতি সাধারণত নজর যায় না এবং যৌন প্রবৃত্তিও নিয়ন্ত্রণে থাকে) আর "যার বিয়ের দায়িত্ব পালনের শক্তি নেই তার (মাঝে মধ্যে) রোযা রাখা উচিত। কেননা রোযা যৌন শক্তিকে দমিয়ে রাখে। –বুখারী, মুসলিম

নেক্কার স্ত্রী নির্বাচন ঃ

(١٣٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا - فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ - متفق عليه : اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ تُنْكَحُ 'তুনকাহু'–বিয়ে হয়ে থাকে। اَلْمَرْاَةُ 'আলমারআতু' –মহিলা। لِمَالِهَا 'লিমালিহা'-তার সম্পদের জন্য। لِحَسَبِهَا 'লিহাসবিহা'–তার বংশ মর্যাদার জন্য। لِجَمَالِهَا 'লিজামালিহা'–তার রূপের জন্য। لِدِيْنِهَا–'লিদীনিহা'– তার দ্বীনদারীর জন্য। فَاظْفَرْ 'ফাযফার' –অগ্রাধিকার দাও। تَرِبَتْ يَدَكَ 'তারিবাত ইয়াদাকা'–তোমার কল্যাণ হোক।

১৩৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "চারটি জিনিসের ভিত্তিতে মেয়েদের বিয়ে হয়ে থাকে। তার সম্পদের জন্যে। বংশ মর্যাদার জন্যে। রূপের জন্যে ও দ্বীনদারীর জন্যে। অতএব তোমরা দীনদার নারী বিয়ে করো। তাহলে তোমাদের কল্যাণ হবে। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্মার্থ হলো, বিয়ে করার সময় সাধারণত কোন মেয়ের এ চারটি জিনিসই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কেউ সম্পদের আশায় বিয়ে করে। আবার কেউ স্ত্রীর বংশ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে বিয়ে করে। কেউ আবার বিয়ে করার সময় মেয়েদের দ্বীনদারীকে প্রধান্য দিয়ে থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানগণকে স্ত্রী নির্বাচনের বেলায় তার দীনদারী ও তাকওয়াকেই অগ্রাধিকার দানের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। যদি দীনদারীর সঙ্গে অন্য বৈশিষ্ট্যগুলোও বিদ্যমান থাকে তবে তো খুবই ভালো। পাত্রীর দ্বীনী বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য না করে শুধুমাত্র রূপ-লাবণ্য ও ধন-সম্পদের কারণে বিয়ে মুসলমানের জন্য সঙ্গত নয়।

স্ত্রী নির্বাচনের প্রকৃত মাপকাঠি ঃ

(١٣٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لاَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَي حُسْنُهُنَّ اَنْ

يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوْاهُنَّ لِاَمْوَالِهِنَّ فَعَسٰى اَمْوَالُهُنَّ اَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلٰكِنْ تَزَوَّجُوْهُنَّ عَلَي الدِّيْنِ وَلَاَمَةٌ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِيْنٍ اَفْضَلُ - منتقى

শব্দের অর্থ ঃ لَاتَزَوَّجُوْا 'লাতাজাওয়াজু'–তোমরা বিয়ে করো না। لِحُسْنِهِنَّ 'লিহোসনিহিন্না'–তাদের রূপ লাবণ্যের মোহে। اَنْ يُّرْدِيَهُنَّ 'আঁই ইউরদিয়াহুন্না'–অবাধ্য করতে পারে। اَفْضَلُ–'আফযালু'–উত্তম।

১৩৪। আদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা রূপ-লাবণ্যের মোহে পড়ে নারীদেরকে বিয়ে করো না। হয়তোবা তাদের রূপ-লাবণ্য তাদের জন্যে ধ্বংসকারী হতে পারে এবং ঐশ্বর্যশালিনী হবার কারণেও তাদের বিয়ে করো না। কারণ এমনও হতে পারে যে, তাদের সম্পদ তাদেরকে পাপ ও অবাধ্যতায় নিমগ্ন করবে। বরং তাদের তাকওয়া ও পরহেযগারীর ভিত্তিতেই বিয়ে করবে। কেননা কালো রঙ্গের কুৎসিৎ দাসীও যদি দ্বীনদার হয়, তবে সে উচ্চবংশীয়া সুন্দরী রমণীর চেয়ে উত্তম।"

– মুনতাকী

বিপর্যয়ের কারণ ঃ

(١٣٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْاهُ اِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ - ترمذي

শব্দের অর্থ ঃ خَطَبَ 'খাতাবা'–বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ 'তারদ্বাওনা দীনাহু'–যার দ্বীনদারীতে তারা সন্তুষ্ট। زَوِّجُوْهُ 'যাওরিজুহু'–তার নিকট বিয়ে দাও। فَسَادٌ كَبِيْرٌ 'ফাসাদুন কাবীরুন'–মহা বিপর্যয়।

১৩৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের নিকট যখন এমন কোন লোকের বিয়ের পয়গাম নিয়ে আসে, যার দ্বীনদারী

ও চরিত্র সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট। তাহলে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ো। যদি তা না করো তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও মহাবিপর্যয় সৃষ্টি হবে।"

– তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস আগের হাদীসের মূল বক্তব্য সমর্থনকারী হাদীস। এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, বিয়ের পাত্র-পাত্রীর দ্বীনদারী ও চরিত্রই হলো প্রধান বিবেচনার বিষয়। যদি বিয়ের বেলায় দ্বীনদারী ও চরিত্রের প্রশ্নকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ধন-সম্পদ ও বংশ মর্যাদাকে উপলক্ষ্য করে বিয়ে করা হয় তাহলে মুসলিম সমাজে চরম অকল্যাণ ও মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেবে। কারণ এ সকল লোক এতবেশী দুনিয়ার পূজারী ও ভোগবাদী যে, তাদের দৃষ্টিতে তাকওয়া-পরহেযগারীর কোন গুরুত্ব ও মূল্য নেই। তাদের দ্বারা দ্বীনের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির চিন্তা কি করে করা যেতে পারে ? এ অবস্থাকেই আল্লাহর রাসূল ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয়রূপে অভিহিত করেছেন।

বিয়ের খুতবা ঃ

(١٣٦) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ، عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّشَهُّدَ فِي الصَّلٰوةِ وَ التَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ، وَذَكَرَ تَشَهُّدَ الصَّلٰوةِ قَالَ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، قَالَ وَيَقْرَءُ ثَلاَثَ اٰيَاتٍ فَفَسَّرَ هَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ - ال عمران : ١٣٠

اِتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا (نساء) اِتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْ قَوْلاً سَدِيْدًا - احزاب - ترمذي

শব্দের অর্থঃ عَلَّمَنَا 'আল্লামানা'–তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন। نَسْتَعِيْنُهُ 'নাস্তাঈনুহু'–আমরা তারই কাছে সাহায্য কামনা করি। نَسْتَغْفِرُهُ 'নাস্তাগফিরুহু'–আমরা তার নিকট মাফ চাই। نَعُوْذُ 'নাউজু' –আমরা আশ্রয় চাই। شُرُوْرِ 'শুরুরি'–অন্যায় অনিষ্ট। سَيِّئَاتِ 'সাইয়্যিআতি'–ভুল-ত্রুটি, গুনাহ।

১৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরক নামাযের তাশাহহুদ এবং সাথে সাথে বিয়ের তাশাহুদও শিখিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ নামাযের তাশাহুদ বর্ণনা করার পর বললেন, বিয়ের তাশাহুদ হলো ঃ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ হতে عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ পর্যন্ত।

অর্থাৎ সমুদয় প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা তারই সাহায্য কামনা করি। তাঁর নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির তাড়নায় কৃত অনিষ্টের জন্যে একমাত্র আল্লাহর আশ্রয়েই নিজেদেরকে সমর্পণ করেছি। তিনি যাকে সৎপথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সৎপথে রাখতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারই প্রেরিত পুরুষ ও বান্দা। তারপর তিনি তিনটি আয়াত পাঠ করতেন যা সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনামতে নিম্নরূপ ঃ

١- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ - ال عمران - ١٠٢

٢- يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا - النساء - ١

٣- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا - اَحزاب - ٧ - ١٧ - ترمذي -

প্রথম আয়াতের অর্থ ঃ "ওহে মু'মিনগণ! আল্লাহর গযব থেকে বাঁচার চিন্তা করো এবং আমৃত্যু আল্লাহর হুকুম প্রতিপালনে রত থাকো।"

দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ ঃ "হে লোক সকল! স্বীয় প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করো যিনি তোমাদেরকে একটি জীবন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া বানিয়েছেন এবং তাদের মাধ্যমে দুনিয়ায় অসংখ্য নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এমন সৃষ্টিকর্তার অসন্তুষ্টিকে ভয় করো যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট থেকে নিজেদের অধিকার চেয়ে নিয়ে থাকো এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখো। স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক।"

তৃতীয় আয়াতের অর্থ ঃ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সদা সত্য কথা বলো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের আমলসমূহকে ঠিক করে দেবেন। তোমাদের পাপরাশিও মোচন করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই বিরাট সফলতা অর্জন করবে।–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এটা বিয়ের খুতবা। বিয়ের সময় এ খুতবাই পাঠ করা হয়ে থাকে। এখানে এ খুতবা আনার উদ্দেশ্য একথা বলে দেয়া যে, বিয়ে শুধুমাত্র একটি আনন্দ উৎসবেরই নাম নয়। এটা এমন একটি চুক্তি যা একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তিপত্রে উভয়ের পক্ষ থেকে এক পবিত্র অঙ্গীকার করা হয় যে, আমরা আজ হতে একে অপরের জীবন সাথী ও বিপদে আপদে সাহায্যকারী হয়ে গেলাম। এ চুক্তিপত্র সম্পাদনের সময় আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি মানুষকে সাক্ষী রাখতে হয়।

বিয়ের খুতবায় পঠিত আয়াতসমূহ একথারই পরিষ্কার ইঙ্গিত বহন করে। যদি এ চুক্তিপত্রে উল্লেখিত কোন শর্ত স্বামী কিংবা স্ত্রীর পক্ষ থেকে ভঙ্গ

করা হয় এবং এর কোন ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করা না যায়, তাহলে সে আল্লাহর গযবে পড়বে এবং জাহান্নামের আগুনে শাস্তি পাবে।

উপরের তিনটি আয়াতই মু'মিনদেরকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে। তাদেরকে আল্লাহর গযব থেকে বাঁচার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছে।

মোহর দেয়া ফরয ঃ

(١٣٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهٖ مَاسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ -

- بخارى، مسلم : عقبة بن عمررضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَحَقُّ 'আহাক্কুন' –সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। اَلشُّرُوْط 'আশশুরুতি' –শর্তসমূহ। تُوْفُوْا 'তুফু'–পূরণ করা। اِسْتَحْلَلْتُمْ 'ইসতাহ্লালতুম' –বৈধতা অর্জন করেছো।

(১৩৭) উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শর্তসমূহের মধ্যে ঐ শর্ত পূর করাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যে শর্তের মাধ্যমে তোমরা স্ত্রী সহবাসের বৈধতা অর্জন করলে। – বুখারী, মুসলিম

অল্প মোহর ঃ

(١٣٨) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ اَلاَ لاَتُغَالُوْا صَدَقَةَ النِّسَآءِ فَاِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوٰي عِنْدَاللّٰهِ لَكَانَ اَوْ لاَكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَاعَلِمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِّنْ نِّسَائِهٖ وَلاَ اَنْكَحَ شَيْئًا مِّنْ بَنَاتِهٖ عَلٰى اَكْثَرَ مِنْ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ اُوْقِيَةً -

- بخاري

শব্দের অর্থ ঃ اَلاَ 'আলা'–সাবধান। لاَتُغَالُوْا 'লাতুগালু'–বেশি ধার্য না করা। صَدَقَةً 'সাদাকাতান'–মোহরানা। مُكْرُمَةً 'মুকাররামাতান'–সম্মানের

বস্তু। تَقْوٰى 'তাকওয়া'-আল্লাহর ভয়। اُوْقِيَةٌ 'উকিয়াতা'-আরবী ওজনের পরিমাণ-প্রায় ২৭০ গ্রাম।

১৩৮। ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "হে লোক সকল! (বিয়ের সময়) মেয়েদের জন্যে বিরাট অংকের মোহর ধার্য করো না। কেননা অধিক হারে মোহর দেয়া যদি দুনিয়ায় সম্মান ও ইজ্জত বৃদ্ধির কোন কারণ হতো কিংবা আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা কোন সৎকাজ বলে পরিগণিত হতো তাহলে আল্লাহর রাসূলই হতেন তার অধিক হদকার। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে ১২ উকিয়ার বেশি মোহর দিয়ে কাউকে বিয়ে করেছেন কিংবা তাঁর কোন মেয়েকে ১২ উকিয়ার বেশি মোহর নিয়ে বিয়ে দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।" -বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মুসলমানদেরকে যে বদ রিওয়াজ থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিলেন, তা হলো মানুষ বংশ মর্যাদা ও কৌলিণ্যের অহমিকায় বিরাট বিরাট অংকের মোহর ধার্য করে দেয় যা আদায় করা স্বামীর পক্ষে অসাধ্য। আজীবন এ মোহরানা স্বামীর গলায় ফাঁস হয়ে ঝুলে থাকে। উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এ কারণেই মুসলিম সমাজকে খান্দান ও বংশ মর্যাদার অহেতুক অহমিকা বাদ দিয়ে অনাড়ম্বর জীবন যাপনের উপদেশ দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব জীবনধারাকে নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন। 'এক উকিয়া' সাড়ে দশ তোলা রূপার সমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত নিজে কখনো এ পরিমাণ মোহরের অধিক মোহরানা ধার্য করে কোন নারীকে বিয়ে করেননি এবং নিজের কোন মেয়েকেও বিয়ে দেননি। উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্যে এটা একটি বাস্তব উদাহরণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হাবিবাকে বিয়ে করার সময় যে অধিক মোহর ধার্য করা হয়েছিলো তার জন্যে তিনি দায়ী নন। উম্মে হাবিবার মোহর হাবশার অধিপতি নাজ্জাসী বাদশা নিজে ধার্য করেছিলেন। তিনিই তা আদায় করে দিয়েছিলেন। আর এ বিয়েও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপস্থিতিতে সংগঠিত হয়েছিল।

অল্প মোহরের ফযীলত ঃ

(١٣٩) عَنْ عُقْبَةَ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصُّدَاقِ اَيْسَرُهُ - نيل الاوطار

শব্দের অর্থ ঃ خَيْرٌ 'খায়রুন'–উত্তম। اَلصُّدَاقُ 'আসসুদাকু'–মোহরানা। اَيْسَرُهُ 'আইসারুহু'–বেশি সহজ।

১৩৯। উক্‌বা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মামুলী মোহরই হলো সর্বোত্তম মোহর।" – নায়লুল আওতার

ব্যাখ্যা ঃ অধিক পরিমাণে মোহর ধার্য করার ফলে পারিবারিক জীবনে নানা জটিলতা ও সংকট সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোন কোন স্ত্রী স্বামীর ঘর করতে চায় না। স্বামীও তাকে রাখতে অনিচ্ছুক। তথাপি মোহর আদায়ের প্রশ্ন দেখা দেবে বলে তালাক দিতে পারে না। কারণ মোহর যা ধার্য করা হয়েছে তা আদায়ের সামর্থ স্বামীর নেই। এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক থাকা সত্তেও তাদেরকে একত্রে বসবাস করতে হয়। সুতরাং এ অবস্থায় তাদের ঘরে শান্তির পরিবর্তে চরম অশান্তি দেখা দেয়।

ওলিমায় (বৌভাতে) কাঙ্গালগণকে দাওয়াত না দেয়া অন্যায় ঃ

(١٤٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ - وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ - بخارى، مسلم - ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ شَرُّ الطَّعَامِ 'শাররু তাআমী'–নিকৃষ্ট খাবার। طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ 'তাআমুল ওয়ালীমাতি'–বৌভাত। يُتْرَكُ 'ইউতরাকু'–উপেক্ষা করা হয়। مَنْ تَرَكَ 'মান তারাকা'–যে বিরত রইলো। عَصٰى 'আসা'–নাফরমানী করলো।

১৪০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিকৃষ্টতম খাবার হলো ওই ওলিমার (বৌভাতের) খাবার যেখানে দরিদ্রগণকে বাদ দিয়ে শুধু ধনীগণকে দাওয়াত দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ওলিমার দাওয়াত গ্রহণ করা থেকে বিরত রইলেন সে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করলো। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, বিয়ের পর ওলিমা করা (বৌভাতের অনুষ্ঠান) সুন্নাত। ওলিমার অনুষ্ঠানে যদি এলাকার গরীব কাংগালদেরকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ধনী ও বিত্তশালীগণকে দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে এ উৎসব নিকৃষ্টতম উৎসবে পরিণত হয়। আবার কেউ যদি সঙ্গত কারণ ছাড়া ওলিমার দাওয়াত গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করে তবে তা সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ বলে গণ্য করা হবে।

ফাসিকের দাওয়াত গ্রহণ না করা ঃ

(١٤١) نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِيْنَ ـ مشكوة : عمر ان بن حصن رضـ

শব্দের অর্থ ঃ نَهٰى 'নাহা'–তিনি নিষেধ করেছেন। اِجَابَةٌ 'ইজাবাতুন' –দাওয়াত। اَلْفَاسِقِيْنَ 'আল ফাসেকীনা'–ফাসিক লোকদের।

১৪১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাসিকের দাওয়াত গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ ফাসেক হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-বিধানের তোয়াক্কা না করে বেপরোয়াভাবে তা লংঘন করে। হালাল হারামের কোন পরোয়া করে না। এরূপ ফাসিকের বাড়িতে দাওয়াত রক্ষা করতে যাওয়া নিতান্ত অনুচিত। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের অসম্মান করে দ্বীনদার ব্যক্তির পক্ষে তাকে সম্মান দেয়া কি করে সম্ভব।

বন্ধুর দুশমনকে কখনো বন্ধু করা যায় না। সুতরাং ফাসেক ব্যক্তি যদি কখনো দাওয়াত দেয় তাহলে কল্যাণ কামনার ভঙ্গিতে মু'মিন সুলভ আচরণের মাধ্যমে সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

মানুষের পারস্পরিক অধিকার অধ্যায়

পিতা-মাতার অধিকার

মায়ের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার ঃ

(١٤٢) قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ اَبُوْكَ ؟ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ اُمَّكَ ثُمَّ اُمَّكَ ثُمَّ اَبَاكَ اَدْنَاكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ - بخارى، مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ اَحَقُّ 'মান আহাক্কু'–বেশি হকদার। بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ 'বেহুসনে সাহাবাতী'–আমার থেকে ভালো ব্যবহার পাবার। اُمُّكَ ' উম্মুকা'–তোমার মা। اَبُوْكَ 'আবুকা'–তোমার বাপ। - اَدْنَاكَ فَاَدْنَاكَ 'আদকানা ফাআদনাকা'–ক্রমান্বয়ে তোমার নিকটবর্তী লোকজন।

১৪২। একদা কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে সবচেয়ে ভালো ব্যবহার পাবার অধিকারী কে ? তিনি বললেন, 'তোমার মা'। সে বললো, এরপর কে ? তিনি বললেন, 'তোমার মা'। সে আবার বললো, এরপর কে? তিনি বললেন, 'তোমার মা'। সে আবার বললো, এরপর কে ? তিনি বললেন, 'তোমার বাবা।' অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি দু'বার মায়ের কথা বলে তৃতীয়বার বলেছেন তোমার বাবা। এরপর ক্রমান্বয়ে তোমার নিকটবর্তী লোকজন। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, সন্তানের নিকট বাবার চেয়ে মায়ের মর্যাদাই বেশি। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যেও একথা বুঝা যায়। সুরায়ে লুকমানে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, "আমি মানব জাতিকে পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান

করেছি।" এ নির্দেশ প্রদানের পরক্ষণেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তার মা তাকে দীর্ঘ নয়টি মাস কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে পেটে ধারণ করেছে। তারপরে আরো দু'টি বছর বুকের রক্ত পানি করা পরিশ্রম করে তাকে লালন-পালন করেছে।" এ কারণেই আলেমগণ সর্বসম্মতভাবে মত প্রকাশ করেছেন যে, সম্মান ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে যদিও পিতার অধিকার বেশি কিন্তু সেবা যত্ন পাওয়ার দিক দিয়ে মায়ের দাবীই অগ্রগণ্য।

মাতা-পিতার খিদমতের পুরস্কার জান্নাত ঃ

(١٤٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ اَنْفُهُ، رَغِمَ اَنْفُهُ، رَغِمَ اَنْفُهُ قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدَهُمَا اَوْكِلاَهُمَا ثُمَّ لَمْ يُدْخُلَ الْجَنَّةَ - مسلم : اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ رَغِمَ اَنْفُهُ 'বাগিমা আনফুহু'–তার নাক ধূলীমলিন হোক। قِيْلَ 'কিলা'–বলা হলো। مَنْ 'মান'–কে। اَدْرَكَ 'আদরাকা'–যে পেলো।

১৪৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তার নাক ধুলিমলিন হোক, তার নাক ধুলিমলিন হোক, তার নাক ধুলিমলিন হোক (অর্থাৎ লাঞ্ছিত হোক)।" লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সে ব্যক্তি কে ? অর্থাৎ কার সম্বন্ধে আপনি একথা বলছেন ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার কোন একজনকে কিংবা উভয়কে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও (তাদের খিদমত করে) জান্নাতে প্রবেশ করেনি।"। –মুসলিম

পিতা-মাতার অবাধ্যতা হারাম ঃ

(١٤٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ حُقُوْقَ الاُمَّهَاتِ، وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَّهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ-

শব্দের অর্থ ঃ عُقُوْقَ الأُمَّهَاتِ 'উকুকল উম্মিহাতি'–মাতাপিতার সাথে দুর্ব্যবহার। وَأَدَالْبَنَاتِ 'ওয়াদিল বানাতি'–কন্যা সন্তান জ্যান্ত কবর দেয়া। مَنْعًا 'মানআন'–কৃপণতা। هَاتِ 'হাতি'–দাও।

১৪৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে পিতা-মাতার সাথে দুর্ব্যবহার, কন্যা সন্তান জীবন্ত দাফন এবং লোভ ও কৃপণতা করাকে হারাম করে দিয়েছেন। নিরর্থক কথাবার্তা বলা, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা ও সম্পদ বিনষ্ট করাকে তিনি অপছন্দ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ অতিরিক্ত প্রশ্ন করার অর্থ হলো অনর্থক বাজে ও বেহুদা বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করা। মানুষ যে কথা জানে না এবং যা মানুষের জন্যে জানা দরকার সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তা অতিরিক্ত প্রশ্ন বলে গণ্য করা হবে না। বরং আসল কথা হলো বনী ইসরাঈলগণ গাভী জবাই করা সম্পর্কে মূসা আলাইহিস সালামকে যে ধরনের বাজে, অবান্তর ও খুঁটিনাটি প্রশ্ন করেছিলো সে ধরনের প্রশ্ন না করা। বর্তমান যুগেও দেখা যায় যে, ঐ সমস্ত লোকেরাই দীনের ব্যাপারে নানারূপ বাজে ও অবান্তর প্রশ্ন করে থাকে, যারা ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে প্রস্তুত নয়।

মৃত্যুর পর পিতা-মাতার হক কি ?

(١٤٥) عَنْ اَبِيْ اُسَيْدِنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَيْنَ نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلَمَةَ فَقَالَ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَقِيَ مِنْ اَبَوَيَّ شَيْءٌ اَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَلَ نَعَمْ اَلصَّلٰوةِ عَلَيْهِمَاوَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَاِنْفَذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لاَتُوْصَلُ اِلاَّ بِهِمَا، وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ اَبَوَيَّ 'আবাওয়াই'–মা-বাবা। اَبَرُّهُمَا 'আবাররাহুমা'–প্রদান করবো। اَلاِسْتِغْفَارُ 'আল ইস্তেগফার'–মাগফিরাত কামনা করা। اِنْفَاذُ –পূরণ করা। عَهْدِهِمَا 'আহাদিহিমা'–তাদের ওয়াদা-অঙ্গিকার।

১৪৫। আবু উসাইদ আস্ সাঈদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এ অবস্থায় বনু সালমা গোত্রের একজন লোক তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! পিতা-মাতার ইন্তেকালের পরে আমার উপর তাদের এমন কোন হক বাকি থাকে কি যা আমার পক্ষে আদায় করা দরকার।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, "হাঁ, তাদের জন্যে দোয়া করা। তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা। তাঁদের বৈধ ওসিয়তগুলো পূরণ করা। জীবিত থাকাকালে যাঁদের সঙ্গে পিতা-মাতার বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা ছিলো তাদের সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখা। পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবদেরকে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখা।"–আবু দাউদ

দুধ মায়ের সম্মান ঃ

(١٤٦) عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعْرَانَةِ إِذَا أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ حَتَّى دَنَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ مَنْ هِيَ قَالُوْا هِيَ أُمُّهُ الَّتِيْ أَرْضَعَتْهُ - ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ رَأَيْتُ 'রাআইতু'–আমি দেখেছি। يَقْسِمُ 'ইয়াকসিমু'–তিনি বন্টন করেছেন। أَقْبَلَتْ 'আকবালাত'–সামনে এলো। دَنَتْ 'দানাত'–তার নিকটবর্তী। فَبَسَطَ 'ফাবাসাতা'–তিনি বিছিয়ে দিলেন। رِدَاءَهُ 'রিদাআহু' –তাঁর চাদর। أَرْضَعَتْهُ 'আরদাআতহু'–তিনি তাকে দুধ পান করিয়েছিলেন।

১৪৬। আবু তোফায়েল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জারানা নামক স্থানে গোশত বন্টন করতে দেখলাম। এমন সময় জনৈকা স্ত্রীলোক এসে তাঁর নিকটবর্তী হলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের

চাদর বিছিয়ে দিলে তার উপর তিনি বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? লোকেরা বললো, "ইনি তাঁর মা যিনি তাঁকে দুধপান করিয়েছিলেন।"

—আবু দাউদ

মুশরিক পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা ঃ

(١٤٧) عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ (رضـ) قَالَتْ، قَدِمَتْ عَلَيَّ اُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ قُرَيْشٍ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اُمِّيَ قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ اَفَاَصِلُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ صِلِيْهَا - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ قَدِمَتْ 'কাদিমাত'—তিনি এলেন। عَلَيَّ 'আলাইয়্যা'—আমার নিকট। مُشْرِكَةٌ 'মুশরিকাতুন'—মুশরিক। عَهْدٌ 'আহাদুন'—সন্ধি। رَاغِبَةٌ 'রাগিবাতুন'—আমার নিকট কিছু চান। اَفَاَصِلُهَا 'আফা আসিলুহা' – আমি কি তাকে কিছু দিতে পারি?

১৪৭। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কন্যা আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি (হুদাইবিয়ার সন্ধি) স্থাপিত হবার পর আমার মুশরিক মা (দুধ মা) আমার নিকট আসলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা (মুশরিক দুধ মা) এসেছেন এবং তিনি আমার নিকট কিছু চান। আমি কি তাকে কিছু দিতে পারি? তিনি বললেন, "হাঁ, তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করো।"

—বুখারী, মুসলিম

প্রকৃত সদাচার ঃ

(١٤٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيْ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا -

- بخارى : اِبْنُ عُمَرَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلْوَاصِلُ 'আল ওয়াসিলু'–সদাচারী, আত্মীয় সম্পর্ক রক্ষাকারী। قَطَعَ 'কাতাআ'–ছিন্ন করেছে। رِحْمَهُ–তার আত্মীয়তার সম্পর্ক।

১৪৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের সদাচারের কারণে তাদের সঙ্গে সদাচার করে তাকে প্রকৃত সদাচারী বলা যায় না। বরং প্রকৃত সদাচারী হলো সেই ব্যক্তি যার আত্মীয়স্বজনগণ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরেও সে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা করে।" –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের তাৎপর্য হলো, আত্মীয়-স্বজনের সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করাকে পূর্ণাঙ্গ সদ্ব্যবহার বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহারকারী ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী হলো ঐ ব্যক্তি যার সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনগণ সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। অথচ তিনি তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে সদা সচেষ্ট। যে সকল আত্মীয়-স্বজন তার অধিকার হরণ করেছে তিনি সেসব আত্মীয়গণের হক রক্ষার ব্যাপারে সদাব্যস্ত। এটা মানব মনের এমন এক উচ্চ অবস্থা যা পূর্ণাঙ্গ তাকওয়া ব্যতীত অর্জন করা কোন মতেই সম্ভব নয়।

অপকারের পরিবর্তে উপকার ঃ

(١٤٩) اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِيْ قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنَنِيْ وَاُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ اِلَيَّ وَاَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَيَّ، فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَى ذَالِكَ - مسلم : اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ قَرَابَةٌ 'কিরাবাতুন'–আত্মীয় সম্পর্ক। اَصِلُهُمْ 'আসিলুহুম' –আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করি। يَقْطَعُوْنِيْ 'ইয়াকতাউনী'–তারা

আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। يَجْهَلُوْنَ 'ইয়াজহালুনা'–তারা চিনে না, ভাব প্রকাশ করে, মূর্খতার আচরণ করে। تُسِفُّهُمُ الْمَالَّ 'তুসিফুহুমুল মাল্লা' – তুমি যেনো তাদের মুখে কালিমা লেপন করছো।

১৪৯। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন কিছুসংখ্যক আত্মীয়-স্বজন আছে যাদের সঙ্গে আমি সম্পর্ক রক্ষা করে চলি। তারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তাদের সঙ্গে আমি উত্তম ব্যবহার করি তারা আমার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করে। আমি তাদের সঙ্গে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ ব্যবহার করি। তারা আমার সঙ্গে মূর্খতা ও হঠকারিতাপূর্ণ আচরণ করে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "যদি তুমি তোমার কথা অনুযায়ী সঠিক হয়ে থাকো তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে কালিমা লেপন করছো। যতদিন পর্যন্ত তুমি এরূপ আচরণ করতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তোমাকে তাদের মুকাবিলায় সর্বদা সাহায্য করতে থাকবে।" –মুসলিম

স্ত্রীগণের অধিকার

স্ত্রীর সাথে ব্যবহার ঃ

(١٥٠) عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (رضـ) اَلْقُشَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ اِلاَّ فِيْ الْبَيْتِ ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ مَا حَقُّ 'মা হাক্কুন'–কি অধিকার ? تُطْعِمَهَا 'তুতইমহা'–তুমি তাকে খাওয়াবে। تَكْسُوْهَا 'তাকসুহা'–তাকে

পরাবে। لَاتُقَبِّحْ 'লা তুকাব্বিহ'–অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করবে না। لَا تَهْجُرْ 'লাতাহজুর'–সম্পর্ক ছেদ করবে না।

১৫০। হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কুশাইরী তার পিতা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (মুয়াবিয়া) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! স্বামীর উপর স্ত্রীর কি কি অধিকার রয়েছে?" তিনি বললেন, "তার অধিকার হলো, যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন (যে মানের) কাপড়-চোপড় পরবে তাকেও (সে মানের) কাপড়-চোপড় পরাবে। তার মুখে আঘাত করবে না। অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করবে না এবং গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবে না।"–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ তোমরা যে মানের কাপড়-চোপড় পরিধান করবে, তাদেরকেও সে মানের কাপড়-চোপড় পরিধান করাবে। যে মানের খাবার তোমরা গ্রহণ করবে তাদেরকেও একই মানের খাবারের ব্যবস্থা করে দেবে।

সর্বশেষ বাক্যের অর্থ হলো, যদি স্ত্রীদের পক্ষ থেকে অবাধ্যতা ও দুরাচরণ প্রকাশ পায় তাহলে কুরআনের হিদায়াত অনুযায়ী প্রথম তাদেরকে ভদ্রভাবে বুঝাতে হবে। যদি এতে কাজ না হয় তবে রাতে পৃথক বিছানায় শোবে। কিন্তু এসব কথা বাইরে কারো নিকট প্রকাশ করা যাবে না। কারণ এসব কথা বাইরে প্রকাশ করা ভদ্রতা ও মর্যাদা হানিকর। এরপরও যদি স্ত্রীর আচরণ সংশোধিত না হয়, তবে তাকে মারধোর করা যেতে পারে। কিন্তু মারধোর করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে মুখমণ্ডলে আঘাত না লাগে। হাড় ভেঙ্গে না যায় এবং কোন ক্ষত সৃষ্টি না হয়।

কটুভাষিণী স্ত্রীর সাথে ব্যবহার ঃ

(١٥١) عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ (رض) قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِيْ اِمْرَاَةً فِي لِسَانِهَا شَيْءٌ يَعْنِي

الْبَذَاءَ قَالَ طَلِّقْهَا قُلْتُ اِنَّ لِيْ مِنْهَا وَلَدًا وَلَهَا صُحْبَةٌ قَالَ فَمُرْهَا يَقُوْلُ عِظْهَا، فَاِنْ يَّكُ فِيْهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ وَلاَ تَضْرِبَنَّ ظَعِيْنَتَكَ ضَرْبَكَ اُمَيَّتِكَ ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ اَلْبَذَاءُ 'আলবাযাউ'–অশ্লীলভাষী। طَلِّقْهَا 'তাল্লিক্বহা'–তাকে তালাক দাও। عِظْهَا 'ইযহা'–তাকে উপদেশ দাও। ظَعِيْنَتَكَ 'যায়ী'নাতাকা'–তোমার স্ত্রীকে।

১৫১। লাকীত ইবনে সাবেরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী কটুভাষিণী। তিনি বললেন, "তাকে তালাক দিয়ে দাও।" আমি বললাম, আমি তার সঙ্গে বহু দিন যাবত বসবাস করে আসছি। তার গর্ভে আমার সন্তানও রয়েছে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাকে উপদেশ দিতে থাকো। যদি তার মধ্যে ভালো হবার যোগ্যতা থাকে তাহলে সে তোমার কথা মানবে। সাবধান! দাসী-বাঁদীদেরকে যেভাবে মারধোর করা হয় সেভাবে স্ত্রীকে কখনো মারধোর করো না।" -আবু দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের শেষাংশের উদ্দেশ্য এ নয় যে, চাকর, চাকরাণী ও দাসী-বাদীগণকে যথেচ্ছাভাবে মারধোর করা যাবে। বরং উদ্দেশ্য হলো সাধারণত যেরূপ নির্দয় ও যথেচ্ছাভাবে দাসী-বাদীগণকে মারধোর করা হয় সেভাবে স্ত্রীগণকে মারধোর করা যাবে না। অর্থাৎ বাঁদী ও দাসীগণের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে ঐরূপ ব্যবহার স্ত্রীদের সাথে করা অনুচিত।

স্ত্রীকে প্রহার করা ভাল নয় ঃ

(١٥٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَضْرِبُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ فَجَاءَ عُمَرُ (رضـ) اِلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلٰى اَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ فِيْ ضَرْبِهِنَّ

فَطَافَ بِالِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ اَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَقَدْ طَافَ بِالِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ اَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ اُوْلٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ - ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ لَاتَضْرِبُوْا 'লা তাদরিবু'–মেরো না। اِمَاءَ اللّٰهِ 'ইমাআল্লাহি'–আল্লাহর দাসীদের। ذَئِرْنَ 'যায়িরনা'–স্ত্রীরা স্বামীর মাথায় চড়ে বসেছে। عَلٰى اَزْوَاجِهِنَّ 'আলা আজওয়াজিহিন্না–তাদের স্বামীদের উপর। فَرَخَّصَ 'ফারাখ্খাসা'–অনুমতি দিলেন। فَطَافَ 'ফাতাফা'–তারা আসলো। يَشْكُوْنَ 'ইয়াশকুনা'–তারা অভিযোগ করেছে।

১৫২। আয়াস ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আল্লাহর দাসীগণকে (তোমাদের স্ত্রীগণকে) মারধোর করো না। অতঃপর একদিন উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আপনার নির্দেশানুযায়ী স্বামীগণ তাদের স্ত্রীগণকে মারধোর করা বন্ধ করে দেয়ার ফলে তারা এখন স্বামীদের মাথায় চড়ে বসেছে এবং বেয়াড়া হয়ে গেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের নিকট বহু মহিলা এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে মারধোর করার অভিযোগ পেশ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার স্ত্রীদের নিকট বহু মহিলা এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে গেছে। তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী মারা স্বভাবের লোক তারা ভাল মানুষ নও। –আবু দাউদ

স্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা ঃ

(١٥٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَفْرُكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا اٰخَرَ -

- مسلم : اَبُو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ لايَفْرَكُ 'লা ইয়াফ্‌রাকু'–ঘৃণা করবে না। كَرِهَ 'কারিহা' كره শব্দ থেকে।–খারাপ লাগা। এর থেকেই مكر-মাকরূহ। رَضِيَ 'রাদিয়া'–সন্তুষ্ট হবে, ভালো লাগবে।

১৫৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মু'মিন স্বামী তার মু'মিন স্ত্রীকে ঘৃণা করতে পারে না। যদি তার কোন একটি অভ্যাস পছন্দ নাও লাগে তাহলে তার অন্য কোন স্বভাব তাকে খুশিও করতে পারে।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ স্ত্রী যদি সুন্দরী না হয়। কিংবা তার মধ্যে অন্য কোন দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাহলে তখনি সম্পর্কচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। কেননা সাধারণত দেখা যায় যে, মেয়েদের মধ্যে যদি কোন দিক দিয়ে কোন দোষ থাকে। তাহলে তার মধ্যে অন্যান্য দিক দিয়ে এমন গুণও থাকে, যা দিয়ে সে সহজেই স্বামীর মন জয় করতে পারে। তবে শর্ত এই যে, তাকে সে গুণের বিকাশ সাধনের সুযোগ দিতে হবে। কোন একটি বিশেষ ত্রুটির জন্যে তার বিরুদ্ধে অন্তরে সারা জীবনের জন্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না।

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য ঃ

(١٥٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَاصِ الْجُشَمِيِّ (رضـ) اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ بَعْدَ اَنْ حَمِدَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاَثْنٰي عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ، اَلاَ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ اِلاَّ اَنْ يَّاتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَاِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْا هُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَتَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً، اَلاَ اِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لاَّيُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، لاَ يَاْذَنَّ

فِيْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ اَلاَوَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ اَنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ حَجَّةِ الْوِدَاعِ 'হাজ্জাতিল ওয়িদা'–বিদায়ী হজ্জ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের শেষ হজ্জ। اَثْنٰى 'আসনা'–তিনি প্রশংসা করেছেন। اِسْتَوْصُوْا 'ইস্তাওসূ'–তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। اَعْوَانٍ 'আওয়ানিন'–কয়েদী। بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ 'বিফাহিশাতিম মুবাইয়্যিনাতিন' – প্রকাশ্য অশ্লীলতা। فِى الْمَضَاجِعِ 'ফিল মাদাযিয়ী'–বিছানায়।

১৫৪। আমর ইবনে আহওয়াস জুসামী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের দিন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও কিছু ওয়ায নসীহত করার পর বলতে শুনেছি। "হে লোক সকল! স্ত্রীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো। কেননা তারা তোমাদের নিকট বন্দীর মতো। তাদের সঙ্গে একমাত্র তখনই কঠোর ব্যবহার করা যেতে পারে। যখন তারা প্রকাশ্যভাবে অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। যদি তারা ঐরূপ আচরণ করে তাহলে তাদের থেকে রাতের বেলা বিছানা পৃথক করে নাও এবং এভাবে প্রহার করো যাতে কোন যখম সৃষ্টি না হয়। এ অবস্থায় তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে তাদের কষ্ট দেয়ার জন্যে অন্য পন্থা অবলম্বন করো না। মনে রেখো, স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার আছে। আবার তোমাদের উপরও স্ত্রীদের অধিকার আছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হলো তোমাদের শয্যা এমন কাউকে দিয়ে দলিত-মথিত না করা যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করো। এমন লোককে ঘরে প্রবেশ করতে না দেয়া যাকে তোমরা পছন্দ করো না। শুনো, তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো উত্তম রূপে তাদেরকে খোরপোষ দেয়া। –তিরমিযী

স্ত্রীর জন্য যা খরচ হয় তা সাদকা ঃ

(١٥٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهٖ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَلَهٗ صَدَقَةٌ -

- متفق عليه :اَبُوْ مَسْعُوْدٍ بَدْرِىٌّ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَنْفَقَ 'আনফাক্বা'–খরচ করে। يَحْتَسِبُهَا 'ইয়াহতাসিবুহা'–সে আখেরাতে তার সওয়াব পাবার আশায়। صَدَقَةٌ 'সাদক্বাতুন'–সদক্বাহ।

১৫৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আখিরাতে সওয়াব পাওয়ার আশায় মানুষ পরিবার-পরিজনের জন্যে যা খরচ করে, সবই তার পক্ষে সাদকা হয়ে যায়।–বুখারী, মুসলিম

(١٥٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّضِيْعَ مَنْ يَقُوْتُ - ابو داؤد : عبد الله بن عمرو

শব্দের অর্থ ঃ اِثْمًا 'ইসমান'–গুনাহগার। اَنْ يُضِيْعَ 'আইঁ ইউদ্বীআ'–নষ্ট হতে পারে। مَنْ يَقُوْتُ 'মাইঁ ইয়াকূতু'–যাদের ভরণ-পোষণ দেয়।

১৫৬। রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মানুষকে গুনাহগার বানাবার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, সে ঐ লোকগুলোকে নষ্ট করে দেয়ে যাদেরকে সে খাওয়াচ্ছে।" –আবু দাউদ

স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় বিচারের নির্দেশ ঃ

(١٥٧) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ - ترمذي

শব্দের অর্থ ঃ اِمْرَأَتَانِ 'ইমরাআতানি'–দু' স্ত্রী। فَلَمْ يَعْدِلْ 'ফালাম ইয়া'দিল'–সে ন্যায়বিচার করেনি। بَيْنَهُمَا 'বাইনাহুমা'–তাদের মধ্যে شِقُّهُ سَاقِطٌ 'শিক্বকুহু সাক্বিতুন'–তার অর্ধেক অঙ্গ পতিত।

১৫৭। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তির দুই স্ত্রী থাকে এবং তাদের মধ্যে সে ন্যায় বিচার না করে তাহলে কিয়ামতের দিন সে অর্ধদেহ হয়ে উঠবে।"–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ সে কিয়ামতের দিন অর্ধদেহ নিয়ে উঠার কারণ হলো, দুনিয়াতে সে স্ত্রীর হক আদায় করেনি। সে তারই দেহের অংশ বিশেষ ছিলো। তার সঙ্গে ন্যায় বিচার না করে সে দেহের অর্ধাংশ কেটে ফেলার সমতুল্য অপরাধ করে এসেছে। সুতরাং এ অপরাধের শাস্তিস্বরূপ কিয়ামতের দিন সে অর্ধদেহ বিশিষ্ট হয়ে উঠবে।

স্বামীর অধিকার

কোন ধরনের স্ত্রী জান্নাতবাসী হবে ঃ

(١٥٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْأَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَاوَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ ـ مشكوة : انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلْمَرْاَةُ 'আলমারআতু'–স্ত্রী। صَلَّتْ 'সাল্লাত'–পঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লো। اَحْصَنَتْ 'আহসানাত'–হিফাযত করেছে। فَرْجَهَا 'ফারজাহা'–তার লজ্জাস্থানের। اَطَاعَتْ 'আতাআত'–আনুগত্য করেছে। بَعْلَهَا 'বা'লাহা'–তার স্বামীর।

১৫৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে স্ত্রী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লো। রমযানে রোযা রাখলো। লজ্জাস্থানের হিফাযত করলো। স্বামীর আনুগত্য করলো, সে ইচ্ছা মতো জান্নাতে যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।–মিশকাত

উত্তম স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য ঃ

(١٥٩) قِيْلَ لِرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِيْ تَسُرُّهُ اِذَا نَظَرَ وَتُطِيْعُهُ اِذَا اَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيْ نَفْسِهَا وَلاَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ ـ نسائ : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ تَسُرُّهُ 'তাসুররুহু'–তাকে সন্তুষ্ট করে। نَظَرَ 'নাযারা'–তাকিয়ে। تُطِيْعُهُ 'তুতীউ'হু–তার আনুগত্য করে। لاَتُخَالِفُهُ 'লা-তুখালিফুহু'– তার বিরোধিতা করে না। بِمَايَكْرَهُ 'ইয়াকরাহু'–যা সে অপছন্দ করে।

১৫৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, "কোন ধরনের স্ত্রীলোক উত্তম ?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে স্বামী খুশী হয়। যে স্বামীর আদেশ পালন করে। যে নিজের জান ও মালের ব্যাপারে স্বামীর অপছন্দনীয় আচরণ না করে।" –নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ নিজের মাল বলতে ঐ ধন-সম্পদকে বুঝানো হয়েছে যা স্বামী স্ত্রীকে গৃহের কর্ত্রী হিসেবে সংসার চালনা করার জন্য প্রদান করেছে।

নফল ইবাদতের জন্যে স্বামীর অনুমতি ঃ

(١٦٠) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ جَاءَتْ امْرَاَةٌ اِلٰي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَه فَقَالَتْ زَوْجِيْ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطِّلِ (رضـ) يَضْرِبُنِيْ اِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِيْ اِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّي الْفَجْرَ حَتّٰي تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ، فَقَالَ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا قَوْلُهَا "يَضْرِبُنِيْ اِذَا صَلَّيْتُ" فَاِنَّهَا تَقْرَاُ بِسُوْرَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا، قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتْ سُوْرَةٌ وَاحِدَةٌ لَكَفَتِ النَّاسَ "قَالَ وَاَمَّا قَوْلُهَا" "يُفَطِّرُنِيْ اِذَا صُمْتُ" – فَاِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُوْمُ وَاَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلاَ اَصْبِرُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَصُوْمُ امْرَاَةٌ اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا وَاَمَّا قَوْلُهَا "اِنِّي لاَاُصَلِّي حَتّٰى تَطْلُعُ الشَّمْسُ" فَاِنَّا اَهْلُ بَيْتٍ قَدْعُرِفَ لَنَا ذٰلِكَ لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتّٰي تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَاِذَاسْتَيْقَظْتَ يَاصَفْوَانُ فَصَلِّ - ابوداؤد

শব্দের অর্থ ঃ زَوْجِىْ 'যাওজী'–আমার স্বামী। يَضْرِبُنِىْ 'ইয়াদরেবুনী' – আমাকে মারে। يُفَطِّرُوْنِىْ 'ইউফাতেরুনী'–রোযা রাখলে ভেঙ্গে ফেলতে বলে। حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ–সূর্য উদয়ের আগে। تَقْرَاءُ 'তাকরাউ'–সে পড়ে। لَكَفَتْ 'লাকাফাত'–তাই যথেষ্ট। تَنْطَلِقُ 'তানতালিকু'–একাধারে। لَاأُصَلِّىْ 'লা উসাল্লী'–আমি নামায আদায় করি না। قَدْعُرِفَ 'কাদ উরিফা'–সকলে জানে। لَانَكَادُ نَسْتَيْقِظُ 'লা-নাকাদু নাস্তাইকিযু'–ঘুম হতে জাগতে পারি না।

১৬০। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একদা একজন মহিলা আসলেন। আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মহিলাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (অভিযোগ করে) বললো, "আমার স্বামী সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল নামায পড়লে আমাকে মারে। রোযা রাখলে ভেঙ্গে ফেলতে বলে। সূর্য উদয় হলে ফজরের নামায পড়ে।" আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার স্ত্রীর অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাফওয়ান বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! নামায পড়লে মারধর করি। কারণ "সে প্রত্যেক রাকাআতে দু'টি করে সূরা পড়ে এবং আমি তাকে এভাবে পড়তে বারণ করি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "একটি সূরাই যথেষ্ট।" সাফওয়ান আবার বললেন, "রোযা ভেঙ্গে ফেলতে বলার কারণ হলো সে একাধারে (দিনের পর দিন) রোযা রাখতে থাকে। এ দিকে আমি যুবক মানুষ, ধৈর্য রাখতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখতে পারে না।" অতঃপর সাফওয়ান বললেন, "সূর্য উদয় হলে ফজরের নামায পড়ার কারণ। আমরা ওই গোত্রের লোক যাদের সম্পর্কে সবাই জানে যে, আমরা সূর্য উদয়ের পূর্বে ঘুম হতে জাগতে পারি না।" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে সাফওয়ান! যখনই ঘুম থেকে জাগো নামায পড়ে নিও।" –আবু দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে ঃ

১। ফরয নামায থেকে স্ত্রীদের বিরত থাকতে বাধ্য করা স্বামীর অধিকার নাই। কিন্তু নামায পড়ার বেলায় স্ত্রীগণেরও স্বামীর প্রয়োজনের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কাজের সময় দ্বীনদারীর অতি উৎসাহে লম্বা লম্বা সূরা পড়া পরিহার করতে হবে।

২। নফল নামায পড়ার সময় স্বামীর সুবিধা অসুবিধার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল নামায পড়া ও রোযা রাখা যাবে না।

৩। সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল একজন শ্রমজীবী মানুষ ছিলেন। তিনি রাতে অন্যের জমিতে পানি সেচের কাজ করতেন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যারা রাতের অধিকাংশ সময় এ ধরনের কঠোর পরিশ্রমে লিপ্ত থাকে তারা ফজরের নামায পড়ার জন্যে সঠিক সময়ে জাগতে পারে না। সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এটা কল্পনাও করা যায় না যে, তিনি ফজরের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। এটা হয়তো কদাচিত ঘটে যেতো। অধিক রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করে শোবার পর কেউ ঘুম থেকে জাগিয়ে না তোলার কারণে ফজরের নামায কাজা হয়ে যেতো। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ঘুম থেকে জাগার সঙ্গে সঙ্গে নামায পড়ে ফেলার কথা বলেছেন। যদি তিনি এটা মনে করতেন যে, সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ইচ্ছে করেই নামাযের ব্যাপারে উদাসীন। তাহলে তিনি অবশ্যই ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হতেন।

স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা ঃ

(١٦١) عن اسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَّةِ (رضـ) قَالَتْ مَرَّبِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَافِيْ جَوَارٍ اَتْرَابٍ لِيْ - فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ اِيَّاكُنَّ وَكُفْرَا الْمُنْعِمِيْنَ قَالَ وَلَعَلَّ اِحْدَا كُنَّ تَطُوْلُ اَيْمَاتُهَا مِنْ

اَبَوَيْهَا، ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللّٰهُ زَوْجًا وَيَرْزُقُهَا مِنْهُ وَلَدًا فَتَغْضَبُ الْغَضْبَةَ فَتَكْفُرُ فَتَقُوْلُ مَارَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ـ الادب المفرد

শব্দের অর্থ ঃ مَرَّبِى النَّبِىُّ 'মাররা বিন্নাবীয়্যু'– আমাদের নিকট দিয়ে নবী করীম সা. যাচ্ছিলেন। فَسَلَّمَ 'ফাসাল্লামা'– অতঃপর তিনি সালাম দিলেন। اِيَّاكُنَّ 'ইয়্যাকুন্না' – তোমরা সতর্ক থাকো। اَلْمُنْعَمِيْنَ 'আলমুনয়ামীনা'–সদাচারীগণ। اَيْمَتُهَا 'আইমাতুহা'–তার স্বামীহীন অবস্থা। فَتَغْضَبُ 'ফাতাগযিবু'–তারপর সে ক্রোধান্বীত হয়। فَتَكْفُرُ 'ফাতাকফুরু'–অস্বীকার করে। فَتَقُوْلُ 'ফাতাকুলু'–সে বলে। مَارَأَيْتُ 'মা রাআইতু'–আমি দেখেনি। قَطُّ 'কাত্তুন'–কখনো।

১৬১। আসমা বিনতে ইয়াযীদ আনসারীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার কয়েকজন সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে বসে ছিলাম। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট দিয়ে যাবার সময় সালাম দিয়ে বললেন, "তোমরা সদাচারী স্বামীর নাফরমানী করা থেকে বিরত থেকো।" এরপর তিনি বললেন, "তোমাদের কেউ কেউ বহুদিন পর্যন্ত কুমারী অবস্থায় মা-বাবার বাড়ীতে বসবাস করার পর আল্লাহ তাদের স্বামী দান করেন। তার সন্তানাদি হয়। কোন কারণে হঠাৎ ক্রোধান্বিত হয়ে স্বামীকে বলে বসে "তোমার নিকট এসে আমি জীবনে শান্তি পেলাম না এবং কখনো আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে না।" –আদাবুল মুফরাদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মেয়েদেরকে স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ না হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতার প্রবণতা আমাদের নারী সমাজে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এ কারণেই নারী জাতিকে এ দোষ হতে মুক্ত হওয়ার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

মু'মিনা স্ত্রী স্বামীর সর্বোত্তম সম্পদ ঃ

(١٦٢) عَنْ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ، "الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ" ـ (التوبة ـ ٦٤) كُنَّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ فَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهٖ نَزَلَتْ فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَوْعَلِمْنَا اَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهٗ فَقَالَ اَفْضَلُهٗ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهٗ عَلٰى دِيْنِهٖ - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ لَمَّانَزَلَتْ 'লাম্মা নাযলাত'–যখন নাযিল হলো। يَكْنِزُوْنَ 'ইয়াকনিজুনা' –সঞ্চয় করে। اَلذَّهَبُ 'আযযাহাবু' –সোনা। اَلْفِضَّةُ 'আলফিদ্দাতু' –রূপা। فَنَتَّخِذَهٗ 'ফানাত্তাখিজুহু'–অতএব আমরা তা রাখতাম। اَفْضَلُهٗ–উত্তম সম্পদ। تُعِيْنُهٗ 'তাঈনুহু'–সে তাকে সাহায্য করে।

১৬২। সাওবান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কুরআনের এ আয়াত وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ الخ নাযিল হয়। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। আমাদের কেউ কেউ বললো, সোনা-রূপা জমা করার বিষয়ে এ আয়াত নাযিল হয়েছে (মনে হচ্ছে সোনা-রূপা জমা করা উত্তম নয়)। আমরা যদি জানতে পারতাম কোন্ সম্পদ উত্তম তাহলে ঐ সম্পদই আমরা সংগ্রহ করতাম। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "সর্বোত্তম সম্পদ হলো আল্লাহকে স্মরণকারী জিহ্বা। কৃতজ্ঞ অন্তর ও মু'মিন স্ত্রী। যে আল্লাহর পথে স্বামীকে সাহায্য করে।"-তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো যে, আল্লাহর যিকির জিহবা দ্বারাই করতে হবে এবং ঐ যিকিরই কাম্য, যে যিকির কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আবেগের সঙ্গে করা হয়। কোন মানুষের জন্যে ঐ স্ত্রীই আল্লাহর বড় নিয়ামত যে স্ত্রী দ্বীনদার। স্বামীর অভাব অনটনের সময় তাকে ত্যাগ না করে পরম ধৈর্যের সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে থাকে। আল্লাহর পথে চলার বেলায় স্বামীর জন্য দুর্জয় বাধা না হয়ে সাহায্যকারী পরম বন্ধুরূপে কাজ করে।

নারী গৃহের কর্ত্রী ঃ

(١٦٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالْاَمِيْرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِيَتِهٖ وَالْمَرْاَةُ

رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَالْخَادِمُ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهٖ -

শব্দের অর্থ ঃ كُلُّكُمْ 'কুল্লুকুম'–তোমাদের প্রত্যেকেই। مَسْئُوْلٌ 'মাসউলুন' –জিজ্ঞাসিত হবে। رَعِيَّتِهٖ 'রায়িযাতিহী'–অধীনস্থদের। رَاعٍ 'রায়ীন'–রক্ষক, কর্তা।

১৬৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই যার যার অধীনস্থ লোকজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ সে তার পরিবার-পরিজনের কর্তা। একজন স্ত্রীলোক সেও তার স্বামীর বাড়ীঘর, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্তুতির কর্ত্রী। অতএব তোমরা প্রত্যেকেই কর্তা এবং তোমাদের প্রত্যেককেই সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, "চাকর তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষক।

ব্যাখ্যা ঃ নারীদেরকে তার স্বামীর বাড়িঘর ও সন্তান-সন্তুতির রক্ষক বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, স্বামী শুধু স্ত্রীর খোরপোষেরই জিম্মাদার নয় বরং সে স্ত্রীর দ্বীন এবং আখলাকেরও জিম্মাদার। অপর পক্ষে স্ত্রীর উপর রয়েছে দ্বিগুণ দায়িত্ব। একদিকে তাকে স্বামীর বাড়ি-ঘর ও ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। অপরদিকে ছেলেমেয়েদের লালন-পালনের গুরু দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হয়। কেননা রুজী-রোজগারের অন্বেষায় স্বামী যখন বাইরে থাকে, সন্তান-সন্তুতি তখন বাড়িতে মায়ের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে মিশে থাকে। এ কারণে সন্তান-সন্তুতির শিক্ষাদীক্ষা ও প্রশিক্ষণের অতিরিক্ত দায়িত্ব মাকেই বহন করতে হয়।

সন্তান-সন্তুতির অধিকার

সন্তানের প্রশিক্ষণ

(١٦٤) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهٗ مِنْ نُحَلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ -

- جامع الاصول، مشكوة : سعيد بن العاص

শব্দের অর্থ ঃ مَانَحَلَ 'মানাহালা'–উপহার দেয়নি। وَالِدٌ 'ওয়ালিদুন' –পিতা। وَلَدَهُ 'ওয়ালাদাহু'–তার সন্তানকে। اَفْضَلُ 'আফযালুন' –সর্বোত্তম। اَدَبٌ حَسَنٌ 'আদাবুন হাসানুন'–উত্তম প্রশিক্ষণ বা শিষ্টাচার।

১৬৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতা তার সন্তানকে যা কিছু দান করেন তন্মধ্যে সর্বোত্তম দান হলো সুশিক্ষা ও উত্তম প্রশিক্ষণ। – জামিউল উসুল, মিশকাত

নামাযের জন্য অভ্যস্ত করা ঃ

(١٦٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِيْ الْمَضَاجِعِ -

শব্দের অর্থ ঃ مُرُوْا 'মুরু'–আদেশদাতা। اَوْلَادَكُمْ 'আওলাদাকুম' –তোমাদের সন্তানগণকে। سَبْعُ سِنِيْنَ 'সাবউ সিনিনা'–সাত বছর। عَشَرٌ 'আশারুন'–দশ।

১৬৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানগণকে সাত বছর বয়স হলে নামাযের জন্যে আদেশ করো। নামায না পড়লে দশ বছর বয়সের সময় প্রহার করো। এ বয়সে পৌঁছলেই তাদের শয্যা পৃথক করে দাও।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্মার্থ এই যে, সন্তান যখন সাত বছর বয়সে পৌঁছবে তখনই তাকে নামাযের নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে নামায পড়তে বলতে হবে। দশ বছর বয়স হয়ে গেলেও যদি নামায না পড়ে তবে শাসন করার জন্যে তাদেরকে প্রহার করবে। তাদের নিকট এটা পরিষ্কার করে দিতে হবে যে, "তোমরা নামায না পড়লে আমরা অসন্তুষ্ট হবো।" দশ বছর বয়স হয়ে গেলেই সন্তানদেরকে এক বিছানায় না শুইয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিছানার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সুসন্তান সাদকায়ে জারিয়া ঃ

(١٦٦) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ - مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَاتَ 'মাতা'–মরে যায়। اَنْقَطَعَ 'ইনকাতাআ'–বন্ধ হয়ে যায়। عَمَلُه 'আমালুহু'–তার আমল। صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ 'সাদাকাতুন জারিয়াতুন' –সাদাকায়ে জারিয়া। يَنْتَفِعُ 'ইয়ানতাফিউ'–উপকৃত হবে। بِه 'বিহি'–দ্বারা। وَلَدٌ صَالِحٌ 'ওয়ালাদুন সালেহুন'–নেক সন্তান।

১৬৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের মৃত্যুর পর তার তিন রকমের আমল ব্যতীত সব রকমের আমলই বন্ধ হয়ে যায়। প্রথমতঃ সাদকায়ে জারিয়া। দ্বিতীয়তঃ জনহিতকর শিক্ষা। তৃতীয়তঃ এমন সুসন্তান যে তার জন্যে দোয় করতে থাকে। – মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'সাদকায় জারিয়ার' অর্থ এমন ধরনের জনহিতকর কাজ যার সুফল বহু দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। যেমন পুকুর কাটা। কূপ খনন করা। মুসাফিরদের জন্যে সরাইখানা তৈরি করা। রাস্তার পাশে ছায়াদানকারী বৃক্ষরোপণ করা। মক্তব ও মাদরাসার ব্যবস্থা করা কিংবা কোন কিতাব ওয়াকফ করে যাওয়া ইত্যাদি কাজ সাদকায়ে জারিয়ার অন্তর্গত। যতদিন মানুষ এ ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে উপকার পেতে থাকবে ততদিন সে ছওয়াব পেতে থাকবে।

জনহিতকর শিক্ষার অর্থ হলো, মৃত ব্যক্তি যদি কাউকে সুশিক্ষা দিয়ে যায় কিংবা কোন ধর্মীয় কিতাব লিখে রেখে যায় তাহলে তার ছওয়াবও সে পেতে থাকবে।

তৃতীয় যে কাজটির জন্যে সে ছওয়াব পেতে থাকবে তা হলো তার সন্তান। যাকে সে প্রথম থেকেই সুশিক্ষা প্রদান করেছে। তার চেষ্টা ও তদবীরের ফলেই সে আল্লাহভীরু ও দীনদার হতে পেরেছে। যতদিন পর্যন্ত এরূপ সন্তান দুনিয়ায় জীবিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার কৃত সৎকাজের ছওয়াব

সেও পেতে থাকবে। অধিকন্তু সে সুসন্তান হওয়ার কারণে স্বীয় পিতার মাগফিরাতের জন্যে আল্লাহর দরবারে দোয়াও করতে থাকবে।

কন্যা সন্তানকে সুশিক্ষা দানের সুফল ঃ

(١٦٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَوَي يَتِيْمًا اِلٰي طَعَامِهٖ وَشَرَابِهٖ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ اَلْبَتَّةَ اِلاَّ اَنْ يَّعْمَلَ ذَنْبًا لاَ يُغْفَرُ وَمَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ اَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْاَخَوَاتِ فَاَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتّٰى يُغْنِيَهُنَّ اللّٰهُ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ اِثْنَتَيْنِ؟ قَالَ اَوِ اِثْنَتَيْنِ حَتّٰي لَوْ قَالُوْا اَوْ وَاحِدَةٍ فَقَالَ وَاحِدَةً وَمَنْ اَذْهَبَ اللّٰهُ كَرِيْمَتَيْهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قِيْلَ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَرِيْمَتَاهُ ؟ قَالَ عَيْنَاهُ ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ–'মান'–যে ব্যক্তি। اٰوٰى–আশ্রয় দিয়েছে। اَوْجَبَ اللّٰهُ 'আওজাবাল্লাহু'–আল্লাহ ওয়াজিব করে দেবেন। مِثْلَهُنَّ 'মিছলাহুন্না' –তাদের মতো।

১৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ইয়াতীমকে আশ্রয় দেয়। নিজের সঙ্গে খানাপিনায় শরীক করে। আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত সুনিশ্চিতভাবে ওয়াজিব করে নিয়েছেন। অবশ্য সে যদি এমন কোন পাপ না করে যা ক্ষমার অযোগ্য। যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান কিংবা অনুরূপ তিনটি বোনকে লালন-পালন করেছে। শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে। স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত এদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তার জন্যেও জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছেন। অতঃপর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর

রাসূল! দু'জনের সঙ্গে যদি এরূপ করা হয় ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দু'জন হলেও। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, লোকেরা যদি একজনের সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করতো তাহলে তিনি অবশ্যই বলতেন, "একজন হলেও।" আর যে ব্যক্তির নিকট থেকে আল্লাহ দু'টি উত্তম জিনিস নিয়ে গেছেন তার জন্যেও জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো দু'টো উত্তম জিনিস কি ? তিনি বললেন, তার দু'টো চোখ। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে প্রকারান্তরে একটি কথা বলা হয়েছে। যদি কোন লোকের ছেলে না হয়ে শুধু মেয়েই হতে থাকে তাহলে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করে পরিপূর্ণ স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন-পালন করা উচিত। তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রশিক্ষণ দানে সুশিক্ষিতা করে উপযুক্ত পাত্রে বিয়ে না দেয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে স্নেহ ও মমত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। যে ব্যক্তি তার কন্যা সন্তানদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করবে আল্লাহর রাসূল তার জন্যে জান্নাতের সুখবর দিয়েছেন। অনুরূপভাবে কোন ভাই যদি তার ছোট ছোট বোনদের সাথে দুর্ব্যবহার না করে আদর-যত্ন সহকারে লালন-পালন করে। সুপাত্রে বিয়ে না দেয়া পর্যন্ত এদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতে থাকে। তাহলে তার জন্যেও আল্লাহর রাসূল জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন।

কন্যা সন্তানকে মর্যাদা ও দানের সুফল ঃ

(١٦٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اُنْثٰي فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِي الذُّكُوْرَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ - ابو داؤد : ابن عباس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اُنْثٰى 'উনসা'–মেয়ে সন্তান। فَلَمْ يَئِدْهَا 'ফালাম ইয়ায়িদহা'–সে তাকে মাটিতে পুতে ফেলেনি। لَمْ يُهِنْهَا 'লাম ইউহিনহা'–তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করে। لَمْ يُؤْثِرْ 'লাম ইউসির'–প্রাধান্য দেয়নি। اَدْخَلَهُ 'আদখালাহু' – তাকে প্রবেশ করাবেন।

১৬৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তির কন্যা সন্তান জন্মে এবং সে তাকে অন্ধকার যুগের রীতি অনুযায়ী জীবিত দাফন না করে। তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করে। কোন পুত্র সন্তানকে তার উপর বেশি গুরুত্ব ও মর্যাদা না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করবেন। –আবু দাউদ

কন্যা সন্তান জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের উপায় ঃ

(١٦٩) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ جَاءَ تْنِيْ اِمْرَاةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُنِىْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِيْ غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ، مَنِ ابْتُلِىَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ جَاءَ تْنِىْ 'জাআতনী'–আমার কাছে এলো। تَسْأَلُنِىْ 'তাসআলুনী'–সে আমার কাছে কিছু সাহায্য চাইলো। فَلَمْ تَجِدْ 'ফালাম তাজিদ'–সে পেলো না। غَيْرَ تَمْرَةٍ 'গায়রা তামারাতিন'–একটি খেজুর ব্যতিত।

১৬৯। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন মহিলা তার দুটো কন্যা সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে আমার নিকট এলো এবং তাদের জন্যে কিছু সাহায্য চাইলো। সে সময় একটি খেজুর ব্যতীত আমার ঘরে আর কিছুই পেলাম না। অতঃপর সেই খেজুরটিই আমি তাকে দিয়ে দিলাম। মহিলা খেজুরটিকে দু'ভাগ করে মেয়ে দুটোকে দিয়ে দিলো। নিজে তার একটুও খেলো না। এরপর সে উঠে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি তাকে উক্ত ঘটনা খুলে বললাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যে ব্যক্তি কন্যা সন্তান দ্বারা পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়ে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। কিয়ামতের দিন তারা তার ও জাহান্নামের মাঝখানে দেয়াল হয়ে দাঁড়াবে।"– বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ যাকে পুত্র সন্তান না দিয়ে শুধু কন্যা সন্তানই দিতে থাকেন এটাকেও আল্লাহর নিয়ামত বলে মনে করতে হবে। কেননা আল্লাহ দেখতে চান, পিতামাতা এ কন্যা সন্তানের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন। এরা রোজগার করে তাকে খাওয়াবে না। তাদের সঙ্গে চিরকাল থাকবেও না। এ অবস্থায় এদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হলে কিয়ামতের দিন তারা পিতামাতার জন্যে দোযখ থেকে নাজাতের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

সন্তানদের মধ্যে ন্যায় বিচার ঃ

(١٧٠) عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيْرٍ (رضـ) اَنَّ اَبَاهُ اَتٰي بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ، اِنِّيْ نَحَلْتُ ابْنِيْ هٰذَا غُلاَمًا كَانَ لِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا ؟ فَقَالَ لاَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَعَلْتَ هٰذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ قَالَ لاَ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْدِلُوْا فِيْ اَوْلاَدِكُمْ فَرَجَعَ اَبِيْ فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ فَلاَ تُشْهِدْنِيْ اِذًا فَاِنِّى لاَ اَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ اَيَسُرُّكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا اِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً ؟ قَالَ بَلٰي قَالَ فَلاَ اِذًا ـ بخاري، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ نَحَلْتُ 'নাহালতু'–আমি দান করলাম। غُلاَمًا 'গোলাম' –একটি গোলাম। فَارْجِعْهُ–'ফারজিহু' গোলামটিকে তুমি ফিরিয়ে নাও। اَفَعَلْتَ 'আফাআলতা'–তুমি কি করেছো ? بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ–'বিওয়ালাদিক কুল্লিহিম' তোমার ছেলেদের সাথে। اتَّقُوا اللّٰهَ 'ইত্তাকুল্লাহ'–আল্লাহকে ভয় করো। اِعْدِلُوْا 'ই'দিলু'–সমান আচরণ করো। فَلاَ تُشْهِدْنِيْ 'ফালা তুশহিদনী' –আমাকে সাক্ষী রেখো না। فَاِنِّيْ لاَ اَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ 'ফাইন্নি লাআশহাদু আলা জাওরিন'–আমি অন্যায় কাজে সাক্ষী হবো না।

১৭০। নুমান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমার পিতা (বশীর) আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি গোলাম আছে সেটি আমার এ ছেলেকে দান করলাম।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি তোমার অন্য সব ছেলেকেও এরূপ দান করেছো ?" তিনি বললেন, 'না'। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এ গোলাম তুমি ফিরিয়ে নাও।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তুমি কি তোমার অন্য সব ছেলেদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করেছো ?" তিনি বললেন, "না"। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহকে ভয় করো। ছেলেদের মধ্যে ভেদাভেদ না করে সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করো।" (একথা শুনে) আমার পিতা বাড়িতে ফিরে গেলামটি আমার নিকট থেকে ফেরত নিয়ে নিলেন। অপর একটি বর্ণনায় আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাহলে আমাকে সাক্ষী রেখো না। আমি কোন অন্যায় কাজে সাক্ষী হবো না।" অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার সব ছেলেই তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করুক এটা কি তুমি চাও ?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ চাই।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাহলে এরূপ করো না।" -বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো, নিজের সন্তানদের মধ্যে সমান ব্যবহার না করা অন্যায় ও যুলুম। যদি ছেলেদের মধ্যে সমান ব্যবহার করা না হয় তাহলে পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে। বঞ্চিত সন্তানদের মনে পিতার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হবে।

সন্তানদের জন্যে খরচ করা সওয়াবের কাজ ঃ

(١٧١) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ قُلْتَ، يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ اَجْرٌ لِّيْ فِيْ بَنِيْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنْ اُنْفِقَ عَلَيْهِمْ

وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا ؟ اِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، فَقَالَ نَعَمْ لَكِ اَجْرُمَا اَنْفَقْتِ عَلَيهِمْ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ بَنِىْ 'বানী'–সন্তানদের। اَنْفَقْتُ 'আনফাকতু'–আমি খরচ করি। لَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ 'লাস্তু বিতারিকাতিহিম'–আমি তাদেরকে ছেড়ে দিতে পারি না। اِنَّمَا هُمْ بَنِىَّ 'ইন্নামাহুম বানিয়্যা'–তারা তো আমারই সন্তান। لَكِ اَجْرُ 'লাকি আজরুন'–তুমি সওয়াব পাবে।

১৭১। উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আবু সালমার সন্তানদের জন্যে খরচ করলে আমার সওয়াব হবে কি ? আমি তো তাদেরকে কাংগালের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করতে ছেড়ে দিতে পারি না। তারা তো আমারই সন্তান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "হ্যাঁ তাদের জন্যে তুমি যা খরচ করবে তার জন্যে তুমি সওয়াব পাবে।" –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রথম স্বামীর নাম আবু সালমা। আবু সালমার মৃত্যুর পর উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেছিলেন। এ কারণেই তিনি আবু সালমার ঔরজাত ছেলেমেয়েদের জন্যে খরচ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

নিরূপায় কন্যার ভরণ-পোষণ করা সর্বোত্তম সাদকা ঃ

(١٧٢) اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ اِبْنَتِكَ مَرْدُوْدَةً اِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ -

- ابن ماجه : سراقه بن مالك

শব্দের অর্থ ঃ اَلاَ اَدُلُّكُمْ 'আলা আদুল্লুকুম'–আমি কি তোমাদেরকে বলবে না ? اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ 'আফযালুস সাদাকাতে'–সর্বোত্তম সাদাকা। اِبْنَتُكَ 'ইবনাতুকা'–তোমার কন্যা। مَرْدُوْدَةً 'মারদুদাতুন – তোমার কাছে ফিরে এসেছে। كَاسِبُ 'কাসিবুন' – রোজগারকারী।

১৭২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদের সর্বোত্ত সাদকার কথা বলবো না ? সে হলো তোমার কন্যা। নিরূপায় হয়ে স্বামীর বাড়ি থেকে যে তোমার নিকট ফিরে এসেছে। তুমি ব্যতীত তাকে রোজগার করে খাওয়ানোর মতো কেউ নেই।"–ইবনে মাজা

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ এমন কন্যা কুৎসিত কিংবা অন্য কোন দৈহিক ত্রুটির কারণে যার বিয়ে হয়নি। অথবা বিয়ে হবার পর স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। কিংবা বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে। এরূপ অসহায় মেয়ের জন্যে বাবা যা খরচ করবেন সবই সর্বোত্তম সাদকা বলে গণ্য করা হবে।

ইয়াতীম ছেলেমেয়ের প্রতিপালনের জন্যে দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত থাকা ঃ

(١٧٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَامْرَاَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوْمَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ اِلَي الْوُسْطٰي وَالسَّبَابَةِ اِمْرَاَةٌ اَمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلٰي يَتَامَاهَا حَتّٰي بَاتُوْا اَوْ مَاتُوْا ـ

ـ ابو داؤد ـ عوف بن مالك

শব্দের অর্থ ঃ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ 'সাফআউন খাদ্দাইন'–ঝলসে যাওয়া বিবর্ণ চেহারার মহিলা। اَلْوُسْطٰى 'আলউসতা'–মধ্যমা আঙ্গুল। السَّبَابَةُ 'আসমাবাবাতু'–তর্জনী আঙ্গুল।

১৭৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি এবং বিবর্ণা চেহারার ঐ মহিলা কিয়ামাতের দিন এ দুটো অংগুলির ন্যায় (পাশাপাশি) অবস্থান করবো। (ইয়াযীদ ইবনে যুরাই রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এ হাদীস বর্ণনাকালে মধ্যমা ও শাহাদাত আংগুলের দিকে ইঙ্গিত করলেন)। যে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সুন্দরী যুবতীর স্বামী মারা গিয়েছে এবং সে

স্বামীর ঔরসজাত ইয়াতীম সন্তানাদির প্রতি তাকিয়ে তাদের পৃথক হওয়া কিংবা মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত দ্বিতীয় বিয়ে করা থেকে বিরত রয়েছে।

–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের মর্মার্থ হলো, যদি কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সুন্দরী যুবতী নারী বিধবা হয়ে যায় এবং তার ছোট ছোট সন্তান-সন্তুতি থাকে। এ অবস্থায় সে যদি এ ইয়াতীম বাচ্চাদের প্রতিপালনের জন্যে অন্য স্বামী গ্রহণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং মান-সম্মান বজায় রেখে নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় জীবন কাটিয়ে দেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে জান্নাতে পাশাপাশি অবস্থান করবে।

ইয়াতীমের অধিকার

ইয়াতীমের প্রতিপালন ঃ

(١٧٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِيْ الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا - بخاري : سهل بن سعد رضـ

শব্দের অর্থ ঃ كَافِلٌ 'কাফিলুন'–প্রতিপালনকারী। فَرَّجَ 'ফাররাজা'–ফাঁক রাখলেন। بَيْنَهُمَا 'বাইনাহুমা'–দুই আঙ্গুলের মধ্যে।

১৭৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি এবং ইয়াতীম ও অন্যান্য কাংগালদের প্রতিপালনকারী জান্নাতে পাশাপাশি অবস্থান বরবো। একথা বলে তিনি তাঁর মধ্যমা ও শাহাদাত আংগুল দিয়ে ইশারা করলেন এবং ইশারা করার সময় দু'আঙ্গুলের মাঝে একটু ফাঁক রাখলেন।

–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি স্থানে বসবাস করবে। শুধু ইয়াতীমদের প্রতিপালনকারীরাই এ মর্যাদা পাবে না বরং এমন প্রত্যেক লোকই এ মর্যাদা

পাবে যারা কাংগাল ও আশ্রয়হীনদের পালন-পালনে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে।

সর্বোত্তম ও নিকৃষ্টতম পরিবার ঃ

(١٧٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ اِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ اِلَيْهِ - ابن ماجه - اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ خَيْرُ بَيْتٍ 'খায়রু বাইতিন'–উত্তম পরিবার। شَرُّ بَيْتٍ 'শাররু বাইতিন'–নিকৃষ্টতম পরিবার। يُسَاءُ 'ইউসাউ'–দুর্ব্যবহার।

১৭৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিম পরিবারের মধ্যে ঐ পরিবারই সর্বোত্তম যে পরিবারে একজন ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি সদয় ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে মুসলিম সমাজে সেই পরিবারই নিকৃষ্টতম পরিবার, যে পরিবারে একজন ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়। –ইবনে মাজা।

ইয়াতীম প্রতিপালনের চারিত্রিক উপকারিতা ঃ

(١٧٦) اِنَّ رَجُلاً شَكَا اِلَي النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ قَالَ، اِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَاَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ -

- مشكوة : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ شَكَا 'শাকা'–অভিযোগ করলো। قَسْوَةٌ 'কাসওয়াতুন'–কঠিন। قَلْبُهُ 'কালবুহু'–তার অন্তর, হৃদয়। اِمْسَحْ 'ইমসাহ'–হাত বুলাও। اَطْعِمْ 'আতয়িম'–খাবার দাও।

১৭৬। একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার অন্তরের কাঠিন্য সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, "ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও। আর গরীব-মিসকীনকে খাবার দাও।"

–মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস হতে জানা গেলো, যদি কোন মানুষ অন্তরে কঠোরতা ও নির্দয়তা দূর করতে চায়, তাহলে তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে স্নেহ ও মমতার কাজ শুরু করতে হবে। যদি সে অভাবী ও ইয়াতীম অসহায় লোকদের প্রয়োজন পূরণে আত্মনিয়োগ করে তাহলে ধীরে ধীরে নির্মমতা ও কঠোরতা দূর হয়ে হৃদয়ে কোমলতা ও দয়ামায়া জন্ম নিবে।

দুর্বলের অধিকার

(١٧٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيْفَيْنِ الْيَتِيْمِ وَالْمَرْأَةِ - نسائي، خويلد بن عمرو رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اُحَرِّجُ 'উহাররিজু'–পবিত্র বলে ঘোষণা করছি। حَقَّ'হাক্কুন'–অধিকার। اَلضَّعْفَيْنِ 'আদ্‌দা'ফাইনি'–দু' রকমের দুর্বল।

১৭৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ! আমি দু' রকমের দুর্বল লোকের অধিকারকে পবিত্র বলে ঘোষণা করছি। তাদের একজন ইয়াতীম ও অপরজন নারী। – নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথা বলার ভঙ্গি অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টিকারী। এ ভঙ্গিতেই তিনি জনসাধারণকে ইয়াতীম ও নারী জাতির অধিকার সংরক্ষণের জন্যে উপদেশ দান করেছেন। ইসলাম পূর্ব যুগে আরব বিশ্বে এ দু' শ্রেণীর মানুষের উপরই সবচেয়ে বেশি নির্যাতন ও নিপীড়ন হতো। অনাথ ও ইয়াতীমদের অধিকার হরণ করে সর্বত্রই তাদের উপর চালানো হতো নির্দয় অত্যাচার। এভাবে নারী জাতিরও সে সমাজে কোন মান-মর্যাদা ছিলো না। তারা সবাই নির্যাতিত ও নিগৃহীত হতো।

ইয়াতীমের সম্পত্তিতে অভিভাবকের হক ঃ

(١٧٨) اِنَّ رَجُلاً اَتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ فَقِيْرٌ لَيْسَ لِيْ شَيْءٌ وَلِيَ يَتِيْمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَّلاَ مُبَادِرٍ وَلاَ مُتَاَثِّلٍ - ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ اَتٰى 'আতা'–এলো। كُلْ 'কুল'–খাও। مُسْرِفٍ 'মুসরেফীন'– তাড়াহুড়া করে। مُتَاَثِّلٍ 'মুতাআসসিলীন'–আত্মসাত করা।

১৭৮। একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করলো, আমি একজন নিঃস্ব দরিদ্র লোক। আমার কোন সহায়-সম্পদ নেই। আমার অধীনে একজন (সম্পদশালী) ইয়াতীম আছে। (আমি কি তার সম্পদ থেকে কিছু পেতে পারি ?) তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার অধীনস্থ ইয়াতীমের মাল অপব্যয়, তাড়াহুড়া ও আত্মসাতের চিন্তা না করলে নিজের জন্য খরচ করতে পারো।–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ যদি কোন ইয়াতীমের অভিভাবক সম্পদশালী হয় তাহলে কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী ইয়াতীমের সম্পদ থেকে নিজের খরচের জন্যে কিছুই নিতে পারবে না। অভিভাবক যদি দরিদ্র ও অভাবী হয় আর ইয়াতীম যদি সম্পদশালী হয় তাহলে অভিভাবক সে সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে ও তা বাড়ানোর চেষ্টা চালাবে এবং তা থেকে প্রয়োজনানুসারে নিজের খরচ গ্রহণ করবে। কোন ইয়াতীমের সম্পদ এমনভাবে খরচ করা জায়েয নয় যাতে সে বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই তার যাবতীয় সম্পদ শেষ হয়ে যায়। ইয়াতীমের সম্পদকে কোন অভিভাবক নিজের সম্পত্তিতে পরিণত করতে পারবে না। যে ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করে নিজের সম্পদ বানিয়ে নেয় কিংবা ইয়াতীমের বয়োঃপ্রাপ্তির পূর্বেই তার সমস্ত সম্পদ লুটেপুটে খেয়ে সাবাড় করে দেয় তার পরিণাম খুবই খারাপ।

আল্লাহ তায়ালা ইয়াতীমের ধন-সম্পদ সম্পর্কে সূরায়ে নিসায় যে আদেশ দিয়েছেন এ হাদীসে তাই উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَاتَاْكُلُوْهَا اِسْرَفًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ـ النساء ـ ٦

অর্থাৎ অপরিমিতভাবে ও তাদের বড় হয়ে যাবার ভয়ে ইয়াতীমের মাল তাড়াহুড়া করে খেয়ে ফেলো না। তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী তারা ইয়াতীমের সম্পদ খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যারা অভাবী ও দরিদ্র তারা নিয়ম মাফিক খরচ করতে পারবে।

পালনাধীন ইয়াতীমকে শাসন করা ঃ

(١٧٩) عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اَضْرِبُ يَتِيْمِيْ؟ قَالَ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ وَلاَ مُتَاَثِّلاً مِّنْ مَالِهِ مَالاً - معجم طبراني

শব্দের অর্থ ঃ اَضْرِبُ 'আদরিবু'–আমি মারধোর করতে পারি। وَلَدَكَ 'ওয়ালাদাকা'–তোমার ঔরসজাত সন্তানকে। مَالَكَ 'মালাকা'–তোমার সম্পদ।

১৭৯। জাবির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পালনাধীন ইয়াতীমকে কি কি কারণে মারধোর করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যে সমস্ত কারণে তুমি তোমার ঔরসজাত সন্তানকে মারতে পারো। সাবধান! তোমার সম্পদ বাঁচানোর জন্যে তার সম্পদ নষ্ট করো না এবং তার সম্পদ দিয়ে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করো না। –মুজামে তিবরানী

ব্যাখ্যা ঃ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে নিজের সন্তানকে মারধোর করা যেতে পারে। অধীনস্থ ইয়াতীমকেও লেখাপড়া এবং আদব তমিজ শিক্ষাদানের জন্যে শাসন করা যাবে। অনর্থক নিজের ছেলেমেয়েদেরকেই মারধোর করা সুন্নাতের পরিপন্থী অন্যায় কাজ। আর ইয়াতীমকে অযথা মারধোর করাতো আরো জঘন্য অপরাধ।

মেহমানের অধিকার

মেহমানদারী করা ঈমানের দাবী

(١٨٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ - بخاري، مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ يُؤْمِنُ 'ইউমিনু'–বিশ্বাসী। فَلْيُكْرِمْ 'ফালইউকারিম'–সে যেনো মেহমানদারী করে। ضَيْفَهُ 'দাইফাহু'–মেহমানের।

১৮০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী তার উচিত মেহমানের মেহমানদারী করা।

–বুখারী, মুসলিম

মেহমানদারীর সময়সীমা ঃ

(١٨١) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَالِكَ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَّثْوِيَ عِنْدَهُ حَتّٰي يُحْرِجَهُ - متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ جَائِزَه 'জায়িজুহু'–তার আপ্যায়ন করা। اَلضِّيَافَةُ 'আদদিয়াফাতুন'–মেহমানদারী। لَايَحِلُّ 'লা ইয়াহিল্লু'–জায়েয নয়।

১৮১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে, "আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তির উচিত মেহমানের মেহমানদারী করা। প্রথম দিন পুরস্কার ও উপহারের দিন। তিন দিন মেহমানকে উত্তম খানাপিনায় আপ্যায়িত করতে হবে। আতিথেয়তা তিন দিন (অর্থাৎ ২য় ও ৩য় দিন জাঁক-জমকপূর্ণ খানা-পিনার ব্যবস্থা করা নীতিগতভাবে জরুরী নয়) এরপর সে (অতিথির জন্য) যা করবে সবই তার পক্ষে সাদকা বলে গণ্য করা হবে। মেহমানের পক্ষে মেজবানের নিকট এর চেয়ে বেশি দিন অবস্থান করে তাকে অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় ফেলা জায়েয নয়। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মেহমান মেজবান উভয়কে উপদেশ দেয়া হয়েছে। মেহমানকে উপযুক্তভাবে আপ্যায়ন করার জন্যে মেজবানকে বলা হয়েছে। শুধু খানাপিনার কথাই বলা হয়নি বরং হাসিমুখে কথা বলা ও উৎফুল্ল চিত্তে স্বাগত জানানো মেহমানদারীর অন্তর্ভুক্ত।

মেহমানকে এভাবে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, সে যখন কোথাও মেহমান হয়ে যাবে তখন একই বাড়িতে দিনের পর দিন মেহমান সেজে বসে থেকে মেজবানের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করবে না। মুসলিম শরীফের অপর

একটি হাদীসে এ হাদীসটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে। সে হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন মুসলমানের জন্যে তার কোন ভাই-এর বাড়িতে দিনের পর দিন অবস্থান করে তাকে অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় ফেলা জায়েয নয়।" লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, "হে আল্লাহর রাসূল ? সে কিভাবে তাকে পেরেশান করবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "সে এখানে মেহমান সেজে অবস্থান করতে থাকবে আর তার আদর আপ্যায়নের জন্যে মেজবানের কাছে কিছুই না থাকলে সে পেরেশান হয়ে উঠবে।"

প্রতিবেশীর অধিকার

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া বেঈমানী ঃ

(١٨٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللّٰهِ لاَيُؤمِنُ، وَاللّٰهِ لاَيُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ - متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ لاَيُؤْمِنُ 'লাইউমিনু'–সে মু'মিন নয়। وَاللّٰهِ 'ওয়াল্লাহী'–আল্লাহর কসম। قِيْلَ 'কীলা'–জিজ্ঞেস করা হলো। اَلَّذِى لاَيُؤْمَنُ ' আল্লাযী লাইউমানু'–যারা নিরাপদ নয়। جَارُهُ 'জারুহু'–তার প্রতিবেশী। بَوَائِقَهُ - 'বাওয়ায়িকাহু'–তার কষ্ট।

১৮২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর শপথ, সে মু'মিন নয়। আল্লাহর শপথ, সে মু'মিন নয়। আল্লাহর শপথ, সে মু'মিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে সে ব্যক্তি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশীগণ নিরাপদ নয়। –বুখারী, মুসলিম

প্রতিবেশীর মর্যাদা ঃ

(١٨٣) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰي ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوْرِثُهُ - متفق عليه : عائشة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَازَالَ 'মাযালা'–একাধারে। يُوْصِيْنِيْ 'ইউসিনী' –আমাকে তাকীদ, উপদেশ করতেই ছিলেন। بِالْجَارِ 'বিলজারি'– প্রতিবেশিদের সম্পর্কে। سَيُوَرِّثُهُ 'সাইউওয়াররিসুহু'–প্রতিবেশীকে উত্তরাধীকার বানিয়ে দেয়া হবে।

১৮৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিবরীল আলাইহিস সালাম একাধারে আমাকে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্যে তাকিদ করতেই ছিলেন শেষ পর্যন্ত আমার ধারণা হলো যে, অচিরেই হয়তো এক প্রতিবেশীকে অপর প্রতিবেশীর উত্তরাধিকার বানিয়ে দেয়া হবে। –বুখারী, মুসিলম

মু'মিনের প্রতিবেশী উপবাস থাকতে পারে না ঃ

(١٨٤) عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهِ - مشكوة -

শব্দের অর্থ ঃ بِالَّذِىْ يَشْبَعُ 'বিল্লাজী ইয়াশবাউ'–যে পেট পুরে খায়। جَارُهُ 'জারুহু'–তার প্রতিবেশী। جَائِعٌ 'জায়েউন'–না খেয়ে উপোষ থাকে।

১৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সে ব্যক্ত মু'মিন নয় যে ব্যক্তি পেটপুরে খায় আর তার প্রতিবেশী তার পাশে না খেয়ে উপোষ থাকে। –মিশকাত

প্রতিবেশীর খবরাখবর নেয়া ঃ

(١٨٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَااَبَاذَرٍّ (رضـ) اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَلَكْثِرْ مَاءَ هَاوَ تَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اِذَاطَبَخْتَ 'ইজা তাবাখতা'–তুমি তরকারী পাকাবে। مَرَقَةً فَاَكْثِرْ 'মারাকাতান ফাআকসির'–তখন এতে একটু বেশি করে পানি দিও। تَعَاهَدْ 'তাআহাদ'–খোঁজখবর নিও। جِيْرَانَكَ–তোমার প্রতিবেশীর।

১৮৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বললেন ঃ হে আবু যর! যখন তুমি তরকারী পাকাবে তখন এতে একটু পানি বেশি দিও। তোমার প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নিও।–মুসলিম

প্রতিবেশীদের নিকট উপহার বিনিময়ের গুরুত্ব ঃ

(١٨٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَاتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ - متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ لَاتَحْقِرَنَّ 'লাতাহকিরান্না'–তুচ্ছ মনে করবে না। فِرْسِنُ 'ফিরসিনুন'–পায়া। شَاةٍ 'শাতিন'–ছাগল।

১৮৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশিনীকে উপহার দেয়ার ব্যাপারে উপেক্ষা করবে না। যদিও সে উহার কোন বকরীর পায়ের একটি পায়াও হয়।"- বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মেয়েরা স্বভাবত কোন সামান্য জিনিস তার প্রতিবেশির ঘরে পাঠাতে চায় না। তারা সর্বদাই কোন উত্তম জিনিস পাঠাতে চায়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী জাতিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, ছোট-খাট এবং সামান্য জিনিস হলেও প্রতিবেশীর নিকট পাঠিয়ো। যদি কোন মহিলার নিকট প্রবিতেশীর পক্ষ থেকে সামান্য জিনিসও উপহার হিসেবে আসে তাহলে উৎসাহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে তা গ্রহণ করো। এটাকে তুচ্ছ মনে করো না এবং সমালোচনাও করো না।

সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রতিবেশী ঃ

(١٨٧) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَاِلٰي اَيِّهِمَا اُهْدِيْ ؟ قَالَ اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا - بخاري

শব্দের অর্থ ঃ جَارَيْنِ 'জারাইনি'–দুইজন প্রতিবেশী। اُهْدِىْ 'আহদী' –আমি উপহার পাঠাবো। اَقْرَبِهِمَامِنْكَ بَابًا 'আকরাবিহিমা মিনকা বাবান'–দরজার দিক দিয়ে যে তোমার বেশি নিকটবর্তী।

১৮৭। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। তাদের মধ্যে কার নিকট উপহার পাঠাবো ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "দরজার দিক দিয়ে যে বেশি তোমার নিকটবর্তী। – বুখারী

প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচারের পন্থা ঃ

(١٨٨) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّحِبَّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهُ اِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَا ئْتُمِنَ وَالْيُحْسِنُ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ - مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ سَرَّهُ 'মান সাররাহু'–যে চায়, খুশি হয়। اَنْ يُّحِبَّهُ 'আন ইউহিব্বাহু'–তাকে ভালোবাসুক। فَلْيَصْدُقْ 'ফালইয়াসদুক'–সে যেনো সত্য কথা বলে।

১৮৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চায় আল্লাহ ও তার রাসূল তাকে ভালবাসুক তাহলে তার উচিত কথা বলার সময় সত্য কথা বলা। আমানতদারের আমানত ফিরিয়ে দেয়া। প্রতিবেশীর সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা। –মিশকাত

প্রতিবেশীর সাথে ব্যবহারের পরিণাম জান্নাত কিংবা জাহান্নাম ঃ

(١٨٩) قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فُلاَنَةً تُذْكَرُمِّنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا، غَيْرَ اَنَّهَا تُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَّ فُلاَنَةَ تُذْكَرُ قِلَّةُ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَانَّهَا تَصَدَّقُ بِالْاَثْوَارِ مِنَ الْاَقِطِ وَلاَ تُؤْذِيْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا، قَالَ هِيَ فِيْ الْجَنَّةَ - مشكوة : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ تُذْكَرُ 'তুযকারু'–বিখ্যাত, আলোচিত। تُؤْذِىْ 'তুযী' –কষ্ট দেয়। جِيْرَانَهَا 'জিরানাহা'–তার প্রতিবেশীকে। فُلاَنَةً 'ফুলানাতান'–অমুক। قِلَّةُ 'কিল্লাতুন'–কম। بِالْاَثْوَارِ 'বিল আসওয়ারী' –ছোট টুকরা। اَلْاَقِطُ 'আলআকতু'–পানীয়।

১৮৯। একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করলো, "হে আল্লাহর রাসূল! অমুক স্ত্রীলোকটি অধিক নামায, অধিক রোযা ও অধিক দান খয়রাতের জন্যে বিখ্যাত কিন্তু সে প্রতিবেশীকে মুখ দ্বারা কষ্ট দেয়।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সে জাহান্নামে যাবে।" সে আবার আরজ করলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! অমুক স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, সে নামায কম পড়ে, রোযা কম রাখে এবং দান কম করে। কিন্তু মুখের ভাষা দিয়ে কোন প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সে জান্নাতবাসিনী হবে।" –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ প্রথমোক্ত স্ত্রীলোকটির জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হলো সে প্রতিবেশীর অধিকার হরণ করেছে। ব্যবহার, আচার-আচরণ ও কথাবার্তা দ্বারা কোন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া, জ্বালাতন না করাও প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর কর্তব্য। এ স্ত্রীলোকটি প্রতিবেশীর প্রতি তার দায়িত্ব পালন করেনি এবং প্রতিবেশীর নিকট থেকে তার এ অপরাধের জন্যে ক্ষমাও চেয়ে নেয়নি। সুতরাং এ অপরাধের জন্যেই তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

কিয়ামতের প্রথম মুকদ্দামা–প্রতিবেশীর ঝগড়া ঃ

(١٩٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ - مشكوة - عقبة بن عامر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ خَصْمَيْنِ 'খাসমাইনি'–দু ব্যক্তির মামলা। جَارَانِ 'জারানি'–দুই প্রতিবেশী।

১৯০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন যে দু' ব্যক্তির মামলা সর্বপ্রথম পেশ করা হবে তারা হলো দু'জন প্রতিবেশী। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের অধিকার হরণ সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বপ্রথম এমন দু' ব্যক্তিকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে যারা দুনিয়ায় একে অপরের প্রতিবেশী ছিলো। কিন্তু দুনিয়ায় প্রতিবেশীর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিলো তা পালন না করে একে অপরের সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত ছিলো। একে অপরের উপর অত্যাচার করেছে ও নিপীড়ন চালিয়েছে। সুতরাং এ দু' ব্যক্তির মামলাই আল্লাহর দরবারে সর্বপ্রথম পেশ করা হবে।

ফকীর ও মিসকীনদের অধিকার

নিঃস্ব কাংগালদের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক ঃ

(١٩١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَابْنَ اٰدَمَ اَسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ اُطْعِمُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِى فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ؟ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ اَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَّ ذَالِكَ عِنْدِىْ، يَا ابْنَ اٰدَمَ اِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِىْ، قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَسْقِيْكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ اِسْتَسْقَاكَ عَبْدِى فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ اَمَا لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَّ ذَالِكَ عِنْدِىْ ـ مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اِسْتَطْعَمْتُكَ 'ইস্তাতআমতুকা'–আমি তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলাম। فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ 'ফালাম তুতইমনি'–তুমি আমাকে খাবার

দাওনি। أُطْعِمُكَ 'উতএমুকা'–আমি তোমাকে খাওয়াবো। اِسْتَطْعَمَكَ 'ইস্তাতআমাকা' – তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলো।

১৯১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ (মানুষকে লক্ষ্য করে) বলবেন ঃ "হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি।" সে ব্যক্তি নিবেদন করবে, "হে আমার প্রতিপালক। আমি তোমাকে কিভাবে খাওয়াতে পারি! তুমিই তো সমগ্র সৃষ্টির পালনকর্তা।" আল্লাহ বলবেন, "তুমি কি জান না ? আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাবার চেয়েছিল। তুমি তাকে খাবার দাওনি। তোমার কি জানা ছিল না, যদি তাকে সেদিন খাওয়াতে তাহলে আজ সে খাবার আমার নিকট পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি পান করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে আরজ করবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কিভাবে তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করতাম! তুমিই তো সমস্ত বিশ্বজাহানের পালনকর্তা। আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিলো। তুমি তাকে পানি দাওনি। যদি তুমি সেদিন তাকে পানি পান করাতে তাহলে সে পানি আজ আমার এখানে পেতে।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো। ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়া ও তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা নিবারণ করা অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ। এ ধরনের সৎকাজের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা যায়।

ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান ঃ

(١٩٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَائِعًا ـ مشكوة ـ انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ 'আফযালুস সাদাকাতি'–সর্বোত্তম সাদকা। اَنْ تُشْبِعَ 'আন তুশবিআ'–পেটপুরে খাওয়ানো। جَائِعًا 'জায়িয়ান'–ক্ষুধার্তকে।

১৯২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম সাদকা হলো কোন ক্ষুধার্তকে পেটপুরে খাওয়ানো। –মিশকাত

সাহায্য প্রার্থীর সাথে আচরণ ঃ

(١٩٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوْا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ - مشكوة : انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ رُدُّوْا 'রুদ্দু' –কিছু না দিয়ে বিদায় করো। اَلسَّائِلَ 'আসসায়িলা' –সাহায্য প্রার্থীকে। بِظِلْفٍ 'বিজিলফিন'–পায়া। مُحْرَقٍ 'মুহরাকীন'–ঝলসানো।

১৯৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাহায্য প্রার্থীকে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করো যদি সেটা ঝলসানো পায়াও হয়। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যদি কোন দরিদ্র সাহায্যপ্রার্থী তোমার দরজায় সাহায্যের জন্যে আসে, তবে তাকে বিমুখ করে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ো না। কিছু না কিছু দেয়ার জন্যে অবশ্যই চেষ্টা করো। ঘরে যদি দেয়ার মতো কোন ভাল জিনিস না থাকে তবে যৎসামান্য জিনিস হলেও হাতে দিয়ে দিও। তবু খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ো না।

সহানুভূতি পাবার যোগ্য মিসকিন ঃ

(١٩٤) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَي النَّاسَ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلٰكِنِ الْمِسْكِيْنَ الَّذِيْ لَايَجِدُ غِنًي يُغْنِيْهِ وَلاَ يَفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ - بخاري، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يَطُوْفُ 'ইয়াতুফু'–দ্বারে দ্বারে ঘুরা। عَلَى النَّاسِ 'আলান্নাসি'–লোকদের কাছে। تَرُدُّهُ 'তারুদ্দুহু'–তাকে বিদায় দেয়া হয়। وَلاَيَفْطَنُ لَهُ 'ওয়ালা ইউফতানু লাহু'–তার বিষয়ে কিছু বুঝে না। فَيَتَصَدَّقُ 'ফাইয়াতাসাদ্দাকু'–তারপর তাকে সাদকা দিবে। فَيَسْئَلُ 'ফাইয়াসআলু' –সে ভিক্ষা করবে।

১৯৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে ব্যক্তি মিসকীন নয় যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে একমুঠো দু'মুঠো করে খাবার চেয়ে ও একটি দু'টো করে খেজুর সংগ্রহ করে বেড়ায়। সত্যিকারের মিসকীন হলো ঐ ব্যক্তি যার প্রয়োজন পূরণের মতো সম্পদ নেই এবং লোকেরাও তার অভাবের কথা না জানার কারণে সাহায্য করতে পারে না। সে মানুষের কাছেও হাত পেতে ফিরে না। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে আল্লাহর রাসূল মুসলিম জাতিকে এ উপদেশ দিয়েছেন যে, সাহায্য করার জন্যে এমন ধরনের লোককে খুঁজে বের করতে হবে যারা দরিদ্র ও অভাব অনটনে জর্জরিত। কিন্তু সম্ভ্রম ও আত্মসম্মান বোধের কারণে কারো কাছে হাত পাততে পারে না। মিসকীনদের ন্যায় চেহারা করে ঘুরতেও পারে না। এ ধরনের অভাবী ও দরিদ্রকে খুঁজে খুঁজে বের করে সাহায্য করা অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ।

বিধবা ও মিসকীনদের প্রতি লক্ষ্য রাখার ফযীলত ঃ

(١٩٥) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِيْ عَلَي الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَحْسِبُهُ، قَالَ وَكَالْقَائِمِ الَّذِيْ لَايَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ الَّذِيْ لاَ يُفْطِرُ - بخاري : ابو هريرة

শব্দের অর্থ ঃ اَلسَّاعِيُ 'আসসায়িউ'–চেষ্টা তদবীরকারী। اَلاَرْمَلَةِ 'আল আরমালাতি'–বিধবা। اَحْسَبُهُ قَالَ 'আহসাবুহু কালা'–আমার মনে হয় তিনি বলেছেন। لاَيُفْتُرُ 'লা ইয়াফতুরু'–সে ক্লান্ত হয় না।

১৯৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিধবা ও মিকীনদের (অভাব অনটন দূর করার) জন্য চেষ্টা-তদবীরকারীর মর্যাদা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। (আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন) আমি মনে করি তিনি বলেছেন, "ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সারা রাত জেগে আল্লাহর বন্দেগী করে এবং ইফতার না করে একাধারে রোযা রাখে।" –বুখারী, মুসলিম

চাকর-বাকরের অধিকার ঃ

(١٩٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَمْلُوْكِ طَعَمُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ اِلاَّ مَايُطِيْقُ - مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ لِلْمَمْلُوْكِ 'লিলমামলুকি'–দাস-দাসীদের জন্য। لاَيُكَلَّفُ 'লাইউকাল্লাফু'–কষ্ট দেয়া যাবে না। مَا يُطِيْقُ 'মাইউতিকু'–সাধ্যানুযায়ী।

১৯৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দাস-দাসীদের অধিকার হলো, তাদেরকে খাদ্য ও পোশাক দেয়া। তাদের উপর এমন কাজের বোঝা চাপাবে না যা বহন করার শক্তি তাদের নেই। –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মূল হাদীসে 'মামলুক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ দাস-দাসী। ইসলাম পূর্ব আরব সমাজে দাস প্রথা প্রচলিত ছিলো। মানুষ দাস-দাসীদের সঙ্গে মানবেতর ব্যবহার করতো। তাদেরকে ঠিকমতো খাদ্য ও পোশাক সরবরাহ করতো না। অধিকন্তু তাদের উপর সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতো।

ইসলামের অভ্যুদয়ের সময়ও এ প্রথা বর্তমান ছিলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানগণকে তাদের সংগে মানবিক আচার-আচরণ করার জন্যে বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছেন। তাদেরকে ওই জিনিসই খাওয়াতে বলেছেন যা নিজেরা খাবে। ঐ ধরনের কাপড়ই পরাতে বলেছেন যা তারা নিজেরা পরিধান করে। তার সামর্থ অনুযায়ী কাজ দেবার জন্যে বলেছেন।

যে সমস্ত চাকর-বাকর সারাদিন মনিবের খেদমতে লিপ্ত থাকে তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। চাকর-বাকরদের সঙ্গে আচার-আচরণ করার ক্ষেত্রে আবু কালাবা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর হাদীসটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আবু কালাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু গভর্নর থাকাকালীন সময়ে জনৈক ব্যক্তি তার নিকট এসে দেখলো, তিনি আটা খামির করছেন। নিজ হাতে আটা খামির করার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, "আমার চাকরটিকে একটি কাজের জন্যে

বাইরে পাঠিয়েছি। আর আমি এটা পছন্দ করি না দু'টো কাজের ভারই একা তার উপর পড়ুক।"

ভৃত্যদের খাবার ও পোশাক পরিচ্ছদ কেমন হবে?

(١٩٧) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰه تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ - بخارى، مسلم : ابو هريره رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اِخْوَانُكُمْ 'ইখওয়ানুকুম'–তোমাদের ভাই। تَحْتَ 'তাহতা'–অধীন। فَلْيُطْعِمْهُ 'ফালইউতয়িমহু'–তাকে খেতে দিতে হবে। وَلْيُلْبِسْهُ 'ওয়াল ইউলবিসহু'–পোশাক পরাতে হবে।

১৯৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চাকর-বাকর ও দাস-দাসীরা হলো তোমাদের ভাই। আল্লাহই তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছে। সুতরাং যে ভাইকে আল্লাহ তোমাদের কারো অধীন করে দিয়েছেন তাকে সে জিনিসই খাওয়াতে হবে যা সে খায়, সে ধরনের পোশাক পরাতে হবে যা সে পরিধান করে। সাধ্যাতীত কাজের কোন বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিবে না। যদি এমন কোনো কাজের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয় যা করা তার পক্ষে কঠিন, তাহলে তাকে সে কাজে সাহায্য করবে। -বুখারী, মুসলিম

(١٩٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَنَعَ لاَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامُهُ. ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ، فَاِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهًا قَلِيْلاً فَلْيَضَعْ فِيْ يَدِهِ مِنْهُ اُكْلَةً اَوْاُكْلَتَيْنِ - بخاري، مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ صَنَعَ 'সানাআ'–সে তৈরি করে। خَادِمُهُ 'খাদিমুহু' –চাকর। جَاءَهُ بِهِ 'জায়াহু বিহি'– তা তার নিকট নিয়ে আসে। فَلْيُقْعِدْهُ 'ফাল ইউকইদহু'–তাকে যেন বসায়। مَشْفُوْهًا 'মাশফুহান' –খাবারের পরিমাণ কম হলে। اُكْلَةٌ 'উকলাতুন'–এক লোকমা।

১৯৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তোমাদের কারো কোন চাকর (বাবুর্চী) এমন কোন খাবার পাক করে তার সামনে নিয়ে আসে যা পাক করার সময় তাপ ও ধোঁয়ার কষ্ট তাকে সহ্য করতে হয়েছে, তাহলে তাকে সঙ্গে খাওয়াবে। যদি খাদ্যের পরিমাণ কম হয় তাহলে এক লোকমা হলেও তা হতে দেবে। –মুসলিম

ভৃত্যদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার ঃ

(١٩٩) عَنْ اَبِيْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ (رضـ) قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ، قَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَيْسَ اَخْبَرْتَنَا اَنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ اَكْثَرُ اُمَمٍ مَمْلُوْكِيْنَ وَيَتَامٰي ؟ قَالَ نَعَمْ، فَاَكْرِمُوْهُمْ كَرَامَةِ اَوْلَادِكُمْ وَاَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ ـ ابن ماجه

শব্দের অর্থ ঃ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ 'সাইয়্যেইল মালাকাতি'–চাকর-বাকর ও দাস-দাসীর প্রতি ক্ষমতার অপপ্রয়োগকারী। اَلَيْسَ اَخْبَرْتَنَا 'আলাইসা আখবারতানা'–আপনি কি আমাদেরকে জানাননি। مَمْلُوْكِيْنَ 'মামলুকাইনি' –দাস-দাসী। فَاَكْرِمُوْهُمْ 'ফাআকরিমুহুম'–তাদেরকে সম্মান করো।

১৯৯। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অধীনস্থ চাকর-বাকর ও

দাস-দাসীদের প্রতি ক্ষমতার অপব্যবহারকারী জান্নাতে যেতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি একথা আমাদেরকে বলেননি, অন্যান্য জাতির তুলনায় এ জাতির মধ্যে গোলাম ও ইয়াতীমের সংখ্যা হবে বেশি। তিনি বললেন হ্যাঁ, অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের ন্যায় তাদের আদর-যত্ন করবে এবং তোমরা যা খাবে তাই তাদেরকে খাওয়াবে। –ইবনে মাজা

দাস-দাসীকে প্রহার করা নিষেধ ঃ

(٢٠٠) اِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَبَ لِعَلِيٍّ غُلاَمًا فَقَالَ، لاَ تَضْرِبْهُ فَاِنِّيْ نُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ اَهْلِ لصَّلٰوةِ وَقَدْ رَائَيْتُهُ يُصَلِّيْ - مشكوة : ابو امامة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ وَهَبَ 'ওয়াহাবা'–তিনি দান করলেন। لاَتَضْرِبْهُ 'লাতাদরিবহু'– তাকে মারধর করো না। نُهِيْتُ 'নূহীতু'–আমি নিষিদ্ধ।

২০০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে একজন গোলাম দান করে বললেন ঃ একে মারধোর করো না। কেননা নামাযী ব্যক্তিকে মারধোর করা হতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমি নিজে তাকে নামায পড়তে দেখেছি।"–মিশকাত

সফর সঙ্গীর অধিকার

জনসেবার প্রতিযোগিতা ঃ

(٢٠١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ، لَمْ يَسْبِقُوْهُ بِعَمَلٍ اِلاَّ الشَّهَادَةَ -

- مشكوة : سهل بن سعد

শব্দের অর্থ ঃ سَيِّدُ الْقَوْمِ 'সাইয়্যেদুল কাউমি'–জাতির নেতা। خَادِمُهُمْ 'খাদিমুহুম'–তাদের সেবক। لَمْ يَسْبِقُوْهُ–'লাম ইয়াসবিকুহু'–তার থেকে কেউ এগিয়ে পারবে না। اِلاَّ الشَّهَادَةُ 'ইল্লাশ শাহাদাতু'–আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত ছাড়া।

২০১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাতির নেতাই তাদের সেবক। সুতরাং যে ব্যক্তি জনগণের খিদমতে এগিয়ে যাবে শাহাদাতের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ দিয়ে তার থেকে কেউ এগিয়ে যেতে পারবে না। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কাফেলার সফর সঙ্গী হয় তার উচিত সহযাত্রীদের খিদমত করা। তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সব রকমের সুযোগ-সুবিধা দানের চেষ্টা করা। এরূপ জনসেবায় সওয়াব এত বেশি যে, আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে শাহাদত বরণ করা ব্যতীত অন্য কোন পথে এর চেয়ে বেশি ছওয়াব লাভ করা যায় না।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস সফরসঙ্গীকে দিয়ে দেয়া ঃ

(٢٠٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِىْ سَفَرٍ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلٰي رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَصْرِفُ وَجْهَهُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهٖ عَلٰي مَنْ لاَّ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهٖ عَلٰي مَنْ لاَّزَادَلَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ حَتّٰي رَاَيْنَا اَنَّهُ لاَ حَقَّ لاَحَدِمِّنَّا فِي الْفَضْلِ ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ رَحِلَةٌ 'রাহিলাতুন'–উটনী। فَجَعَلَ يَصْرِفُ 'ফাজাআলা ইয়াসরিফু'–তাকাতে লাগলেন। يَمِيْنًا وَشِمَالاً 'ইমায়িনান ও

শিমালান'–ডানে বামে। فَضْلُ ظَهْرٍ –'ফায্‌লু যহরিন' অতিরিক্ত বাহন। فَضْلُ زَادٍ 'ফাযলু যাদিন'–অতিরিক্ত খাদ্য।

২০২। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি উটে চড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়ে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডানে বামে তাকাতে লাগলো। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার নিকট অতিরিক্ত সওয়ারী (ভারবাহী পশু) আছে তা যেনো সে এমন এক ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যার কোন সওয়ারী নেই। যার কাছে অতিরিক্ত খাদ্য আছে তা যেনো সে এমন কোন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যার নিকট খাদ্য নেই। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বহু ধরনের মালের কথা গুণে গুণে বলে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত আমরা অনুভব করলাম যে, অতিরিক্ত জিনিসের উপর আমাদের কারোরই কোন অধিকার নেই।

–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আগন্তুক ছিল একজন অভাবগ্রস্ত লোক। সে ডানে বামে তাকিয়ে তাকিয়ে এটা চেয়েছিল যে, লোকেরা তাকে সাহায্য করুক।

শয়তানের ঘর ও তার সাওয়ারী ঃ

(٢٠٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُوْنُ اِبْلُ وَبُيُوْتٌ لِلشَّيَاطِيْنِ وَاَمَّا اِبْلُ الشَّيَاطِيْنَ فَقَدْ رَاَيْتُهَا يَخْرُجُ اَحَدُكُمْ بِنَجِيْبَاتٍ مَعَهُ قَدْ اَسْمَنَهَا فَلاَ يَعْلُوْا بَعِيْرًا مِّنْهَا وَيَمَرُّ بِاَخِيْهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ فَلاَ يَحْمِلُهُ وَاَمَّا بُيُوْتُ الشَّيَاطِيْنَ فَلَمْ اَرَهَا ـ

ـ ابو ادرد : سعيد بن ابي هند عن ابى هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اِبْلُ الشَّيَاطِيْنِ 'ইবেলুশ শায়তীন'–শয়তানের উট। اَحَدُكُمْ 'আহাদুকুম'–তোমাদের কেউ। بِنَجِيْبَاتٍ 'বিনাজিবাতিনি'–নাদুস নুদুস। فَلاَ يَحْمِلُهُ 'ফালা ইয়াহমিলুহু'–তাকে উঠিয়ে নেয় না।

২০৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিছু উট এবং কিছু ঘর শয়তানের ভাগে পড়ে। শয়তানের উট তো আমি অবশ্যই দেখেছি (এভাবে) যে, তোমাদের কেউ কেউ বহু মোটা তাজা নাদুস-নুদুস উট সঙ্গে নিয়ে বের হয়। এদের কোনটির উপরই সে আরোহণ করে না। সে এগুলো নিয়ে এমন ভাইদের নিকট দিয়ে গমন করে যার আরোহণ করার মতো কোন পশু নেই। অথচ তাকে সে তার উটের উপর উঠিয়ে নেয় না এবং শয়তানের ঘর কোন্‌গুলো আমি তা দেখিনি।"–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ "শতানের ঘর" বলতে ঐ সমস্ত ঘরকে বুঝানো হয়েছে। যেগুলো বিনা প্রয়োজনে শুধু সম্পদের প্রাচুর্য দেখানোর জন্যে তৈরি করা হয়ে থাকে। যারা এ সমস্ত ঘর তৈরি করে তারা নিজেরাও এগুলোতে বসবাস করে না এবং যাদের প্রয়োজন আছে তাদেরকেও এখানে থাকতে দেয়া হয় না। ধন-সম্পদের প্রদর্শনী ইসলাম মোটেই পছন্দ করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এ ধনের শয়তানের ঘর দেখেননি। কারণ সে যুগে এ ধরনের সম্পদ প্রদর্শনেচ্ছু লোক ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে আমাদের বুযুর্গ ব্যক্তিগণ এ ধরনের ঘর দেখেছেন এবং দেখতে পাচ্ছি।

রাস্তা বন্ধ করার দোষ ঃ

(٢٠٤) عَنْ مَعَاذٍ (رضـ) قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيْقَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُّنَادِيْ فِي النَّاسِ اَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً اَوْقَطَعَ الطَّرِيْقَ فَلاَ جِهَادُ لَهُ - ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ غَزَوْنَا 'গাযাওনা'–আমরা যুদ্ধ করেছি। فَضَيَّقَ النَّاسُ 'ফাদাইয়্যাকান্নাসু'–লোকেরা সংকীর্ণ করে দিলো। اَلْمَنَازِلَ 'আল মানাজিলা'–আবাস স্থল। فَقَطَعُوْا الطَّرِيْقَ 'ফাকাতাউত ত্বরীকা'–তারপর যারা রাস্তা বন্ধ করে দেয়। اَلْمُنَادِىَ 'আলমুনাদী'–ঘোষণাকারী।

২০৪। মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক যুদ্ধে গিয়েছিলাম। লোকেরা যখন (তাবু খাঁটিয়ে) অবতরণের জায়গাটিকে ছোট করে ফেললো এবং চলাচলের পথ বন্ধ করে দিলো। (তখন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোক পাঠিয়ে ঘোষণা জারী করলেন যে, "যারা আবাসস্থল সংকীর্ণ করে ফেলে ও রাস্তা বন্ধ করে দেয়, তারা জিহাদের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। – আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ যাত্রার পথে স্থানে স্থানে শিবির স্থাপন করতেন এবং শিবির স্থাপন করতে গিয়ে যাতে জায়গা অপরিসর করে চলাচলের পথ বন্ধ না করা হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

এ হাদীস হতে জানা গেলো যে, শিবির সংস্থাপনকালে মুসলিম বাহিনী নিজেদের অবস্থান স্থল বড় করে ফেলায় জায়গা অপরিসর হয়ে গিয়েছিলো এবং লোক চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছিলো। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ঘোষকের মাধ্যমে ঘোষণা জারী করে দিলেন, যে কোন লোক আল্লাহর রাস্তায় সফরে বের হয়ে যেন নিজের জন্যে বড় করে তাঁবু খাঁটিয়ে জায়গা অপরিসর করে না ফেলে। এরূপ করলে সহগামী বন্ধুদের তাঁবু খাঁটাতে অসুবিধা সৃষ্টি হবে এবং লোক চলাচলের বিষয়েও বিঘ্ন ঘটবে।

রোগীর সেবা-যত্ন

রোগীর সেবা এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঃ

(٢٠٥) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِيْ فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، اَمَاعَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْعُدْتَّهُ لَوَجَدْتَّنِيْ عِنْدَهُ۔ مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَرِضْتُ 'মারিযুতু'–আমি অসুস্থ্য ছিলাম। فَلَمْ تَعُدْنِيْ 'ফালাম তাউদনী'–তুমি আমাকে দেখতে যাওনি। قَيْفَ عَوْدُكَ 'কাইফা আউদুকা'–আমি তোমাকে কিভাবে দেখতে যাবো। اَمَا عَلِمْتَ 'আমা আলিমতা'–তুমি কি জানতে না ? فَلَمْ تَعُدْهُ 'ফালাম তাউদহু'–তুমি তাকে দেখতে যাওনি। لَوْ عُدْتَّهُ 'লাও উদতাহু'–যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে। لَوَجَدْتَّنِيْ 'লাওয়াদতানী'–আমাকে দেখতে পেতে।

২০৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বনী আদমকে লক্ষ্য করে বলবেন ঃ হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম। তুমি আমাকে দেখতে যাওনি। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কিভাবে তোমাকে দেখতে যাবো ? তুমি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিলো, তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না ? তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে তাহলে তার কাছেই আমাকে দেখতে পেতে।"–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ "রোগীকে দেখতে যাবার অর্থ কেবল এই নয় যে, কোন অসুস্থ ব্যক্তির নিকট গিয়ে তার অবস্থা সম্পর্কে দু' একটি কথা জিজ্ঞেস করে চলে

আসবে। বরং রোগী দেখতে যাবার অর্থ হলো, যদি রোগী অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে তার জন্যে ঔষধ-পত্র এবং প্রয়োজনীয় পথ্যাদির ব্যবস্থা করা। আর রোগী যদি অভাবী না হয় সেক্ষেত্রে যদি তার ঔষধ-পথ্যাদি ক্রয় ও পান করানোর কেউ না থাকে তাহলে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পীড়িত, ক্ষুধিত এবং বন্দীর সাথে উত্তম ব্যবহার ঃ

(٢٠٦) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوْدُو الْمَرِيْضَ، وَاَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَفَكُّوْا الْعَانِيَ - بخاري : ابو موسي رضـ

শব্দের অর্থ ঃ عُوْدُو 'উদু'–তোমরা পীড়িত ব্যক্তির সেবা করো। اَطْعِمُوْا 'আতয়িমু'–খাবার দাও। اَلْجَائِعُ 'আল জায়িউ'–ক্ষুধার্ত। فَكُّوْا 'ফাক্কু' – মুক্তির ব্যবস্থা করো। اَلْعَانِىَ 'আল আনিয়া'–বন্দী ব্যক্তির।

২০৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পীড়িত ব্যক্তির সেবা-যত্ন করো। ক্ষুধিত ব্যক্তিকে খাবার দাও। বন্দী ব্যক্তির মুক্তির ব্যবস্থা করো। –বুখারী

অমুসলিমের সেবা ঃ

(٢٠٧) كَانَ غُلاَمٌ يَّهُوْدِيٍ يَخْدِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ اَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ اَسْلِمْ - فَنَظَرَ اِلٰي اَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ اَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ فَاَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ - بخاري : انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ غُلاَمٌ 'গোলামুন'–বালক। يَخْدُمُ 'ইয়াখদুমু'–সে খিদমত করতো। فَمَرِضَ 'ফামারিযা'–পীড়িত হয়ে পড়লো। اَتَاهُ 'আতাহু'–তার

কাছে আসলেন। يَعُوْدُهُ 'ইয়াউদুহু'–তাকে দেখতে। اَسْلِمْ 'আসলিম'–তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। فَنَظَرَ 'ফানাজারা'–সে তাকালো। اَنْقَذَهُ–'আনকাযাহু'–তিনি তাকে রক্ষা করলেন।

২০৭। এক ইয়াহুদি বালক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করতো। একবার সে পীড়িত হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন। তিনি ছেলেটির শিয়রে বসে বললেন, "তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, ছেলেটি তখন তার পাশে বসা পিতার দিকে তাকালো। পিতা তাকে বললেন, বাবা! তুমি আবুল কাশেম (মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা মেনে নাও। ফলে ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে একথা বলতে বলতে বের হয়ে এলেন। "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করলেন।" –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ও মধুর চরিত্র সম্পর্কে শত্রু-মিত্র সকলেই অবগত ছিলো। আর সকল ইয়াহুদী তাঁর শত্রু ছিলো না। এ ইয়াহুদীর সাথেও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো বিধায় তিনি নিজের পুত্রকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পাঠিয়েছিলেন।

রোগী দেখতে যাবার নিয়ম ঃ

(٢٠٨) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رضـ) مِنَ السُّنَّةِ تَخْفِيْفُ الْجُلُوْسِ وَقِلَّةُ الصَّخَبِ فِيْ الْعِيَادَةِ عِنْدَ الْمَرِيْضِ - مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ خَفِيْفٌ 'খাফিফুন'–অল্পক্ষণ। قِلَّةُ الصَّخَبِ 'কিল্লাতুস সাখাবি'–উচ্চস্বরে কথা না বলা। فِي الْعِيَادَةِ 'ফিল ইয়াদাতি'–বেশি দেখতে গিয়ে। عِنْدَ الْمَرِيْضِ 'ইন্দাল মারীযে'–রোগীর কাছে।

২০৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রোগী দেখতে গিয়ে তার নিকট উচ্চস্বরে কথা না বলা, গল্পগুজব না করা সুন্নাত।" – মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এ নির্দেশ সাধারণ রোগীর জন্যে প্রযোজ্য। কিন্তু কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু যদি অসুস্থ হয়ে তার সাহচর্য কামনা করে তাহলে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত রোগীর নিকট বসে থাকা যায়।

রাহে আমল

১

আল্লামা জলীল আহসান নদভী

অনুবাদ

এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার

রাহে আমল

২

আল্লামা জলীল আহসান নদভী

অনুবাদ

এ, বি, এম, আবদুল খালেক মজুমদার

রাহে আমল

জীবন চলার পথের অতীব প্রয়োজনীয় একটি অনন্য হাদীস সংকলন

২য় খণ্ড

আল্লামা জলিল আহসান নদভী

অনুবাদ ঃ এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৪১৩

১২শ প্রকাশ (আধু ঃ ১ম)

রবিউস সনি	১৪৩১
চৈত্র	১৪১৬
মার্চ	২০১০

বিনিময় ঃ ১৩০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

RAHE AMAL 2nd Voliume by Allama Jalil Ahsan Nadvi.
Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane,
Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 130.00 Only.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শুভেচ্ছা

'রাহে আমল' হাদীস সংকলনটি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন জনাব আল্লামা জলীল আহ্‌সান নাদভীর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। মানব জীবন চলার পথে অতীব প্রয়োজনীয় ও মহামূল্যবান একটি অনন্য হাদীস সংকলন এটি। মূল সংকলনটি উর্দু ভাষায় সংকলিত।

উর্দু সংকলনটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন মাওলানা এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার তার দুর্গত জীবনে সংগঠনের নির্দেশে। ঢাকা মহানগর সংগঠন এর রয়্যালিটি প্রাপ্ত। বাংলা ভাষা ভাষীদের নিকট বাংলা সংকলনটি বেশ সমাদৃত।

আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

(মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী)
আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

অনুবাদকের কথা

বিখ্যাত হাদীস সংকলন 'রাহে আমল' আমার অনুবাদ জীবনের প্রথম ফসল। কারার নির্যাতিত জীবনে সশ্রম কারাদণ্ডের কঠিন দণ্ড ভোগার ফাঁকে ফাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেনারেল কিচেনের অর্থাৎ রন্ধনশালায়—জেলের ভাষায় 'চৌকা' দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের চুল্লির অসহ তপ্ত পরিবেশে বসে বসেই উর্দু রাহে আমল হতে বাংলা 'রাহে আমল'টি অনুবাদ করি।

১৯৭২ সনে আওয়ামী লীগ সরকার বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারের অপহরণের অভিযোগে সম্পূর্ণ মিথ্যামিথ্যিভাবে আমাকে জড়িয়ে ৩৬৪ ধারায় মামলা দেয়। 'শিকল পরা দিনগুলো'তে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ১৯৭২ সনের ১৭ জুলাই ঢাকার স্পেশাল ট্রাইবুনাল কোর্ট আমাকে এ মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে। প্রকাশ, তখন এ ধারায় সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল ১০ বছর।

আদালতের রায়ের দণ্ড মাথায় করে কারাগারে ফেরত এলাম। পরের দিন ১৮ জুলাই ভোরে-সশ্রম কারাদণ্ডের শ্রম ঠিক করার জন্য আমাকে কারাগারের কেইস টেবিলে আনা হয়। কারাগারের সুবেদার আবদুল কাদের আমাকে শিক্ষিত লোক বলে আখ্যায়িত করে সহজ শ্রম দেবার জন্য জেলারের কাছে সুপারিশ করে। তার সুপারিশ উপেক্ষা করে জেলার নির্মলেন্দু রায় কারাগারের সবচেয়ে কঠিন শ্রম সাধারণ রন্ধনশালায় আমার কাজ পাশ করে। তখনো আমি রন্ধনশালার কাজের ভয়াবহতা বুঝিনি। রন্ধনশালার শ্রম ভোগ করে দিন কাটাচ্ছি। ঠিক এ সময় একদিন হাইকোর্ট থেকে আমার নামে একটি 'সমন' এলো। আমার শাস্তি কম হয়ে গেছে বলে আওয়ামী সরকার ৩৬৪ ধারার শাস্তি বাড়িয়ে ২০ বছর অথবা ফাঁসি দেবার আইন করে জাতীয় সংসদে তা পাশ করে আমার কেইসটি রেট্রোসফেক্টিভ এফেক্ট দিয়ে ৮ বছর থেকে শাস্তি বাড়িয়ে ২০ বছর অথবা ফাঁসি দেবার জন্য হাইকোর্টে আপীল করে।

এরি মধ্যে একদিন ঢাকা মহানগরীর তৎকালীন আমীর মরহুম মাওলানা নূরুল ইসলাম সে সময়ের মহানগরীর কর্মপরিষদ সদস্য জনাব মাওলানা আ. শ. ম. রুহুল কুদ্দুস শহিদ মারফত রাহে আমলের উর্দু কপিটি একখণ্ডে আমার কাছে কারাগারে পাঠিয়ে দেন। বলে আমি যেনো রাহে আমলটি অনুবাদ করে জেলের দুঃসহ জীবন কাজে লাগাই।

১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্টের ঐতিহাসিক দিনে রাহে আমলের অনুবাদ শেষ করে আমি বইটি মহানগরীকে উৎসর্গ করে বাইরে পাঠিয়ে দেই।

১৯৭৬ সনে ৩রা মে আমি হাইকোর্টের রায়ে মুক্তি পেয়ে আসার আগে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী সেই কঠিন সময়ে বইটি প্রকাশ করতে পারেনি। পরবর্তীতে মহানগরীর আমীর জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ আমাকে বইটি প্রকাশ করে মহানগরীকে রয়্যালটি প্রদান করার পরামর্শ দেন। তারপর থেকে আমি মুরাদ পাবলিকেশন্সকে দিয়ে বইটি প্রকাশ করে আধুনিক প্রকাশনীর মাধ্যমে পরিবেশন করে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীকে নিয়মিত রয়্যালটি দিয়ে আসছি। আল্লাহ আমার এ শ্রম ও দানকে কবুল করে আমার পরকালীন জীবনের কিছু পাথেয় দিলেই আমি শোকর আদায় করবো।

এ বইটির রয়্যালটি আমার মৃত্যুর পরও জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী পেতে থাকবে বলেও আমি আমার উত্তরাধীকারদেরকে লিখে দিয়েছি। আমীন।

বিনীত

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের অধিকার অধ্যায়	
জান ও মালের পবিত্রতা	১৭
মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা	১৮
মুসলানদের পারস্পরিক সম্পর্ক	১৯
ভ্রাতৃত্ব একটি মজবুত প্রাসাদ	১৯
মু'মিনের আয়না	২০
অত্যাচারী বা অত্যাচারিত উভয় অবস্থায় মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করা	২১
মুসলমানের কষ্ট দূর করা এবং দোষ গোপন রাখা	২২
মুসলমান ভাইয়ের জন্য পছন্দ অপছন্দের মাপকাঠি	২৩
আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসা পোষণকারীদের মর্যাদা	২৪
সম্পর্ক ছিন্নের মেয়াদ	২৬
সামষ্টিক চরিত্র	২৭
মুসলমানদের দোষ ফাঁস করা থেকে বিরত থাকা	২৮
পরনিন্দার পরিণাম	২৯
মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকার	৩০
ক্ষমা	৩১
অমুসলিম নাগরিকের অধিকার	৩২
জীব জানোয়ারের অধিকার অধ্যায়	
জানোয়ারের প্রতি সদয় ব্যবহার	৩৩
পশুর জন্য আরামের ব্যবস্থা	৩৪
ভ্রমণকালে পশুর হক	৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
যবাই করার পদ্ধতি	৩৬
যবাই করার নিয়ম	৩৬
জীব-জন্তুর চেহারায় আঘাত করা নিষেধ	৩৭
অকারণে প্রাণী হত্যা করা	৩৭
পশু-পাখির কষ্টের প্রতি খেয়াল রাখা	৩৮
পশুর মধ্যে লড়াই বাধানো নিষিদ্ধ	৩৯
জীব-জন্তুকে পানি পান করানো	৪০

চারিত্রিক দোষত্রুটি অধ্যায়

অহংকার	৪২
অহংকার এবং সৌন্দর্য চর্চা দু'টি পৃথক জিনিস	৪২
অহংকারীর পরিণাম	৪৩
অহংকারের চিহ্ন বর্ণাঢ্য পোশাক	৪৩
খাওয়া পরার অহংকার ও অপব্যয়	৪৫
যুলুম ও নিপীড়ন	৪৬
কিয়ামত এবং যুলুমের অন্ধকার	৪৬
অত্যাচারীকে সাহায্য করা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল	৪৬
প্রকৃত কাংগাল	৪৭
মযলুমের ফরিয়াদ	৪৮
ক্রোধ	৪৯
ক্রোধের নিয়ন্ত্রণ	৪৯
ক্রোধের প্রতিকার	৫০
প্রতিশোধের শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়ার পুরস্কার	৫১
ক্রোধ ও বাক নিয়ন্ত্রণ	৫১
মু'মিনের চারিত্রিক গুণাবলী	৫২
রাসূলের উপদেশ — রাগ করো না	৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
কারো কথা ব্যাঙ্গার্থে নকল করা	৫৩
অপরের বিপদে খুশি হওয়া	৫৪
মিথ্যা	৫৪
মিথ্যা এবং কপটতা	৫৪
সবচেয়ে বড় মিথ্যা	৫৫
মিথ্যা বাহানা	৫৬
মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা	৫৭
ছোটদের সাথে মিথ্যা বলা	৫৭
হাসি-তামাসায় মিথ্যা	৫৯
জান্নাতের স্তরসমূহ	৫৯
অশ্লীল কথাবার্তা ও মুখ খারাপ করা	৬০
দুমুখো নীতি	৬১
নিকৃষ্টতম স্বাভাব	৬১
আগুনের দুটি জিহ্বা	৬২
পরনিন্দা	৬৩
পরনিন্দা ও মিথ্যা অপবাদের মধ্যে পার্থক্য	৬৩
পরনিন্দা ব্যভিচার হতেও জঘন্য	৬৪
গীবত বা পরনিন্দার ক্ষতিপূরণ	৬৫
মৃত ব্যক্তির কুৎসা বর্ণনা করা	৬৫
অন্যায়ের সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব করা	৬৬
অপরের পার্থিব স্বার্থে নিজের পরকাল বরবাদ করা	৬৬
গোত্রীয় পক্ষপাতিত্ব করা	৬৬
অন্যায় সমর্থনে ধ্বংস অনিবার্য	৬৭
সম্মুখে অহেতুক প্রশংসার নিন্দা	৬৮
মুখের উপর প্রশংসা	৬৯
ফাসেকের প্রশংসা	৭০

বিষয়	পৃষ্ঠা
মিথ্যা সাক্ষ্য	৭১
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং শিরক করা সমান গুনাহ	৭১
ওয়াদা পালনের নিয়ত	৭৩
দোষত্রুটি বর্ণনা	৭৪
যাচাই করা ছাড়া কথা রটানো	৭৫
কুৎসা রটনা করা	৭৬
পরনিন্দুক জান্নাত হতে বঞ্চিত থাকবে	৭৬
পরনিন্দুক শাস্তিতে নিমজ্জিত থাকবে	৭৭
পরনিন্দা এবং কুৎসা রটনা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা	৭৭
হিংসা সৎ কাজগুলোর জন্যে আগুন	৭৮
কুদৃষ্টি	৭৮
প্রথম দৃষ্টি	৭৮
দ্বিতীয় দৃষ্টি	৭৯

চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়

নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য	৮০
নবীর আদর্শ	৮১
উত্তম চরিত্রের উপদেশ	৮১
চারিত্রিক বলিষ্ঠতা	৮২
সাদাসিদে সরল জীবন	৮৩
পরিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা	৮৩
অপরিপাটি চুল শয়তানী কাজ	৮৪
ধন-সম্পদ ও মামুলি বেশভূষা	৮৫
সালামের ব্যাপক চর্চা-ইসলামের সর্বোত্তম আলামত	৮৬
হৃদ্যতার চাবিকাঠি	৮৭
জিহ্বা এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত	৮৭
দায়িত্বহীন কথাবার্তা	৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
দাওয়াত ও তাবলীগ	৮৯
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দাওয়াত কি ছিলো?	৮৯
রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে দ্বীন	৯৪
সফলতা-পরীক্ষার পথে	৯৪
হিজরত ও জিহাদ	৯৬
জামায়াত গঠনের প্রয়োজনীয়তা	৯৭
সফরে শৃংখলা	৯৭
দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া	৯৮
জামায়াত ভুক্তির মাধ্যমে জান্নাত লাভ	৯৯
নেতা ও অধীনস্থ ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের ধরন	১০০
জামায়াত প্রধানের দায়িত্ব	১০০
বিশ্বাসঘাতক আমীর	১০১
অলস ও কুটিল নেতা	১০২
স্বজন প্রিয় নেতা	১০৩
নেতার উদারতা	১০৪
ধৈর্যশীল নেতা	১০৫
অনুগত্যের পরিসীমা	১০৫
নেতা এবং জনগণের কল্যাণ কামনা	১০৬
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ	১১১
বিদ'আতীর প্রতি সম্মান	১১১
মুনাফিকের নেতৃত্ব	১১২
মদ পানকারীর সেবা	১১৩
দ্বীনের ব্যাপারে আপোষ করার পরিণাম	১১৩
অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখা এবং অপরিহার্য দায়িত্ব	১১৫
প্রতিবেশীকে দ্বীনের শিক্ষা দেয়া	১১৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমলহীন আহ্বান	**১১৯**
নিজে সংশোধিত না হয়ে অপরকে উপদেশ দান	১১৯
আগুনের কাঁচি	১২০
পালনীয় কাজ	১২১
নিজেকে দিয়ে দাওয়াতের কাজ শুরু করা	১২২
জ্ঞান ও কাজ	১২৪
দ্বীনি শিক্ষা অর্জন	**১২৪**
দ্বীনের সঠিক জ্ঞান	১২৪
বিদ্যা অর্জনের প্রতিদান	১২৫
যিকর এবং ইলমের তুলনা	১২৬
দাওয়াত এবং তাবলীগের গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা	**১২৭**
সপ্তাহে একবার নসীহত	১২৭
অধিক নসীহতের কুফল	১২৮
দ্বীনের সহজ পদ্ধতি	১৩০
কথা বলার পদ্ধতি	১৩১
আবেগ ও প্রবণতার প্রতি লক্ষ	১৩২
আশা ও নিরাশার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা	১৩৩
দ্বীনের খাদেমদের জন্যে সুসংবাদ	**১৩৩**
দ্বীনের রক্ষকগণ আল্লাহর আশ্রয়ে অবস্থান করেন	১৩৩
রাসূলের প্রেমিকগণ	১৩৪
দ্বীন ও দ্বীনের বাহকদের অপরিচিতি প্রসঙ্গে	১৩৫
দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারীদের গুণগত বৈশিষ্ট্য	**১৩৫**
কৃতজ্ঞতা	১৩৫
গুনাহ-এর কাফ্ফারা হিসেবে কৃতজ্ঞতা	১৩৭
নতুন পোশাক পরিধানের জন্যে কৃতজ্ঞতা	১৩৮
আরোহণকালে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা	১৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঘুম ও ঘুম থেকে জাগার দোয়া	১৪০
নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা	১৪১
বায়তুল হামদ বা প্রশংসার ঘর	১৪২
ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতায় রয়েছে প্রচুর কল্যাণ	১৪৩
কৃতজ্ঞতার অনুভূতি সৃষ্টির উপায়	১৪৪
লজ্জাশীলতা	১৪৪
ধৈর্য এবং দৃঢ়তা	**১৪৬**
ধৈর্য শ্রেষ্ঠ নেক কাজ	১৪৬
প্রকৃতিগত শোক, কষ্ট এবং ধৈর্য	১৪৬
ধৈর্য কাফ্ফারা স্বরূপ	১৪৮
বিপদ ও পরীক্ষায় আত্মসমর্পণ করা ও সন্তুষ্ট থাকা	১৪৯
দৃঢ়তা-পূর্ণাঙ্গ উপদেশ	১৪৯
ধৈর্যশীল এবং সৌভাগ্যবান ব্যক্তি	১৫০
ধৈর্যের পথে বাধা-বিপত্তি	১৫২
আল্লাহর উপর নির্ভরতা	**১৫২**
তাওয়াক্কুলের মূল রহস্য	১৫২
প্রচেষ্টা এবং তাওয়াক্কুল	১৫৪
আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলই হলো প্রশান্তির উপায়	১৫৫
তাওবা এবং ইসতেগফার	**১৫৫**
তাওবার উপর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি	১৫৫
তওবার সময়সীমা	১৫৭
ইসতেগফারের সীমা	১৫৭
কেবল আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করো	১৫৮
সৃষ্টির প্রতি প্রেম	**১৫৯**
সর্বোত্তম আমল	১৫৯
দাসমুক্ত করা	১৬১
নেকের ধারণা ও মানদণ্ড	১৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিশুদ্ধ আমল	১৬৫
শিরক না করা	১৬৫
সংশোধন ও প্রশিক্ষণের উপাদানসমূহ	১৬৬
আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের বিবরণ	১৬৬
দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ও আখেরাতের চিন্তা	১৭১
সজাগ মন ও মৃত্যুর প্রস্তুতি	১৭১
বিপদের ঘন্টা	১৭২
পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মহাসুযোগ হিসাবে ব্যবহার করবে	১৭৩
মৃত্যুর কথা স্মরণ করো	১৭৪
কবর যিয়ারত	১৭৭
কবরস্থানের সম্মান	১৭৮
আরাম প্রিয়তা	১৭৮
দুনিয়া প্রীতি ও মৃত্যু-ভীতি-লাঞ্ছনা কারণ	১৭৯
ইহকাল ও পরকালের তুলনা	১৮০
কে বুদ্ধিমান ?	১৮১
আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া	১৮২
প্রকৃত লজ্জা	১৮২
পূর্ণাঙ্গ উপদেশ	১৮৩
পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর চাওয়া	১৮৫
জান্নাত উদাসীনের জন্যে নয়	১৮৫
তিলাওয়াতে কুরআন	১৮৬
কুরআনের সুপারিশ	১৮৬
কুরআনের মর্যাদা	১৮৭
কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে নূরে ইলাহী অর্জন	১৮৭
অন্তরের মরিচা বিদূরীত করার উপায়	১৮৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
নফল এবং তাহাজ্জুদ	১৯০
আল্লাহর নৈকট্য লাভের পন্থা	১৯০
তাহাজ্জুদের উৎসাহ	১৯২
নিয়মিত আমল	১৯৪
রহমত নাযিলের সময়	১৯৪
আল্লাহর পথে ব্যয়	১৯৫
সর্বোত্তম মুদ্রা	১৯৫
সর্বোত্তম দান	১৯৬
ফেরেশতাদের দোয়া	১৯৭
প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা	১৯৭
আল্লাহর পথে খরচের প্রতিদান	১৯৮
বিত্তমান কৃপণদের পরিণাম ফল	১৯৯
যিকির ও দোয়া	২০০
আল্লাহর সঙ্গলাভ	২০০
আল্লাহর স্মরণই হলো প্রকৃত জীবন	২০০
যিকির শিক্ষাদান	২০১
সর্বোত্তম ইস্তিগফার	২০২
শোবার নিয়ম ও দোয়া	২০৩
দুশ্চিন্তা দূর করার দোয়া	২০৪
কয়েকটি বিশিষ্ট দোয়া	২০৫
নব দীক্ষিত মুসলমানের দোয়া	২০৮
নামাযের পর দোয়া	২০৯
বাস্তব দৃষ্টান্ত	২১০
নামায ও খুতবায় মধ্যানুবর্তীতা	২১০
মুক্তাদীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ	২১১
দীর্ঘ নামায	২১১

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিক্ষা দান পদ্ধতি	**২১২**
সামর্থ অনুযায়ী কাজের নির্দেশ	২১২
নামাযের নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা	২১২
ধর্মে উদারতা	২১৪
আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা	২১৫
সৃষ্টির প্রতি দয়া	**২১৬**
ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়া	২১৬
দু'জনের খাবারে তৃতীয়জনের অংশ নেয়া	২২০
মন জয় ও সদ্ভাব সৃষ্টি করা	২২১
দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে	**২২২**
বিরোধীদের জন্যে দোয়া	২২২
রাসূলুল্লাহ স.-এর জন্যে সর্বাধিক দুঃসময়	২২৩
নবী স.-এর সঙ্গী-সাথীদের অবস্থা	**২২৬**
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাহাজ্জুদ নামায	২২৬
আল্লাহর পথে খরচ ও আল্লাহর যিকির	২২৬
দরিদ্রাবস্থায় মেহমানদারী	২২৮
মুস'য়াব ইবনে ওমাইর রা.-এর অবস্থা	২৩১
আসহাবে সুফ্ফার অবস্থা	২৩২
খুবাইব রা. সম্পর্কে দুশমনদের সাক্ষ্য	২৩৩
আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইয়ের রা.-এর সাথে আয়েশার রা. সম্পর্ক ছিন্ন	২৩৫
দাসদের উপর অন্যায় আচরণের অনুভূমি	২৩৮
আখেরাতের চিন্তা	**২৪০**
কেনো আযাব পাবার যোগ্য	২৪০
ইসলাম পূর্ব জীবনের গুনাহ সম্পর্কে	২৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
বেশী করে নামায পড়ার পরামর্শ	২৪৩
শাহাদাতের পুরস্কার	২৪৪
ছোট ছোট গুনাহ	২৪৬
আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি ভালবাসা	২৪৬
ইসলামে নৈতিক চরিত্র	২৪৭
নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব	২৫০
ইসলামে নৈতিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য	২৫১
ইসলামে নৈতিকতার ভিত্তি	২৫১
তাকওয়ামূলক জীবনধারা	২৫২
সাধারণ লোকদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ	২৫২
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের অপরিহার্যতা	২৫৪

জিহাদ অধ্যায়

ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম	২৫৫
জিহাদের ধারা ও প্রকৃতি	২৫৬
জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ	২৫৭
জিহাদের স্তর	২৫৮
জিহাদ ও ঈমান	২৬০
জিহাদে অর্থ ব্যয়	২৬০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের অধিকার অধ্যায়

জান ও মালের পবিত্রতা ঃ

(٢٠٩) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حِجَّةِ الْوِدَاعِ، اَلاَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوْا نَعَمْ ـ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثًا، وَيْلَكُمْ اَوْوَيْحَكُمْ، اُنْظُرُوْا لاَتَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ـ بخارى : ابن عمر رض

শব্দের অর্থ ঃ فِيْ حِجَّةِ الْوِدَاعِ 'ফি হিজ্জাতিল ওয়িদায়ি' – বিদায় হজ্জ। حَرَّرَ 'হাররামা' – পবিত্র ঘোষণা করেছেন। دِمَاءَكُمْ 'দিম'ায়াকুম' – তোমাদের রক্ত। اَمْوَالَكُمْ 'আমওয়ালাকুম' – তোমাদের সম্পদ। هَلْ بَلَّغْتُ 'হাল বাল্লাগতু' – আমি কি পৌঁছে দিয়েছি ? اَللّٰهُمَّ 'আল্লাহুম্মা' – হে আল্লাহ! اشْهَدْ –ইশহাদ' – তুমি সাক্ষী থাকো। اُنْظُرُوْا 'উনযুরূ'–তামরা দেখো। لاَتَرْجِعُوْا 'লাতারজিউ' – তোমরা ফিরে যেও না। رِقَابُ 'রিকাবুন' – ঘাড়, মাথা।

২০৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে উম্মতকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ মনে রেখো, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের ইয্যাতকে আল্লাহ এমন পবিত্র ঘোষণা করেছেন যেমন পবিত্র আজকের দিন, এ শহর এবং এ মাস। শোন! আমি কি আল্লাহর বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি ? তারা বললো ঃ হাঁ, আপনি

পৌঁছে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী, আমি তোমার দ্বীনকে উম্মতের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। একথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করার পর বললেন, দেখো! তোমরা আমার পর কাফের হয়ে যেয়ো না মুসলিম হয়েও তোমরা একে অপরের মাথা কেটো না। –বুখারী

মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা ঃ

(٢١٠) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ بايعت 'বাইয়াতু'–আমি বাইয়াত গ্রহণ করেছি। اقام الصلٰوة 'ইকামিসলাতি'–নামায কায়িম করতে। ايتاء الذكٰوة 'ইতায়ীয্যাকাতি' –যাকাত আদায় করতে। اَلنُّصْحُ 'আননুছহু'–সদুপদেশ। لِكُلِّ مُسْلِمٍ 'লিকুল্লী মুসলীমিন' – প্রত্যেক মুসলমানের জন্য।

২১০। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে সালাত কায়েম করার, যাকাত দেবার ও প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে কল্যাণ কামনা করার শর্তে বায়'আত গ্রহণ করিছে। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'বায়'আত' শব্দের অর্থ হলো বিক্রি করে দেয়া। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যখন কারো হাতে বায়আত গ্রহণ করে তখন প্রকৃতপক্ষে সে এ ওয়াদাই করে যে, সারা জীবন আমি আমার ওয়াদা পালন করে চলবো। জারীর ইবনে আবদুল্লা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তিনটি জিনিসের ওয়াদা করেছিলেন। প্রথম যাবতীয় শর্তসহকারে নামায কায়েম করবে। দ্বিতীয় মালের যাকাত দেবে। তৃতীয় কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্যে ক্ষতিকর হবে এমন কিছু করবে না। বরং তাদের সাথে প্রেম, প্রীতি ও হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করবে। উম্মতে মুহাম্মদীর প্রত্যেকটি সদস্য একে অপরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করবে তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ এ হাদীসে রয়েছে।

মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ

(٢١١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَدِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عَضْوٌ تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى ـ

ـ بخارى، مسلم : نعمان بن بشير

শব্দের অর্থ ঃ تَرَاحُمِهِمْ 'তারাহুমিহিম' – তাদের সহযোগিতায় ও দয়ায়। تَوَادِّهِمْ 'তাওয়াদ্দিহিম' – তাদের হৃদয় নিংড়ানো সদ্ব্যবহার। تَعَاطُفِهِمْ 'তাআতুফিহিম' –তাদের হৃদ্যতাপূর্ণ আচার-আচরণে। اشْتَكٰى 'ইশতাকা' – পীড়িত হয়। تَدَاعٰى 'তাদাআ' – সাড়া দেয়। بِالسَّهَرِ 'বিস্‌সাহরি' – বিনিদ্রা। اَلْحُمّٰى 'আলহুমা' – জ্বর।

২১১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মু'মিনদেরকে পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা এবং হৃদ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি দেহের মতো দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ যদি পীড়িত হয়ে পড়ে তাহলে অপর অঙ্গগুলোও জ্বর এবং নিদ্রাহীনতা সহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ দেহের দৃষ্টান্ত দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝাতে চেয়েছেন, মুসলিম জাতির এটি একটি স্বতন্ত্র ও স্থায়ী গুণ। দুনিয়ার যে কোন স্থানের ও যে কোন বর্ণের মুসলমানদের মধ্যেই এ গুণটি স্বাভাবিকভাবেই বিরাজমান। সর্বত্রই মুসলমানেরা একে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও একাত্মতাবোধ প্রকাশ করে থাকে।

ভ্রাতৃত্ব একটি মজবুত প্রাসাদ ঃ

(٢١٢) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ـ ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ ـ

ـ بخارى، مسلم : ابو موسى

শব্দের অর্থ ঃ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ 'আলমু'মিনু লিলমু'মিনি' – এক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য। كَالْبُنْيَانِ 'কাল্‌বুন্‌ইয়ানি' – অট্টালিকার মত। يَشُدُّ 'ইয়াশুদ্দু' – গ্রথিত, গ্রন্থিত। بَعْضُهُ بَعْضًا 'বা'দ্বাহু বা'দ্বান' – একে অপরের। ثُمَّ 'সুম্মা' – অতঃপর। شَبَّكَ 'শাব্বাকা'–তিনি প্রবেশ করালেন। اَصَابِعَهُ 'আসাবিআহু' – তার আঙ্গুলগুলো।

২১২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,মুসলমান মুসলমানের জন্যে অট্টালিকা স্বরূপ। যাড় এক অংশ অপর অংশকে শক্তি যুগিয়ে থাকে। অথঃপর তিনি এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুপ্পলর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। -বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মুসলিম সমাজকে অট্টালিকার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অট্টালিকার ইটগুলো যেমন পরস্পরের সাথে ঘনিষ্টভাবে মিলেমিশে থাকে। ঠিক তেমনি মুসলমানদেরকেও পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকা উচিত। দেয়ালের প্রত্যেকটি ইট যেমন অপর ইটকে শক্তিশালী করে এবং আশ্রয় প্রদান করে থাকে। ঠিক সেভাবে এক মু'মিন অন্য মু'মিন ভাইকে আশ্রয় প্রদান এবং সাহায্য সহযোগিতা করা উচিত। বিচ্ছিন্ন কতগুলি ইট যেমন একত্রিত হয়ে এক মজবুত ইমরাতে পরিণত হয়। তেমনি মুসলমানদের শক্তি নিহিত রয়েছে পারস্পরিক গভীর সম্পর্ক ও একাত্মবোধের মধ্যে। যদি মুসলমানগণ বিচ্ছিন্ন ইটের ন্যায় বিক্ষিপ্ত থাকে তাহলে বাতাসের যে কোন ঝাপটা তাকে উড়িয়ে নিতে এবং পানির সামান্য স্রোত তাকে কচুরি পানার ন্যায় ভাসিয়ে নিতে সক্ষম হবে। অবশেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এক হাতের আঙ্গুলগুলো অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে মুসলমানদের পারস্পরিক মিলন ও ঐক্যের এক বাস্তব চিত্র দেখিয়ে দিলেন।

মু'মিনের আয়না ঃ

(٢١٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ اَخُوْ الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَرَائِهِ -

- مشكوة : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مِرْاٰةُ الْمُؤْمِنِ 'মিরআতুল মু'মিনি' – মুসলমানের আয়না। اَخُوالْمُؤْمِنِ 'আখুল্ মু'মিনি' – মু'মিনের ভাই। يَكُفُّ 'ইয়াকুফ্ফু'– রক্ষা করে। ضَيْعَتَهُ 'দ্বাইআতাহু'– তার ধ্বংস। يَحُوْطُهُ 'ইয়াহুতুহু'–তাকে ঘিরে রাখে। مِنْ وَّرَائِهِ 'মিওঁ ওয়ারায়িহি' – তার পিছন থেকে।

২১৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক মু'মিন অন্য মু'মিনের আয়না এবং এক মু'মিন অন্য মু'মিনের ভাই। সে তার ভাইকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করে এবং পেছন থেকে থাকে হিফাযত করে।-মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য আয়না। অর্থাৎ এক মু'মিন অপর মু'মিনের বিপদ আপদকে নিজের বিপদ আপদ বলে মনে করে। যেভাবে সে নিজের কষ্টে ছটফট করে তেমনি সে অপর মু'মিনের কষ্টেও ছটফট করবে এবং তা দূর করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠবে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তোমাদের এক ভাই অন্য ভাইয়ের আয়না। অতএব এক ভাই অন্য ভাইয়ের কষ্ট দেখলে তা দূরীভূত করবে। এভাবে তার মধ্যে কোন দুর্বলতা দেখলে তাকে নিজের দুর্বলতা মনে করে দূর করার চেষ্টা করবে।

অত্যাচারী বা অত্যাচারিত উভয় অবস্থায় মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করা ঃ

(٢١٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَالِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ ـ

ـ بخارى، مسلم :انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اُنْصُرْ 'উনসুর'–সাহায্য করো। اَخَاكَ 'আখাকা'–তোমার ভাইকে। ظَالِمًا 'যালিমান'–অত্যাচারী। مَظْلُوْمًا 'মাযলুমান'–অত্যাচারিত।

تَمْنَعُهُ 'তামনাউহু'–তাকে বিরত রাখো। فَذَلِكَ 'ফাযালিকা'–এইটাই। نَصْرُكَ 'নাসরুকা'–তোমার সাহায্য। اِيَّاهُ 'ইয়্যাহু'–বিশেষ করে।

২১৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি তোমার ভাইয়ের সাহায্য করো। চাই সে যালিম হোক বা মযলুম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! মযলুম হলে আমি তাকে সাহায্য করবো। কিন্তু যালিম হলে আমি তাকে কিভাবে সাহায্য করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, তাকে অত্যাচার করা হতে বিরত রাখবে। আর এটাই হলো তাকে সাহায্য করা।

–বুখারী, মুসলিম

মুসলমানের কষ্ট দূর করা এবং দোষ গোপন রাখা ঃ

(٢١٥) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَيَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهِ۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۔

۔ بخارى، مسلم : ابن عمر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ لاَيَظْلِمُهُ 'লা-ইয়াযলিমুহু'–সে তার প্রতি যুলুম করবে না। لاَيُسْلِمُهُ 'লা-ইউস্‌লিমুহু'–তাকে (শত্রুর হাতে) সোপর্দ করবে না। حَاجَتُهُ 'হাজাতুহু'–তার প্রয়োজন। فَرَّجَ 'ফাররাজা'–সে বিপদমুক্ত করবে। كُرُبَاتٍ 'কুরুবাতিন'–বিপদসমূহ। سَتَرَ 'সাতারা'–সে গোপন করে।

২১৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে। আল্লাহ তার প্রয়োজন মেটাবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে বিপদমুক্ত করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে বিপদমুক্ত করবেন। যে

ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের শেষাংশের মর্মকথা হলো, যদি কোন নেক্কার মুসলমান ভুলবশত কোন ত্রুটি করে বসে তাহলে তাকে অন্যের চোখে হেয় করার উদ্দেশ্যে তা প্রকাশ করে বেড়াবে না। বরং তা গোপন রাখবে। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর আইনসমূহ লংঘন এবং তাঁর নাফরমানী করতে থাকে সে ক্ষেত্রে তার দোষ গোপন রাখার স্থলে তা প্রকাশ করে দেয়ার নির্দেশই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন।

মুসলমান ভাইয়ের জন্য পছন্দ অপছন্দের মাপকাঠি ঃ

(٢١٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَايُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهٖ ـ

ـ بخارى، مسلم : انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ نَفْسِىْ 'নাফসী'–আমার জীবন। لَايُؤْمِنُ 'লা-ইউ'মিনু'–মুমিন হতে পারবে না। عَبْدٌ 'আবদুন'–কোন বান্দাহ। يُحِبُّ 'ইউহিব্বু'–সে পছন্দ করবে। لِنَفْسِهٖ 'লিনাফসিহি'–নিজের জন্য।

২১৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি ঃ কোন ব্যক্তি মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে নিজের ভাইয়ের জন্যেও তা পছন্দ করবে।– বুখারী, মুসলিম

(٢١٧) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيْهِ بَيْعًا وَفِيْهِ عَيْبٌ اِلاَّ بَيَّنَهٗ لَهٗ ـ ابن ماجة

শব্দের অর্থ ঃ لَايَحِلُّ 'লা-ইয়াহিল্লু'–হালাল নয়, ঠিক নয়। بَاعَ 'বাআ'–সে বিক্রি করলো। اَخِيْهِ 'আখীহি'–তার ভাই। عَيْبٌ 'আইবুন'–দোষ-ত্রুটি। بَيَّنَهٗ لَهٗ 'বাইয়্যানাহু লাহু'–তার কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে।

২১৭। উক্‌বা ইবন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। অতএব কোন মুসলিম তার ভাইয়ের নিকট কিছু বিক্রি করার সময় তাতে যদি কোন দোষ-ত্রুটি থাকে তা যেনো স্পষ্টভাবে বলে দেয়। কেনোনা দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা কোন মুসলিম ব্যবসায়ীর জন্য হালাল নয়।– ইবনে মাজা

আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসা পোষণকারীদের মর্যাদা ঃ

(٢١٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ لَاُنَاسًا مَا هُمْ بِاَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللّٰهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوْا بِرَوْحِ اللّٰهِ عَلٰى غَيْرِ اَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا اَمْوَالٍ يَتَعَامَلُوْنَهَا فَوَ اللّٰهِ اِنَّ وُجُوْهَهُمْ لَنُوْرٌ - وَاِنَّهُمْ لَعَلٰى نُوْرٍ لَايَخَافُوْنَ اِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُوْنَ اِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ - سورة يونس -٦٢ –ابوداؤد، شرح السنة

শব্দের অর্থ ঃ عِبَادِ اللّٰهِ 'ইবাদিল্লাহি' – আল্লাহর বান্দাগণ। يَغْبِطُهُمْ 'ইয়াগ্‌বিতুহুম' – তাদের জন্য আশ্চর্য হবেন। بِمَكَانِهِمْ 'বিমাকানিহিম' – তাদের মর্যাদার জন্য। تُخْبِرْنَا 'তুখবিরনা' আমাদেরকে জানাও। مَنْ هُمْ 'মান হুম' – তারা কারা ? تَحَابُّوْا 'তাহাব্বূ' – একে অপরকে ভালবাসতো। بِرَوْحِ اللّٰهِ 'বিরাওহিল্লাহি' – আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য। وُجُوْهَهُمْ 'উজূহাহুম' – তাদের চেহারা। نُوْرٌ 'নূরুন' – আলো। لايَخَافُوْنَ 'লা-ইয়াখাফূনা'–তারা ভীত হবে না। لايَحْزَنُوْنَ 'লা-ইয়াহ্‌যানূনা' – তারা চিন্তিত হবে না।

২১৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা নবীও নন এবং শহীদও নন। অথচ আম্বিয়া ও শহীদগণ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষা বোধ করবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কারা ? জবাবে তিনি বললেন, এরা সেই সব ব্যক্তি যারা পরস্পরকে কেবল আল্লাহর দ্বীনের ভিত্তিতেই ভালোবাসতো। তাদের মধ্যে আত্মীয়তার কোন বন্ধন কিংবা ধন–সম্পদ আদান-প্রদানের কোন সম্পর্ক ছিলো না। আল্লাহর কসম! এদের চেহারা হবে জ্যোতির্ময়। নিঃসন্দেহে তাঁরা নূর দ্বারাই পরিবেষ্টিত থাকবে। মানুষ যখন থাকবে ভীত বিহ্বল তখন এরা থাকবে শংকাহীন। মানুষ যখন থাকবে চিন্তায় নিমগ্ন তখন এরা থাকবে সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

اَلاَ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ .....

"মনে রেখো, আল্লাহর বন্ধুগণ নিশ্চয়ই ভীত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।– সূরা ইউনুস ঃ ৬২। – আবু দাউদ, শরহে সুন্নাহ

ব্যাখ্যা ঃ মূল হাদীসে غِبْطٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ অধিক পরিমাণে খুশী হওয়া। এ শব্দটি হিংসা দ্বেষ অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে প্রথমোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসটির অর্থ হলো, কোন উস্তাদ যেমন নিজের ছাত্রের পদোন্নতি ও উচ্চমর্যাদা লাভের দরুন আনন্দিত হন। গর্ববোধ করে থাকেন। ঠিক একইভাবে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী নবী ও শহীদগণ এদের মর্যাদা দেখে খুশি হবেন। যাদের মর্যাদার কথা বর্ণিত হলো, এদের পারস্পরিক ভালোবাসার ভিত্তি ছিল একমাত্র আল্লাহর দ্বীন। রক্তের সম্পর্ক এবং ধন-সম্পদের লেনদেন তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ককে মজবুত বন্ধনে আবদ্ধ করেনি। বরং ইসলাম এবং ইসলামী জীবন গঠনের উদগ্র বাসনাই তাঁদের পরস্পরকে নিঃস্বার্থ বন্ধুতে পরিণত করেছে। এসব লোকদেরকে ইহকালের সফলতা ও সাহায্যের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। পরকালের জন্য দেয়া হয়েছে স্থায়ী সুখ ও নেয়ামতের পূর্ণ আশ্বাস।

সূরা ইউনুসের উল্লেখিত আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনয়নকারী, দ্বীনের পথে উৎপীড়িত ব্যক্তি, ঈমানী জীবন যাপনের প্রচেষ্টাকারী এবং জাহেলী জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংঘাত সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ .....

"তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ, যেমন ইহকালে তেমন পরকালেও।"

সম্পর্ক ছিন্নের মেয়াদ ঃ

(٢١٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يَّهْجُرُ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هٰذَا وَيَعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُ هُمَا الَّذِىْ يَبْدَاُ بِالسَّلَامِ - بخارى، مسلم : ابو ايب انصار رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَنْ يَّهْجُرَ 'আইঁ ইয়াহজুরা' – সম্পর্ক ছিন্ন করা। فَوْقَ 'ফাওকা'–উপরে। ثَلَاثِ لَيَالٍ 'সালাসি লায়ালিন' – তিন রাত। يَلْتَقِيَانِ 'ইয়ালতাকিয়ানি' – তাদের দু'জনের দেখা হয়। فَيَعْرِضُ 'ফাইয়া'রিযু' – ফিরে যায়। خَيْرُهُمَا 'খাইরুহুমা – তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম।

২১৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা জায়েয নয় যে, রাস্তায় দেখা হয়ে গেলেও একজন অপরজন হতে মুখ ফিরিয়ে রাখবে। আর দুজনের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে আগে সালাম দেবে। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'জন মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হওয়া এমন কি কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু তিন দিনের অধিককাল এ অবস্থায় থাকা কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয়। সাধারণত দু'ব্যক্তির মধ্যে এরূপ তিক্ততার সৃষ্টি হলে, উভয়ের মধ্যেই যদি কিছু আল্লাহভীতি থেকে থাকে তাহলে

তিনদিন অতিবাহিত হবার পূর্বেই তাদের মধ্যে মিলনের আগ্রহ সৃষ্টি হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত দু'জনের একজন সালাম জানালেই এ শয়তানী তিক্ততার অবসান ঘটবে। এ জন্যে সর্বপ্রথম সালাম দানকারী, যার মাধ্যমে তিক্ততার অবসান সূচিত হবে তার মর্যাদা বেশী বলে এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য হাদীসেও একথার উল্লেখ আছে।

সামষ্টিক চরিত্র ঃ

(٢٢٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ ـ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا ـ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا ـ

ـ بخارى، مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اِيَّاكُمْ 'ইয়্যাকুম' – তোমরা বেঁচে থাকবে। اَلظَّنُّ 'আয্যান্নু' – খারাপ ধারণা। اَكْذَبُ 'আকযাবু' – অধিক মিথ্যা। لاَتَحَسَّسُوْا 'লা–তাহাস্সাসু' – তেনমরা কারো গোপন খবর বের করার চেষ্টা করো না। وَتَجَسَّسُوْا 'ওয়ালা তাজাসসাসু?–ক্ষতি করার জন্য কারো গোপন কথা শুনতে চেষ্টা করবে না। وَلاَ تَنَاجَشُوْا 'ওয়ালা-শানাজাশূ' – তোমবা পরস্পর দাম বৃদ্ধি কর নাক্ষ لاَتَدَابَرُوْا 'লা-তাদাবারূ' – কারো ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না।

২২০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা খারাপ ধারণা পোষণ করা হতে বিরত থেকো। কেনোনা খারাপ ধারণাপ্রসূত কথা নিকৃষ্টতম মিথ্যা। তোমরা অপরের দোষ খুঁজে বেড়িও না। কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে গোপন খবর বের করার চেষ্টা করো না। কারো একান্ত গোপন কথা শুনার চেষ্টা করো না এবং পরস্পরের প্রতি হিংসা–বিদ্বেষ পোষণ করো না। একজন অপরজনের অনিষ্ট সাধনের জন্য পিছে লেগে থেকো না। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দাহ হয়ে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে বসবাস করো। –বুখারী, মুসলিম

মুসলমানদের দোষ ফাঁস করা থেকে বিরত থাকা ঃ

(٢٢١) صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادٰى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ فَقَالَ يَامَعْشَرَ مَنْ اَسْلَمَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يُفْضِ الْاِيْمَانُ اِلٰى قَلْبِهٖ لَاتُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوْهُمْ وَلَاتَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهٗ مَنْ يَّتَّبِعْ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ وَمَنْ يَّتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِهٖ - ترمذى : ابن عمر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ صَعِدَ 'সায়ি'দা' – তিনি আরোহণ করলেন। اَلْمِنْبَرَ 'আলমিম্বারা'–মিম্বরে فَنَادٰى 'ফানাদা'– আর তিনি আহবান করলেন। بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ 'বিসাউতিন রাফিইন'–উচ্চস্বরে। يَامَعْشَرَ 'ইয়া মাশারা' – হে লোকেরা! لَمْ يُفْضِ 'লাম ইউফযে'–পৌঁছেনি। لَاتُؤْذُوْا 'লাতুযু' – কষ্ট দিও না। لَاتُعَيِّرُوْهُمْ 'লা তুআইয়্যেরুহুম'–তাদেরকে শরম দিও না। لَاتَتَّبِعُوْا 'লাতাত্তাবিউ'–পিছে লেগে থেকো না। عَوْرَاتِهِمْ 'আওরাতিহিম' – তাদের গোপন কথা। يَتَّبِعُ 'ইয়াত্তাবিউ' – পেছনে লেগে থাকে। يَفْضَحْهُ 'ইয়াফদাহুহু' – তাকে অপমান করবেন। جَوْفِ رَحْلِهٖ 'জাওফা রিহ্‌লিহী' – তার ঘরের নিভৃত কোণে।

২২১। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর বসে উচ্চস্বরে বললেন, হে লোক সকল! যারা মুখে মুখে ইসলাম গ্রহণ করছো। কিন্তু ঈমান এখনো অন্তরে পৌঁছেনি। তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে লজ্জা দিয়ো না এবং তাদের দোষ-ত্রুটির পিছে লেগে থেকো না। কেনোনা যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইয়ের দোষ উদঘাটনের পশ্চাতে লেগে থাকে, আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দেন। আল্লাহ সে ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করে দেন, তাকে লজ্জিত ও অপমানিত করে ছাড়েন। যদি সে নিজের ঘরের মধ্যেও বসে থাকে।– তিরমিযি

ব্যাখ্যা ঃ মুনাফিকরা সত্যবাদী এবং নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকে নানাভাবে দুঃখ-কষ্ট দিতো। তারা মুসলমানদের জাহেলী যুগের লজ্জাজনক বংশীয় দোষ-ত্রুটির কথা লোক সম্মুখে বলে বেড়াতো। এ ধরনের লোকদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীস দ্বারা ধমক দিয়েছেন। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এ বক্তব্য প্রদানের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠস্বর এতই উচ্চ হয়েছিল যে, পার্শ্ববর্তী ঘরগুলোতে পর্যন্ত আওয়ায পৌঁছে যায় এবং মেয়েরাও একথাগুলো শুনেছিলো।

পরনিন্দার পরিণাম ঃ

(٢٢٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمَّا عَرَجَ بِىْ رَبِّىْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَّهُمْ اَظْفَارٌ مِّنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِىْ اَعْرَاضِهِمْ - ابو داؤد : انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ وَلَمَّا عَرَجَ بِىْ رَبِّىْ 'ওয়া লাম্মা আরাজা বী রাব্বী' – আমার প্রতিপালক যখন আমাকে মি'রাজে নিয়ে গেলেন। اَظْفَارٌ 'আযফারুন' – নখগুলো। نُحَاسٌ 'নুহাসুন' – পিতল। يَخْمِشُوْنَ "ইয়াখমাশূনা' – তারা খামচাচ্ছে। وُجُوْهَهُمْ 'ওজূহাহুম' – তাদের চেহারা। صُدُوْرَهُمْ 'সুদূরাহুম' – তাদের বুক। مَنْ هٰؤُلَاءِ 'মান হাউলায়ি' – এরা কারা ? يَاْكُلُوْنَ 'ইয়াকুলূনা' – তারা খেতো। لُحُوْمَ النَّاسِ 'লুহূমান্নাসি' – মানুষের গোশত। اَعْرَاضِهِمْ 'আ'রাদ্বিহিম' – তাদের ইয্যত।

২২২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন আমার প্রতিপালক প্রভু আমাকে মে'রাজে নিয়ে যান তখন আমি এক সময় এমন এক শ্রেণীর লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো ছিলো পিতলের নখের মতো। এ নখ দ্বারা তারা নিজেদের চেহারা ও বুক খামচাচ্ছিলো। আমি তাদের সম্পর্কে জিবরীল আমীনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন,

এরা সেই সব ব্যক্তি যারা দুনিয়াতে লোকের গোশ্‌ত খেতো এবং তাদের ইয্‌যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো। –আবু দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের গোশ্‌ত খাওয়ার অর্থ, লোক সমাজে তাদের গীবত ও নিন্দা করে বেড়াতো। তাদের সুনাম ও খ্যাতি বিনষ্ট করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকতো।

মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকার ঃ

(٢٢٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيْلَ مَاهُنَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ - وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ - مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ حَقُّ الْمُسْلِمِ 'হাক্কুল মুসলিমি' – এক মুসলমানের হক। سِتٌّ 'সিত্তুন' – ছয়। مَاهُنَّ 'মা-হুন্না' – এগুলো কি ? لَقِيْتَهُ 'লাকীতাহু' – তোমার সাথে তার দেখা হবে। فَسَلِّمْ 'ফাসাল্লিম' –তখন তাকে সালাম করবে। دَعَاكَ 'দা'আকা' – তোমাকে দাওয়াত দিবে। فَاَجِبْهُ 'ফা আজিবহু' –তা গ্রহণ করবে। اسْتَنْصَحَكَ 'ইস্তানসাহাকা' – সে তোমার নিকট উপদেশ চাইবে। فَانْصَحْ لَهُ 'ফান্‌সাহ্ লাহু' – তুমি তাকে উপদেশ প্রদান করবে। اِذَا عَطَسَ 'ইযা আতাসা' – যখন হাঁচি দেবে। اِذَا مَرِضَ 'ইযা মারিযা' – যখন অসুস্থ হবে। فَاتَّبِعْهُ 'ফাত্তাবি'হু' – তাকে দেখতে যাবে।

২২৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন মুসলমানের উপর অপর একজন মুসলমানের ছয়টি অধিকার আছে। অধিকারগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ (১) কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে দেখা হলে তাকে সালাম জানাবে। (২) যখন তোমাকে সে দাওয়াত দিবে, তা গ্রহণ করবে। (৩) যখন সে তোমার কাছে শুভেচ্ছা ও কল্যাণ কামনা করবে, তাকে তা

প্রদান করবে। (৪) যখন সে হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলবে, তখন তার জবাব দেবে। (৫) যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়বে, তখন তাকে দেখতে যাবে এবং (৬) যখন সে মৃত্যুবরণ করবে, তখন তার জানাযায় শরীক হবে।

– মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ (ক) সালাম করার অর্থ কেবল 'আসসালামু আলাইকুম' শব্দের উচ্চারণ করা নয়। বরং এটা এমন একটি ঘোষণা ও স্বীকারোক্তি যে, আমার পক্ষ হতে তোমার জান এবং ইয্যত নিরাপদ। কোনভাবে আমি তোমাকে কষ্ট দেবো না। আর শুভেচ্ছা ও কল্যাণ কামনার অর্থ হলো, আল্লাহ তোমার দ্বীন ও ঈমানকে হেফাযত করুন এবং তোমার উপর তাঁর করুণা বর্ষণ করুন।

(খ) 'তাশমীত' শব্দের অর্থ হাঁচি। হাঁচি প্রদানকারীর জন্য মঙ্গল সূচক কথা বলা উচিত। যেমন 'ইয়ার হামুকাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। তুমি আল্লাহর আনুগত্যের পথে প্রতিষ্ঠিত থাকো। তোমার পক্ষ থেকে এমন কোন ত্রুটি বিচ্যুতি না ঘটুক যা অপরের হাসির খোরাকে পরিণত হবে।

ক্ষমা ঃ

(٢٢٤) اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ اِلاَّ الْحُدُوْدَ - ابو داؤد : عائشة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَقِيْلُوْا 'আকবিলূ' –ক্ষমা করে দিবে। ذَوِى الْهَيْئَاتِ 'যবীয়াল হাইআতি' – সৎ ও ভালো লোকের। عَثَرَاتِهِمْ 'আসারাতিহিম'– তাদের দোষ-ত্রুটি। اَلْحُدُوْدُ 'আলহুদূদু' – শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

২২৪। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সৎ ও ভালো কোনো লোকের দোষ-ত্রুটি হলে তা ক্ষমা করে দিবে। কিন্তু হুদুদ সংক্রান্ত ব্যাপারে নয়। –আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ কোন নেক্কার লোক যিনি কখনো আল্লাহর নাফরমানী করেন না। যদি কখনো হঠাৎ পদস্খলিত হয়ে কোন অন্যায় কাজ করে বসেন

তাহলে তাকে হেয় দৃষ্টিতে দেখো না। কোনরূপ অসম্মান করো না। বরং তাকে মাফ করে দিও। অবশ্য যদি তার থেকে এমন কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয় যার সাজা শরীয়তে নির্দিষ্ট আছে। যেমন ব্যাভিচার, চুরি ইত্যাদি তাহলে এরূপ অপরাধ ক্ষমা করা যাবে না।

শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তিসমূহকে হুদুদ বলা হয়।

অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ঃ

(٢٢٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوِانْتَقَصَهُ اَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ اَوْاَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَاَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ اَلاَ 'আলা' – মনে রেখো। مُعَاهِدًا 'মুআহিদান' – কোন মুসলমান কোন অমুসলিম চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের উপর। اِنْتَقَصَ 'ইনতাকাসা' – অধিকার খর্ব করে। كَلَّفَهُ 'কাল্লাফাহু' – তাকে কষ্ট দেয়। بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ 'বিগাইরি তীবি নাফসিন' – অনিচ্ছায়, জোরপূর্বক। اَنَا حَجِيْجُهُ 'আনা হাজীজুহু' – আমি তার পক্ষে বাদী হবো। অভিযোগ উঠাবো।

২২৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মনে রেখো– যদি কোন মুসলমান কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালায়। তার অধিকার খর্ব করে। তার কোন বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়। তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করবো। –আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এ হাদীসটির পূর্বে উল্লেখিত অধ্যায়গুলোতে প্রতিবেশী, মেহমান, পীড়িত ব্যক্তি এবং সফরসঙ্গীদের যেসব অধিকারের কথা বর্ণিত হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ই সমান।

জীব জানোয়ারের অধিকার অধ্যায়

জানোয়ারের প্রতি সদয় ব্যবহার ঃ

(٢٢٦) عَنْ سَهْلُ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ اتَّقُوْا اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوْهَا صَالِحَةً - ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ مَرَّ 'মাররা' – যাচ্ছিলেন। بِبَعِيْرٍ 'বিবায়ী'রিন' – উটের কাছ দিয়ে। قَدْلَحِقَ 'কাদ লাহিকা' – অবশ্যই লেগে গিয়েছিলো। ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ 'যাহরুহু বিবাতনিহি' – তার পেটের সাথে পিঠ। اتَّقُوْا اللّٰهَ 'ইত্তাকূল্লাহা' – আল্লাহ্‌কে ভয় করো। اَلْبَهَائِمِ 'আলবাহায়িমি' – চতুষ্পদ জন্তু। اَلْمُعْجِمَةِ 'আলমু'জামাতি' – বাকহীন। فَارْكَبُوْهَا 'ফারকাবূহা' – এর ওপর আরোহণ করো।

২২৬। সাহল ইবনে হাঞ্জালা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি রুগ্ন উটের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন যার পিঠ পেটের সাথে লেগে গিয়েছিলো। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সকল বাকহীন পশুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। সুস্থ অবস্থায় এদের উপর আরোহণ করবে এবং সুস্থ অবস্থায়ই তাদেরকে ত্যাগ করবে। –আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ জানোয়ারকে অভুক্ত রেখে কষ্ট দিলে আল্লাহ নারায হন। যখন তাদের দ্বারা কাজ নেয়া হয় তখন তাদেরকে উত্তমরূপে খাবার দেবে। এদের শক্তির বাইরে কোন কাজ করানো অন্যায়। এতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

পশুর জন্য আরামের ব্যবস্থা ঃ

(٢٢٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ ـ فَدَخَلَ حَائِطًا لِّرَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَاِذَا فِيْهِ جَمَلٌ ـ فَلَمَّا رَاَى الْجَمَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْجَرَ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ـ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ سَرَاتَهُ اَىْ سَنَامَهُ وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ ـ فَقَالَ مَنْ رَّبُّ هٰذَا الْجَمَلِ ؟ لِمَنْ هٰذَا الْجَمَلُ؟ فَجَاءَ فَتًى مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ هٰذَا اِلَىَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ فَقَالَ اَفَلاَ تَتَّقِى اللّٰهَ فِيْ هٰذِهِ الْبَهِيْمَةِ الَّتِىْ مَلَّكَكَ اللّٰهُ اِيَّاهَا ـ فَاِنَّهُ يَشْكُوْ اِلَىَّ اَنَّكَ تُجِيْعُهُ وَتُدْئِبُهُ ـ رياض الصاحين

শব্দের অর্থ ঃ حَائِطًا 'হায়িতান' – বাগান। اَلْجَمَلُ 'আলজামালু'–উট। جَرْجَرَ 'জারজারা' – গোংগানীর আওয়াজ দিলো। ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ 'যারাফাত আইনাহু' – তার দু' চোখ বেয়ে অশ্রু বইতে লাগল। فَاَتَاهُ 'ফাআতাহু' – তিনি নিকটে এলেন। سَرَاتَهُ 'সারাতাহু' – তার পিঠের কুঁজ। ذَفْرَاهُ 'যাফারাহু' – তার পিছনের হাঁড়। فَسَكَنَ 'ফাসাকানা' – অতঃপর সে শান্ত হয়। رَبُّ 'রাব্বু' – মালিক। فَتًى 'ফাতান' – যুবক। اَفَلاَ تَتَّقِىْ 'আফালা তাত্তাকী' – তুমি কি ভয় করো না। اَلْبَهِيْمَةُ 'আলবাহীমাতু' – চতুষ্পদ জন্তু। مَلَّكَ اللّٰهُ 'মাল্লাকাল্লাহু' – আল্লাহ মালিক করে দিয়েছেন। يَشْكُوْ اِلَىَّ 'ইয়াশকূ ইলাইয়্যা' – আমার কাছে সে অভিযোগ করছে। تُجِيْعُهُ 'তুজীউ'হু' – তুমি তাকে উপোষ রাখছো। تُدْئِبُهُ 'তুদয়িবুহু' – তার কাছ থেকে কাজ নিচ্ছো।

২২৭। আবদুল্লাহ ইবন্ জাফর হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসার ব্যক্তির বাগানে প্রবেশ করে তথায় একটি উট বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেলেন। উটটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা মাত্র গোংগানীর আওয়াজ দিলো এবং তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু বইতে লাগলো। আল্লাহর নবী উটটির নিকটে গেলেন এবং এর পিঠ ও কোমরে হাত বুলিয়ে দিলে উটটি শান্ত হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, কে এই উটটির মালিক ? এটা কার উট ? একজন যুবক আনসার এগিয়ে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! উটটি আমার। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি এই নির্বাক জানোয়ারটির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো না যা আল্লাহ তোমার মালিকানাধীন করে দিয়েছেন ? এ উটটি তার বিগলিত অশ্রু ও বেদনা বিধুর আওয়াজ দ্বারা আমার নিকট অভিযোগ করেছে যে, তুমি তাকে অভুক্ত রাখছো এবং এর দ্বারা একটানা কাজ নিচ্ছো।" –রিয়াযুস সালেহীন

ভ্রমণকালে পশুর হক ঃ

(٢٢٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَاَعْطُوْا الْاِبِلَ حَقَّهَا مِنَ الْاَرْضِ وَاِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَاَسْرِعُوْا عَلَيْهَا السَّيْرَ - مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ سَافَرْتُمْ 'সাফারতুম' – তোমরা সফর করো। فِى الْخَصَبِ 'ফীল খাসাবি'– শস্য-শ্যামল এলাকায়। فِى السَّنَةِ 'ফীস্‌সানাতি' –খরা পীড়িত এলাকা। فَاَسْرِعُوْا 'ফাআসরাউ' – দ্রুত চালিয়ে নিয়ে যাবে।

২২৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন উর্বর ও শস্য-শ্যামল এলাকা ভ্রমণ করবে তখন ভূমি হতে উটকে তার হক প্রদান করবে। আর খরা পীড়িত এলাকা ভ্রমণকালে তাকে দ্রুত চালিয়ে নিয়ে যাবে। –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ ফসলের মৌসুমে ভূমি রসালো থাকার কারণে মাটিতে নানা প্রকারের ঘাস ও তৃণলতা জন্মায়। এ সময়ে সফর করলে মাঝে মধ্যে জানোয়ারকে ছেড়ে দিয়ে ঘাস লতাপাতা খাবার সুযোগ দিতে হবে। আর দুর্ভিক্ষ ও খরার মৌসুমে মাটি রসহীন হয়ে যায় কোন ঘাস-লতা উৎপন্ন হয়

না। তাই এ সময়ের সফরে উটকে দ্রুত চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যেনো শীঘ্র গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায় এবং পথিমধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণায় তার কষ্ট না হয়।

যবাই করার পদ্ধতি ঃ

(٢٢٩) عَنْ شَدَّادِبْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ - وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذِّبْحَ - وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهٗ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهٗ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ كَتَبَ 'কাতাবা'–নির্দেশ দিয়েছেন। اَلْاِحْسَانَ 'আল ইহসানা' – উত্তমভাবে। اِذَا قَتَلْتُمْ 'ইযা কাতালতুম' – যখন তোমরা হত্যা করবে। فَاَحْسِنُوْا 'ফাআহসিনূ' – তখন উত্তম পন্থায় করবে। يُحِدَّ 'ইউহাদ্দি – ধার তীক্ষ্ণ করবে। وَلْيُرِحْ 'ওয়ালইউরিহ' – আর শান্তি দেবে। ذَبِيْحَتَهٗ 'যাবীহাতাহু'– যবেহের পশুকে।

২২৯। শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি কাজ উত্তম ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, তোমরা যখন হত্যা করবে তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে। আর যখন যবাই করবে তখন ভালো পন্থায় যবাই করবে। অবশ্যই তোমাদের ছুরির ধার তীক্ষ্ণ করবে এবং যবাইকৃত পশুকে আরাম দেবে। এমনভাবে যবাই করো না যাতে যবাইকৃত পশু দীর্ঘ সময় ধরে ছটফট করতে থাকে। বরং ধারালো অস্ত্র দ্বারা এমনভাবে যবাই করবে যাতে দ্রুত প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়।– মুসলিম

যবাই করার নিয়ম ঃ

(٢٣٠) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى اَنْ تُصَبَّرَ بَهِيْمَةٌ اَوْغَيْرُهَا لِلْقَتْلِ -

- بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يَنْهٰى ইয়ানহা' – তিনি বারণ করেছেন। اَنْ يُّصَبِرَ আইঁ ইউসাবিরা' – হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। لِلْقَتْلِ 'লিলকাতলি – হত্যার জন্য।

২৩০। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন চতুষ্পদ জন্তু কিংবা অন্য কোন প্রাণীকে (পাখী অথবা মানুষ) বেঁধে দণ্ডায়মান অবস্থায় তীর মেরে হত্যা করতে বারণ করতে শুনেছি। –বুখারী, মুসলিম

জীব-জন্তুর চেহারায় আঘাত করা নিষেধ ঃ

(٢٣١) عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِىْ الْوَجْهِ ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ نَهٰى 'নাহা'–তিনি নিষেধ করেছেন। عَنِ الضَّرْبِ 'আনিয্যারবি'–মারতে। فِى الْوَجْهِ ' ফীল ওয়াজহি'–মুখমণ্ডলে, চেহারায়। عَنِ الْوَسْمِ 'আনিল্ ওয়াস্মি' – দাগ দিতে।

২৩১। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীব-জন্তুর চেহারায় আঘাত করতে ও দাগ দিতে নিষেধ করেছেন। –মুসলিম

অকারণে প্রাণী হত্যা করা ঃ

(٢٣٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرُو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَاَلَهُ اللّٰهُ عَنْ قَتْلِهِ ـ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ اَنْ يَّذْبَحَهَا فَيَاكُلَهَا وَلَا يَقْطَعَ رَاْسَهَا فَيَرْمِىَ بِهَا ـ مشكراة

শব্দের অর্থ ঃ عُصْفُوْرًا 'উসফুরান'–চড়ুই পাখি। فَمَافَوْقَهَا 'ফামা ফাওকাহা'–তার চেয়ে ক্ষুদ্র। بِغَيْرِ حَقِّهَا 'বিগাইরি হাককিহা'–অধিকার ছাড়া। وَمَاحَقُّهَا 'ওয়া মা হাককুহা' – তার অধিকার কি ? اَنْ يَّذْبَحَهَا 'আইঁ ইয়াযবাহাহা' – তাকে যবেহ করা। فَيَأْكُلَهَا 'ফাইয়াকুলাহা' – তারপর তাকে খাবে। رَأْسَهَا 'রাসাহা' – তার মাথা। فَيَرْمِيْ بِهَا 'ফাইয়ারমী বিহা' – তারপর তাকে ফেলে দিবে।

২৩২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চড়ুই অথবা তার চেয়ে ক্ষুদ্র কোন পাখী অনর্থক হত্যা করবে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে এ হত্যার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! পাখীর হক কি ? উত্তরে তিনি বললেন, পাখি যখন যবাই করবে তখন তাকে খেয়ে ফেলবে। আর তার মাথা কাটার পর ফেলে দেবে না। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো, গোশ্‌ত খাবার উদ্দেশ্যে জীব-জন্তু শিকার করা জায়েয। আমোদ প্রমোদের উদ্দেশ্যে শিকার করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে শিকার করার অর্থ হলো, শুধু সখ করে শিকার করা। না খেয়ে ফেলে দেয়া।

পশু-পাখির কষ্টের প্রতি খেয়াল রাখা ঃ

(٢٣٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهٖ فَرَاَيْنَا حُمُرَةً مَّعَهَا فَرْخَانِ فَاَخَذْنَا فَرْخَيْهَا - فَجَاءَتِ الْحُمُرَةُ فَجَعَلَتْ تُفَرِّشُ - فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَّعَ هٰذِهٖ بِوَالِدَهَا؟ رُدُّوْا وَلَدَهَا اِلَيْهَ - وَرَاى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَقْنَاهَا - قَالَ مَنْ حَرَقَ هٰذِهٖ؟ فَقُلْنَا نَحْنُ - قَالَ اِنَّهٗ لَايَنْبَغِيْ اَنْ يُّعَذِّبَ بِالنَّارِ اِلاَّ رَبُّ النَّارِ - ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ كُنَّا 'কুন্না'– আমরা ছিলাম। فَانْطَلَقَ 'ফানতালাকা' –তারপর তিনি চলে গেলেন। لِحَاجَتِهِ 'লিহাজাতিহি' – তাঁর প্রয়োজনে। فَرَأَيْنَا 'ফারাআইনা'–আমরা দেখলাম। حُمَّرَةٌ 'হুমরাতান –একটি পাখি, শালিক। فَرْخَانِ 'ফারখানি' – দু'টি বাচ্চা। فَجَعَلَتْ تُفَرِّشُ 'ফাজাআলাত তুফরিশু' –ডানা মেলে বাচ্চাদের উপর ঝাপটা মারতে লাগলো। فَجَّعَ 'ফাজ্জাআ' –কষ্ট দিচ্ছো। رُدُّوا 'রদ্দু' – ফিরে দাও। قَرْيَةَ نَمْلٍ 'কারইয়াতা নামলিন' – পিঁপড়ার ঘর। قَدْ حَرَّقْنَاهَا 'কাদ হাররাকনাহা' – আমরা তা পুড়ে দিয়েছিলাম। لَا يَنْبَغِي 'লা ইয়ামবাগী' – উচিত নয়। أَنْ يُعَذِّبَ 'আইঁ ইউআযযিবা' – শাস্তি দেয়া। رَبُّ النَّارِ 'রাব্বুন্নারি' – আগুনের সৃষ্টিকর্তা।

২৩৩। আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় পিতা আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের সাথে এক সফরে ছিলাম। তিনি বিশেষ প্রয়োজনে বেরিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে আমরা একটি পাখি দেখলাম। যার সংগে দুটি বাচ্চা ছিলো। আমরা বাচ্চা দুটি ধরে ফেললাম। এতে পাখিটি তার ডানা বিস্তার করে বাচ্চাদের উপর ঝাপটা মারতে লাগলো। ইত্যবসরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এলেন এবং পাখিটির অস্থিরতা দেখতে পেয়ে বললেন, পাখিটাকে তার বাচ্চার কারণে কে কষ্ট দিচ্ছো ? তার বাচ্চা তাকে ফিরিয়ে দাও ? এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পিপড়ার ঘর দেখলেন যা আমরা পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঘরগুলো কে পুড়িয়েছে ? আমরা বললাম, আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, আগুন দ্বারা শাস্তি দেবার অধিকার একমাত্র আগুনের মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই। –আবু দাঊদ

পশুর মধ্যে লড়াই বাধানো নিষিদ্ধ ঃ

(٢٣٤) نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ - ترمذى : ابن عباس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلتَّحْرِيْشُ 'আত্তাহ্‌রীশু' – লড়াই বাঁধানো। بَيْنَ الْبَهَائِمِ 'বাইনাল বাহায়িমি' – পশুদের মধ্যে।

২৩৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুদের মধ্যে লড়াই বাধানো ও লড়াই খেলানো নিষেধ করছেন। –তিরমিযি

জীব-জন্তুকে পানি পান করানো ঃ

(٢٣٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّمْشِىْ بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ۔ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ۔ ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَّلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ۔ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِىْ كَانَ بَلَغَ بِىْ۔ فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاَ خُفَّهٗ ثُمَّ اَمْسَكَهٗ بِفِيْهِ فَسَقٰى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهٗ فَغَفَرَلَهٗ۔ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِنَّا لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا؟ فَقَالَ نَعَمْ فِى كُلِّ ذَاتِ كَبَدٍ رَسْبَةٍ اَجْرٌ۔ بخارى، مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ يَمْشِىْ 'ইয়ামশী' – পথ চলছে। بِطَرِيْقٍ 'বিতারীকিন' –'রাস্তায়। اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ 'ইশতাদ্দা আলাইহিল আতাশু' – সে ভীষণ পিপাসার্ত হলো। فَوَجَدَ 'ফাওয়াজাদা' – তারপর সে পেলো। بِئْرًا 'বি'রান'–কূপ। يَلْهَثُ 'ইয়ালহাসু' – হাঁপাচ্ছে। يَاْكُلُ 'ইয়াকুলু' – খাচ্ছে। اَلثَّرٰى 'আস্‌সারা' – ভিজা মাটি। لَقَدْ بَلَغَ 'লাকাদ বালাগা' – নিশ্চয়ই পৌঁছেছে। اَلْعَطَسُ 'আল আতাশু' – পিপাসা। فَمَلاَ 'ফামালা' – সে পূর্ণ করলো। خُفَّهٗ 'খুফফাহু' – তার মোজা। فَسَقٰى 'ফাসাকা' – পান করালো। فَشَكَرَ اللّٰهَ 'ফাশাকারাল্লাহা' – আল্লাহর শোকর করলো। فِى الْبَهَائِمِ 'ফীল বাহায়িমি' – পশু-পাখির ব্যাপারে। اَجْرًا 'আজরান' – সওয়াব। ذَاتِ كَبَدٍ رَطْبَةٍ 'যাতি কাবাদিন রাতবাতিন' –প্রাণী।

২৩৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক ব্যক্তি পথ চলতে গিয়ে ভীষণভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। সে এদিক সেদিক অনুসন্ধানের পর একটি কূপ দেখতে পেয়ে তার মধ্যে নেমে পানি পান করলো (তথায় বালতি এবং রশির ব্যবস্থা ছিল না)। অতঃপর কূপ হতে বের হয়ে এসে সে দেখতে পেলো একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে জিহ্বা বের করে ভিজা মাটি চাটছে। সে মনে মনে ভাবলো নিশ্চয়ই কুকুরটি তারই ন্যায় অত্যন্ত পিপাসার্ত। সে তৎক্ষণাৎ কূপে নামলো এবং স্বীয় চামড়ার মোজা পানি দ্বারা পূর্ণ করে মুখে ধারণ করে উঠে আসলো এবং কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ তার এ কাজটি অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহর রাসূল। পশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শণে আমাদের জন্য ছাওয়াব আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ। যে কোন প্রাণীর প্রতি সদয় ব্যবহার করলে ছাওয়াব লাভ করা যায়।– বুখারী, মুসলিম

চারিত্রিক দোষত্রুটি অধ্যায়

অহংকার

অহংকার এবং সৌন্দর্য চর্চা দু'টি পৃথক জিনিস ঃ

(٢٣٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهٖ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ ـ فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَّكُوْنَ ثَوْبُهٗ حَسَنًا وَّنَعْلُهٗ حَسَنًا ـ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ـ مسلم : ابن مسعود

শব্দের অর্থ ঃ لَايَدْخُلُ 'লা-ইয়াদখুলু' – প্রবেশ করবে না। مِثْقَالَ ذَرَّةٍ 'মিসকাল যাররাতিন'– কণা পরিমাণ। كِبْرٌ 'কিবরুন'– অহংকার। يُحِبُّ 'ইউহিব্বু' – পছন্দ করে, ভালবাসে। حَسَنًا 'হাসানান' – সুন্দর। اَلْجَمَالُ 'আলজামালু' – সুন্দর। بَطَرُ الْحَقِّ 'বাতরুল হাককি' – অহংকারের অর্থ হলো আল্লাহর ইবাদতের হক আদায় করা। غَمْطُ النَّاسِ 'গামতুন্নাসি' – আল্লাহর বান্দাদেরকে হেয় মনে করা।

২৩৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার অন্তরে কনা পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, মানুষ চায় তার কাপড়-চোপড় জুতা-মোজা সুন্দর হোক। তাহলে এটাও কি অহংকারের অন্তর্ভূক্ত। এ মানসিকতা পোষণকারীও কি জান্নাত হতে বঞ্চিত থাকবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না এটা অহংকার নয়। আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকারের অর্থ হলো আল্লাহর ইবাদতের হক আদায় না করা এবং তার বান্দাদেরকে হেয় মনে করা। –মুসলিম

অহংকারীর পরিণাম ঃ

(٢٣٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ - ابو داؤد : حارثه بن وهب رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلْجَوَّاظُ 'আলজাওয়ায়ু' – অহংকারী। اَلْجَعْظَرِيُّ 'আলজা'যারীইউ' – অহংকারের মিথ্যা ভানকারী।

২৩৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অহংকারী ও অহংকারের মিথ্যা ভানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ মূল হাদীসে جَوَّاظُ এবং جَعْظَرِيُّ শব্দদুটো ব্যবহৃত হয়েছে। جَوَّاظُ শব্দের অর্থ অহংকারী, দাম্ভিকতা সহকারে চলাফেরাকারী, দুশ্চরিত্র, অসৎ সম্পদ সঞ্চয়কারী এবং কৃপণ। جَعْظَرِيْ এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যার নিকট দম্ভ করার মতো কিছু নেই বটে। কিন্তু মানুষের নিকট নিজেকে অগাধ ধন-সম্পদের অধিকারী বলে দাবী করে বেড়ায়। একথা কেবল ধন-দৌলতের সাথেই সংশ্লিষ্ট নয়। বরং তাকওয়া, পরহেজগারী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতেও অহংকারী এবং মিথ্যা জ্ঞানের ভানকারী দেখা যায়।

অহংকারের চিহ্ন বর্ণাঢ্য পোশাক ঃ

(٢٣٨) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ- اَزْرَةُ الْمُؤْمِنِ اِلٰى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ- وَمَا اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِى النَّارِ- قَالَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَلَايَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جَرَّ اِزْرَهُ بَطَرًا -

- ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ اَزْرَةُ الْمُؤْمِنِ 'আযরাতুল মু'মিনি'–মুমিনের পরিধেয় বস্ত্র। اَنْصَافِ سَاقَيْهِ 'আনসাফি সাকাইহি'–দুই পায়ের নলার মাঝামাঝি। اَلْكَعْبَيْنِ 'আলকা'বাইনি'–উভয় টাখনুর গিরা। بَطَرًا 'বাতরান'–অহংকারবশত।

৩৩৮। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মু'মিনের পরিধেয় বস্ত্র পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকে। যদি তার নীচে এবং টাখনু গিরার উপরে থাকে তাহলেও কোন দোষ নেই। আর যদি টাগনু গিরার নীচে যায় তা'হলে তা হবে জাহান্নামীর কাজ (গুনাহের কাজ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা তিনবার বললেন। যাতে সকলের নিকট এর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি কিয়ামতের দিন তাকাবেন না, যে অহংকার করে ভূমি স্পর্শকারী পোশাক পরিধান করে।
–আবু দাঊদ

(٢٣٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّثَوْبَهٗ - خُيَلاَءَ لاَيَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِزَارِىْ يَسْتَرْخِىْ اِلاَّ اَنْ اَتَعَاهَدَهٗ - فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهٗ خُيَلاَءَ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ جَرَّ 'জাররা'–টেনে চলে। خُيَلاَءَ 'খুয়ালাআ'–অহংকার করে। لاَيَنْظُرُ اللّٰهُ 'লা-ইয়ানযুরুল্লাহু'–আল্লাহ্ দেখবেন না। اِزَارِىْ 'ইযারী'–আমার লুঙ্গি। يَسْتَرْخِىْ 'ইয়াসতারখী'–ঢিলা হয়ে যায়। اَنْ اَتَعَاهَدَهٗ 'আন আতাআহাদাহু'–আমার অনিচ্ছায়। اِنَّكَ لَسْتَ 'ইন্নাকা লাসতা'–নিশ্চয়ই আপনি নন।

২৩৯। আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকার

ভরে নিজের পরিধেয় বস্ত্র (লুঙ্গি, প্যান্ট বা জামা) মাটির উপর দিয়ে টেনে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি তাকাবেন না (রহমতের দৃষ্টি দেবেন না)। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, আমার লুঙ্গি অসতর্ক অবস্থায় ঢিলা হয়ে পায়ের গিরার নীচে চলে যায় যদি আমি তা ভালভাবে বেঁধে না রাখি। এ ক্ষেত্রেও কি আমি আমার প্রতিপালকের রহমতের দৃষ্টি হতে বঞ্চিত থাকবো ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা অহংকার করে এরূপ করে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর লুঙ্গি ঢিলা হওয়ার কারণ এ ছিল না যে, তার পেট মোটা হয়ে গিয়েছিল বরং তার দেহ হালকা পাতলা হবার দরুন লুঙ্গি ঢিলা হয়ে যেতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, যে ব্যক্তি অহমিকার কারণে গোড়ালীর নীচ পর্যন্ত লুঙ্গি বা পায়জামা ছেড়ে দেয় সে আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হবে। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু গোটা বক্তব্যই শুনেছিলেন এবং একথাও জানতেন, তাঁর কাপড় অহমিকার কারণে গোড়ালীর নীচে যেতো না। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তির উপর পরকালীন মুক্তির চিন্তা প্রাধান্য বিস্তার করে তখন তিনি সামান্যতম গুনাহের সম্ভাবনা হতেও দূরে থাকেন। তাই তিনি এ ব্যাপারে মহানবীকে জিজ্ঞেস করে সন্দেহমুক্ত হলেন।

খাওয়া পরার অহংকার ও অপব্যয় ঃ

(٢٤٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ كُلْ مَاشِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ اِنْ اَخْطَاَتْكَ اِثْنَتَانِ سَرَفٌ وَّمَخِيْلَةٌ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ كُلْ 'কুল'–তুমি খাও। مَاشِئْتَ 'মা শি'তা–তুমি যা চাও। اَلْبِسْ 'আলবিস'–তুমি পরো। سَرَفٌ 'সারাফুন'–অপব্যয়। مَخِيْلَةٌ 'মাখী'লাতুন'–অহংকার।

২৪০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা খাও এবং যা ইচ্ছা পরো কিন্তু অহংকার ও অপব্যয় করবে না। –বুখারী

যুলুম ও নিপীড়ন

কিয়ামত এবং যুলুমের অন্ধকার ঃ

(٢٤١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ اَلظُّلْمُ 'আয্‌যুলমু'–অত্যাচার। ظُلُمَاتٌ 'যুলুমাতিন'–অন্ধকার। يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'ইয়াওমাল কিয়ামাতি'–কিয়ামতের দিন।

২৪১। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অত্যাচার ও নিপীড়ন কিয়ামতের দিন অত্যাচারীর জন্যে ভয়ানক অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে।–বুখারী

অত্যাচারীকে সাহায্য করা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল ঃ

(٢٤٢) عَنْ اَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ مَنْ مَّشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْاِسْلَامِ ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ سَمِعَ 'সামিআ'–সে শুনেছে। مَنْ مَشٰى 'মান মাশা'–যে চলে। مَعَ ظَالِمٍ 'মাআ যালিমিন'–যালেমের সাথে। لِيُقَوِّيَهُ 'লিইউকাওয়িয়াহু'–তার শক্তি বৃদ্ধির জন্য। فَقَدْ خَرَجَ 'ফাকাদ খারাজা'–সে অবশ্যই বের হয়ে গেছে।

২৪২। আউস ইবন শুরাহবীল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি জেনে শুনে কোন যালিম ব্যক্তিকে সাহায্য ও সহযোগিতা করলো সে নিঃসন্দেহে দ্বীন হতে বেরিয়ে গেলো।–মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ মূল কথা হলো, জেনে শুনে কোন অত্যাচারী ও যালিমকে সাহায্য-সহযোগিতা করা ঈমান ও ইসলামের পরিপন্থী কাজ।

প্রকৃত কাংগাল ঃ

(٢٤٣) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوْا اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعٌ فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِيْ مَنْ يَّاتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلٰوةٍ وَّصِيَامٍ وَّزَكٰوةٍ وَّيَاتِيْ قَدْشَتَمَ هٰذَا ـ وَقَذَفَ هٰذَا ـ وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا ـ وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا ـ وَضَرَبَ هٰذَا ـ فَيُعْطٰى هٰذا مِنْ حَسَنَاتِهٖ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ ـ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهٗ قَبْلَ اَنْ يُّقْضٰى مَاعَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَا هُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ ـ مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَتَدْرُوْنَ 'আতাদরূনা'–তোমরা কি জান ? مَا الْمُفْلِسُ 'মাল্‌মুফলিসু'–কাংগাল কে ? مَنْ لاَدِرْهَمَ لَهٗ وَ لاَمَتَاعٌ 'মান লা-দিরহামা লাহু ওয়া লা মাতাউ'ন'–যার অর্থ-সম্পদ নাই। مِنْ اُمَّتِيْ 'মিন উম্মাতী'–আমার উম্মত থেকে। مَنْ يَّاْتِيْ 'মাইঁইয়াতী'–যে আসবে। قَدْ شَتَمَ هٰذَا 'কাদ শাতামা হাযা'–নিশ্চয়ই সে একে গালি দিয়েছে। قَذَفَ هٰذَا 'কাযাফা হাযা'–একে অপবাদ দিয়েছে। سَفَكَ دَمَ هٰذَا 'সাফাকা দামা হাযা'–একে হত্যা করেছে। فَيُعْطٰى هٰذَا 'ফাইউতা হাযা'–একে দেয়া হবে। مِنْ حَسَنَاتِهٖ 'মিন হাসানাতিহি'–তার নেক থেকে। فَنِيَتْ 'ফানিয়াত'–নিশেষ হয়ে যায়। اَنْ يُّقْضٰى 'আইঁ ইউকযা'–পরিশোধ করা। اُخِذَ 'উখিযা'–দেয়া হবে। مِنْ خَطَايَاهُمْ 'মিন খাতায়াহুম'–তাদের গুনাহখাতা হতে। فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ 'ফাতুরিহাত আলাইহি'–অতপর তার ওপর চেপে দেয়া হবে। ثُمَّ طُرِحَ 'সুম্মা তুরিহা'–তারপর ফেলে দেয়া হবে।

২৪৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি জানো কাংগাল কে ? লোকেরা বললো, আমাদের মধ্যে সেই কাংগাল যার পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সে ব্যক্তিই প্রকৃত কাংগাল যে কিয়ামতের দিন সালাত, সওম এবং যাকাত সহ আল্লাহর দরবারে হাজির হবে এবং তারই সাথে সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়ে থাকবে। কাউকে হয়া তো মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকবে। কারো মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে থাকবে। কাউকে হত্যা করে থাকবে। অথবা কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করে থাকবে। ফলে এসব মাযলুমের মধ্যে তার সব নেক আমলগুলো বন্টন করে দেয়া হবে। এভাবে যদি মাযলুমদের পাওনা পরিশোধের পূর্বে তার সকল নেক আমল শেষ হয়ে যায়। তাহলে তাদের গুনাহসমূহ তার ভাগে ফেলে দিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষের অধিকারসমূহের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আল্লাহর হক আদায়কারীকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেনো তার দ্বারা কোন ব্যক্তির হক বিনষ্ট না হয়। অন্যথায় এসব সালাত, সওম, যাকাত এবং অন্যান্য নেক আমল বেকার হয়ে যাবে।

মযলুমের ফরিয়াদ ঃ

(٢٤٤) عَنْ عَلِيٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ ـ فَاِنَّمَا يَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى حَقَّهٗ ـ وَاِنَّ اللّٰهَ لَايَمْنَعُ ذَاحَقٍ حَقَّهٗ ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ اِيَّاكَ 'ইয়্যাকা'–বেঁচে থাকা, সতর্ক থাক। وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ 'ওয়া দাওয়াতাল মাযলূমি'–মাযলুমের ফরিয়াদ থেকে। يَسْأَلُ 'ইয়াসআলু'–সে কামনা করে, সে চায়। حَقَّهٗ 'হাককাহু'–তার অধিকার। لَايَمْنَعُ 'লা-ইয়ামনাউ'–তিনি বঞ্চিত করেন না।

২৪৪। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মযলুমের ফরিয়াদ হতে বেঁচে থেকো। কেননা মযলুম আল্লাহর নিকট তার অধিকার কামনা করে থাকে। আর আল্লাহ কোন হকদারকে তার অধিকার হতে বঞ্চিত করেন না।–মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মাযলুমের আর্তনাদ হতে বেঁচে থাকার কথা বলা হয়েছে। মযলুম ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে তোমাদের অত্যাচারের হৃদয়বিদারক কাহিনী বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ হলেন ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক। যেহেতু আল্লাহ কোন হকদারকে তার ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করেন না। তাই তিনি যালিমকে নানাবিধ বিপদে আপদে এবং অস্থিরতায় নিমজ্জিত রাখেন।

ক্রোধ

ক্রোধের নিয়ন্ত্রণ ঃ

(٢٤٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ ـ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ـ بخارى

শব্দের অর্থ ঃ لَيْسَ الشَّدِيْدَ 'লাইসাশ্‌শাদীদু'–শক্তিশালী নয়। بِالصُّرْعَةِ 'বিস্‌সুরআতি'–কুস্তি। يَمْلِكُ نَفْسَهُ 'ইয়ামলিকু নাফ্‌সাহু'–নিজেকে সংযত রাখতে পারে। عِنْدَ الْغَضَبِ 'ইনদাল গাযাবি'–ক্রোধের সময়।

২৪৫। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে ব্যক্তি শক্তিশালী নয় যে কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে পারে। বরং প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে। অর্থাৎ ক্রোধান্বিত হয়ে এমন কিছু না করে বসে যা আল্লাহ ও তার রাসূল অপছন্দ করেন।–বুখারী

ক্রোধের প্রতিকার ঃ

(٢٤٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ ـ وَاِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ـ ابو داؤد : عطيه سعدى رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلْغَضَبُ 'আলগাযাবু'– ক্রোধ, রাগ। مِنَ الشَّيْطَانِ 'মিনাশ্‌শাইতানি'–শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। خُلِقَ 'খুলিকা'–সৃষ্ট করা হয়েছে। مِنَ النَّارِ 'মিন্নারি'–আগুন থেকে। تُطْفَأُ 'তুতফাউ'–নিবে থাকে। بِالْمَاءِ 'বিলমায়ি'–পানির দ্বারা। فَلْيَتَوَضَّأْ 'ফালইয়াতাওয়াযুযা'–সে যেন উযু করে।

২৪৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রোধ হলো শয়তানী কুমন্ত্রণার ফল এবং শয়তান আগুন হতে সৃষ্ট। আর আগুন একমাত্র পানি দ্বারাই নিবে থাকে। অতএব যে ব্যক্তির ক্রোধের উদ্রেক হয় সে যেনো অবশ্যই অযু করে নেয়।–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস ও অন্যান্য হাদীসে যে ক্রোধকে শয়তানী প্রভাব বলা হয়েছে তা হলো ব্যক্তিগত কারণে সৃষ্ট ক্রোধ। কিন্তু দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে মু'মিনের অন্তরে যে ক্রোধের উদ্রেক হয় তা হলো এক বিশেষ গুণ। যদি কেউ দ্বীনের ক্ষতি সাধনে তৎপর হয় সে ক্ষেত্রে মু'মিনের অন্তরে ক্রোধের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত না হওয়া ঈমানের দুর্বলতার পরিচায়ক।

(٢٤٧) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ ـ فَاِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَاِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ اِذَا غَضِبَ 'ইযা গাযিবা'–যখন ক্রোধান্বিত হয়। فَلْيَجْلِسْ 'ফালইয়াজলিস'–সে যেনো বসে পড়ে। وَاِلاَّ 'ওয়া ইল্লা'–নতুবা। فَلْيَضْطَجِعْ 'ফালইয়াদ্বতাজি'– শুয়ে পড়ে।

২৪৭। আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দণ্ডায়মান অবস্থায় যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির ক্রোধের উদ্রেক হয় তাহলে সে যেনো বসে পড়ে। এ পন্থায় যদি ক্রোধ দূরীভূত হয় তা হলে তো উত্তম। অন্যথায় শুয়ে পড়েব।

–মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস এবং উপরে বর্ণিত হাদীসে ক্রোধ নিবারণের যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, অভিজ্ঞাতায় একথা নিতান্ত সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রতিশোধের শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়ার পুরস্কার ঃ

(٢٤٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوْسٰى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَارَبِّ مَنْ اَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ مَنْ اِذَا قَدَرَ غَفَرَ ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ اَعَزُّ 'আআয্যু'– অধিক প্রিয়। عِنْدَكَ 'ইন্দাকা'–আপনার নিকট। قَدِرَ 'কাদিরা'– প্রতিশোধ শক্তি থাকা সত্ত্বেও। غَفَرَ 'গাফারা'–ক্ষমা করে।

২৪৮। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত মূসা ইবনে ইমরান আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর নিকটে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনার নিকট আপনার কোন্ বান্দা অধিক প্রিয়? আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিশোধ শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়। – মিশকাত

ক্রোধ ও বাক নিয়ন্ত্রণ ঃ

(٢٤٩) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَـالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَزَنَ لِسَانَهٗ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ ـ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهٗ كَفَّ اللّٰهُ عَنْـهُ عَـذَابَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اعْتَذَرَ اِلَى اللّٰهِ قَبِلَ اللّٰهُ عُذْرَهٗ ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ خَزَنَ 'খাযানা'–সংযত রাখবে। لِسَانَهٗ 'লিসানাহু'–তার জিহ্বাকে। سَتَرَ 'সাতারা'–তিনি ঢেকে রাখবেন। عَوْرَتَهٗ 'আওরাতাহু'–তার

দোষ-ত্রুটি। كَفَّ 'কাফ্ফা'– নিয়ন্ত্রণ করবে। اعْتَذَرَ 'ই'তাযারা'–ক্ষমা প্রার্থণা করবে। قَبِلَ 'কাবিলা'–কবুল করবেন। عُذْرَهُ 'উ'যরাহু'–তার আপত্তি।

২৪৯। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটির উপর আবরণ ফেলে দেবেন। আর যে ব্যক্তি ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করবে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার উপর হতে আযাব সরিয়ে নিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।–মিশকাত

মু'মিনের চারিত্রিক গুণাবলী ঃ

(٢٥٠) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ مِّنْ اَخْلَاقِ الْاِيْمَانِ - مَنْ اِذَا غَضِبَ لَمْ يُدْخِلْهُ غَضَبُهُ فِىْ بَاطِلٍ وَمَنْ اِذَا رَضِىَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ مِنْ حَقٍّ - وَمَنْ اِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَالَيْسَ لَهُ - مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ اَخْلَاقٌ 'আখলাকুন'– চরিত্র। بَاطِلٌ 'বাতিলুন'–অন্যায়। رَضِىَ 'রাযিয়া'–রাজি হয়। رِضَاهُ 'রিযাহু'–তার সন্তুষ্টি। حَقٌّ 'হাককুন' –ন্যায়। قَدَرَ 'কাদারা'–ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও। لَمْ يَتَعَاطَ 'লাম ইয়াতাআতি'–হস্তক্ষেপ করে না।

২৫০। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি বস্তু মু'মিনের চারিত্রিক গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। একটি হলো, সে ক্রোধান্বিত হলে ক্রোধ তার দ্বারা কোন অবৈধ ও অন্যায় কাজ করাতে পারে না। দ্বিতীয় হলো, যখন সে খুশী হয় তখন খুশী তাকে হকের সীমা লংঘন করতে দেয় না। আর তৃতীয়টি হলো, অপরের জিনিস, যার উপর তার কোন অধিকার নেই, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে হস্তক্ষেপ করে না।–মিশকাত

রাসূলের উপদেশ — রাগ করো না ঃ

(٢٥١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ اِنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِىْ قَالَ لاَتَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذَالِكَ مِرَارًا ـ قَالَ لاَتَغْضَبْ ـ

ـ بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اَوْصِنِىْ 'আওসিনী'– আমাকে উপদেশ দিন। لاَتَغْضَبْ 'লা-তাগযাব'–রাগ করো না। فَرَدَّدَ 'ফারাদ্দাদা'–বারবার বললেন। مِرَارًا 'মিরারান'–কয়েকবার।

২৫১। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (সে সম্ভবত উগ্র মেযাজের ছিলো) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু উপদেশ দানের জন্যে অনুরোধ জানালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'রাগ করো না'। সে ব্যক্তি উপদেশ দানের কথা বারবার বলতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকবার একই কথা বললেন, 'রাগ করো না'।–বুখারী

কারো কথা ব্যাঙ্গার্থে নকল করা ঃ

(٢٥٢) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَااُحِبُّ اَنِّى حَكَيْتُ اَحَدًا وَاَنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا ـ ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ مَااُحِبُّ 'মা-উহিব্বু'–অমি পসন্দ করি না'। اَنِّىْ 'আন্নি'–নিশ্চয়ই আমি। حَكَيْتُ 'হাকাইতু'–আমি নকল করবো। اَحَدًا 'আহাদান'–কারো। كَذَاوَكَذَا 'কাজা ওয়া কাজা'–এতো, এতো।

২৫২। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ব্যঙ্গ করার জন্যে কারো কথা নকল করা আমি মোটেই পছন্দ করি না। তার বিনিময়ে যদি আমার প্রচুর ধন-সম্পত্তিও লাভ হয়। –তিরমিযী

অপরের বিপদে খুশি হওয়া ঃ

(٢٥٣) وَعَنْ وَاصِلَةَ رضـ قَـالَ قَـالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لَاتُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِاَخِيْكَ فَيَرْحَمُهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ لَاتُظْهِرْ 'লা-তাযহার'–প্রকাশ কর না। اَلشَّمَاتَةُ 'আশ্‌শামাতাতু'–আনন্দ প্রকাশ করো না। لِاَخِيْكَ 'লিআখীকা'–তোমার ভাইয়ের জন্য। يَبْتَلِيْكَ 'ইয়াবতালীকা'–তিনি তোমাকে বিপদে ফেলেদেবেন।

২৫৩। ওয়াসেলা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি তোমার ভাইয়ের বিপদ দেখে আনন্দ প্রকাশ করো না। তাহলে আল্লাহ তার উপর করুণা করবেন এবং বিপদ দূর করে দেবেন। তোমাকে বিপদে ফেলে দেবেন।–মিরমিযি

ব্যাখ্যা ঃ দু'ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা থাকলে এবং এক জনের উপর কোন বিপদ দেখা দিলে অপর ব্যক্তি স্বভাবত খুবই খুশী হয়। এটা ইসলামী চিন্তাধারার পরিপন্থি। মু'মিন ব্যক্তি তার ভাইয়ের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করতে পারে না। যদি উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যও বিরাজ করে।

মিথ্যা

মিথ্যা এবং কপটতা ঃ

(٢٥٤) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ اِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا - وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا - اِذَا اُوْتُمِنَ خَانَ - وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ - وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ - وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ -

- بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ مُنَافِقًا 'মুনাফিকান'–মুনাফিক। خَالِصًا 'খালিসান'–খাঁটি, পাক্কা। خَصْلَةٌ 'খাসলাতুন'– অভ্যাস। يَدَعَهَا 'ইয়াদাআহা'–তা ত্যাগ করে। اُؤْتُمِنَ 'উতিমিনা'–আমানত রাখা হয়। خَانَ 'খানা'–খিয়ানত করে। حَدَّثَ 'হাদ্দাসা'–কথা বলে। كَذَبَ 'কাযিবা'–মিথ্যা বলে। اِذَا وَعَدَ 'ইযা ওয়াআদা'–যখন ওয়াদা করে। اَخْلَفَ 'আখলাফা'– ভঙ্গ করে। اِذَا خَاصَمَ 'ইযা খাসামা'–যখন ঝগড়া করে। فَجَرَ 'ফাজারা'–গালি-গালাজ করে।

২৫৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যার মধ্যে চারটি খাসলাত আছে সে পাক্কা মুনাফিক। আর যার মধ্যে উক্ত অভ্যাসগুলির কোন একটি থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি অভ্যাস আছে বলে বিবেচিত হবে। অভ্যাসগুলো হলো ঃ (১) তার কাছে কোন আমানাত রাখলে তা খিয়ানত করে। (২) যখন কথাবার্তা বলে মিথ্যা বলে। (৩) ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে। (৪) আর যখন কারো সাথে ঝগড়া করে, গালি-গালাজ করে।–বুখারী, মুসলিম

সবচেয়ে বড় মিথ্যা ঃ

(٢٥٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْرَى الْفِرٰى اَنْ يُّرِىَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَالَمْ تَرَيَا ـ بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اَفْرَى الْفِرٰى 'আফরাল ফিরা'–সবচেয়ে বড়ো মিথ্যা। اَنْ يُّرِىَ الرَّجُلُ 'আন-ইউরিয়ার রাজুলু'–মানুষ দেখেছে। عَيْنَيْهِ 'আইনাইহি'–তার চোখ। مَالَمْ تَرٰى 'মালাম তারা'–যা সে দেখেনি।

২৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো, মানুষ তার দু'চোখকে এমন জিনিস দেখাবে যা এ দু'টো চোখ দেখেনি।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ সে স্বপ্নে তো কিছুই দেখেনি। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে যতো সব আজগুবি ও কল্পিত কাহিনী শুনিয়ে থাকে এবং বলে আমি স্বপ্নে এসব দেখেছি। এরূপ করা চোখ দ্বারা মিথ্যা বলানোর শামিল।

মিথ্যা বাহানা ঃ

(٢٥٦) عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ زَفَفْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهٖ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ اَخْرَجَ عُسًّا مِّنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهٗ اِمْرَاَتَهٗ فَقَالَتْ لَااَشْتَهِيْهِ فَقَالَ لَاتَجْمَعِىْ جَوْعًا وَّكِذْبًا ـ

ـ معجم صغير، طبرانى

শব্দের অর্থ ঃ زَفَفْنَا 'যাফাফনা'–আমরা কন্যার যাত্রী হিসেবে গেলাম। بَعْضَ نِسَائِهٖ 'বা'দ্বা নিসায়িহি'–তাঁর কোন স্ত্রীর। اَخْرَجَ 'আখরাজা'–তিনি বের করলেন। عُسًّا 'উসসান'–এক পেয়ালা। نَاوَلَهٗ 'নাওয়ালাহু'–তা দিলেন। اِمْرَاَتَهٗ 'ইমরাআতাহু'–তাঁর বিবিকে। لَااَشْتَهِيْهِ 'লা-আশতাহীহি'–আমার খেতে ইচ্ছে করে না। لَاتَجْمَعِىْ 'লা-তাজমায়ী'–একত্রিত করো না। جَوْعًا 'জাওয়ান'–ক্ষুধা।

২৫৬। আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এক নবপরিণিতা স্ত্রীকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলাম। আমরা মহানবীর ঘরে প্রবেশ করার পর তিনি এক পেয়ালা দুধ বের করলেন। তা থেকে কিছু দুধ পান করার পর বাকীটুকু তাঁর স্ত্রীকে পান করতে দিলেন। নবপরিণীতা বললেন, আমার খেতে ইচ্ছে করছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তুমি ক্ষুধা এবং মিথ্যাকে একত্রিত করো না।

-মু'জামে সাগিরে তিবরানী

ব্যাখ্যা ঃ মহানবী স. উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর ক্ষুধা লেগেছে। কিন্তু লজ্জার কারণে মিথ্যা বাহানা করছে। এ জন্যে এরূপ মিথ্যা বাহানা করা হতে নিষেধ করলেন।

মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা ঃ

(٢٥٧) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أُسَيْدِنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا وَّهُوَلَكَ بِهٖ مُصَدِّقٌ وَّاَنْتَ بِهٖ كَاذِبٌ ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ كَبُرَتْ خِيَانَةً 'কাবুরাত খিয়ানাতান'– সবচেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা। تُحَدِّثُ 'তুহাদ্দিসু' –তুমি বলবে। مُصَدِّقٌ 'মুসাদ্দিকুন' –সত্যবাদী। كَاذِبٌ 'কাযিবুন'–মিথ্যাবাদী।

২৫৭। সুফিয়ান ইবনে উসাইদ আল হাদরামী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। সবচেয়ে মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা বা খিয়ানাত হলো তুমি তোমার ভাইকে কোন কথা বলবে আর সে তোমার কথা বিশ্বাস করবে। অতচ তোমার কথা ছিলো মিথ্যা।–আবু দাউদ

ছোটদের সাথে মিথ্যা বলা ঃ

(٢٥٨) ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دَعَتْنِىْ اُمِّىْ يَوْمًا وَّرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِىْ بَيْتِنَا ـ فَقَالَتْ، هَاتَعَالْ اُعْطِيْكَ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَااَرَدْتَ اَنْ تُعْطِيْهِ؟ قَالَتْ اَرَدْتُّ اَنْ اُعْطِيْهِ تَمْرًا، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا اِنَّكَ لَوْ لَمْ تُعْطِيْهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكَ كَذِبَةٌ ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ دَعَتْنِىْ 'দাআতনী'–আমাকে ডাকলো। قَاعِدٌ 'কায়িদুন'–উপস্থিত। فِى بَيْتِنَا 'ফি বাইতিনা'–আমাদের বাড়ির। هَا تَعَالِ 'হা তাআলি'–হে আসো। اُعْطِيْكَ 'উ'তীকা'–আমি তোমাকে দিবো। مَا اَرَدْتَّ 'মা-আরাদতু'–তুমি কি ইচ্ছা করেছো। اَنْ تُعْطِيْهِ 'আন তু'তীহি'–তাকে

দিতে। اَمَّا 'আম্মা'–কিন্তু اِنَّكَ 'ইন্নাকা'–নিশ্চয়ই তুমি। لَمْ تُعْطِيْهِ 'লাম তুতীহি'–তাকে না দিতে। كُتِبَتْ 'কুতিবাত'–লিখা হতো। كَذِبَةٌ 'কাযিবাতুন'–মিথ্যা।

২৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার আম্মা আমাকে ডাকলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়ীতে মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, এদিকে এসো। আমি তোমাকে একটি জিনিস দেবো। এ সময় রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কি দিতে চাও ? আম্মা বললেন, আমি তাকে খেজুর দিতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাকে খেজুর দেবার জন্যে ডেকে এনে যদি না দিতে তাহলে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা রেকর্ড হয়ে যেতো।

– আবু দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো। সাধারণত পিতা-মাতা ছোট সন্তানদের সাথে এরূপ ব্যবহার করে থাকে। তাদেরকে কিছু দেবার বাহানা করে ডেকে আনা হয়। কিন্তু তা তাকে দেয় না। আল্লাহর নিকট একাজ গুনাহ বলে গণ্য হয় এবং এগুলো আমলনামায় মিথ্যা হিসাবে লিখা হয়। অতএব এরূপ প্রতারণা এবং হালকা মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হতে বিরত থাকা অপরিহার্য।

(٢٥٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَايَصْلُحُ الْكَذِبُ، فِىْ جَدٍّ وَلَا هَزْلٍ وَلَا اَنْ يَّعِدَ اَحَدُكُمْ وَلَدَهٗ شَيْئًا ثُمَّ لَايُنْجِزُلَهٗ ـ الادب المفرد : صف ٨١

শব্দের অর্থ ঃ لَايَصْلُحُ 'লা-ইয়াসলাহু'–ঠিক নয়। اَلْكَذِبُ 'আলকাযিবু'–মিথ্যা বলা। جَدٌّ 'জাদ্দুন'–স্বাভাবিক অবস্থা। هَزْلٌ 'হাযলুন'–তামাসাচ্ছলে। اَنْ يَّعِدَ 'আইঁ ইয়ায়ি'দা'–ওয়াদা করা। اَحَدُكُمْ 'আহাদুকুম'–তোমাদের কেউ। لايُنْجِزُلَهٗ 'লা-ইউনজিয লাহু'–তা পূরণ করবে না।

২৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলা ঠিক নয়। না স্বাভাবিক অবস্থায় আর না হাসি তামাসাচ্ছলে। আর নিজ সন্তানকে কিছু ওয়াদা করে তা না দেয়া তোমাদের কারো জন্য জায়েয নয়।-আদাবুল মুফরাদ

হাসি-তামাসায় মিথ্যা ঃ

(٢٦٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِّمَنْ يُّحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهٗ، وَيْلٌ لَهٗ - ترمذى : بهزبن حكيم

শব্দের অর্থ ঃ وَيْلٌ 'ওয়াইলুন'–ধ্বংস। يُحَدِّثُ 'ইউহাদ্দিসু'–কথা বলে। فَيَكْذِبُ 'ফাইয়াকযিবু'–মিথ্যা বলে। لِيُضْحِكَ بِهِ–'লিইউদহিকা বিহি'– এ দিয়ে হাসাবে। الْقَوْمَ 'আলকাওমা'–লোকদেরকে।

২৬০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ধ্বংস, বিফলতা সে ব্যক্তির জন্যে, যে লোকদেরকে হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে। তার জন্যে রয়েছে ধ্বংস, তার জন্যে রয়েছে অমঙ্গল।–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে সে সব লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যারা কোন মজলিসে গল্প করতে গিয়ে তা চমকপ্রদ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে থাকে। যেনো মজলিসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ মিথ্যা বলা হতে বেঁচে থাকার জন্য হুশিয়ার করে দিয়েছেন।

জান্নাতের স্তরসমূহ ঃ

(٢٦١) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِىْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَاِنْ كَانَ مُحِقًّا - وَبِبَيْتٍ فِى وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَاِنْ كَانَ مَازِحًا - وَبِبَيْتٍ فِى اَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ خُلُقَهٗ -

শব্দের অর্থ ঃ زَعِيْمٌ 'যায়ী'মুন'–দায়িত্ব গ্রহণ করা। رَبَضُ الْجَنَّةِ 'রাবযুল জান্নাতি'– জান্নাতের সাধারণ কক্ষ। وَسَطٌ 'ওয়াসাতুন'–মধ্যম। اَعْلٰى 'আ'লা'–উচ্চ শ্রেণী। حَسُنَ خُلُقُهُ 'হাসুনা খুলুকুহু'–যার চরিত্র উত্তম।

২৬১। আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও বিতর্কে অবতীর্ণ না হয়। আমি তার জন্যে জান্নাতের সাধারণ কক্ষসমূহের একটির দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আর যে ব্যক্তি হাসি-তামাসাচ্ছলেও মিথ্যা বলে না, আমি তার জন্যে জান্নাতের মধ্যস্তরের একটি কক্ষের দায়িত্ব নিলাম। আর যে ব্যক্তি নিজ চরিত্রকে সুন্দর ও উত্তমরূপে গঠন করেছে, আমি তার জন্যে জান্নাতের উঁচু স্তরে একটি কক্ষের জিম্মা গ্রহণ করলাম।

অশ্লীল কথাবার্তা ও মুখ খারাপ করা ঃ

(٢٦٢) وَعَنْ اَبِىْ دَارْدَاءَ رضـ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَثْقَلَ شَـيْئٍ يُوْضَعُ فِىْ مِـيْـزَانِ الْمُـؤْمِنِ يَوْمَ الْقِـيَـامَـةِ خُلُقٌ حَسَنٌ وَاِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىَّ - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ اَثْقَلُ 'আসকালু'–অধিক ভারী। يُوْضَعُ 'ইউদাউ'–রাখা হবে। فِى مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ 'ফী মীযানিল মু'মিনি'–মু'মিনের পাল্লায়। خُلُقٌ حَسَنٌ 'খুলুকুন হাসানুন'–উত্তম চরিত্র। يُبْغِضُ 'ইউবগিযু'–ঘৃণা করেন। اَلْفَاحِشُ 'আলফাহিশু'–নির্লজ্জ। اَلْبَذِىُّ 'আলবাযীউ'–অশ্লীলভাষী।

২৬২। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন মু'মিনের পাল্লায় যে জিনিসটি অধিক ভারী হবে তাহলো তার উত্তম চরিত্র। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ অশ্লীল ভাষী ও নির্লজ্জ ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন।-তিরমিযি

ব্যাখ্যা ঃ উত্তম চরিত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন ঃ

هُوَ طَلَاقَةُ الْوَجْهِ وَبَذْلُ الْمَعْرُوْفِ وَكَفُّ الْاَذٰى *

অর্থাৎ কারো সাথে সাক্ষাতের সময় হাসিমুখে কথা বলা, আল্লাহর অভাবী বান্দাদের জন্যে সম্পদ ব্যয় করা ও কাউকে কষ্ট না দেয়া। এসব জিনিস উত্তম চরিত্রের মধ্যে পরিগণিত।

(٢٦٣) عَنْ عَلِى بْنِ اَبِى طَالِبٍ رضـ قَالَ الْفَاحِشَةُ وَالَّذِىْ يَشِيْعُ بِهَا فِى الْاِثْمِ سَوَاءٌ ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ اَلْفَاحِشَةُ 'আলফাহিশাতু' –অশ্লীল ভাষা উচ্চারণকারী। يَشِيْعُ 'ইয়াশীউ' –প্রচার করে। فِى الْاِثْمِ 'ফীল ইসমি'–গুনাহর ব্যাপারে। سَوَاءٌ 'সাওয়াউন'–সমান।

২৬৩। আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অশ্লীল কথা উচ্চারণকারী এবং অশ্লীল কথা প্রচারকারী উভয়ই সমান গুনাহগার। –মিশকাত

দুমুখো নীতি

নিকৃষ্টতম স্বাভাব ঃ

(٢٦٤) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَاالْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَاْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ ـ متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ تَجِدُوْنَ 'তাজিদূনা'–তোমরা পাবে। شَرُّ النَّاسِ 'শাররান্নাসি'–দুষ্ট লোক। ذَاالْوَجْهَيْنِ 'যালওয়াজাহাইনি' –দু'মোখো। يَاْتِىْ 'ইয়াতী'–আসে। هٰؤُلَاءِ 'হাউলায়ি'–এদের কাছে। بِوَجْهٍ 'বিওয়াজহিন' –এক মুখে।

২৬৪। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম হিসেবে দেখতে পাবে যার চেহারা দুনিয়াতে ছিলো দু'রকমের। কিছু লোকের সাথে এক চেহারা নিয়ে মিলিত হতো। আবার কিছু লোকের সাথে মিশতো অন্য চেহারায়।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ দু'ব্যক্তি অথবা দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কোন বিরোধ ও মনোমালিন্যের উদ্ভব ঘটে। তখন কিছু লোক সব স্থানেই পাওয়া যায়। এরা উভয় পক্ষের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের কথায় সায় দেয়। তাদের পরস্পরের শত্রুতায় দুমুখো নীতি দ্বারা ঘৃতাহুতি দিয়ে থাকে। এটা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ।

এমনিভাবে এমন কিছু লোক আছে যারা সম্মুখে গভীর সম্পর্ক ও হৃদ্যতার ভাব প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু অবর্তমানে তার সম্বন্ধে নিন্দা ও কুৎসা রটনা করে বেড়ায়। এরূপ আচরণ দু'মুখো নীতির অন্তর্ভুক্ত।

আগুনের দুটি জিহ্বা ঃ

(٢٦٥) وَعَنْ عَمَّارٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَاوَجْهَيْنِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَّارٍ ـ

ـ ابـو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ فِى الدُّنْيَا 'ফীদ্দুনইয়া'–পৃথিবীতে। كَانَ لَهُ 'কানা লাহু'–তার জন্য হবে। لِسَانَانِ 'লিসানানি'–দুই জিহ্বা। مِنْ نَّارٍ 'মিন নারিন'–আগুনের।

২৬৫। আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দু'মুখো নীতি অবলম্বন করবে কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের দু'টি জিহ্বা থাকবে।

-আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ কিয়ামাতের দিন তার মুখে আগুনের দু'টি জিহ্বা থাকার কারণ, দুনিয়াতে তার দু'মুখি কথার আগুনে দু'ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কে বিনষ্ট করে দিতো। তাই কিয়ামাতে তার এই অবস্থা হবে।

পরনিন্দা

পরনিন্দা ও মিথ্যা অপবাদের মধ্যে পার্থক্য ঃ

(٢٦٦) اِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهٗ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهٗ ـ مشكواة : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَتَدْرُوْنَ 'আতাদরূনা'– তোমরা কি জানো ? مَا الْغِيْبَةُ 'মাল্‌গীবাতু'–গীবত কি ? اَعْلَمُ 'আ'লামু'–অধিক জ্ঞাত। ذِكْرُكَ 'যিকরুকা' –তোমার আলোচনা। اَخَاكَ 'আখাকা'–তোমার ভাইয়ের بِمَا يَكْرَهُ 'বিমা ইয়াকরাহু'–যা সে অপছন্দ করে। اَفَرَاَيْتَ 'আফারাআইতা'–আপনার কি মত? مَا اَقُوْلُ 'মা-আকুলু'–আমি যা বলি। مَاتَقُوْلُ 'মা তাকূলু'–যা তুমি বল। فَقَدْ اغْتَبْتَهٗ 'ফাকাদ ইগতাবতাহু'– তবে তার গীবত করেছো। فَقَدْ بَهَتَّهٗ 'ফাকাদ বাহাত্‌তাহু'–তবে তাকে অপবাদ দিয়েছো।

২৬৬। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গীবত বা পরনিন্দা কি, তা কি তোমরা জানো ? লোকেরা উত্তরে বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, গীবত হলো, তুমি তোমার ভাইয়ের এমন সমালোচনা করবে যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। তাহলেও কি এটা গীবত হবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলেই সেটা হবে গীবত বা পরনিন্দা। আর তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে না থাকে সে ক্ষেত্রে তা হবে মিথ্যা অপবাদ। শরীয়তে একে বুহতান বলা হয়।–মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ মু'মিনের কোন দোষ-ত্রুটির প্রতি যদি শুভাকাংখীর দৃষ্টি নিয়ে ইঙ্গিত করা হয় তা হলে স্বভাবত সে খারাপ মনে করবে না। এমনিভাবে তার ত্রুটি সম্পর্কে তার দায়িত্বশীলদের অবহিত করলে তাও সে অপছন্দ করবে না। কেনোনা তার সংশোধনের জন্যে এটাও একটা পদ্ধতি। কিন্তু আপনি যদি তাকে সমাজের নিকট হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার অনুপস্থিতিতে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করেন। তা হলে এটা তার জন্যে দুঃখ ও মনোকষ্টের কারণ হবে। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানী করে এবং কোন অবস্থাতেই আল্লাহর বিধান না মানে। সে ক্ষেত্রে তার দোষত্রুটি প্রকাশ করা গীবতের মধ্যে গণ্য হবে না। বরং তা হবে বড় সওয়াবের কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ কাজেরই উপদেশ দিয়েছেন।

পরনিন্দা ব্যভিচার হতেও জঘণ্য ঃ

(٢٦٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؛ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِىْ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَايُغْفَرُلَهُ حَتّٰى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ ـ مشكواة : ابو سعيد و جابر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلْغِيْبَةُ 'আলগীবাতু'–গীবত, পরনিন্দা। اَشَدُّ 'আশাদ্দু'–কঠিনতম, জঘন্য। اَلرَّجُلُ 'আররাজুলু'–মানুষ। لَيَزْنِىْ 'লাইয়াযনী'–অবশ্যই ব্যভিচার করে। فَيَتُوْبُ اللّٰهُ 'ফাইয়াতূবুল্লাহু'– আল্লাহ্ তওবাহ্ কবুল করেন। لَايُغْفَرُلَهُ 'লাইউগ্ফারু লাহু'–তাকে ক্ষমা করা হয় না। يَغْفِرُهَا 'ইয়াগ্ফিরুহা'–তা ক্ষমা করে।

২৬৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গীবত বা পরনিন্দা ব্যাভিচার হতেও জঘন্য অপরাধ। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! গীবত ব্যাভিচার হতে অধিক জঘণ্য কি করে হতে পারে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ব্যাভিচার করার পর

মানুষ আল্লাহর নিকট তওবা করলে আল্লাহ তা কবুল করেন। কিন্তু গীবতকারী ব্যক্তিকে যে পর্যন্ত সে ব্যক্তি, যার গীবত করা হয়েছে, ক্ষমা না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে মাফ করবেন না।- মিশকাত

গীবত বা পরনিন্দার ক্ষতিপূরণ ঃ

(٢٦٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهٗ - تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلَهٗ - مشكواة : انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ كَفَّارَةٌ 'কাফ্ফারাতুন'–ক্ষতিপূরণ। اَنْ تَسْتَغْفِرَلَهُمْ 'আন তাস্তাগ্ফিরা লাহুম'–তুমি ক্ষমা চাইবে। لِمَنِ اغْتَبْتَهٗ 'লিমান ইগ্তাবতাহু'–তুমি যার গীবত করো।

২৬৮। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিঃসন্দেহে গীবতের একটি ক্ষতিপূরণ হলো, তুমি যার গীবত বা কুৎসা রটনা করেছো তার জন্যে মাগফেরাত কামনা করা। আর তার জন্য দোয়া এভাবে করবে যে, হে আল্লাহ! তুমি আমার ও তার গুনাহ মাফ করে দাও।-মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ অপরের কুৎসা বর্ণনা করা জঘন্যতম অপরাধ। এরূপ গর্হিত অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণের উপায় হলো, যদি সে ব্যক্তি জীবিত থাকে এবং তার নিকট হতে মাফ করিয়ে নেয়া সম্ভব হয়। সেক্ষেত্রে তার নিকট হতে মাফ করিয়ে নিতে হবে। আর যদি তার মৃত্যু হয় বা দূর এলাকায় চলে যাবার কারণে মাফ করানো সম্ভব না হয়। সে ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট তার গুনাহ মাফের জন্যে দোয়া করা ছাড়া এ গুনাহের ক্ষতিপূরণের বিকল্প কিছু নেই।

মৃত ব্যক্তির কুৎসা বর্ণনা করা ঃ

(٢٦٩) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلٰى مَاقَدَّمُوْا - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ لَا تَسُبُّوْا 'লা তাসুব্বূ'–গালমন্দ করো না। اَلْاَمْوَاتَ 'আলআমওয়াতা'–মৃত ব্যক্তিকে। قَدْ اَفَاضُوْا 'কাদ আফাদ্দু'–তারা অবশ্যই পৌঁছে গেছে। مَاقَدَّمُوْا 'মা কাদ্দামূ'–তারা তাদের করা আমলপত্র পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

২৬৯. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে গালমন্দ করো না। কেনোনা তারা তাদের কৃত আমল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।–বুখারী

অন্যায়ের সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব করা

অপরের পার্থিব স্বার্থে নিজের পরকাল বরবাদ করা ঃ

(٢٧٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدُ اَذْهَبَ اٰخِرَتَهٗ بِدُنْيَا غَيْرِهٖ۔

۔ مشکواة : ابو امامة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مِنْ شَرِّ النَّاسِ 'মিন শাররিন্নাসি'–নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে। مَنْزِلَةً 'মাযিলাতান'–মর্যাদার দিক থেকে। اَذْهَبَ 'আযহাবা'–বরবাদ করেছে। اٰخِرَتَه 'আখিরাতাহু'–তার পরকাল। بِدُنْيَاغَيْرِهٖ 'বিদুনিয়া গাইরিহি'–অন্যের পার্থিব স্বার্থে।

২৭০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী নিকৃষ্ট অবস্থায় পতিত হবে। যে ব্যক্তি অপরের জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে নিজের আখেরাত বরবাদ করেছে।–মিশকাত

গোত্রীয় পক্ষপাতিত্ব করা ঃ

(٢٧١) سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ اَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهٗ؟ قَالَ لَا وَلٰكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ اَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهٗ عَلَى الظُّلْمِ۔ مشکو : ابو فسیله رضـ

শব্দের অর্থ : سَأَلْتُ 'সাআলতু'–আমি জিজ্ঞেস করলাম। اَلْعَصَبِيَّةُ 'আলআসাবিয়্যাতু'–স্বগোত্রীয় লোকদের প্রতি ভালোবাসা। اَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ 'আইইউহিব্বার রাজুলু'–মানুষ ভালোবাসবে, পছন্দ করবে। قَوْمَهُ 'কাওমাহু'–নিজ গোত্রকে। اَنْ يَنْصُرَ 'আই ইয়ানসুরা'–সাহায্য করা। عَلَى الظُّلْمِ 'আলায্যুলমি'–যুলুমের ক্ষেত্রে।

২৭১। আবু ফুসাইলা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্বগোত্রীয় লোকদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা কি জাতীয়তাবাদের অন্তর্ভুক্ত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন : না, জাতীয়তাবাদ হলো যুলুমের ক্ষেত্রে স্বীয় গোত্রকে সমর্থন করা।–মিশকাত

অন্যায় সমর্থনে ধ্বংস অনিবার্য :

(٢٧٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَّصَرَ قَوْمَهُ عَلٰى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيْرِ الَّذِيْ رَدٰى فَهُوَ يَنْزَعُ بِذَنَبِهِ -

- ابو داؤد : ابن مسعود (رضـ)

শব্দের অর্থ : مَنْ نَصَرَ 'মান নাসারা'– সাহায্য করে। قَوْمَهُ 'কাওমাহু'–তার জাতিকে, তার গোত্রকে। غَيْرِ الْحَقِّ 'গাইরিল হাককি'–অন্যায় ভাবে। كَالْبَعِيْرِ 'কালবায়ীরি'–উটের মতো। الَّذِيْ رَدٰى 'আল্লাযী রাদা'– যে কুয়ায় পতিত হচ্ছে। يَنْزَعُ 'ইয়ানযাউ'–সে টানছে। بِذَنَبِهِ 'বিযানাবিহী'–তার লেজ ধরে।

২৭২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন অবৈধ ব্যাপারে স্বজাতির সাহায্য করে তার দৃষ্টান্ত হলো, যেমন কোন উট কুয়ায় পতিত হচ্ছে আর সে ব্যক্তি তার লেজ ধরে আছে। ফলে সেও উটের সাথে কুয়ায় পতিত হলো।–আবু দাউদ

(٢٧٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلٰى عَصَبِيَّةٍ وَّلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً وَّلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ ـ ابو داؤد : جبير بن مطعم رضـ

শব্দের অর্থ ঃ عَصَبِيَّةٌ 'আসাবিয়্যাতুন'– যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দিকে মানুষকে ডাকে। قَاتَلَ 'কাতালা'–কলহ, বিবাদ, যুদ্ধ।

২৭৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভক্ত নয় যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দিকে মানুষকে ডাকে। আর ওই ব্যক্তিও আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হবে না, যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের আদর্শে যুদ্ধ করে। আর সে ব্যক্তিও আমার দলভুক্ত নয়, যে জাতীয়তাবাদের আদর্শের উপর পক্ষপাত করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ 'জাতীয়তাবাদের' অর্থ হলো, স্বীয় গোত্র ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হোক বা অন্যায়ের উপর, সর্বদা তার প্রতি অন্ধ সমর্থন জানানো। এ আদর্শের প্রতি লোকদের আহবান করা। একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এবং এই চিন্তাধারার উপর মৃত্যুবরণ করা মুসলমানের কাজ নয়।

সম্মুখে অহেতুক প্রশংসার নিন্দা ঃ

(٢٧٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ ـ مسلم : مقداد رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اِذَا رَاَيْتُمْ 'ইযা রাআইতুম'–তোমরা যখন দেখবে। اَلْمَدَّاحِيْنَ 'আলমাদ্দাহীনা'–প্রশংসাকারীদের। فَاحْثُوْا 'ফাহসূ'–নিক্ষেপ করবে। فِيْ وُجُوْهِهِمْ 'ফী উজূহিহিম'–তার চেহারা। اَلتُّرَابَ 'আত্তুরাবু'–মাটি।

২৭৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কোন প্রশংসাকারীকে প্রশংসা করতে দেখলে, তার মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে।
–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ প্রশংসাকারী দ্বারা তাদের বুঝানো হয়েছে যাদের পেশাই হলো প্রশংসা করা। এরা বখশিশ ও দক্ষিণা পাবার আশায় লোকের স্তুতি গানে ও প্রশংসায় আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলে। এ স্তুতি বাক্য গদ্য-পদ্য-সঙ্গীতে হতে পারে। জাহেলী যুগ হতে শুরু করে সকল যুগে এ ধরনের লোক পাওয়া যায়। এ সকল লোকের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, যখন এরা বখশিশ ও দক্ষিণা লাভের উদ্দেশ্যে সত্য মিথ্যা কবিতা ও গানসহ আগমন করে, তখন তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করো। অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দাও।

মুখের উপর প্রশংসা ঃ

(٢٧٥) عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ اَثْنٰى رَجُلٌ عَلٰى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ اَخِيْكَ ثَلاَثًا - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لاَّ مُحَالَةَ، فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ فُلاَنًا - وَ اللّٰهُ حَسِيْبُهُ اِنْ كَانَ يَرٰى اَنَّهُ كَذٰلِكَ وَلاَيُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَثْنٰى 'আসনা'–সে প্রশংসা করে। وَيْلَكَ 'ওয়াইলাকা'–তোমার জন্য আফসোস। قَطَعْتَ 'কাতা'তা'– কেটে ফেললে। عُنُقَ اَخِيْكَ 'উনুকা আখীকা'–তোমরা ভাইয়ের গলা। ثَلاَثًا 'সালাছান'–তিনবার।

২৭৫। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতেই অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করলো। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আফসূস! তুমি তোমার ভাইয়ের গলা কেটে ফেললে। একথা তিনি তিনবার বললেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কারো প্রশংসা করা জরুরী মনে করলে, সে যেনো বলে। আমি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করি। অবশ্য আল্লাহ সব বিষয়ে অবগত আছেন। অর্থাৎ সে লোক সম্পর্কে আমার ধারণা সঠিক কিনা তা আল্লাহই ভাল জানেন। আর আল্লাহর মোকাবিলায় কারো প্রশংসা করবে না।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সা.-এর মজলিসে এক ব্যক্তির তাকওয়া এবং তার স্বচ্ছতার প্রশংসা করা হয়েছিলো। বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় মানুষের মধ্যে 'রিয়ার' ভাব জাগার সম্ভাবনা থাকে বিধায় রাসূলুল্লাহ সা. সম্মুখ প্রশংসা করা হতে নিষেধ করেন এবং বলেন, 'তুমি তোমার ভাইকে ধ্বংস করলে।' এরপর তিনি উপদেশ দেন যে, যদি কারো সম্পর্কে কিছু বলতেই হয় তাহলে যেনো বলা হয়, আমি অমুক ব্যক্তিকে সৎ বলে জানি। এভাবে বলা ঠিক নয় যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহর ওলী অথবা অমুক নিঃসন্দেহে জান্নাতী। এরূপ নিশ্চয়তার সাথে কথা বলার অধিকার কারো নেই। কেনোনা যাকে সে জান্নাতী বলছে আল্লাহর দৃষ্টিতে সে জান্নাতী কিনা তার কোন প্রমাণ নেই।

মানুষের এ জাগতিক জীবন প্রকৃতপক্ষে ঈমানের পরীক্ষা কেন্দ্র। কখন মানুষের পদস্খলন ঘটে। সত্য পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই কোন নেক্কার জীবিত লোক সম্পর্কে নিশ্চিত করে কোন রায় প্রদান করা উচিত নয়। এমনিভাবে মৃত্যুর পর কাউকে জান্নাতী বলাও অনুচিত।

এ ব্যাপারে আলেমদের অভিমত হলো। যদি কোন ব্যক্তির বিভ্রান্তিতে পতিত হবার আশংকা না থাকে এবং প্রসঙ্গক্রমে তার প্রশংসা এসে পড়ে। সে ক্ষেত্রে তাঁর সামনে তাঁর জ্ঞান ও তাকওয়ার প্রশংসা করা যায়। কিন্তু দুর্বল লোকের বেলায় এরূপ না করাই উত্তম। কেনোনা কেতনা ও বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়া না হওয়ার ফয়সালা আল্লাহর হাতে। কোন ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে সাধারণত কোন সঠিক অনুমান করা সম্ভব হয় না।

ফাসেকের প্রশংসা ঃ

(٢٧٦) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالٰى وَاهْتَزَّلَهُ الْعَرْشُ ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ اِذَا مُدِحَ 'ইযা মুদিহা'–যখন প্রশংসা করা হয়। اَلْفَاسِقُ 'আলফাসিকু'–ফাসিক ব্যক্তি। غَضِبَ الرَّبُّ 'গাযিবার রাব্বু'–আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন। اِهْتَزَّ 'ইহতাযযা'–কাঁপে।

২৭৬। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন ফাসেক ব্যক্তির প্রশংসা করা হয় তখন আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন। আর এ কারণে আরশ প্রকম্পিত হয়ে উঠে।–মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এর কারণ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধি-নিষেধের মর্যাদা প্রদান করে না। বরং প্রকাশ্যভাবে তা লংঘন করে। সে ব্যক্তি মান-মর্যাদা পাবার যোগ্য নয়। সে তো হেয় ও অমর্যাদাকর ব্যবহার পাবার যোগ্য। যদি মুসলিম সমাজে এমন লোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় তাহলে বুঝতে হবে এ সমাজের লোকদের মধ্যে আল্লাহ, রাসূল এবং দীনের প্রতি কোন শ্রদ্ধা-ভালবাসা অবশিষ্ট নেই। আর যদি কিছু থেকেও থাকে তা খুবই ক্ষীণ ও দুর্বল। বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় আল্লাহর ক্রোধ সঞ্চার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এমন সমাজে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে না।

মিথ্যা সাক্ষ্য

মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং শিরক করা সমান গুনাহ ঃ

(٢٧٧) عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْاِشْرَاكَ بِاللّٰهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ - الاَيَةَ -

- سورة الحج : ٣٠-٣١- ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ صَلٰوةَ الصُّبْحِ 'সালাতাস্‌সুবহি'–ফজরের নামায। لَمَّا انْصَرَفَ 'লাম্মা ইনসারাফা'–মুখ ফিরালেন। قَامَ قَائِمًا 'কামা কায়িমান'–সোজা উঠে দাঁড়ালেন। عُدِلَتْ 'উ'দিলাত'–সম পর্যায়ের। شَهَادَةُ الزُّوْرِ 'শাহাদাতুয্ যূরি'–মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। بِالْاِشْرَاكِ بِاللّٰهِ 'বিলইশরাকি বিল্লাহি'–আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা। ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 'সালাসা

মাররাতিন'–তিনবার। অর্থাৎ একথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। ثُمَّ قَرَأَ 'সুম্মা কারাআ'–অতপর পড়লেন। فَاجْتَنِبُوْا 'ফাজতানিবূ'–দূরে থাকো। اَلرِّجْسَ 'আররিজসা'–অপবিত্রতা। اَلْاَوْثَانِ 'আলআওসানি'–মূর্তিসমূহ। قَوْلَ الزُّوْرِ 'কাওলায্যূরি'–মিথ্যা বলা। حُنَفَاءَ 'হুনাফায়া'–নিবিষ্টচিত্ত

২৭৭। খুরাইম ইবনে ফাতেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুলস্থাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ালেন। মানুষের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসার পরিবর্তে তিনি সোজা উঠে দাঁড়ালেন এবং তিনবার ঘোষণা দিলেন। মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং শিরক করা উভয়ই সমপর্যায়ের গুনাহ। এরপর তিনি নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করলেন ঃ

فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ ـ اَلاَيَتُه

"তোমরা অপবিত্রতা অর্থাৎ মূর্তিপূজা হতে দূরে থাকো। মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাকো এবং আল্লাহর জন্য নিবিষ্টচিত্ত হয়ে যাও। শিরক পরিহার করে তাওহীদকে আকড়ে ধরো।"-(সূরায়ে হজ্জ আয়াত নং ৩০-৩১)

–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা হজ্জের যে আয়াত পাঠ করেছেন তাতে قَوْلَ الزُّوْرِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো মিথ্যা বলা সর্বক্ষেত্রেই অন্যায়। আদালতে হাকিমের সামনে হোক বা অন্য কোন স্থানে।

মিথ্যা সাক্ষ্য কত বড় গুনাহের কাজ তা লক্ষ করার ব্যাপার। কিন্তু এখন মুসলমানের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান একটা সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা এটাকে গুনাহ্র কাজ বলে গণ্যই করে না। বরং যারা ঈমানের তাগিদে আদালতে সত্য সাক্ষ্য প্রদানের সৎসাহস করেন তাঁদেরকে আহমক মনে করা হয়।

(٢٧٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتُمَارِ اَخَاكَ وَلاَتُمَازِحْهُ ـ وَلاَ تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ ـ ترمذى : ابن عباس

শব্দের অর্থ ঃ لَاتُمَارِ 'লা-তুমারি'–ঝগড়া করো না। لَاتُمَازِحْهُ 'লা-তুমাযিহ্হু'–ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো না। لَاتَعِدْهُ 'লা তায়ি'দহু'–তার সাথে কোন ওয়াদা করো না। فَتُخْلِفُهُ 'ফাতুখলিফুহু'–তারপর তুমি তা ভঙ্গ করবে।

২৭৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো না। তার সাথে কোন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করো না।–তিরমিযি

ব্যাখ্যা ঃ বিতর্কের মূল লক্ষ হলো প্রতিপক্ষকে যে কোন উপায়ে পরাভূত করা। বিতর্কের মধ্যে নম্রতা ও আন্তরিকতার সাথে কথা বলার মনোভাব খুব কমই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এখানে সে হাসি-তামাশা হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে যা দ্বারা মানুষ মনেকষ্ট পায় এবং ঠাট্টাকারীর অভিসন্ধি প্রতিপক্ষের ব্যক্তিত্বকে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়ে থাকে। ভদ্রতার সীমা লংঘন হয় না, এমন হাসি-ঠাট্টা করা হতে নিষেধ করা হয়নি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, হালকা হাসি-ঠাট্টা ও অন্যায় হাসি-তামাশার মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য। অনেক সময় সামান্য কথাবার্তা হতেই বড় ধরনের সংঘাতের সৃষ্টি হয়। অতএব হাসি-তামাশার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

ওয়াদা পালনের নিয়ত ঃ

(٢٧٩) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ اَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ اَنْ يَّفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيْعَادِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ اِذَا وَعَدَ 'ইযা ওয়াআদা'–যখন ওয়াদা করে। اَلرَّجُلُ 'আররাজুলু'–লোকটি। اَخَاهُ 'আখাহু'–তার ভাইয়ের সাথে। نِيَّتِهِ 'নিয়্যাতিহু'–তার নিয়্যাত। اَنْ يَّفِيَ 'আইঁ ইয়াফীয়া'–পালন করতে।

فَلَمْ يَفِ 'ফালাম ইয়াফি'–অতঃপর পালন করতে পারেনি। لَمْ يَجِئْ 'লাম ইয়াজিয়া'–আসতে পারেনি। لِلْمِيْعَادِ 'লিলমীআদ'–ওয়াদা মতো। فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ 'ফালা ইসমা আলাইহি'–তার গুনাহ হবে না।

২৭৯। যায়েদ ইবনে আরকাম রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে ওয়াদা করে এবং তা পালনের সে নিয়তও করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পালন করতে সক্ষম হয় না। সে ব্যক্তি গুনাহ্গার হবে না। –আবু দাউদ

দোষত্রুটি বর্ণনা ঃ

(٢٨٠) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا تَعْنِىْ قَصِيْرَةً ـ فَقَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْمُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ حَسْبُكَ 'হাসবুকা'–তোমার জন্য যথেষ্ট। مِنْ صَفِيَّةَ 'মিন সাফিয়াতা'–সাফিয়্যার ব্যাপারে। تَعْنِىْ 'তা'নী'–অর্থাৎ। قَصِيْرَةً 'কাসীরাতুন'–খাট, বেঁটে। لَقَدْ قُلْتِ 'লাকাদ কুলতি'–অবশ্য তুমি বলেছো। كَلِمَةً 'কালিমাতান'–এমন কথা। لَوْمُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ 'লাও মুযিজা বিহাল্ বাহরু'–যদি তা সাগরের পানিতে মিশানো হয় لَمَزَجَتْهُ 'লামাযাজাতহু'–তবে তাও তিক্ত হয়ে যাবে।

২৮০। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (এক সুযোগে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেছিলাম ঃ সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার এরূপ ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হওয়াই যথেষ্ঠ। অর্থাৎ তিনি বেটে এবং তা বড় ত্রুটি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! তুমি এমন এক তিক্ত কথা বললে! যদি তা সাগরের পানিতে মিশিয়ে দেয়া হয় তাহলে গোটা সাগরই তিক্ত হয়ে যাবে।–মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ সাধারণত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ পরস্পর সতীন হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত প্রীতি ও সৌহার্দের সাথে বসবাস করতেন। তথাপি কখনো কখনো অজ্ঞাতসারে কারো কোন ত্রুটি সংঘটিত হয়েই যেতো। এমন একটি ত্রুটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে সংঘটিত হয়ে গেলো। তিনি রাসূলের নজরে সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকে খাটো করার উদ্দেশ্যে তার বেঁটে হওয়ার কথা উল্লেখ করে বসেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা শুনেই অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, তুমি অত্যন্ত গর্হিত কথা বলে ফেললে। বস্তুত পরবর্তীকালে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে এরূপ ভুল আর কোনদিন হয়নি। সাহাবা কেরামেরও একই অবস্থা ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার তাদের কোন ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করলে দ্বিতীয়বার উক্ত ত্রুটি তাদের থেকে প্রকাশ পেতো না।

এই হাদীসের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, মহানবী তাঁর প্রিয়তম স্ত্রীর অশোভন উক্তিতে নিচুপ থাকেননি। বরং যথাযথভাবে ও ভাষায় তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এতে স্বামীদের জন্য এক বিরাট শিক্ষা নিহিত আছে।

যাচাই করা ছাড়া কথা রটানো ঃ

(٢٨١) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَعَمَّلُ فِىْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَاتِى الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُوْنَ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلاً اَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلاَ اَدْرِىْ مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ لَيَتَعَمَّلُ 'লাইয়াতাআম্মালু'– কাজ করে থাকে। فِىْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ 'ফী সূরাতির রাজুলি'–মানুষের ছবি ধারণ করে। فَيَاتِى الْقَوْمَ 'ফাইয়াতীল কাওমা'– মানুষের কাছে আসে। فَيُحَدِّثُهُمْ 'ফাইউহাদ্দিসুহুম'– তারপর তাদের সাথে কথা বলে। بِالْحَدِيْثِ الْكَاذِبِ 'বিলহাদীসিল কাযিবি'–মিথ্যা কথা। فَيَتَفَرَّقُوْنَ 'ফাইয়াতাফাররাকুনা'–অতঃপর সে সরে

পড়ে। اَعْرِفُ وَجْهَهُ 'আ'রিফু ওয়াজহাহু'–আমি তাকে চেহারায় চিনি। مَا اَدْرِىْ 'মা-আদরী'–আমি জানি না। مَا اِسْمُهُ 'মা-ইসমুহু'–তার নাম কি ?

২৮১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষের বেশে কাজ করে থাকে। সে মানুষের কাছে মিথ্যা বর্ণনাসমূহ পেশ করে। ফলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ কোন মজলিসে শয়তান এরূপ মিথ্যা বর্ণনা পেশ করার পর লোকেরা কোন ফয়সালায় পৌছার পূর্বেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অতঃপর তাদের কেউ একজন বলে। আমি একথা এক ব্যক্তির নিকট হতে শুনেছি। যার চেহারা আমি চিনি। কিন্তু নাম জানি না।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মুসলমানদেরকে কোন কথা যাচাই-বাচাই ছাড়া শুনামাত্র প্রচার করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। হতে পারে, একথা পরিবেশনকারী মিথ্যাবাদী কিংবা শয়তান। যাচাই ছাড়া যদি সমাজে বা সমাবেশে এরূপ কথাবার্তা ছড়ানোর রেওয়াজ প্রচলিত হয়ে পড়ে তাহলে অনেক ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। অতএব সংবাদ পরিবেশনকারী সম্পর্কে অনুসন্ধান করা দরকার। যে লোকটি একথাটি বলেছে সে মিথ্যা কথাও বলতে পারে। অথবা তা শয়তানের কারসাজীও হতে পারে। অতএব সংবাদ প্রদানকারী বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। তারপর বিশ্বস্ততার প্রমাণ পাওয়া না গেলে এ খবর প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

কুৎসা রটনা করা

পরনিন্দুক জান্নাত হতে বঞ্চিত থাকবে ঃ

(٢٨٢) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ لَايَدْخُلُ 'লা-ইয়াদখুলু'–প্রবেশ করবে না। نَمَّامٌ 'নাম্মামুন'–চোগলখোর, পরনিন্দুক।

২৮২। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পরনিন্দুক জান্নাতে যেতে পারবে না। - বুখারী, মুসলিম

পরনিন্দুক শাস্তিতে নিমজ্জিত থাকবে ঃ

(٢٧٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ، بَلٰى اِنَّهُ كَبِيْرٌ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهٖ - بخارى -

শব্দের অর্থ ঃ مَرَّ 'মাররা' – গমন করলেন। يُعَذَّبَانِ 'ইউআয্যাবানি'– উভয়কে আযাব দেয়া হচ্ছিলো। بَلٰى اِنَّهُ كَبِيْرٌ 'বালা ইন্নাহু কাবীরুন'– অবশ্য তা বড়ো গুনাহ্। كَانَ يَمْشِىْ 'কানা ইয়ামশী'–তার অভ্যাস ছিলো। بِالنَّمِيْمَةِ 'বিন্নামীমাতি'–চোগলখুরী করে, পরনিন্দা করে। فَكَانَ لَايَسْتَبْرِئُ 'ফাকানা লা-ইয়াসতাবরিউ'–সে সতর্কতা অবলম্বন করতো না। مِنْ بَوْلِهٖ 'মিন বাওলিহি'–তার পেশাব থেকে।

২৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুটো কবরের নিকট দিয়ে গমনকালে বললেন, উভয় কবরবাসীর উপর নিঃসন্দেহে আযাব হচ্ছে। আর এ আযাব এমন কোন কঠিন কাজের জন্যে দেয়া হচ্ছে না যা পরিত্যাগ করা তাদের জন্য কষ্টকর ছিলো। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে তারা সহজেই তা থেকে বেঁচে থাকতে পারতো। নিঃসন্দেহে তাদের অপরাধ ছিলো বড়ো। তাদের একজন চোগলখরী করে বেড়াতো। এবং অপর জন তার পেশাবের ছিটাফোটা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতো না।–বুখারী

পরনিন্দা এবং কুৎসা রটনা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা ঃ

(٢٨٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّمِيْمَةِ وَنَهٰى عَنِ الْغِيْبَةِ وَالْاِسْتِمَاعِ اِلَى الْغِيْبَةِ - مشكواة

শব্দের অর্থ : نَهٰى 'নাহা'–তিনি নিষেধ করেছেন। اَلنَّمِيْمَةُ 'আন্নামীমাতু'–চোগলখুরী, পরনিন্দা। اَلْغِيْبَةُ 'আলগীবাতু'–কুৎসা বর্ণনা করা। وَالْاِسْتِمَاعُ اِلَى الْغِيْبَةِ 'ওয়াল্ ইস্তিমাউ' ইলাল্গীবাতি'–কুৎসা রটনা করা।

২৮৪। "আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পরনিন্দা, কুৎসা রটনা ও কুৎসা শোনা নিষেধ করেছেন।–মিশকাত

হিংসা সৎ কাজগুলোর জন্যে আগুন :

(٢٨٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ـ

ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ : اِيَّاكُمْ 'ইয়্যাকুম'–তোমরা রক্ষা করো। اَلْحَسَدُ 'আলহাসাদু'–হিংসা। يَاْكُلُ 'ইয়াকুলু'–খেয়ে ফেলে। اَلْحَسَنَاتِ 'আলাহাসানাতি'–নেকগুলোকে। كَمَا 'কামা'–যেমন। تَاْكُلُ 'তা'কুলু'–খেয়ে ফেলে। اَلنَّارُ 'আন্নারু'–আগুন। اَلْحَطَبَ 'আলহাত্বাবা'– লাকড়িকে, খড়িকে।

২৮৫। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামে বলেছেন, তোমরা নিজেদেরকে হিংসা হতে রক্ষা করো। কেনোনা হিংসা নেক কাজসমূহকে এমনভাবে পুড়িয়ে দেয় যেমন আগুন খড়ি পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়।–আবু দাউদ

কুদৃষ্টি

প্রথম দৃষ্টি :

(٢٨٦) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ـ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرِ الْفُجَاءَةِ ـ فَقَالَ اَصْرِفْ بَصَرَكَ ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ سَأَلْتُ 'সাআলতু'–আমি জিজ্ঞেস করলাম। عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ 'আন নাযরিল ফুজাআতি'–হঠাৎ দৃষ্টি পড়া। اَصْرِفْ 'আসরিফ'–ফিরিয়ে নাও। بَصَرَكَ 'বাসারাকা'–তোমার চোখ।

২৮৬। জারীর ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একজন অপরিচিত মহিলার উপর হঠাৎ দৃষ্টিপাত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তুমি তোমার দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবে।–মুসলিম

দ্বিতীয় দৃষ্টি ঃ

(٢٨٧) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ يَاعَلِيُّ لَاتُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّمَا لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ -

- ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ لَاتُتْبِعْ 'লা তাত্তাবি'–দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করবে না। اَلنَّظْرَةَ النَّظْرَةَ 'আন্নাযরাতা আন্নাযরাতা'–প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয় দৃষ্টি।

২৮৭। বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ করে বলেন, হে আলী! কোন অপরিচিতা মহিলার উপর হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ফিরিয়ে নেবে। দ্বিতীয় বার তার প্রতি আর দৃষ্টিপাত করবে না। কেনোনা প্রথম দৃষ্টিটি তোমার আর দ্বিতীয়টি তোমার নয় বরং তা শয়তানের।

–আবু দাউদ

চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়

নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য ঃ

(٢٨٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ - مؤطا امام مالك رضـ

শব্দের অর্থ ঃ بُعِثْتُ 'বুয়িসতু'–আমি প্রেরিত হয়েছি। لِاُتَمِّمَ 'লিউতামমিমা' –পরিপূর্ণ বিকাশ। حُسْنَ الْاَخْلَاقِ 'হুসনাল আখলাকি'–চারিত্রিক সৌন্দর্য।

২৮৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। চারিত্রিক সৌন্দর্য ও গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি।
–মুয়াত্তা ইমাম মালেক

ব্যাখ্যা ঃ নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো ঃ মানব চরিত্রকে সংশোধন করা। তাদের ব্যবহারকে মার্জিত করে সুন্দর ও মাধুর্যমণ্ডিত করা। তাদের চারিত্রিক দোষসমূহকে সংশোধন করে সে স্থলে পূতপবিত্র চরিত্রের ভিত্তি স্থাপন করা। চারিত্রিক এই পবিত্রতাই ছিলো মহানবীর প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহর রাসূল তাঁর কথা ও কাজের দ্বারা উন্নত ও উত্তম চরিত্রসমূহের এক তালিকা পেশ করেছেন। গোটা জীবন ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সকল অবস্থায় এসব গুণাবলীকে আঁকড়ে থাকার উপদেশ দান করেছেন।

উত্তম চরিত্রের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহ. বলেন ঃ

هُوَطَلَاقَةُ الْوَجْهِ وَبَذْلُ الْمَعْرُوْفِ وَكَفُّ الْاَذٰى -

'উত্তম চরিত্র হলো, হাসিমাখা চেহারা। আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করা এবং কাউকে কষ্ট না দেয়া।' উত্তম চরিত্রের পরিসীমা যে কত বিস্তৃত তা এ ব্যাখ্যা দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

নবীর আদর্শ ঃ

(٢٨٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا ـ وَلاَ مُتَفَحِّشًا ـ وَكَانَ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلاَقًا ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ فَاحِشًا 'ফাহিশান'–অশালীন কথাবার্তা। مُتَفَحِّشًا 'মুতাফাহহিশান'–অশ্লীল কাজে লিপ্ত। خِيَارُ كُمْ 'খিয়ারুকুম'–তোমাদের মধ্যে। اَحْسَنُكُمْ 'আহসানুকুম'–তোমাদের মধ্যে উত্তম। اَخْلاَقًا 'আখলাকান' –চারিত্রিক দিক দিয়ে।

২৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন অশালীন কথাবার্তা মুখে আনতেন না। অশালীন কোন কাজও করতেন না এবং অপর কোন লোকের সাথে অসদাচরণ করতেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে চরিত্রের দিক থেকে উত্তম।

–বুখারী, মুসলিম

উত্তম চরিত্রের উপদেশ ঃ

(٢٩٠) عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ كَانَ اٰخِرَ مَا وَصَّانِىْ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وَضَعْتُ رِجْلِىْ فِى الْغَرْزَانْ قَالَ يَامُعَاذُ اَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ ـ مؤطا امام مالك رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَاوَصَّانِىْ 'মা ওয়াসসানী'–যা আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। وَضَعْتُ 'ওয়াযা'তু'–আমি রাখলাম। رِجْلِىْ 'রিজলী'–আমার পা। فِى الْغَرْزَانِ 'ফীল গারযানি'–ঘোড়ার জিনের উভয় পাদানীতে। اَحْسِنْ خُلُقَكَ 'আহসিন খুলুকাকা'– উত্তম ব্যবহার করো। لِلنَّاسِ 'লিন্নাসি' –লোকদের জন্য।

২৯০। মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়েমেন পাঠাবার সময়

ঘোড়ার জিনে পা রাখার মুহূর্তে যে শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন তা ছিলো, 'হে মু'আয! মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করো।–মুয়াত্তা ইমাম মালেক

চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ঃ

(٢٩١) اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ "اِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ، اَلْحِلْمُ، وَالْاَنَاةُ" ـ مسلم : ابن عباس

শব্দের অর্থ ঃ لِاَشَجِّ 'লিআশাজ্জি'– প্রতিনিধি প্রধানের নাম। لَخَصْلَتَيْنِ 'লাখাসলাতাইনি'–অবশ্য দু'টি প্রশংসনীয় সৌন্দর্য। يُحِبُّهُمَا 'ইউহিব্বুমা' –উভয়কে পছন্দ করেন। اَلْحِلْمُ 'আলহিলমু'–ব্যক্তিত্ব, আবেগ-উচ্ছাসহীন। اَلْاَنَاةُ 'আলআনাতু'–ব্যক্তিত্ব, মাহাত্ম্য।

২৯১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি প্রধানকে (যার উপাধি ছিল আশাজ্জ) সম্বোধন করে বলেছিলেন, নিঃসন্দেহে তোমার মধ্যে এমন দু'টি প্রশংসনীয় সৌন্দর্য বিদ্যমান যা আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়। একটি হলো ব্যক্তিত্ব (আবেগ-উচ্ছাস নয়) আর দ্বিতীয়টি হলো শিষ্টাচার।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আবদুল কায়েস গোত্রের যে প্রদিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছিলো। তাদের অন্যান্য সদস্যরা মদীনা পৌঁছেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতে দৌড়ে আসে। অথচ তারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছিলো। ধূলাবালি তখনও তাদের চোখেমুখে। এ অবস্থায় তারা গোসল না সেরে এবং আসবাবপত্র না গুছিয়েই রাসূলের খেদমতে উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে তাদের নেতা এত তাড়াহুড়া করেননি। তিনি ধীর গতিতে সাওয়ারী হতে অবতরণ করে আসবাবপত্র যথাস্থানে রাখলেন। জানোয়ারগুলোকে খাবার দিলেন। এরপর হাতমুখ ধুয়ে ধীরস্থিরভাবে রাসূলের খেদমতে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও ধীরস্থিরতার প্রশংসা-ই এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন।

সাদাসিদে সরল জীবন ঃ

(٢٩٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْبَدَاوَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ - ابو داؤد : ابو امامة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلْبَدَاوَةُ 'আলবাদাওয়াতু'–গ্রামীণ সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপন।

২৯২। আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিঃসন্দেহে সরল ও অনাড়ম্বর জীবন ঈমানের অঙ্গ।–আবু দাঊদ

ব্যাখ্য ঃ অর্থাৎ সাদাসিদে জীবন যাপন করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। মু'মিন তো কেবল আখেরাতের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার চিন্তায় মগ্ন থাকে। ফলে ইহকালীন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তার কোন মোহ থাকে না।

পরিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা ঃ

(٢٩٣) عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرًا فَرَأَى رَجُلاً شَعِثًا قَدْتَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَايُسَكِّنُ رَأْسَهُ ؟ وَرَأَى رَجُلاً عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ، مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَايُغْسِلُ بِهٖ ثَوْبَهٗ - مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ اَتَانَا 'আতানা'–তিনি আমাদের কাছে এলেন। زَائِرًا 'যায়িরান'–দেখার জন্য। فَرَأَى 'ফারায়া'–তারপর দেখলেন। شَعِثًا 'শাসান'–ধূলী মলীন, এলোমেলো চুল বিশিষ্ট লোক। مَايُسَكِّنُ 'মা ইয়াসকুনু'–যা দ্বারা ঠিক করতে পারে। رَأْسَهُ 'রাসাহু'–তার মাথা। ثِيَابٌ 'সিয়াবুন'–পোশাক। وَسِخَةٌ 'ওয়াসিখাতুন'–ময়লা। مَايُغْسِلُ 'মা ইউগসিলু'–যা দ্বারা ধুয়ে নিতো। ثَوْبَهٗ 'সাওবাহু'– পোশাক।

২৯৩। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসেন। তিনি আমাদের নিকট এমন একজন লোককে দেখলেন যার শরীরে ছিলো ধূলাবালি। মাথার চুল ছিলো এলোমেলো। তিনি বললেন, লোকটির কি কোন চিরুনী নেই যা দিয়ে সে তার মাথার চুল আচড়াতে পারে ? তিনি আর একজন লোককে দেখলেন যার পরিধানে ছিলো ময়লা কাপড়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এ লোকটির নিকট কি (সাবান জাতীয়) এমন কিছু নেই যা দিয়ে সে তার কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করতে পারে।–মিশকাত

অপরিপাটি চুল শয়তানী কাজ ঃ

(٢٩٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ ـ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهٖ كَاَنَّهٗ يَاْمُرُهٗ بِاِصْلَاحِ شَعْرِهٖ وَلِحْيَتِهٖ فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اَلَيْسَ هٰذَا خَيْرًا مِنْ اَنْ يَّاتِىَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ ثَائِرُ الرَّأْسِ كَاَنَّهٗ شَيْطَانٌ ـ مشكواة : عطاء بن يسار

শব্দের অর্থ ঃ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ 'সায়িরুররাসি ওয়াললিহয়াতি' –এলোমেলো মাথার চুল ও দাঁড়ি ওয়ালা। فَاَشَارَ 'ফাআশারা'–অতপর তিনি ইঙ্গিত করলেন। كَاَنَّهٗ يَاْمُرُهٗ 'কাআন্নাহু ইয়ামুরুহু'–তিনি যেন তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। بِاِصْلَاحِ شَعْرِهٖ وَلِحْيَتِهٖ 'বিইসলাহি শা'রিহি ওয়া লিহ্য়াতিহি'–তার চুল ও দাঁড়ি বিন্যাস করার জন্য। فَفَعَلَ 'ফা ফাআলা'–তারপর সে করলো। ثُمَّ رَجَعَ 'সুম্মা রাজাআ'–তারপর সে ফিরে গেলো। اَلَيْسَ هٰذَا خَيْرًا 'আলাইসা হাযা খাইরান'–এটা কি উত্তম নয় ? اَحَدُكُمْ 'আহাদুকুম'–তোমাদের কেউ। كَاَنَّهٗ شَيْطَانٌ 'কাআন্নাহু শাইতানুন'– সে যেন শয়তান।

২৯৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করলো। তার মাথার চুল ও দাড়ি ছিলো এলোমেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার প্রতি হাত দ্বারা এমন ভাবে ইশারা করলেন যেনো তিনি তাকে চুল ও দাড়ি সুবিন্যস্ত করার নির্দেশ দেন। অতঃপর সে ব্যক্তি ফিরে গিয়ে দাড়ি চুল সুবিন্যস্ত করে ফিরে এলো। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এক ব্যক্তির উসকো-খুশকো মাথা অপেক্ষা এ সুবিন্যস্ত অবস্থা কি উত্তম নয়? ইতিপূর্বে তো তাকে শয়তানের ন্যায় দেখাচ্ছিলো।–মিশকাত

ধন-সম্পদ ও মামুলি বেশভূষা ঃ

(٢٩٥) عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىَّ ثَوْبٌ دُوْنٌ - فَقَالَ لِىْ اَلَكَ مَالٌ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ - قَالَ مِنْ اَىِّ الْمَالِ؟ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ، قَدْ اَعْطَانِىَ اللّٰهُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ، قَالَ فَاِذَا اَتَاكَ مَالاً فَلْيُرَ اَثَرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكَ - مشكواة -

শব্দের অর্থ ঃ اَتَيْتُ 'আতাইতু'–আমি হাজির হলাম। ثَوْبٌ دُوْنٌ 'সাওবুন দূনুন'–নিম্নমানের পোশাক। اَلَكَ مَالٌ 'আলাকা মালুন'–তোমার কি ধন-সম্পদ আছে? مِنْ اَىِّ الْمَالِ 'মিন আইয়্যিলমালি'–কোন ধরনের মাল। مِنْ كُلِّ الْمَالِ 'মিন কুল্লিলমালা'–সব ধরনের মাল। قَدْ اَعْطَانِىَ اللّٰهُ 'কাদ আ'তানিয়াল্লাহু'–আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন। فَلْيُرَ 'ফালইউরা'–তুমি অবশ্যই তা দেখাও। اَثَرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ 'আসারু নি'মাতিল্লাহি'–আল্লাহ্র নিআমতের নিদর্শন।

২৯৫। আবুল আহওয়াস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

খেদমতে হাজির হলাম। তখন আমার পরিধেয় বস্ত্র অত্যন্ত নিম্নমানের ছিলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট ধন-সম্পদ আছে কি ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি প্রকারের সম্পদ আছে ? আমি জবাবে বললাম, সকল প্রকারের সম্পদ। যেমন উট, গাভী, বকরী, ঘোড়া এবং দাস-দাসী ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ যখন তোমাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন তখন তার নেয়ামতের নিদর্শনও তোমার শরীরে প্রকাশ পাওয়া উচিত।–মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ যখন তোমাকে সবকিছু দান করেছেন। অবস্থা অনুযায়ী খাবার খাও। উত্তম পোশাক পরিধান করো। এ কেমন কথা! মানুষের নিকট সবকিছু থাকবে অথচ সে এমনভাবে চলবে যেনো একেবারে নিঃস্ব ও গরীব। এ অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। এতে আল্লাহর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

সালামের ব্যাপক চর্চা-ইসলামের সর্বোত্তম আলামত ঃ

(٢٩٦) اِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِيُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ - بخارى، مسلم : عبد الله بن عمر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ 'আইয়্যুল ইসলামি খাইরুন'–ইসলামের কোন কাজটি উত্তম ? تُطْعِمُ الطَّعَامَ 'তুতয়িমুত্তোআমা'–খাবার খাওয়ানো। تُقْرِئُ السَّلَامَ 'তুকরিউস্‌সালামা'– সালাম দেবে। لَمْ تَعْرِفْ 'লাম তা'রিফ'–তুমি চিন না।

২৯৬। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞেস করেছিলো, ইসলামের কোন কাজটি উত্তম ? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, গরীব-মিসকীনদেরকে খাবার দেয়া। সকল মুসলমানদেরকে সালাম দেয়া। তোমার সাথে তার পরিচয় থাকুক বা না থাকুক অর্থাৎ পূর্ব হতে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক।– বুখারী, মুসলিম

হৃদ্যতার চাবিকাঠি ঃ

(২৯৭) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا - وَلَاتُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا - اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ اَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ - مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ لَاتَدْخُلُوْنَ 'লা-তাদখুলূনা'–তোমরা প্রবেশ করবে না। حَتّٰى تُؤْمِنُوا 'হাত্তা তু'মিনূ'–যে পর্যন্ত তোমরা ঈমান আনো। حَتّٰى تَحَابُّوْا 'হাত্তা তাহাব্বূ'–যে পর্যন্ত একে অপরকে ভালোবাসো না। اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ 'আওয়া লা আদুল্লুকুম আলা শাইয়ীন'–আমি কি তোমাদেরকে এক বিষয়ের খবর দেবো না? اَفْشُوْا السَّلَامَ 'আফশূসসালামা'–সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে। بَيْنَكُمْ 'বাইনাকুম'–তোমাদের পরস্পরের মধ্যে।

২৯৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা মু'মিন হবে। আর তোমরা মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একে অপরকে ভালো না বাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন এক কাজের কথা বলবো ? যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালবাসবে। তোমরা পরস্পর ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় করো।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো। মুসলমানগণ একে অপরকে ভালোবাসবে এবং প্রীতি ও ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরস্পরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। এ হলো মু'মিনের ঈমান ও ইসলামের দাবী। এর উপায় হলো তাদের পরস্পরের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন। সালামের এ প্রথাটি হলো উত্তম-পন্থা। তবে সালামের অর্থ এবং তার মূল উদ্দেশ্য জানা থাকতে হবে।

জিহ্বা এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত ঃ

(২৯৮) عَنْ سَهْلُ ابْنِ سَعْدُ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ يَّضْمَنُ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ - بخارى -

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ يَضْمَنُ لِىْ 'মাইঁ ইয়াযমানু লী'–যে আমার কাছে যিম্মাদার হবে। مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ 'মা বাইনা লাহ্ইয়াইহি'–তার মুখের। وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ 'দু' পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের, লজ্জাস্থান। اَضْمَنُ 'আযমানু'–আমি যিম্মা থাকবো।

২৯৮। সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের জিহবা এবং লজ্জা স্থানের হিফাযতের জামনি হবে, আমি তার জান্নাতের জামিন হবো।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ মানব দেহের এ দুটো অঙ্গ অত্যন্ত দুর্বল ও বিপদজ্জনক। এ অঙ্গ দুটোর মাধ্যমে আক্রমণ রচনা করতে শয়তানের বেশ সুবিধা। এ দুটো অঙ্গ দ্বারাই সর্বাধিক গুনাহ সংঘটিত হয়ে থাকে। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত অঙ্গ দুটোকে হেফাযত করতে পারে তা হলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

দায়িত্বহীন কথাবার্তা ঃ

(٢٩٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ لَايُلْقِىْ لَهَا بَالاً يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لَايُلْقِىْ لَهَا بَالاً يُهْوٰى بِهَا فِىْ جَهَنَّمَ -

- بخارى : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ لَيَتَكَلَّمُ 'লাইয়াতাকাল্লামু'–অবশ্যই মানুষ এমন কথা বলে। بِالْكَلِمَةِ 'বিলকালিমাতি'–এমন কথা। مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ 'মিন রিদওয়ানিল্লাহি'–আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। لَايُلْقِىْ لَهَا بَالاً 'লা ইউলকী লাহা বালান'–সে এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে না। مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ 'মিন সাখাতিল্লাহি'–আল্লাহর অসন্তুষ্টি উৎপাদন করে ধরনের কথাও। يُهْوٰى بِهَا 'ইয়াহওয়ী বিহা'–যা তাকে জাহান্নামে ঠেলে দিবে।

২৯৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। নিঃসন্দেহে মানুষ তার মুখ হতে এমন কথা প্রকাশ করে যা আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু সে তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে না। অথচ উক্ত কথার দরুন আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। এভাবে মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টিজনক কথাও বেপরোয়াভাবে মুখ থেকে বের করে বসে যা তাকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ উক্তির উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেনো তার জিহ্বাকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে না দেয়। যা কিছু বলবে চিন্তা-ভাবনা করে বলবে। এমন কোন কথা কখনো বলবে না যা জাহান্নামের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

দাওয়াত ও তাবলীগ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দাওয়াত কি ছিলো?

(٣٠٠) قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ ؟ قُلْتُ يَقُوْلُ اعْبُدُوْ اللّٰهَ ـ وَلَاتُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا ـ وَاتْرُكُوْا مَايَقُوْلُ اٰبَاءُكُمْ ـ وَيَامُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالصِّدْقِ ـ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ ـ بخارى : ابن عباس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ 'মাযা ইয়ামুরুকুম'–সে তোমাদের কি নির্দেশ দেয়। اُعْبُدُو اللّٰهَ 'উ'বুদূল্লাহা'–তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করো। لَاتُشْرِكُوْا 'লা তুশরিকূ'–তোমরা শরীক করো না। وَاتْرُكُوْا 'ওয়াতরুকূ'–আর ছেড়ে দাও। وَالْعَفَافِ 'ওয়ালআফাফি'–আর সৎ জীবন যাপন করতে। وَالصِّلَةِ 'ওয়াসসিলাতি'– আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করতে।

৩০০। ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত। (রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন) এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে কি নির্দেশ দিয়ে থাকেন ? আবু সুফিয়ান জবাবে বলেছিনে ঃ এ ব্যক্তি আমাদেরকে বলেন, আল্লাহর ইবাদাত করো। তাঁর ক্ষমতা ও আনুগত্যে কাউকে শরীক করো না। তোমাদের পূর্বপুরুষদের যে

আকীদা-বিশ্বাস ছিলো এবং সে অনুযায়ী তারা যে সমস্ত কাজকর্ম করতো তা পরিত্যাগ করো। তিনি আমাদেরকে সালাত কায়েম করতে, সত্য কথা বলতে, পবিত্র জীবন যাপন করতে এবং আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করতে নির্দেশ দেন।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। হাদীসে হিরাক্ল নামে প্রসিদ্ধ। হাদীসটির সংক্ষিপ্ত সার হলো। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস বায়তুল মাকদাসে থাকাকালীন সময়ে রাসূলের দ্বীনের দাওয়াত সম্বলিত পত্র পেয়েছিলেন। রাসূল সম্পর্কে অবহিত হবার জন্যে তখন তিনি একজন আরব নাগরিকের সন্ধান করতে থাকেন। ঘটনাক্রমে হিরাক্লিয়াস আরবের এক সওদাগরী কাফেলার সন্ধান পেয়ে গেলেন। উক্ত কাফেরার প্রধান আবু সুফিয়ান তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে দরবারে ডেকে অনেক প্রশ্নই করেছিলেন। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলো নবীর দাওয়াতের মূল বক্তব্য কি ? আবু সুফিয়ান কাফেলার পক্ষ হতে জবাবে বলেন, তিনি একত্ববাদের দাওয়াত দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, তোমরা একমাত্র আল্লাহকে স্বীকার করো। তিনিই একমাত্র সত্তা যার ক্ষমতা আসমান ও যমীনে উভয় স্থানেই বিরাজমান। মহাশূন্যের নিয়ম শৃঙ্খলার একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক তিনিই। এমনিভাবে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনাও তাঁর হাতে। এ উভয় জগতের ব্যবস্থাপনা ও ক্ষমতায় তিনি কাউকে তাঁর শরীক করেননি। আর কেউ স্বীয় শক্তি ও প্রভাব বলে আল্লাহর শরীক হতে পারেনি। প্রকৃত অবস্থা যখন এই তখন সিজদার অধিকারী কেবল তিনিই। সকল সমস্যায় একমাত্র তাঁরই সাহায্য কামনা করা দরকার। ভালোবাসতে হবে তাঁকেই। কেবল তাঁরই আনুগত্য করতে হবে। পিতৃপুরুষগণ শিরকের ভিত্তিতে যে জীবনব্যবস্থা তৈরি করেছিলো তা পরিহার করতে হবে। আবু সুফিয়ান আরো বললেন, এমনিভাবে এ ব্যক্তি আমাদেরকে বলেন, সালাত কায়েম করো, কথা ও কাজে সত্যবাদিতা আবলম্বন করো। পূতপবিত্র জীবন যাপন করো। মানবতা বিরোধী কোন কাজ করো না। ভাইদের সাথে ভাল ব্যবহার করো। সবাই এক পিতা-মাতার সন্তান বিধায় তোমরা একে অপরের ভাই হিসাবে জীবন যাপন করো।

(٣٠١) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ - يَعْنِيْ فِيْ اَوَّلِ النُّبُوَّةِ فَقُلْتُ مَا اَنْتَ؟ قَالَ نَبِيٌّ - فَقُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ اَرْسَلَنِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَقُلْتُ بِاَيِّ شَيْءٍ اَرْسَلَكَ ؟ قَالَ اَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْاَرْحَامِ - وَكَسْرِ الْاَوْثَانِ - وَاَنْ يُّوَحَّدَ اللّٰهُ لَايُشْرَكُ بِهٖ شَيْءٌ - مسلم، رياض الصالحين

শব্দের অর্থ ঃ دَخَلْتُ 'দাখালতু'–আমি প্রবেশ করলাম। عَلَى النَّبِيِّ 'আলা নাবিয়্যিন' – নবী করীমের اَرْسَلَنِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى 'আরসালানিয়াল্লাহু তাআলা'–আল্লাহ তাআলা আমাকে পাঠিয়েছেন। بِصِلَةِ الْاَرْحَامِ 'বিসিলাতিল আরহামি'–আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য। كَسْرِ الْاَوْثَانِ 'কাসরিল আওসানি'–পৌত্তলিকতার বিলোপ সাধন। اَنْ يُّوَحَّدَ اللّٰهُ 'আইঁ ইউওয়াহহিদাল্লাহু'–আল্লাহর একত্ববাদ কায়েম করা। لَايُشْرَكُ بِهٖ شَيْءٌ 'লা ইউশরাকু বিহি শাইয়ুন'–তার সাথে কাউকে শরীক না করা।

৩০১। আমর ইবনে আবাসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মক্কাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম (অর্থাৎ নবুয়তের প্রথম দিকে) এবং প্রশ্ন করলাম, আপনি কে ? রাসূলুল্লাহ উত্তরে বললেন, 'আমি নবী।' আমি আবার প্রশ্ন করলাম, 'নবী কি ?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ আমাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন।' আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কি দায়িত্ব সহকারে আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন ?' তিনি বললেন, 'মানুষকে পারস্পরিক ভালোবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। পৌত্তলিকতার বিলোপ সাধন করে আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক না করে একত্ববাদ কায়েম করার শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন।

– মুসমিলম, রিয়াদুস সালেহীন

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের বুনিয়াদী কথাগুলো বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

সংক্ষেপে তাঁর দাওয়াতের মূল বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন। আমার আহবান হলো— আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যকার সম্পর্কের সঠিক ভিত্তি— তাওহীদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতায় কাউকে শরীক করা যাবে না এবং ইবাদাত কেবল তাঁর উদ্দেশ্যেই করতে হবে। আনুগত্যও করতে হবে একমাত্র তাঁরই।

মানুষের মধ্যে সম্পর্কের সঠিক ভিত্তি হচ্ছে পারস্পরিক ভালোবাসা এবং হৃদ্যতা। সকল মানুষ একই মাতা-পিতার সন্তান। মূলত সকলে পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তাদের সকলকে পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও সংবেদনশীল হতে হবে। অসহায় ও অভাবী ভাইদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে হবে। কারো উপর নিপীড়ন ও অত্যাচার করা হলে সকলে মিলে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। কেউ হঠাৎ কোন বিপদের সম্মুখীন হলে প্রত্যেকের অন্তরে তার জন্যে সহানুভূতি সৃষ্টি হতে হবে। তাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের ভিত্তি দু'টি। একটি হলো ওয়াহদাতে ইলাহ— আল্লাহর একত্ববাদ। আর দ্বিতীয়টি হলো ওয়াহদাতে বনী আদম। একই পিতা-মাতার সন্তান। এখানে একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে যে, মূল বস্তু হলো তাওহীদ এবং দ্বিতীয় বিষয়টি হলো তাওহীদেরই একান্ত দাবী। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসবে সে তাঁর বান্দাদেরকে ভালোবাসবে। কেনোনা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ভালোবাসার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

বান্দার প্রতি ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা প্রদর্শনের যে সকল দাবি আছে তন্মধ্যে ইরান সেনাপতির সম্মুখে মুগিরা ইব্‌নে শো'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী দাওয়াতের ব্যাখ্যা এবং নবুয়াতের মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে যা বলেছিলেন তাও একটা। তিনি ইরানী সেনাপতির ভুল ধারণা অপনোদন করতে গিয়ে বলেন, আমরা ব্যবসায়ী নই। ব্যবসা বাণিজ্যে পার্থিব লাভের উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আসিনি। আমাদের একমাত্র লক্ষ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে

আখেরাত। আমরা সত্য দ্বীনের পতাকাবাহী সৈনিক মাত্র। এ দ্বীনের প্রতি আহবান করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এসব কথা শ্রবণের পর ইরান সেনাপতি জিজ্ঞেস করলেন। সে দ্বীন কি ? তার পরিচয় দাও। মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন ঃ

اَمَّا عُمُوْدُهُ الَّذِىْ لاَيَصْلُحُ شَىْءٌ مِنْهُ اِلاَّ بِهٖ فَشَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالْاِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ .....

অর্থাৎ আমাদের দ্বীনের ভিত্তি ও কেন্দ্রবিন্দু হলো–'মানুষ এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই (অর্থাৎ তাওহীদ) এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল (অর্থাৎ রিসালাত)। আর আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত বিধান আল কুরআনকেও মানতে হবে অর্থাৎ কিতাব। এ ছাড়া এ দ্বীনের কোন অংশই সুষ্ঠভাবে চলতে পারে না।

ইরানী অধিনায়ক বললেন, এতো অতি উত্তম শিক্ষা। এ দ্বীনের আরও কিছু শিক্ষা আছে কি ? মুগিরা জবাবে বললেন ঃ

وَاِخْرَاجُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلَى عِبَادَةِ اللّٰهِ ....

'মানুষকে মানুষের দাসত্ব ও বন্দেগীর শৃঙ্খল হতে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগীর নিগড়ে আবদ্ধ করাও এ দ্বীনের একটি শিক্ষা।' ইরান সেনাপতি বললেন, এটাও তো উত্তম শিক্ষা। এ দ্বীন আর কি শিক্ষা দেয় ? মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

وَالنَّاسُ بَنُوْ اٰدَمَ - فَهُمْ اِخْوَةٌ لِاَبٍ وَّاُمٍّ -

'সকল মানুষ আদম-সন্তান। তারা পরস্পর ভাই ভাই।' এ হলো দ্বীনে হকের মৌলিক আহবান যা মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরানী সেনাপতির সামনে পেশ করেছিলেন। একই সেনাপতির সামনে ইসলামের আর এক বীর মুজাহিদ রাবী 'ইবনে আমীর' নিম্নোক্ত ভাষায় ইসলামের ব্যাখ্যা পেশ করেছিলেন ঃ

اَللّٰهُ اَبْعَثَنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَدِ اِلٰى عِبَادَةِ اللّٰهِ وَمِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا اِلٰى سَعَتِهَا ـ وَمِنْ جَوْرِ الْاَدْيَانِ اِلٰى عَدْلِ الْاِسْلَامِ فَاَرْسَلَنَا بِدِيْنِهِ اِلٰى خَلْقِهِ لِنَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ....

'আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যারা চায় তাদেরকে যেনো আমরা মানুষের দাসত্ব হতে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে আনি। সংকীর্ণ জগত হতে বের করে প্রশস্ত ও বিস্তৃত জগতে এনে দেই। বাতিল ও নিপীড়নমূলক জীবনব্যবস্থার হাত হতে মুক্ত করে ইসলামের ইনসাফভিত্তিক সুন্দর জীবনবিধানের ছায়াতলে সমবেত করি। আল্লাহ তার দ্বীন সহকারে আমাদেরকে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। যেনো আমরা তাদের সকলকে আল্লাহর এ সত্য দ্বীনের প্রতি আহবান জানাই।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে দ্বীন

সফলতা-পরীক্ষার পথে ঃ

(٣٠٢) عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا اَلَاتَسْتَنْصِرُ لَنَا اَلَاتَدْعُوْ اللّٰهَ لَنَا؟ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُلَهُ فِى الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا ـ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَاسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ـ وَيُمْشَطُ بِامْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَادُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ وَّعَصَبٍ وَّمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ـ وَاللّٰهِ لَيَتِمَّنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضَرَمَوْتَ لَايَخَافُ اِلَّا اللّٰهَ اَوِ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ـ بخارى

শব্দের অর্থ ঃ شَكَوْنَا 'শাকাওনা'– আমরা অভিযোগ করলাম। مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ 'মুতাওয়াস্‌সিদুন বুরদাতান লাহু'–তাঁর চাদর বালিশের ন্যায় মাথার নিচে

রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। اَلاَتَسْتَنْصِرُ لَنَا 'আলা তাসতানসিরুলানা'–আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করছেন না ? اَلاَ تَدْعُوْا اللّٰهَ لَنَا 'আলা তাদউ'ল্লাহা লানা'– আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করছেন না ? يُحْفَرُلَهُ 'ইউহফারু লাহু'–তার জন্য গর্ত খনন করা হতো। فَيُجَاءُ 'ফাইউজাউ'–আনা হতো। بِالْمِنْشَارِ 'বিলমিনশারি'–করাত সহ। فَيُوْضَعُ 'ফাইউযাউ'–অতপর রাখা হতো। فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ 'ফা ইউশুককু বিইসনাইনি'–অতপর দ্বিখণ্ডিত করা হতো। مَايَصُدُّهُ 'মা ইয়াসুদ্দুহু'–তাকে ফিরিয়ে রাখেনি। عَنْ دِيْنِهِ 'আন দীনিহি'–তাঁর দীন থেকে। يُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ 'ইউমশাতু বিআমশাতিল হাদীদি'–লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়ান হতো। مَادُوْنَ لَحْمِهِ 'মাদূনা লাহমিহি'–গোশতের নিচে। لَيَتِمَّنَّ اللّٰهُ 'লাইয়াতাম্মান্নাল্লাহু'–অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলা এ দ্বীনকে, বিজয়ী করবেন। وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ 'ওয়া লাকিন্নাকুম তাসতা'জিলূনা'–কিন্তু আফসুস তোমরা বড়ো তাড়াহুড়া করছো।

৩০২। খাব্বার ইবনুল আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল কা'বা শরীফের ছায়াতলে আপন চাঁদর মাথার নিচে বালিসের ন্যায় রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সে সময় মক্কাবাসীরা অসহায় মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালাচ্ছিলো। এমন সময় আমরা সেখানে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ অত্যাচার ও নিপীড়ন অবসানের জন্যে আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছেন না ? এ যুলুমের অবসানের জন্য দোয়া করছেন না ? অত্যাচারের এ নির্মম ধারা আর কতদিন চলবে ? কখন এ বিপদের অবসান ঘটবে ? একথা শোনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের আগে এমন অনেক লোক অতিবাহিত হয়েছেন যাদের কারো জন্যে গর্ত খনন করা হতো। অতঃপর তাঁকে গর্তে প্রবেশ করিয়ে দণ্ডয়ামান অবস্থায় করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হতো। তথাপি তিনি দ্বীন হতে ফিরে যেতেন না। এমনিভাবে তাঁদের দেহের উপর দিয়ে চিরুনীর ন্যায় লোহার আঁচড়া টানা হতো। এ আঁচড়া গোশ্‌ত ভেদ করে হাড় পর্যন্ত গিয়ে

পৌঁছতো। এরূপ নির্যাতন ও নিপীড়ন তাদেরকে আল্লাহর দ্বীন হতে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। আল্লাহর কসম এ দ্বীনকে তিনি বিজয়ী করবেনই। এমনকি কোন সফরকারী সান'আ (ইয়ামেন) হতে হাজরামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে অথচ আল্লাহ ছাড়া পথিমধ্যে আর কারুরই ভয় থাকবে না। অবশ্য রাখাল তার মেষ পাল সম্পর্কে নেকড়ের ভয় করবে। কখন মেষ মুখে নিয়ে নেকড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু (আফসুস) তোমরা বড় তাড়াহুড়া করছো।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ ইয়ামেন হতে বাহরাইন এবং হাজরা মাউত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় সত্যের দুশমনদের শক্তি লোপ পাবে এবং আল্লাহর বান্দাগণ নির্ভয়ে আল্লাহর হুকুম আহকাম প্রতিপালন করে চলবে।

খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তের বছরের মক্কী জীবনের দুঃসহ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এ হাদীসে তুলে ধরেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় সাহাবীদেরকে উপদেশ দিয়েছেন, ধৈর্যের সাথে কাজ করে যেতে। সে সময় আর বেশী দূরে নয় যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইসলামের পতাকাবাহীদের হাতে আসবে। আল্লাহর হুকুম প্রতিপালনকারীগণ সকল প্রকার ভয়ভীতি ও দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে নিয়ে সমাজকে যুলুম মুক্ত করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করবে।

হিজরত ও জিহাদ ঃ

(٣٠٣) عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رِبَاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْهِجْرَةِ ـ فَقَالَتْ لاَهِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَفِرُّ اَحَدُهُمْ بِدِيْنِهِ اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى رَسُوْلِهِ مَخَافَةَ اَنْ يُّفْتَنَ عَلَيْهِ ـ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ اَظْهَرَ اللّٰهُ الْاِسْلاَمَ وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَّنِيَّةٌ – بخارى

শব্দের অর্থ ঃ زُرْتُ 'যুরতু'–দেখা করলাম। فَسَأَلْنَاهَا 'ফাসাআলনাহা' –আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। عَنِ الْهِجْرَةِ 'আনিলহিজরাতি'–হিজরত

সম্পর্কে। لَاهِجْرَةَ الْيَوْمَ 'লা-হিজরাতাল ইয়াওমা'–না এখন কোন হিজরত নেই। وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ 'ওয়া লাকিন জিহাদুন ওয়া নিয়্যাতুন'–কিন্তু জিহাদ ও নিয়ত আছে।

৩০৩। আতা ইবনে আবী রিবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উবাইদ ইবনে উমাইর লাইসী সহ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে দেখা করতে গেলাম। আমরা তাঁকে হিজরত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম (হিজরত এখনও কি ফরয ? মানুষ কি এখনো নিজ নিজ এলাকা ত্যাগ করে মদীনায় চলে আসবে ?) আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, না এখন কোন হিজরত নেই (হিজরতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে)। ঈমান আনার অপরাধে মু'মিনের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠতো বলে তো হিজরাত করা হতো। ফলে মু'মিনগণ নিজেদের দ্বীন ও ঈমান সহ আল্লাহ ও রাসূলের নিকট চলে আসতো। এখন আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। মু'মিন এখন যেখানে খুশী স্বাধীনভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। অবশ্য জিহাদ এবং জিহাদের উদ্দেশ্য এখনো কার্যকর রয়েছে।–বুখারী

জামায়াত গঠনের প্রয়োজনীয়তা

সফরে শৃংখলা ঃ

(٣٠٤) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رضـ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ -

ـ ابو داؤد : ابو سعيد خدرى رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ 'ইযা কানা সালাতুন'–যখন তিনজন হবে। فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ 'ফালইউআম্মিরূ আহাদাহুম'–অবশ্যই একজনকে আমীর নির্বাচন করবে।

৩০৪। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনজন লোক ভ্রমণের

উদ্দেশ্যে কোথাও বের হলে তাদের একজনকে নেতা নির্বাচন করে নেয়া উচিত।–আবু দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মানুষের জন্যে প্রবাসে থাকা অবস্থায়ও যখন দল গঠনের অপরিহার্যতার কথা বলা হয়েছে। তখন মু'মিনদের সংগঠন যেখানে ছিন্নভিন্ন সেখানে তাদের সংগঠিতভাবে জীবন যাপন করা নিঃসন্দেহে আরো জরুরী। মুসলমানদের জন্যে বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করা কোন অবস্থাতেই সঙ্গত নয়।

(٣٠٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُوْنُوْنَ بِفَلَاةٍ مِّنَ الْاَرْضِ اِلاَّ اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ ـ

ـ منتقي

শব্দের অর্থ ঃ لَايَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ 'লা ইয়াহিল্লু লিসালাসাতিন'–তিনজন একত্র হলে তাদের জন্য জায়েয নয়। فِى الْفَلَاةِ 'ফীল ফালাতি'– কোন জঙ্গলে। اَمَّرُوْا 'আম্মারূ'–তারা আমীর বানিয়ে নিবে। اَحَدَهُمْ 'আহাদাহুম'–তাদের একজনকে।

৩০৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তি যদি কোন জঙ্গলেও বসবাস করে তবুও তাদের মধ্যে একজনকে নেতা নির্বাচন না করে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করা জায়েয নয়।–মুনতাকা

দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ঃ

(٣٠٦) مُعَاذِ بْنُ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَاْخُذُ الشَّاذَّةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَاِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ ـ

ـ مسند احمد، مشكواة : معاذ بن جبل رضـ

শব্দের অর্থ ঃ ذِئْبُ الْاِنْسَانِ 'যি'বুল ইনসানি'–মানুষের বাঘ। اَلشَّاذَّةَ 'আশশাযযাতা'– বিচ্ছিন্ন হয়ে একা চলাচলকারী। قَاصِيَةٌ 'কাসিয়াতুন'–দল থেকে সরে পড়া। نَاحِيَةٌ 'নাহিয়াতুন'–দলের একপাশে থাকা।

৩০৬। মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের জন্যে নেকড়ে স্বরূপ। নেকড়ে বকরীর দল হতে বিচ্ছিন্ন ও একা চলাচলকারী বকরীকে শিকার করে নেয়। (মানুষ যদি দলবদ্ধভাবে নেতার হুকুম অনুযায়ী বসবাস না করে। একা একা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসবাস করে তাহলে শয়তান অতি সহজে তাকে হাতের পুতুল বানিয়ে ফেলতে পারে।) সুতরাং হে লোক সকল! তোমরা দুর্গম ঝুঁকিপূর্ণপথ পরিহার করে চলবে এবং সর্বসাধারণকে সাথে নিয়ে জামায়াতবদ্ধভাবে বসবাস করবে।

– মুসনাদে আহমদ, মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ জামায়াতবদ্ধভাবে জীবন যাপনের নির্দেশ তখনকার জন্যে প্রযোজ্য যখন মুসলমানদের মধ্যে 'আল-জামায়াত' বর্তমান থাকবে। আর যদি 'আল-জামায়াত' বর্তমান না থাকে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে এটা আজ এক বিরাট প্রশ্ন। এর সহজ ও স্পষ্ট জবাব হলো – জামায়াত গঠন করো। যাতে এ জামায়াতে সকলে শামিল হয়ে 'আল-জামায়াত' -এ পরিণত হয়।

জামায়াত ভুক্তির মাধ্যমে জান্নাত লাভ ঃ

(٣٠٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَسْكُنَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ اَبْعَدُ ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ سَرَّهُ 'মান সাররাহু'–যে ব্যক্তিকে আনন্দ দেয়। اَنْ يَسْكُنَ 'আই ইয়াসকুনা'–সে বসবাস করবে। بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ 'বুহবুহাতিল জান্নাতি'–জান্নাতের মাঝখানে। فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ 'ফালইয়ালযিমিল

জামাআতা'-সে যেনো জামায়াতের সাথে লেগে থাকে। مَعَ الْوَاحِدِ 'মাআল ওয়াহিদি'- একজনের সাথে। اَبْعَدُ 'আবআদু'-বহুদূরে অবস্থান করে।

৩০৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতের মাঝখানে নিজের ঘর বানাতে চায়, সে যেনো জামায়াতের সাথে লেগে থাকে। কেনোনা শয়তান বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তির সঙ্গে থাকে। সঙ্গবদ্ধ দু'ব্যক্তি থেকে সে বহু দূরে অবস্থান করে। -মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ মুসলমানদের যদি 'আল-জামায়াত' বর্তমান থাকে তা হলে তার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক অতীব প্রয়োজন। এ সময় এ জামায়াত হতে বিচ্ছিন্ন থাকা মোটেই বৈধ নয়। 'আল-জামায়াত' বলতে এমন অবস্থা বুঝায় যখন ইসলাম বিজয়ীরূপে থাকবে এবং ক্ষমতা মু'মিনদের হাতে থাকবে। আর ঈমানদারগণ একজন আমীরের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। কিন্তু যদি 'আল-জামায়াত' প্রতিষ্ঠিত না থাকে সে ক্ষেত্রে জামায়াতবদ্ধ হয়ে এমন পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে যেনো 'আল-জামায়াত' বাস্তবে রূপ নিতে পারে।

নেতা ও অধীনস্থ ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের ধরন

জামায়াত প্রধানের দায়িত্ব ঃ

(٣٠٨) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالاِمَامُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ - بخارى، مسلم : ابن عمر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلاَ 'আলা'-সাবধান! كُلُّكُمْ 'কুল্লুকুম'-তোমাদের প্রত্যেকেই। رَاعٍ 'রায়ি'ন'- রক্ষক, দায়িত্বশীল। مَسْئُوْلٌ 'মাসউলুন'

–জবাবদিহি করতে হবে। رَعِيَّتِهِ 'রায়িয়্যাতিহি'– অধীনস্থদের। فَالْإِمَامُ 'ফালইমামু'–অতএব একজন ইমাম।

৩০৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জেনে রেখো! তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক ও দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব একজন ইমাম যিনি অধীনস্থ লোকদের রক্ষক তাকে স্বীয় অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের উপর কর্তৃত্ব করে। অতএব তিনি তার পরিবারের অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। এমনিভাবে স্ত্রী হচ্ছেন স্বামীর গৃহ ও সন্তানদের উপর দায়িত্বশীল। সুতরাং এদের সকলের সম্পর্কে তাকেও জবাবদিহি করতে হবে।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'রক্ষক ও দায়িত্বশীল'–এর অর্থ হলো অধীনস্থদের সুশিক্ষা ও সংশোধনের জিম্মাদার। অধীনস্থদের সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং বিপথ থেকে ফিরিয়ে রাখা হলো তার দায়িত্ব। যদি তাদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করা হয় এবং তাদেরকে বিপথগামী হবার জন্যে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে আল্লাহর নিকট দায়িত্বশীলকেই জবাবদিহি করতে হবে।

বিশ্বাসঘাতক আমীর ঃ

(٣٠٩) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ - مَامِنْ وَّالٍ يَلِيْ رَعِيَّةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ غَاشٌّ لَّهُمْ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ - متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ وَالٍ 'ওয়ালিন'–দায়িত্বশীল। يَلِيْ 'ইয়ালী'–দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। غَاشٌّ 'গাশ্শুন'–বিশ্বাসঘাতক। حَرَّمَ 'হাররাম'–হারাম করবেন।

৩০৯। মা'কেল ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। যে ব্যক্তি মুসলমানদের যাবতীয় সামষ্টিক ব্যাপারে দায়িত্বশীল হবার পরও তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেবেন। –বুখারী, মুসলিম

অলস ও কুটিল নেতা ঃ

(٣١٠) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَيُّمَا وَالٍ وَّلِىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَلَمْ يَجْهَدْ لَهُمْ كَنَصْحِهِ وَجُهْدِهِ لِنَفْسِهِ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهِ فِى النَّارِ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَحْفَظْهُمْ بِمَا يَحْفَظُ بِهِ نَفْسَهُ وَاَهْلَهُ ـ

ـ طبرانى : كتاب الخراج

শব্দের অর্থ ঃ وَلِىَ 'ওয়ালিয়া'–দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। لَمْ يَنْصَحْ 'লাম ইয়ানসাহ্'–সে কল্যাণকর কিছু করেনি। لَمْ يَجْهَدْ 'লাম ইয়াজহাদ'–সে চেষ্টা করেনি। كَنُصْحِهِ 'কানুসহিহি' – তার নিজের কল্যাণের মতো। كَبَّهُ 'কাব্বাহা'–উপুড় করে ফেলবেন। فِى النَّارِ 'ফীন্নারি'–জাহান্নামে। وَفِىْ رِوَايَةٍ 'ওয়া ফী রাওয়ায়াতিন'–অপর বর্ণনায়। لَمْ يَحْفَظْهُمْ 'লাম ইয়াহফাযহুম – সে তাদের হেফাযত করেনি।

৩১০। মা'কেল ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। অথচ সে তাদের জন্যে কল্যাণকর কিছু করেনি। সে নিজের কল্যাণের জন্যে যেভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছে অপরের কল্যাণার্থে তা করেনি। কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তিকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। ইবনে আব্বাসের অপর

এক বর্ণনায় আছে। সে তাদের হিফাযতের দায়িত্ব এমনভাবে পালন করেনি যেমন নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজনের জন্যে করেছে।

–তিবরানী, কিতাবুল খারাজ

স্বজন প্রিয় নেতা ঃ

(٣١١) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ : قَالَ اَبُوْبَكْرٍ حِيْنَ بَعَثَنِيْ اِلَى الشَّامِ يَا يَزِيْدُ اَنَّ لَكَ قَرَابَةً عَسَيْتَ اَنْ تُؤْثِرَهُمْ بِالْاِمَارَةِ وَذٰلِكَ اَكْبَرُ مَا اَخَافُ عَلَيْكَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ - لَايَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا حَتّٰى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ -

- كتاب الخراج : امام ابو يوسف

শব্দের অর্থ ঃ حِيْنَ 'হীনুন'–যখন। بَعَثَنِيْ 'বাআসানী'– আমাকে পাঠিয়েছেন। اَلشَّامُ 'আশশামু'–সিরিয়া। قَرَابَةٌ 'কারাবাতুন' –আত্মীয়-স্বজন। عَسَيْتَ 'আসাইতা'–সম্ভবত। تُؤْثِرَهُمْ 'তু'সিরাহুম'–তুমি তাদের অগ্রাধিকার দেবে। بِالْاِمَارَةِ 'বিল ইমারাতি' – শাসন কাজে। اَخَافُ 'আখাফু'–আমি আশংকা করি। مُحَابَةً 'মুহাবাতান'–ভালোবাসার খাতিরে। لَعْنَةُ اللّٰهِ 'লা'নাতুল্লাহি'–আল্লাহর অভিসম্পাত। صَرْفًا 'সরফান'–দান। عَدْلًا 'আদলান'–সৎ কাজ।

৩১১। ইয়াযিদ ইবনে আবী সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে প্রধান সেনাপতি করে সিরিয়া পাঠাবার কালে বললেন, হে ইয়াযিদ! তোমার কিছু আত্মীয়স্বজন আছে। বিচিত্র নয় যে তুমি দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রাধান্য দিয়ে বসবে। আর তোমার ব্যাপারে আমি এ ভয়ই বেশী করছি। কেননা (এ ব্যপারে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্বশীল নিযুক্ত হবার পর

ভালোবাসা বা আত্মীয়তার দরুন কাউকে তাদের শাসক বানায়। তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। আল্লাহ তার কোন দান দক্ষিণা গ্রহণ করবেন না। অবশেষে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।–কিতাবুল খারাজ

নেতার উদারতা ঃ

(٣١٢) قَالَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عَمَيْسٍ اِنَّ اَبَابَكْرٍ قَالَ لِعُمَرَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اِنِّىْ اِنَّمَا اَسْتَخْلَفْتُكَ نَظْرًا لِّمَا خَلَّفْتُ وَرَائِىْ وَقَدْ صَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاَيْتَ مِنْ اَثَرَتِهٖ اَنْفُسَنَا عَلٰى نَفْسِهٖ وَاَهْلَنَا عَلٰى اَهْلِهٖ حَتّٰى اِنْ كُنَّا لَنَظَلُّ لَنَهْدِىْ اِلٰى اَهْلِهٖ مِنْ فُضُوْلِ مَايَاْتِيْنَا عَنْهُ ـ كتاب الخراج : امام ابو يوسف رض ـ

শব্দের অর্থ ঃ اِسْتَخْلَفْتُكَ 'ইসতাখলাফতুকা'–আমি তোমাকে খলীফা নিযুক্ত করলাম। قَدْ صَحِبْتَ 'কাদ সাহিবতা'–তুমি সাহচর্য পেয়েছো। فَرَاَيْتَ 'ফারাআইতা'–তুমি দেখেছ। اَثَرَتِهٖ 'আসারাতিহি'–তাঁর প্রাধান্য দেয়ার রীতি। لَنَظَلُّ لَنَهْدِىْ 'লানাযিল্লা লানাহদী'–অবশ্য অবশ্যই আমরা হাদিয়া হিসেবে পাঠিয়ে দিতাম।

৩১২। আস্‌মা বিন্‌তে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ করে বলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! মুসলমানদের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা আছে বলেই আমি তোমাকে এদের খলিফা নিযুক্ত করলাম। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহচর্য পেয়েছো। তুমি দেখেছো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিভাবে আমাদিগকে তাঁর উপর এবং আমাদের পরিবার-পরিজনকে তাঁর পরিবার পরিজনের উপর প্রাধান্য দিতেন। এমনকি আমরা তাঁর নিকট হতে যা পেতাম তার উদ্বৃত্তটুকু শেষ পর্যন্ত তাঁর ঘরে হাদিয়া হিসাবে পাঠিয়ে দিতাম। –কিতাবুল খারাজ

ধৈর্যশীল নেতা ঃ

(٣١٣) خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ : اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ لَنَا عَلَيْكُمْ حَقَّ النَّصِيْحَةِ بِالْغَيْبِ وَالْمَعُوْنَةِ عَلَى الْخَيْرِ، اَيُّهَا الرُّعَاءُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ حِلْمٍ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ وَلاَ اَعَمَّ نَفْعًا مِّنْ حِلْمِ اِمَامٍ وَّرِفْقِهٖ وَلَيْسَ مِنْ جَهْلٍ اَبْغَضَ اِلَى اللّٰهِ وَاَعَمَّ ضَرَرًا مِّنْ جَهْلِ اِمَامٍ وَّخَرَقِهٖ ـ

كتاب الخراج : امام ابو يوسف رحـ

শব্দের অর্থ ঃ حَقُّ النَّصِيْحَةِ 'হাককুন্নাসীহাতি'–কল্যাণ কামনার অধিকার। اَلْمَعُوْنَةُ 'আলমাউ'নাতু'–সাহায্য। اَلرُّعَاءُ 'আররুআউ' –দায়িত্বশীলগণ। حِلْمٌ 'হিলমুন'–ধৈর্য। اَعَمُّ نَفْعًا 'আআম্মু নাফআন' –ব্যাপক কল্যাণকর। اَبْغَضُ 'আবগায়ু' –অধিক অপছন্দনীয়। اَعَمُّ ضَرَرًا 'আআম্মু দারারান'–ব্যাপক ক্ষতিকর। خَرَقِهٖ 'খারকিহি'–তার অদূরদর্শিতা।

৩১৩। একদা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের উপর আমার হক হলো, তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে আমার কল্যাণ কামনা করবে এবং ভালো কাজে আমাকে সাহায্য করবে। অতঃপর বললেন, হে দায়িত্বশীলগণ! আল্লাহর নিকট নেতার ধৈর্য এবং নম্রতার চেয়ে অধিক প্রিয় ও ব্যাপক কল্যাণকর আর কিছুই নেই। অনুরূপভাবে নেতার অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতার চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় ও ব্যাপক ক্ষতিকর বস্তু আল্লাহর নিকট আর কিছুই নেই।–কিতাবুল খারাজ

অনুগত্যের পরিসীমা ঃ

(٣١٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ـ متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ اَلسَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ 'আসসামউ' ওয়াততাআ'তু'–কথা শুনা ও মানা। بِمَعْصِيَةٍ 'বিমা'সিআতিন'–নাফরমানী।

৩১৪। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দায়িত্বশীল ব্যক্তির কথা শুনা ও মানা মুসলিম ব্যক্তির জন্যে অবশ্য কর্তব্য। সে হুকুম তার পছন্দমতো হোক বা না হোক। এ শর্তে যে, তা যেন নাফরমানী মূলক কাজের জন্যে না হয়। আর যখন আল্লাহর নাফরমানীজনক কোন কাজের আদেশ তাকে দেয়া হবে তখন তা শুনা বা পালন করা যাবে না।

– বুখারী ও মুসলিম

নেতা এবং জনগণের কল্যাণ কামনা ঃ

(٣١٥) عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ثَلاَثًا قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِكِتَابِهٖ وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَلدِّيْنُ 'আদ্দীনু'-দীন। اَلنَّصِيْحَةُ 'আন্নাসীহাতু'– শুভেচ্ছা, কল্যাণ। اَئِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ 'আয়িম্মাতুল মুসলিমীন'–মুসলিম নেতৃবৃন্দ। عَامَّتُهُمْ 'আম্মাতুহুম'–মুসলিম জনসাধারণের জন্য। عَهِدْنَاكَ 'আহিদনাকা– আমরা আপনাকে দেখেছি। مُهِمٌّ 'মুহম্মুন'–কাজ। قَدْ وُلِّيْتَ 'কাদ উল্লীতা'–আপনার ওপর অর্পিত হয়েছে। اَلْوَضِيْعُ 'আলওয়াদীউ'– অভদ্র। اَلْعَدُوُّ 'আলআদুউন'–শত্রু। اَلصَّدِيْقُ 'আস্সাদীকু'–বন্ধু। اَلْعَدْلُ 'আল আদলু'–ইনসাফ। نُحَذِّرُكَ 'নুহাযাযিরুকা' – আমরা আপনাকে সতর্ক করছি। تَجِفُ 'তাজিফু' – কাঁপবে। اَلْحُجَجُ 'আলহুজাজু–দলীল, প্রমাণাদি। دَاخِرُوْنَ 'দাখিরূনা'–নিরুপায়। اَلْعَلاَنِيَّةُ 'আলআলানিয়্যাতু'–প্রকাশ্য। اَعْدَاءُ 'আদাউন'–শত্রুগণ। اَلسَّرِيْرَةُ 'আসসারীরাতু'–গোপন।

৩১৫। তামীম আদ্দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শুভেচ্ছা ও কল্যাণ কামনার নামই হলো

'দ্বীন'। একথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, শুভেচ্ছা ও কল্যাণ কামনা কার জন্যে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললে, আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর কিতাব, মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ ইসলামী জনতার জন্যে।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আরবী ভাষায় 'নসীহাত' শব্দটি খিয়ানত, বেঈমানী ও ভেজালের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যার অর্থ হলো অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থভাবে কল্যাণ কামনা করা। নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর হুকুম পালন করার অর্থ সুস্পষ্ট। এ সম্পর্কে আমরা 'আল্লাহর উপর ঈমান আনা' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

এমনিভাবে কিতাব এবং রাসূলের কল্যাণ কামনার অর্থ কুরআন ও রাসূল এর অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে এবং সাধারণ মুসলানদের কল্যাণ কামনার ব্যাখ্যা 'সামাজিক জীবন' অধ্যায়ে মুসলমানদের অধিকার শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানদের সামষ্টিক কাজের দায়িত্বশীলদের জন্যে কল্যাণ কামনার অর্থ হলো ঃ এঁদের সাথে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তোলা। তাঁরা কোন কাজের নির্দেশ দিলে বিশ্বস্ততার সাথে তা পালন করা। দাওয়াত ও তানযীমের ব্যাপারে স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁকে সাহায্য করা। তিনি কোন ভুল পদক্ষেপ নিচ্ছেন বলে মনে হলে আন্তরিকতার সাথে তা ধরিয়ে দেয়া। ভুল পদক্ষেপ নিচ্ছেন দেখেও যদি তা ধরিয়ে দেয়া না হয় তা'হলে দায়িত্বশীল ব্যক্তির অনিষ্ট ও অকল্যাণ কামনা করা হলো। এ ধরনের কাজ দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। আর এটা তখনই সম্ভব যখন কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি কেবল গঠনমূলক সমালোচনা শুনার মতো মানসিকতার অধিকারীই হবেন না বরং তিনি লোকদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন। নেতার কোন ত্রুটি ধরিয়ে দিলে তিনি খুশি হবেন এবং তাদের জন্যে দোয়া করবেন। কেবল এ অবস্থায়ই কোন শুভাকাঙ্খী স্বতস্ফূর্তভাবে নেতার ত্রুটির সমালোচনা করতে সাহসী হবে। আর যদি কেউ অশালীনভাবে নেতার ভুল সংশোধনের চেষ্টা করে সে ক্ষেত্রে নেতা সনম্রভাবে সমালোচনার পদ্ধতি শিখিয়ে দেবেন। এক ব্যক্তি এক সম্মেলনে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যের বিরোধিতা করলে অন্য এক ব্যক্তি

আমীরের প্রতি খেয়াল করে তাকে বিরত রাখতে চাইলে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন ঃ

دَعْهُ لاَخَيْرَ فِيهِمْ اِنْ لَّمْ يَقُوْلُوْ هَالَنَا ـ وَلاَخَيْرَ فِيْنَا اِنْ لَّمْ نَقْبَلْ ...

'তাকে বলতে দাও। যদি লোকেরা আমাকে এরূপ কথা বলতে না পারে তাহলে তাদের জন্যে কোন কল্যাণ নেই। আর আমি যদি এরূপ শুভাশীষ গ্রহণ না করি তাহলে আমার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।'–কিতাবুল খারাজ

এ ধরনের অসংখ্য নমুনা আমাদের পূর্বসূরী মনীষীগণ আমাদের শিক্ষার জন্যে রেখে গেছেন। এর মধ্যে শাসক ও শাসিতের উভয়ের জন্যে নিহিত রয়েছে হেদায়েত ও পথনির্দেশ। এখানে আমরা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি ঘটনা নমুনা স্বরূপ পেশ করছি। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর খিলাফতের দায়িত্বভার অর্পিত হলে আবু উবায়দা ও মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিকট এক যুক্ত পত্র লিখেন। এ পত্রের প্রতি শব্দে ও ছত্রে শুভেচ্ছা ও কল্যাণ নিংড়ে পড়ছিলো। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

مِنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِبْنِ جَبَلٍ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ اَمَّا بَعْدُ ـ فَاِنَّا عَهِدْنَاكَ وَاَمْرُ نَفْسِكَ لَكَ مُهِمٌّ فَاَصْبَحْتَ قَدْوُلِّيْتَ اَمْرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَحْمَرِهَا وَاَسْوَدِهَا يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيْكَ الشَّرِيْفُ وَالْوَضِيْعُ وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيْقُ وَلِكُلٍّ حِصَّةٌ مِنَ الْعَدْلِ ـ فَانْظُرْ كَيْفَ اَنْتَ عِنْدَ ذٰلِكَ يَاعُمَرُ وَاِنَّا نُحَذِّرُكَ يَوْمًا تَعْنُوْا فِيْهِ الْوُجُوْهُ ـ وَتَجِفُّ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَتَنْقَطِعُ فِيْهِ الْحِجَجُ لِحُجَّةِ مَلِكٍ قَهَرَهُمْ بِجَبَرُوْتِهٖ فَالْخَلْقُ دَاخِرُوْنَ لَهٗ ـ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عِقَابَهٗ ـ وَاِنَّا كُنَّا نُحَدَّثُ اَنَّ اَمْرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ سَيَرْجِعُ فِي اجْرِزَمَا نِهَا اِلٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا اِخْوَانَ الْعَلاَنِيَةِ اَعْدَاءَ السَّرِيْرَةِ ـ وَاِنَّا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ يَّنْزِلَ كِتَابُنَا اِلَيْكَ سِوَى الْمَنْزِلِ الَّذِىْ نَزَلَ مِنْ قُلُوْبِنَا فَاِنَّمَا كَتَبْنَا بِهٖ نَصِيْحَةً لَّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ *

"এ পত্রটি আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ ও মু'আয ইবনে জাবাল এর পক্ষ হতে উমর ইবনুল খাত্তাবের সমীপে। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইতিপূর্বে আমরা আপনাকে দেখেছি, আপনি আপনার ব্যক্তি জীবনকে সুন্দর, সংশোধন ও সমুন্নত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। আর আজ আপনার উপর লাল কালো নির্বিশেষে গোটা জাতির প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছে। আমীরুল মুমিনীন! আপনার, দরবারে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক, সাধারণ লোক এবং শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই আসবে। অপনার কাছে ইনসাফ পাওয়ার অধিকার এদের সকলেরই রয়েছে। অতএব আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনি এ অবস্থায় কি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবেন। আমরা আপনাকে সে ভয়াবহ দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যেদিন মানুষ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সম্মুখে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হবে। তখন মানুষের হৃদয় ভয়ে কাঁপতে থাকবে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর পেশকৃত দলীল-প্রমাণের সামনে অন্যদের প্রমাণসমূহ মূল্যহীন হয়ে পড়বে। গোটা সৃষ্টি অসহায় ও নিরুপায় হয়ে যাবে। সকলেই তার রহমতের প্রত্যাশা করবে এবং তাঁর কঠোর শাস্তি সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে।

আমাদের নিকট এরূপ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ উম্মতের লোকেরা শেষ যুগে বাহ্যত পরস্পরের বন্ধু হবে অথচ গোপনে একে অপরের শত্রু হবে। আপনি আমাদের এ পত্র সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা যাতে পোষণ না করেন সে জন্যে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কেননা আমরা একমাত্র আপনার কল্যাণ কামনার্থেই পত্র লিখছি। –ওয়াসসালামু আলায়কা।"

এ চিঠি হযরত ওমরের নিটক পৌছার পর তিনি লিখেন ঃ

مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اِلٰى اَبِىْ عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٍ ـ سَلَامٌ عَلَيْكُمَا اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ اَتَانِىْ كِتَابُكُمَا تَذْكُرَانِ اَنَّ كُمَا عَهْدَ تُمَانِىْ وَاَمْرُ نَفْسِىْ لِىْ مُهِمٌّ ـ فَاَصْبَحْتُ قَدْوُلِّيْتُ اَمْرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَحْمَرِهَا وَاَسْوَدِهَا ـ يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَىَّ الشَّرِيْفُ وَالْوَضِيْعُ وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيْقُ وَلِكُلٍّ حِصَّةٌ مِّنَ الْعَدْلِ ـ

كَتَبْتُمَا فَانْظُرْ كَيْفَ عِنْدَ ذٰلِكَ يَاعُمَرُ - وَاِنَّهُ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ عِنْدَ عُمَرَ عِنْدَ ذٰلِكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ - وَكَتَبْتُمَا تُحَذِّرَانِىْ مَا حُذِّرَتْ عَنْهُ الْاُمَمُ قَبْلَنَا - وَقَدِيْمًا كَانَ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِاَجَالِ النَّاسِ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيْدٍ - وَيُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيْدٍ - وَيَاتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُوْدٍ - حَتّٰى يَصِيْرَ النَّاسُ اِلٰى مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ - كَتَبْتُمَا تُحَذِّرَانِىْ اَنَّ اَمْرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ سَيَرْجِعُ فِىْ اٰخِرِ زَمَانِهَا اِلٰى اَنْ يَكُوْنُوْا اِخْوَانَ الْعَلَانِيَةِ اَعْدَاءَ السَّرِيْرَةِ وَلَسْتُمْ بِاُولٰئِكَ - وَلَيْسَ هٰذَا بِزَمَانِ ذٰلِكَ - زَمَانٌ تَظْهَرُ فِيْهِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ - تَكُوْنُ رَغْبَةُ النَّاسِ بَعْضِهِمْ اِلٰى بَعْضٍ لِصَلَاحِ دُنْيَاهُمْ كَتَبْتُمَا تَعُوْذَانِىْ بِاللّٰهِ اَنْ اُنْزِلَ كِتَابُكُمَا سِوَى الْمَنْزِلِ الَّذِىْ نَزَلَ مِنْ قُلُوْبِكُمَا - وَاَنَّكُمَا كَتَبْتُمَا بِهِ نَصِيْحَةً لِىْ - وَقَدْ صَدَقْتُمَا - فَلَاتَدَعَ الْكِتَابَةَ اِلَىَّ فَاِنَّهُ لَاغِنٰى لِى عَنْكُمَا - وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا -

- المسلمون : فروری سنه ١٩٥٤ ع

"ওমর ইবন খাত্তাবের নিকট হতে আবু উবায়দা ও মু'আযের কাছে প্রেরিত হচ্ছে ঃ

আপনাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আপনাদের প্রেরিত চিঠি পেয়েছি। আপনারা উভয়ে লিখেছেন, ইতিপূর্বে আমি কেবল আত্মশুদ্ধি এবং আত্মপ্রশিক্ষণ ও সংরক্ষণের কাজেই নিজেকে নিয়োজিত রাখতাম। কিন্তু এখন আমার উপর গোটা জাতির দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছে। আমার নিকট ভদ্র-অভদ্র-শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই আগমন করবে এবং আমার নিকট ন্যায় বিচার লাভের প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে। আপনারা লিখেছেন, হে ওমর! এ অবস্থায় আপনার কি করণীয় তা ভেবে দেখতে হবে। এর জবাবে আমি কেবল একথাই বলতে পারি যে, উমরের নিকট না আছে কোন কৌশল আর না আছে কোন শক্তি। যদি তার কোন শক্তি থেকেই থাকে তা কেবল আল্লাহর দেয়া শক্তি।

অতঃপর আপনারা আমাকে যে পরিণাম সম্পর্কে ভয় দেখিয়েছেন সে সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তীদেরকেও ভয় দেখানো হয়েছিলো। দিন ও রাতের এ আবর্তন মানব জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত । প্রতিনিয়ত তা দূরের বস্তুকে কাছে নিয়ে আসছে এবং নতুন বস্তুকে পুরাতন করে দিচ্ছে। সকল ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তবে রূপায়িত করছে। পরিশেষে মানুষ তাদের গন্তব্যস্থল জান্নাত অথবা জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হবে।

আপনারা চিঠিতে আরো ভয় দেখিয়েছেন যে, এ উম্মতের লোকেরা শেষ যমানায় বাহ্যত একে অপরের বন্ধু হবে কিন্তু গোপনে হবে পরস্পরের শত্রু। তবে মনে রাখা দরকার, আপনারা সে সকল লোক নন যাদের সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে। আর এ যুগও সে যুগ নয় যে যুগে মুনাফেকী প্রকাশ পাবে। একথা সে যুগের জন্যে প্রযোজ্য যখন মানুষ স্বীয় পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবাসবে এবং পার্থিব স্বার্থ রক্ষার খাতিরেই একে অপরকে ভয় করবে।

অতঃপর আপনারা আমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আপনাদের চিঠি যেনো আমার মনে কোন ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না করে। নিঃসন্দেহে আপনারা আমার কল্যাণার্থে সত্য কথাই লিখেছেন। আগামীতে আপনারা এরূপ চিঠি লেখা হতে বিরত থাকবেন না। কেননা আমি সর্বদা আপনাদের এরূপ কল্যাণকর চিঠির মুখাপেক্ষী। আপনাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। –আল মুসলিমুন, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪ ইং

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ

বিদ'আতীর প্রতি সম্মান ঃ

(٣١٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلَى هَدَمِ الْاِسْلَامِ - مشكواة : ابراهيم بن ميسره رضـ

শব্দের অর্থ ঃ وَقَّرَ 'ওয়াককারা'–সে সম্মান দেখালো। هَدَمَ 'হাদামান' –ধ্বংস করলো।

৩১৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সম্মান দেখালো সে নিশ্চয়ই ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করলো। – মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ বিদ'আতী বলতে সে ব্যক্তিকে বুঝায় যে ইসলামের মধ্যে এমন কোন মতবাদ বা কাজের অনুপ্রবেশ ঘটায় যা ইসলামের মূলনীতির সাথে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং ইসলামের সাথে যার কোন মিল নেই। এরূপ ব্যক্তি ইসলামের ইমারত ধ্বংস করার কাজে সচেষ্ট। আর এসব ব্যক্তির প্রতি যে কেউ সম্মান দেখায় সে প্রকারান্তরে ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হলো, এ ধরনের লোকদেরকে মুসলিম সমাজে যেন সম্মানের চোখে দেখা না হয়। এদের মতবাদ যেনো সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে। এ হাদীসের প্রতি লক্ষ করলে এবং বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে প্রকৃত অবস্থা কি তা বুঝা যাবে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিদ'আতের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া মু'মিনের কর্তব্য।

মুনাফিকের নেতৃত্ব ঃ

(٣١٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُوْلَنَّ لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَاِنَّهٗ اِنْ يَّكُنْ فَقَدْ اَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ - مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ لَاتَقُوْلَنَّ 'লা-কুলান্না'– তোমরা কখনো বলবে না। سَيِّدٌ 'সাইয়্যিদুন'–নেতা। فَقَدْ اَسْخَطْتُمْ 'ফাকাদ অসখাততুম'–তাহলে তোমরা অসন্তুষ্ট করলে।

৩১৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কখনও মুনাফিককে নেতা বলে অভিহিত করো না। কেনোনা যদি তোমরা তাকে নেতা বলো তা হলে নিঃসন্দেহে তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করলে।–মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ 'মুনাফিককে নেতা বলো না', একথার অর্থ হলো, যে ব্যক্তি জেনে বুঝে কথা ও কাজে গড়মিল করে। ইসলাম সত্য হবার ব্যাপারে যার বিশ্বাস নেই। ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে যার সন্দেহ আছে। এরূপ ব্যক্তিকে কখনো নিজেদের নেতা মনোনীত করবে না। যদি এরূপ করো তা হলে তোমরা আল্লাহর অসন্তুষ্টির শিকারে পরিণত হবে। আর যার উপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন তার কোথাও আশ্রয় নেই। ইহকালে তার জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনা। আর পরকালে তার ধ্বংস অনিবার্য।

মদ পানকারীর সেবা ঃ

(٣١٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : لَاتَعُوْدُوْا شُرَّابَ الْخَمْرِ اِذَا مَرِضُوْا ـ الادب المفرد

শব্দের অর্থ ঃ لَاتَعُوْدُوْا 'লা তাউ'দূ'–তোমরা দেখতে বা সেবা করতে যেয়ো না। شُرَّابَ الْخَمْرِ 'শুররাবাল খামরি'–মদ্যপায়ী।

৩১৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ্যপায়ী অসুস্থ হলে তাকে দেখতে ও সেবা করতে যেয়ো না। –আদাবুল মুফরাদ

দ্বীনের ব্যাপারে আপোষ করার পরিণাম ঃ

(٣١٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ فِى الْمَعَاصِىْ نَهَتْهُمْ عُلَمَائُهُمْ ـ فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَجَالَسُوْهُمْ فِىْ مَجَالِسِهِمْ وَاٰكَلُوْهُمْ وَشَارَبُوْهُمْ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَعَنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ـ (سورة مائدة ـ ايت ٧٨) قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِئًا ـ فَقَالَ لَا ـ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَاْخُذُنَّ

عَلٰى يَدَىِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا - اَوْلَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ -

- بيهقى، مشكواة : ابن مسعود رضـ

শব্দের অর্থ ঃ وَقَعَتْ 'ওয়াকাআত'–লিপ্ত হলো, শুরু করলো। الْمَعَاصِىْ 'আলমাআসী'– নাফরমানী। نَهَتْهُمْ 'নাহাতহুম'–বিরত থাকতে বললো। لَمْ يَنْتَهُوْا 'লাম ইয়ানতাহূ'–তারা বিরত হলো না। كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ 'কানূ ইয়া'তাদূনা'– তারা নাফরমানীর রাস্তা অবলম্বন করেছিলো। فَجَلَسَ 'ফাজালাসা'– তারপর তিনি বসলেন। كَانَ مُتَّكِئًا 'কানা মুত্তাকিআন'–তিনি ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। لَتَنْهَوُنَّ 'লাতানহাউন্না'–তোমরা অবশ্যই ধরে রাখবে। اَلْمُنْكَرُ 'আল মুনকারা' –খারাপ কাজ। لَتَأْخُذُنَّ 'লাতাখুযান্না' –অবশ্যই ধরে রাখবে। لَتَأْطِرُنَّهُ 'লাতাতিরান্নাহু'–তোমরা অবশ্যই তাকে ফিরিয়ে দেবে। لَيَلْعَنَنَّكُمْ 'লাইয়ালআনান্নাকুম'–তোমাদেরকে অবশ্যই অভিসম্পাত করবেন।

৩১৯। আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈল যখন আল্লাহর নাফরমানীর কাজ করতে শুরু করলো। আলেম সম্প্রদায় তাদেরকে এ কাজ হতে বিরত থাকতে বললো। কিন্তু তারা এ কাজ হতে বিরত হলো না। অতঃপর আলেম সম্প্রদায় (তাদেরকে বয়কট করার পরিবর্তে) তাদের বৈঠকসমূহে উঠাবসা করতে লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া শুরু করে দিলো। ফলে আল্লাহ তাদের সকলের অন্তরকে এক রকম করে দিলেন এবং দাঊদ আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ সকলের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করলেন। কেনোনা তারা নাফরমানীর রাস্তা অবলম্বন করেছিলো এবং এ কাজে তারা সীমাহীন বাড়াবাড়ি করছিলো।

এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। অতঃপর

তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, কখনো নয়! যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম খেয়ে বলছি। তোমরা মানুষকে ভাল কাজের জন্যে অবশ্যই নির্দেশ দিতে থাকবে এবং খারাপ কাজ হতে বিরত রাখবে। যালিমের হাতকে অবশ্যই ধরে রাখবে ও তাকে হকের দিকে উদ্বুদ্ধ করবে। অন্যথায় আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের সকলের অন্তরকে এক করে দেবেন। অতঃপর বনী ইসরাঈলের ন্যায় তোমাদেরকে স্বীয় রহমত ও হিদায়াত হতে দূরে নিক্ষেপ করবেন। –বায়হাকী, মিশকাত

অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখা এবং অপরিহার্য দায়িত্ব ঃ

(٣٢٠) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضـ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِىْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً ـ فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِى اَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِىْ اَعْلاَ هَا ـ فَكَانَ الَّذِىْ فِىْ اَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِى اَعْلاَهَا ـ فَتَاَذَّوْا بِهِ ـ فَاَخَذَ فَاْسًا ـ فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا مَالَكَ؟ قَالَ تَاَذَّيْتُمْ بِىْ وَلاَبُدَّلِىْ مِنَ الْمَاءِ ـ فَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا اَنْفُسَهُمْ ـ وَاِنْ تَرَكُوْهُ اَهْلَكُوْهُ وَاَهْلَكُوْ اَنْفُسَهُمْ ـ بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اَلْمُدْهِنُ 'আলমুদহিনু'–শৈথিল্য প্রদর্শনকারী। حُدُوْدُ اللّٰهِ 'হুদূদুল্লাহি'–আল্লাহ্র শাস্তি বিধান। اِسْتَهَمُوْا 'ইসতাহামূ'–তারা লটারী ধরেছে। اَسْفَلَهَا 'আসফালাহা'–তার তলদেশ, তার নিচের অংশ। اَعْلاَهَا 'আ'লাহা'–এর ওপরের অংশের। فَاْسًا 'ফাসান'–কুড়াল। جَعَلَ يَنْقُرُ 'জাআলা ইয়ানকুরু'–ভাঙ্গতে শুরু করলো। اَنْجَوْهُ 'আনজাওহু'–তারা তাকে বাঁচাবে। نَجَّوْا 'নাজ্জূ'–তারা বাঁচাবে। اَهْلَكُوْهُ 'আহলাকূহু'–তারা তাকে ধ্বংস করবে।

৩২০। নো'মান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর

নির্দেশাবলী লংঘন করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম লংঘিত হচ্ছে দেখেও তার প্রতিকার করে না। বরং লংঘনকারীর সঙ্গে সদ্ভাদ বজায় রেখে চলে। এ দু'ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হলো যেমন একদল লোক একটি নৌকা সংগ্রহ করে লটারীর মাধ্যমে ঠিক করলো যে, কিছু লোক উপরের তলায় ও কিছু লোক নিচের তলায় থাকবে। নীচের তলায় যারা অবস্থান নিয়েছিলো তাদেরকে পানির জন্যে উপর তলার লোকদের নিকট দিয়ে যেতে হতো। ফলে উপরের লোকেরা অসুবিধা বোধ করতো। অবশেষে নীচের লোকগুলো পানির জন্যে কুঠার নিয়ে নৌকার তলদেশ ভাঙ্গতে শুরু করলো। উপরের লোকেরা এবার নিচে এসে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা এ কি করছো ? জবাবে তারা বললো, আমাদের পানির প্রয়োজন। আর সমুদ্রের পানি উপরে গিয়েই সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু তোমরা আমাদের যাওয়া-আসায় বিরক্তি বোধ করছো। সুতরাং এখন আমরা নৌকার তলদেশ ভেঙ্গে সমুদ্র হতে পানি সংগ্রহ করবো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ উপমা বর্ণনা করে বললেন, যদি উপরের লোকেরা নীচের লোকদের হাত ধরে নৌকার তলদেশ ছিদ্র করা থেকে বিরত না রাখতো তাহলে তাদের নিজেদেরকেও সাগরে ডুবে মরতে হতো। কিন্তু তারা নিচের লোকদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রেখে নিজেরাও বাঁচলো তাঁদেরকে বাঁচালো।—বুখারী

প্রতিবেশীকে দ্বীনের শিক্ষা দেয়া ঃ

(٣٢١) خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَثْنٰى عَلٰى طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ- مَا بَالُ اَقْوَامٍ لَايُفَقِّهُوْنَ جِيْرَانَهُمْ وَلَا يُعَلِّمُوْنَهُمْ وَلَا يَعِظُوْنَهُمْ؟ وَمَا بَالُ اَقْوَامٍ لَايَتَعَلَّمُوْنَ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَلَا يَتَفَقَّهُوْنَ وَلَا يَتَّعِظُوْنَ- وَاللّٰهِ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيْرَانَهُمْ وَيُفَقِّهُوْنَهُمْ وَيَأْمُرُوْنَهُمْ وَيَنْهَوْنَهُمْ وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَيَتَفَقَّهُوْنَ وَيَتَّعِظُوْنَ اَوْلَاُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ ثُمَّ نَزَلَ- فَقَالَ قَوْمٌ مَنْ تَرَوْنَهُ عَنٰى

بِهٰؤُلَاءِ ؟ قَالُوْا اَلْاَشْعَرِيِّيْنَ - هُمْ قَوْمٌ فُقَهَاءُ وَلَهُمْ جِيْرَانٌ جُفَاةٌ مِّنْ اَهْلِ الْمِيَاهِ وَالْاَعْرَابِ - فَبَلَغَ ذَالِكَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ - فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَكَرْتَ قَوْمًا بِخَيْرٍ وَذَكَرْتَنَا بِشَرٍّ فَمَا بَالُنَا - فَقَالَ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيْرَانَهُمْ وَلَيَعِظَنَّهُمْ وَلَيَاْمُرَنَّهُمْ وَلَيَنْهَوُنَّهُمْ وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِّنْ جِيْرَانِهِمْ وَيَتَّعِظُنَ وَيَتَفَقَّهُنَ اَوْلَاُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا - فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنُفَقِّهُنَّ غَيْرَنَا فَاَعَادَ قَوْلَهُ عَلَيْهِمْ فَاَعَادُوْا قَوْلَهُمْ - اَنُفَقِّهُنَّ غَيْرَنَا؟ فَقَالَ ذَالِكَ اَيْضًا - فَقَالُوْا اَمْهِلْنَا سَنَةً فَاَمْهَلَهُمْ سَنَةً لِيُفَقِّهُوْهُمْ وَيَعِظُوْهُمْ ثُمَّ قَرَءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ -

- المائدة : ايت ٧٧- طبرانى

শব্দের অর্থ ঃ اَثْنٰى 'আছনা'–তিনি প্রশংসা করলেন। طَوَائِفُ 'তাওয়ায়িফুন' –দলগুলো। اَقْوَامٌ 'আকওয়ামুন'–গোত্রসমূহ। لَايَفْقَهُوْنَ 'লা-ইউফাককিহূনা' –তারা বুঝছে না। جِيْرَانَهُمْ 'জীরানাহুম'–তাদের প্রতিবেশীর। لَايَتَّعِظُوْنَ 'লা-ইয়াত্তায়িযূনা'–তারা উপদেশ গ্রহণ করে না। لَاُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ 'লাউআজিলান্নাহুমুল উকূবাতা'–আমি তাদেরকে শীঘ্রই শাস্তি প্রদান করবো। جُفَاةٌ 'জুফাতুন'–মূর্খ। اَلْاَعْرَابُ 'আলআ'রাবু' –বেদুঈন। نُفَقِّهُنَّ 'নুফাততিনু'–আমরা শিক্ষা দিবো।

৩২১। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভাষণ দান কালে একদল মুসলমানদের প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন, সে সব লোকের কি হলো। তারা স্বীয় প্রতিবেশীদের মধ্যে দ্বীনের অনুভূতি সৃষ্টির চেষ্টা করছে না। তাদেরকে দ্বীনের তালীম দিচ্ছে না এবং দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ না করার পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ার করছে না। তাদেরকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখছে না। আর সে সকল লোকের কি হয়েছে যারা স্বীয়

প্রতিবেশীদের নিকট হতে দ্বীনের শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করছে না। দ্বীনি জ্ঞান অর্জন না করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক হচ্ছে না ? আল্লাহর কসম! মানুষ যেনো অবশ্যই নিজের প্রতিবেশীকে দ্বীনের শিক্ষা দান করে। তাদের মধ্যে দ্বীনের সঠিক অনুভূতি সৃষ্টি করে। তাদেরকে উপদেশ দান করে এবং তাদেরকে যেন ভালোকাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে। এভাবে মানুষ যেনো স্বীয় প্রতিবেশীর কাছ থেকে অবশ্যই দ্বীনের শিক্ষা ও জ্ঞান হাসিল করে। তাদের উপদেশ ও নসীহত গ্রহণ করে। অন্যথায় আমি তাদেরকে শীঘ্রই শাস্তি প্রদান করবো। অতঃপর তিনি মিম্বর হতে অবতরণ করলেন এবং বক্তৃতা শেষ করলেন।

শ্রোতাদের মধ্য হতে কিছু লোক জিজ্ঞেস করলো, এসব লোক কারা যাদের বিরুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বক্তৃতা করলেন? অন্য লোকেরা জবাবে বললো, রাসূলের বক্তৃতা ছিলো আশ'আরী গোত্রের লোকদের উদ্দেশ্যে । কেনোনা এরা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান রাখতো। কিন্তু এদের প্রতিবেশীরা ছিলো ঝর্ণার অধিবাসী গ্রামীন মূর্খ লোক। আশ'আরী গোত্রের লোকদের নিকট এ বক্তৃতার খবর পৌছলে তারা রাসূলের দরবারে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার ভাষণে কিছু লোকের প্রশংসা করেছেন এবং আমাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। আমাদের কি ভুল-ত্রুটি হয়েছে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, মানুষ তার প্রতিবেশীকে অবশ্যই দ্বীনের শিক্ষা দেবে। তাদেরকে নসীহত করবে এবং ভাল কাজের নির্দেশ দেবে। অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। অনুরূপভাবে মানুষ নিজ প্রতিবেশীর নিকট হতে অবশ্যই দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে। নসীহত গ্রহণ করবে এবং নিজেদের মধ্যে দ্বীনের সঠিক উপলব্ধি সৃষ্টি করবে। অন্যথায় আমি অতি শীঘ্র তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবো। আশ'আরী গোত্রের লোকেরা আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি অপরকে দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দেবো ? (অর্থাৎ শিক্ষাদান ও প্রচারকার্যও কি আমাদের দায়িত্ব ?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ! দ্বীনের জ্ঞান প্রদান করা তোমাদের পবিত্র দায়িত্ব। অতঃপর তারা নিবেদন করলো, আমাদেরকে এক বছরের সময় দিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক বছরের সময় দিলেন। যে সময়ে তারা প্রতিবেশীর মধ্যে দ্বীনের জ্ঞান দান করবে এবং শরীয়তের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অবহিত করবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ - الاية

সূরায়ে মায়েদার এ আয়াতটির অর্থ হলো, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের উপর দাউদ আলাইহিস্ সালাম এবং ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস্ সালামের ভাষায় অভিসম্পাত করা হয়েছে। আর এ অভিসম্পাত এ জন্যে করা হয়েছে যে, তারা অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করেছে এবং অব্যাহতভাবে আল্লাহর হুকুম লংঘন করে চলেছে। তারা পরস্পরকে অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখেনি। নিঃসন্দেহে তাদের এসব কাজ ছিলো অত্যন্ত গর্হিত। -তিবরানী

আমলহীন আহ্বান

নিজে সংশোধিত না হয়ে অপরকে উপদেশ দান ঃ

(٣٢٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُهٗ فِى النَّارِ فَيُطْحَنُ فِيْهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ اَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ - اَىْ فُلَانُ مَاشَانُكَ؟ اَلَيْسَ كُنْتَ تَاْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ كُنْتُ اٰمُرُكُمْ وَلَا اٰتِيْهِ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ - بخارى، مسلم : اسامه بن زيد

শব্দের অর্থ ঃ يُجَاءُ 'ইউজায়ু'–আনা হবে। فَتَنْدَلِقُ 'ফাতানদালিকু'–অতপর বের হয়ে পড়বে। اَقْتَابُهٗ 'আকতাবুহু'–তার নাড়ীভুঁড়ি। فَيُطْحَنُ 'ফাইউত্হানু'– তারপর সে পিষবে। كَطَحْنِ الْحِمَارِ 'কাতাহ্নিল্হিমারি' –গাধার পিষার মত। رُحَاهُ 'রুহাহু'–তার চাক্কি। مَاشَانُكَ 'মা শানুকা'–তোমার কি অবস্থা ?

৩২২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তার নাড়ীভুড়ি আগুনের মাঝেই বেরিয়ে আসবে। অতঃপর সে এ নাড়ীভুড়ি সহ আগুনের মাঝে এমনভাবে চলাফেরা করবে যেমন পশু ঘানির চারিদিকে ঘুরাফেরা করে। এ অবস্থা দেখে অন্য জাহান্নামবাসী তার নিকট এসে জড়ো হবে এবং জিজ্ঞেস করবে, কিহে! তোমার এ অবস্থা কেনো ? তুমি কি আমাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দান এবং অন্যায় কাজ করা হতে নিষেধ করোনি ? (এরূপ নেক কাজ করা সত্ত্বেও তুমি এখানে এলে কি ভাবে ?)

সে ব্যক্তি জবাবে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎকাজের দীক্ষা দিতাম ঠিকই। কিন্তু আমি নিজে তার ধারেকাছেও যেতাম না এবং পাপ কাজ হতে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলতাম কিন্তু আমি নিজে তা করতাম।– বুখারী, মুসলিম

আগুনের কাঁচি ঃ

(٣٢٣) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ- رَاَيْتُ لَيْلَةً اُسْرِيَ بِىْ رِجَالاً تُقْرَضُ شِفَاهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَّارٍ- قُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰؤُلَاءِ خُطَبَاءُ اُمَّتِكَ يَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ اَنْفُسَهُمْ - مشكواة : انس

শব্দের অর্থ ঃ اُسْرِىَ بِىْ 'উসরিয়া বী'–আমাকে রাতে ভ্রমণ করানো হয়। تُقْرَضُ 'তুকরায়ু'–কাঁচি দিয়ে কাটা হবে। شِفَاهُهُمْ 'শিফাহুহুম'–তাদের ঠোঁট। مَقَارِيْضُ 'মাকারীযুন' –কাঁচিসমূহ। خُطَبَاءُ 'খুতাবাউ'–বক্তা, ওয়ায়েজ।

৩২৩। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মি'রাজের রাতে এমন কিছু ব্যক্তিকে দেখেছি যাদের ঠোঁচগুলি আগুনের কাঁচি দ্বারা কেটে ফেলা

হচ্ছিলো। আমি জিবরীল আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, এসব লোক কারা ? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের খতীব (বক্তা) যারা মানুষকে নেক কাজের নির্দেশ দিতো আর নিজেদের ব্যাপারে উদাসীন থাকতো। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে নিজেরা তা পালন করতো না। – মিশকাত

পালনীয় কাজ ঃ

(٣٢٤) عَنْ حَرْمَلَةَ رضـ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاتَأْمُرُنِىْ بِهٖ اَعْمَلُ ؟ قَالَ اِئْتِ الْمَعْرُوْفَ ـ وَاجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ ـ وَانْظُرْ مَا يُعْجِبُ اُذُنَكَ اَنْ يَّقُوْلَ لَكَ الْقَوْمُ اِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَأْتِهٖ ـ وَانْظُرِ الَّذِىْ تَكْرَهُ اَنْ يَّقُوْلَ لَكَ الْقَوْمُ اِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَاجْتَنِبْهُ ـ بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اِئْتِ 'ই'তি'–তুমি করবে। اَلْمَعْرُوْفَ 'আলমা'রূফা'–ভাল কাজ। اِجْتَنِبْ 'ইজতানিব'–তুমি ফিরে থাকবে। يُعْجِبُ 'ইউ'জিবু–ভালো লাগে। اِئْتِهٖ 'ই'তিহি'–তা করো।

৩২৪। হারমালা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি আমাকে কি কাজ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বললেন, তুমি ভালো কাজ করবে এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকবে। আর মনে রাখবে, যদি তুমি একথা কামনা করো যে, কোন সমাবেশ হতে চলে আসার পর লোকজন তোমার উত্তম গুণাবলীর প্রশংসা করুক। তাহলে তোমাকে সে সব উত্তম কার্যাবলী সম্পাদন করতে হবে। এমনিভাবে তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার কার্যাবলী সম্পর্কে যেসব কথা বলা তুমি অপছন্দ করো তুমি সে সব কাজ হতে বিরত থাকবে।– বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ মানুষ কামনা করে লোকেরা তাকে উত্তম লোক হিসেবে স্মরণ করুক। অতএব তার উত্তম কার্যাবলী সম্পাদন করা উচিত। এমনিভাবে কোন মানুষ এটা চায় না যে লোকেরা তার কুৎসা করুক। সুতরাং খারাপ কাজ হতে বিরত থাকা প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

নিজেকে দিয়ে দাওয়াতের কাজ শুরু করা ঃ

(٣٢٥) اِنَّ رَجُلاً قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : اُرِيْدُ اَنْ اٰمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ ـ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اَبَلَغْتَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ ؟ قَالَ اَرْجُوْ ـ فَقَالَ لَهُ اِنْ لَّمْ تَخْشَ اَنْ تُفْتَضَحَ بِثَلاَثِ اٰيَاتٍ مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَافْعَلْ ـ قَالَ الرَّجُلُ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ قَوْلُهُ ـ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ ـ الْاٰيَاةُ (البقرة : ٤٤) فَهَلْ اَحْكَمْتَ هٰذِهٖ؟ قَالَ لاَ ـ فَقَالَ وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَتَفْعَلُوْنَ ـ (سورة الصف : ٢) فَهَلْ اَحْكَمْتَهَا؟ قَالَ لاَ فَقَالَ وَالثَّالِثَةُ مَقَالَةُ شُعَيْبٍ "مَااُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَااَنْهَاكُمْ عَنْهُ" (هود : ٨٨) فَهَلْ اَحْكَمْتَهَا؟ قَالَ لاَ قَالَ فَابْدَاْ بِنَفْسِكَ ـ الدعوة

শব্দের অর্থ ঃ اَلْمَنْزِلَةُ 'আলমানযিলাতু'– মর্যাদা। اَنْ تُفْتَضَحَ 'আন তুফাতদাহা'–অপমানিত হওয়া। اَحْكَمْتَ 'আহকামতা'–তুমি হুকুম পালন করেছ। فَابْدَاْ 'ফাবদা'–অতএব তুমি শুরু কর।

৩২৫। একদা এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে বললেন, আমি দ্বীনের দাওয়াত অর্থাৎ আমর বিল মা'রুফ এবং নাহী আনিল মুনকারের কাজ করতে চাই। তিনি বললেন, তুমি কি উক্ত মর্যাদায় পৌঁছেছো ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আশা তো করি। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যদি তুমি মনে করো যে কুরআন মজীদের তিনটি আয়াত কর্তৃক তোমার অপমানিত হবার কোন আশংকা নেই তাহলে অবশ্যই তুমি দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করবে। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, আয়াত তিনটি কি ? ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—

প্রথম আয়াতটি হলো ঃ

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ الاية ـ البقرة : ٤٤

"তোমরা কি লোকদেরকে ভাল কাজের নির্দেশ দিচ্ছো আর নিজেদের কথা বেমালুম ভুলে যাচ্ছো ?" (বাকারা ঃ ৪৪)। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি কি এ আয়াতের উপর ভালোভাবে আমল করছো ? তিনি বললেন, না।

দ্বিতীয় আয়াতটি হলো ঃ

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَتَفْعَلُوْنَ ـ الصف : ٢)

"তোমরা কেনো এমন কথা বলো যা নিজেরা করো না ?" (সূরা সাফ ঃ ০২) এ আয়াতর উপর কি তুমি যথাযথ আমল করছো ? তিনি বললেন, না করিনি।

আর তৃতীয় আয়াতটি হলো ঃ

مَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ـ هود : ٨٨

"শু'য়াইব আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ জাতিকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, আমি যেসব খারাপ কাজ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি সেসব কাজ আমি নিজে করবো এমন উদ্দেশ্য আমার নেই। বরং এমন কাজ হতে আমি অনেক দূরে থাকবো এবং তোমরা আমার কথা ও কাজে কোনরূপ বেমিল দেখতে পাবে না।" (হুদ ঃ ৮৮) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, এ আয়াতের উপর তুমি ভালোভাবে আমল করছো ? তিনি বললেন , না। তখন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যাও সর্বপ্রথম নিজেকে সৎকাজের আদশে দাও এবং খারাপ কাজ হতে বিরত রাখো। এ হলো একজন মুবাল্লিগের জন্যে প্রথম সোপান।

– আদ-দাওয়াত।

ব্যাখ্যা ঃ এ ব্যক্তি সৎকাজের প্রতি আমল করার ব্যাপারে নিজে ছিলেন উদাসীন এবং অপরকে দ্বীনের নসীহত করার ক্ষেত্রে ছিলেন অতি উৎসাহী। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সঠিক অবস্থা অনুধাবন করে তাকে উত্তম পরামর্শ দান করেছেন।

জ্ঞান ও কাজ ঃ

(٣٢٦) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ "اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ" فَعِلْمٌ فِى الْقَلْبِ فَذَاكَ عِلْمٌ نَافِعٌ - وَعِلْمٌ عَلَى اللِسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ -
- دارمى

শব্দের অর্থ ঃ نَافِعٌ 'নাফিউ'ন'–উপকারী। حُجَّةٌ 'হুজ্জাতুন'–দলীল, প্রমাণ।

৩২৬। হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জ্ঞান দু' প্রকার। এক প্রাকার জ্ঞান হলো যা মুখ অতিক্রম করে অন্তরে গিয়ে স্থান নেয়। এ জ্ঞানই কিয়ামতের দিন কাজে আসবে। আর এক প্রকারের জ্ঞান আছে যা মুখ পর্যন্তই থাকে। অন্তরে পৌছে না। এ জ্ঞান মহামহিম আল্লাহর দরবারে বনী আদমের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে দাঁড়াবে। –দারামী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ এ বলে শাস্তি দেবেন যে, তুমি তো সবকিছু জানতে বুঝতে। তবু কেন আমলের দ্বারা পাথেয় সঞ্চয় করে আনলে না। যদি করতে, এখানে তোমার কাজে আসতো।

দ্বীনি শিক্ষা অর্জন

দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ঃ

(٦٢٧) عَنْ مُعَاوِيَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ خَيْرٌ 'খাইরান'–কল্যাণ। يُفَقِّهْهُ 'ইউফাককিহুহু'–তাকে সঠিক জ্ঞান দান করেন।

৩২৭। মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যে ব্যক্তিকে বিশেষ কল্যাণ দান করতে চান তাকে তিনি দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ বলা বাহুল্য, দ্বীনের সঠিক জ্ঞান সকল কল্যাণের উৎস। যিনি এ মূল্যবান বস্তু লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ লাভ করেছেন। তিনি এ জ্ঞান দ্বারা নিজের জীবনকে যেমন সুন্দরভাবে গড়ে তুলবেন তেমনি আল্লাহর অন্য বান্দাদের জীবনকেও সুন্দর করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করবেন।

বিদ্যা অর্জনের প্রতিদান ঃ

(٣٢٨) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَالَكَ طَرِيْقًا يَّلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَبِهٖ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهُ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ سَلَكَ 'সালাকা'–সে পথ অতিক্রম করেছে। يَلْتَمِسُ 'ইয়ালতামিসু'–সে অন্বেষণ করে। سَهَّلَ 'সাহহালা'–সহজ করে দেন। يَتَدَارَسُوْنَهُ 'ইয়াতাদারাসূনাহু'–তারা তা পর্যালোচনা করে। اَسْكِيْنَةُ 'আসসাকিনাতু'–প্রশান্তি। غَشِيَتْهُمْ 'গাশিয়্যাতাহুম'–তারে ঘিরে রাখে। حَفَّتْهُمْ 'হাফ্ফাতহুম'– তাদের ঘিরে রাখে। بَطَّأَ 'বাততাআ' –পিছে পড়ে যায়।

৩২৮। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি রাস্তা অতিক্রম করে (সফর করে) আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতের রাস্তা সুগম করে দেন। আর যেসব লোক আল্লাহর ঘরসমূহের যে কোন একটিতে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ এবং পর্যালোচনা করেন, তাদের উপর আল্লাহর তরফ হতে প্রশান্তি বর্ষিত হতে থাকে। তাদেরকে আল্লাহর রহমত বেষ্টন করে রাখে। আল্লাহর ফিরিশতাগুণও তাদেরকে

পরিবেষ্টিত করে রাখেন এবং আল্লাহ তার ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের কথা আলোচনা করেন। আর যদি কোন ব্যক্তি নিজের আমল দ্বারা পেছনে পড়ে যায় তাহলে তার বংশ মর্যাদা তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারবে না। –মুসলিম।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদিকে দ্বীনি ইলম শিক্ষার্থীদেরকে যেমন শুভ সংবাদ দান করেছেন। অপরদিকে তাদেরকে তেমিন সতর্কও করে দিয়েছেন যে, দ্বীন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো— এ মোতাবেক আমল করা। তা না হলে পেছনে পড়ে থাকবে। এ আমলহীন জ্ঞান তাকে সম্মুখে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে না। আর জ্ঞানহীন ব্যক্তির বংশ মর্যাদাও কোন কাজে আসবে না। বস্তুত আমল ছাড়া অন্য কিছুতেই মানুষ উচ্চ মর্যাদায় আসীন হতে পারে না।

যিকর এবং ইলমের তুলনা ঃ

(٣٢٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِىْ مَسْجِدِهٖ - فَقَالَ كِلاَهُمَا عَلَى خَيْرٍ - وَّاَحَدُ هُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ - اَمَّا هٰؤُلاَءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُوْنَ اِلَيْهِ - فَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ - وَاَمَّا هٰؤُلاَءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ - وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا - فَجَلَسَ فِيْهِمْ - مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ يَدْعُوْنَ 'ইয়াদউ'না'– তারা প্রার্থনা করে। يَرْغَبُوْنَ 'ইয়ারগাবূনা'–তারা অনুনয় করছে। يَتَعَلَّمُوْنَ 'ইয়াতাআল্লামূনা'–তারা শিক্ষা লাভ করেছে। يُعَلِّمُوْنَ 'ইউ আল্লিমুনা'–তারা শিক্ষা দিচ্ছে। اَلْجَاهِلُ 'আলজাহিলু'–মূর্খ, অজ্ঞান। اَفْضَلُ 'আফযালু'–বেশী উত্তম। مُعَلِّمًا 'মুআল্লিমান' –শিক্ষক।

৩২৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে তাশরীফ আনলেন। তখন সেখানে দু'দল লোক বসা ছিলো। একদলযিকি, তাসবীহ

ও তাহলীলে মগ্ন ছিলেন। অন্য দলটি দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ ও দানে লিপ্ত ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, দু'টি দলই নেক কাজে লিপ্ত আছে। কিন্তু একটি দল অপরটি হতে উত্তম। এ দলের লোকগুলো তো আল্লাহর যিকির, দোয়া ও ইসতেগফারে ব্যস্ত। আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদেরকে কিছু দিতে পারেন। আবার ইচ্ছে করলে নাও দিতে পারেন। আর অপর দলের লোকেরা নিজেরা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করছে ও অন্য লোককে শিক্ষা দানে নিয়োজিত রয়েছে। আর তারাই উত্তম। আমাকে একমাত্র শিক্ষকরূপেই দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। একথা বলে তিনি এ দলটির সাথে বসে গেলেন। –মিশকাত

দাওয়াত এবং তাবলীগের গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা

সপ্তাহে একবার নসীহত

(٣٣٠) كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِىْ كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ - يَااَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدْتُ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ - فَقَالَ اَمَا اِنَّهٗ، يَمْنَعُنِىْ مِنْ ذٰلِكَ اَنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ وَاِنِّىْ اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يُذَكِّرُ 'ইউযাক্কিরু'– ওয়াজ নসিহত করতেন। خَمِيْسٍ 'খামীসিন'–বৃহস্পতিবার। لَوَدِدْتُ 'লাওয়াদিদতু'–আমরা চাই। ذَكَّرْتَنَا 'যাক্কারতানা' –আপনি আমাদের নসীহত করেন। يَمْنَعُنِىْ 'ইয়ামনাউ'নী'– আমাকে বিরত রাখে। اُمِلَّكُمْ 'উমিল্লাকুম'–তোমাদের বিরক্তি। اَتَخَوَّلُكُمْ 'আতাখাওয়ালুকুম'–আমি তোমাদের বিরতি দেই। اَلسَّامَةُ 'আস্‌সামাতু' –বিরক্তি।

৩৩০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেক বৃহস্পতিবার মানুষকে ওয়ায নসীহত করতেন। এক ব্যক্তি আরজ করলো। হে আবদুর রহমান! আমরা চাই আপনি প্রতিদিন নসীহত করুন। তিনি বললেন,

প্রতিদিন নসীহত করা হতে যে জিনিস আমাকে বিরত রেখেছে তা হলো 'তোমাদের বিরক্তি'। আর তোমরা বিরক্ত হও তা আমি পছন্দ করি না। আমি বিরতি দিয়ে নসীহত করি। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিরতি দিয়ে আমাদেরকে নসীহত করতেন। এ আশংকায় যেনো আমরা বিরক্ত না হয়ে পড়ি। –বুখারী ও মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়ের আমল দ্বারা প্রমাণিত হলো দ্বীনের দাওয়াত প্রদানকারীর জন্যে কারো উপর বোঝা হয়ে (অর্থাৎ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে) ওয়ায নসীহত করা উচিত নয়। বরং স্থান, কাল, পাত্র বুঝে দাওয়াত পেশ করা উচিত। কৃষক যেমন সর্বদা বৃষ্টির অপেক্ষা করতে থাকে। বৃষ্টি হওয়া মাত্র জমি প্রস্তুত করতে লেগে যায়। অনুরূপভাবে মুবাল্লিগকে শ্রোতাদের মন-মানসিকতা ও পরিবেশের অপেক্ষায় থাকতে হবে। প্রতিকূল পরিবেশে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করা মোটেই উচিত নয়। এমনিভাবে দাওয়াত পেশ করার সুযোগ হাতছাড়া করাও যুক্তিযুক্ত নয়।

অধিক নসীহতের কুফল ঃ

(٣٣١) عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً - فَاِنْ اَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَاِنْ اَكْثَرْتَ فَثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلاَ تُمِلَّنَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَلاَ اُلْفِيَنَّكَ تَاْتِى الْقَوْمَ وَهُمْ فِى حَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعَ عَلَيْهِمْ حَدِيْثَهُمْ - فَتُمِلَّهُمْ - وَلٰكِنْ اَنْصِتْ فَاِذَا اَمَرُوْكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُوْنَهُ - وَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَاِنِّى عَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابَهُ لاَيَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ -

- بخارى

শব্দের অর্থ ঃ لاَتُمِلَّنَّ 'লা-তামুল্লান্না'–বিরক্ত করো না। لاَاُلْفِيَنَّكَ 'লা-উলফিইয়ান্নাকা'–আমি তোমাকে অবশ্যই পাবো না। تَقُصُّ 'তাকুসসু'

–তুমি কাটবে। تَقْطَعُ 'তাকতাউ' –তুমি বন্ধ করবে। تُمِلُّهُمْ 'তুমিল্লাহুম' –তুমি তাদেরকে বিরক্ত করবে। اَنْصِتْ 'আনসিত'–চুপ থাকবে। حَدِّثْهُمْ 'হাদ্দিসহুম'–তাদের সাথে কথা বলবে। يَشْتَهُوْنَهُ 'ইয়াশতাহূনাহু' –তারা তার জন্য আগ্রহী।

৩৩১। ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন। প্রত্যেক সপ্তাহে একবার (জুম'আর দিন) নসীহত করো। অধিক দুবার, এর অধিক তিনবার করতে পারো। তবে তিনবারের অধিক নসীহত করো না এবং মানুষকে এ কুরআন সম্পর্কে বিতৃষ্ণ করে তুলো না। আর কখনো এমনটি যেনো না হয় যে, তুমি একদল লোকের নিকট যাবে তখন তারা নিজেদের কথাবার্তায় লিপ্ত আছে। এরি মধ্যে তুমি তাদের কথার মাঝে কথা শুরু করে দেবে। তাদের আলোচনায় বিঘ্ন ঘটাবে। যদি এরূপ করো তাহলে তাদেরকে নসীহতের প্রতি বিতৃষ্ণ করে তুলবে। বরং এমন অবস্থায় নীরব থাকাই উত্তম। অতঃপর যখন তাদের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ করবে এবং তোমাকে কথা বলার জন্যে অনুরোধ জানাবে কেবল তখনই তাদের নিকট নসীহতপূর্ণ বক্তৃতা পেশ করবে। লক্ষ রাখবে যেনো বক্তৃতায় তোমাদের ভাষা ছন্দযুক্ত ও দুর্বোধ্য না হয়। কেনোনা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণকে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করতে দেখিনি। –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম সারাখসী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি মাবসুত গ্রন্থে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছন। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَاتُبْغِضُوْا عِبَادَ اللّٰهِ عِبَادَةَ اللّٰهِ ـ

"এমন পন্থা অবলম্বন করো না যাতে মানুষ আল্লাহর ইবাদতের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠে।'

'অনুরোধ জানাবে' কথার মর্ম এই যে, মুখে আগ্রহের কথা জানাবে। কিংবা তাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারবে যে তারা এখন দ্বীনের কথা শুনতে মানসিকভাবে প্রস্তুত।

দ্বীনের সহজ পদ্ধতি ঃ

(٣٣٢) اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً يُصَدِّقُ النَّاسَ حِيْنَ اَمَرَهُ اللّٰهُ اَنْ يَّاْخُذَ الصَّدَقَةَ ـ فَقَالَ لَهُ لاَتَاْخُذْ مِنْ حَزَرَاتِ اَنْفُسِ النَّاسِ شَيْئًا ـ خُذِالشَّارِفَ وَالْبِكْرَ وَذَاتَ الْعَيْبِ ـ فَذَهَبَ فَاَخَذَ ذٰلِكَ عَلٰى مَا اَمَرَهُ النَّبِيُّ اَنْ يَاْخُذَ حَتّٰى جَاءَ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ فَذَكَرَلَهُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَرَ رَسُوْلَهُ اَنْ يَّاْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ النَّاسِ يُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَيُطَهِّرُهُمْ بِهَا ـ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ قُمْ فَخُذْ ـ فَذَهَبَ فَاَخَذَ الشَّارِفَ وَالْبَكْرَوَذَاتَ الْعَيْبِ ـ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَاللّٰهِ مَا قَامَ فِيْ اِبْلِيْ اَحَدٌ قَطُّ يَاْخُذُ شَيْئًا لِلّٰهِ قَبْلَكَ ـ وَاللّٰهِ لَتَخْتَارَنَّ ـ

ـ كتاب الخراج : ابو يوسف رحـ

শব্দের অর্থ ঃ بَعَثَ 'বাআসা' –তিনি পাঠালেন, আদেশ দিলেন। حَزَرَاتُ 'হাযারাতুন'–উত্তম অংশ। اَنْفُسِ 'আনফুসি'– প্রিয় বস্তু। اَلْبَادِيَةُ 'আলবাদিয়াতু'–বেদুঈন। اَلشَّارِفُ 'আশশারিফু'–বৃদ্ধা উটনী। اَلْبِكْرُ 'আলবিকরু' –অল্প বয়স্ক। ذَاتَ الْعَيْبِ 'যাতালআইবি'–ত্রুটিযুক্ত। لَتَخْتَارَنَّ 'লাতাখতারান্না'–অবশ্যই আপনাকে উত্তম উট নিতে হবে।

৩৩২। যাকাত ফরয করার পর যখন আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাকে মানুষের নিকট হতে যাকাত উসূল করার জন্যে আদেশ দিলেন। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্যে নিযুক্ত করলেন। তাকে এ মর্মে উপদেশ দিলেন, দেখো! যাকাত আদায়কালে মানুষের সর্বোত্তম মাল যার প্রতি তার আন্তরিক টান আছে তা গ্রহণ করো না। বৃদ্ধা উষ্ট্রী, যে উষ্ট্রীর বাচ্চা হয়নি এবং ত্রুটিযুক্ত উট ও এ ধরনের জানোয়ার উসূল করবে। সুতরাং যাকাত উসুলকারী ব্যক্তি মানুষের নিকট গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবে

যাকতা উসূল করলেন। অবশেষে তিনি এক গ্রাম্য ব্যক্তির নিকট গেলেন এবং বললেন, আল্লাহ তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মানুষের নিকট হতে যাকাত উসুল করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। এ যাকাত তাদেরকে পবিত্র করবে এবং তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেবে। সে ব্যক্তি বললো আপনি ইচ্ছে মতো আমার এ জানোয়ারসমূহ হতে যাকাত গ্রহণ করুন। তিনি গিয়ে সেখানে হতে বৃদ্ধ, বাচ্চাহীন এবং ক্রটিযুক্ত কয়েকটি উট বেছে নিলেন। এ অবস্থা দেখে লোকটি বললো, আপনার পূর্বে আমার উট হতে আল্লাহর হক আদায় করার জন্যে কেউ আসেনি। আল্লাহর কসম! আপনাকে অবশ্যই উত্তম উট গ্রহণ করতে হবে (আল্লাহর দরবারে এরূপ খারাপ জিনিস কিভাবে উপস্থিত করা যায় ?)।

-কিতাবুল খারাজ-আবু ইউসুফ

ব্যাখ্যা ঃ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথম দিনেই মানুষের উত্তম মালসমূহ যাকাত হিসেবে আদায়ের নির্দেশ দিতেন তা হলে এ নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সমূহ সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের অন্তরে যখন দ্বীন সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। তাঁরা দ্বীনের প্রশিক্ষণ লাভ করলো। তখন শহর হতে অনেক দূরে বসবাসকারী লোকেরাও যাকাত আদায়কারীকে যাকাতের জন্যে উত্তম মাল গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করতো।

কথা বলার পদ্ধতি ঃ

(٣٣٣) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلٰثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ - بخارى : انس

শব্দের অর্থ ঃ اَعَادَهَا 'আআদাহা'–তিনি তা দোহরাতেন। تُفْهَمَ 'তাফহামা' –বুঝতে পারে।

৩৩৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন কোন কথা বলতেন তিনবার বলতেন (যখন প্রয়োজন বোধ করতেন) যেনো তা মানুষ ভালোভাবে বুঝতে পারে। -বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেক ভাষায়ই কথা বলা, বক্তৃতা করার এক বিশেষ পদ্ধতি আছে। যা জানা থাকা অত্যন্ত জরুরী। কথা বলা বা বক্তৃতা দেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের অন্তরে তা প্রবেশ করানো। শ্রোতার অবস্থাভেদে ভাষা ও ভাব অবলম্বন করতে হবে। কম শিক্ষিত লোকের সামনে দর্শনভিত্তিক আলোচনা এবং দুর্বোধ্য শব্দসমূহ ব্যবহার করা মূলত দাওয়াতকে বিফল করে তোলারই নামান্তর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ

كَانَ كَلَامُهُ كَلَامًا فَصْلاً يَّفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَّسْمَعُهُ ـ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বক্তৃতা ও বর্ণনা অত্যন্ত পরিষ্কার ও সাবলীল হতো। যে কেউ তা শুনামাত্রা বুঝে ফেলতো।

আবেগ ও প্রবণতার প্রতি লক্ষ ঃ

(٣٣٤) قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّ لِلْقُلُوْبِ شَهَوَاتٍ وَاِقْبَالاً وَّاِدْ بَارًا ـ فَاْتُوْهَا مِنْ قِبَلِ شَهَوَاتِهَا وَاِقْبَالِهَا ـ فَاِنَّ الْقَلْبَ اِذَا اُكْرِهَ عُمِيَ ـ

ـ كتاب الخراج : ابو يوسف

শব্দের অর্থ ঃ شَهَوَاتٌ 'শাহওয়াতুন'–আগ্রহ, কামনা। اِقْبَالٌ 'ইকবালুন' –প্রস্তুত। اِدْبَارٌ 'ইদবারুন'–অপ্রস্তুত, পিছুটান। اُكْرِهَ 'উকরিহা'– মন যা চায় না। عُمِيَ 'উ'মিয়া'–সে অন্ধ হয়ে যায়। অস্বীকৃতি জানায়।

৩৩৪। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, অন্তরের কিছু আগ্রহ ও কামনা থাকে। কখনো সে কথা শুনার জন্যে প্রস্তুত থাকে এবং কখনো তার জন্যে প্রস্তুত থাকে না। অতএব মানুষের অন্তরে সে আবেগ ও অনুভূতির প্রতি লক্ষ রেখেই কথা বলবে। কেনোনা মনের অবস্থার বিরুদ্ধে কিছু শুনাতে গেলে সে অন্ধ হয়ে যায় এবং একথা কবুল করতে অস্বীকৃতি জানায়।

–কিতাবুল খারাজ

আশা ও নিরাশার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা ঃ

(٣٣٥) قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَلْفَقِيْهُ كُلُّ الْفَقِيْهِ مَنْ لَّمْ يَقْنِطِ النَّاسَ مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللّٰهِ وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ ـ كتاب الخراج

শব্দের অর্থ ঃ لَمْ يَقْنِطْ 'লাম ইয়াকনিত'–নিরাশ করে না। لَمْ يُرَخِّصْ 'লাম ইউরাখখিছ'– বেপরোয়া হতে দেয় না। لَمْ يُؤَمِّنْهُمْ 'লাম ইউআম্মিনহুম' –তাদের নির্ভয় হতে দেয় না।

৩৩৫। আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন। সে ব্যক্তিই সবচেয়ে বিজ্ঞ আলেম। যে ব্যক্তি (তার বক্তৃতার মাধ্যমে) মানুষকে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ করেন না। এমনিভাবে আল্লাহর নাফরমানীর কাজেও তাদেরকে বেপরোয়া হতে দেন না। আল্লাহর শাস্তির প্রতি নির্ভয় করে তুলেন না। -কিতাবুল খারাজ

ব্যাখ্যা ঃ মোটকথা এমনভাবে নসীহত করা ঠিক নয় যার ফলে মানুষ নিজের পরিত্রাণ এবং আল্লাহর রহমত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ে। আবার তাকে আল্লাহর অশেষ দয়া ও করুণা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফা'আত সংক্রান্ত ভুল ও অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা প্রদান করে আল্লাহর নাফরমানীর প্রতি বেপরোয়া করে তোলাও ঠিক নয়। সঠিক পদ্ধতি হলো, উভয় দিকই তার সামনে তুলে ধরতে হবে যেনো সে নিরাশ না হয়ে যায়। আবার বেপরোয়াও হয়ে না উঠে।

দ্বীনের খাদেমদের জন্যে সুসংবাদ

দ্বীনের রক্ষকগণ আল্লাহর আশ্রয়ে অবস্থান করেন ঃ

(٣٣٦) قَالَ مُعَاوِيَةُ رض سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَايَزَالُ مِنْ اُمَّتِيْ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِاَمْرِ اللّٰهِ لَايَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ لَايَزَالُ 'লা ইয়াযালু'–সবসময় থাকে। قَائِمَةً 'কায়িমাতুন'–বর্তমান থাকে, প্রতিষ্ঠিত থাকে। بِاَمْرِ اللّٰهِ 'বিআমরিল্লাহি'–আল্লাহর হুকুমের। لَايَضُرُّهُمْ 'লা ইয়াদুররুহুম'–তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। خَذَ لَهُمْ 'খাযালাহুম'–তাদের লাঞ্ছিত করেছে। خَالَفَهُمْ 'খালাফাহুম' –তাদের বিরোধিতা করেছে।

৩৩৬। মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। আমার উম্মতের মধ্যে সবসময় এমন একদল লোক বর্তমান থাকবে যারা হবে আল্লাহর হুকুমের বাহক ও তাঁর দ্বীনের রক্ষক। যেসব লোক তাদের মত পোষণ করবে না কিংবা তাঁদের বিরোধিতা করবে তারা তাঁদেরকে ধ্বংস করতে কিংবা তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহর ফায়সালা এসে যাবে। আর এ দ্বীনের রক্ষকগণ এ অবস্থার উপর দৃঢ় থাকবে।

–বুখারী, মুসলিম

রাসূলের প্রেমিকগণ ঃ

(٣٣٧) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِنْ اَشَدِّ اُمَّتِىْ لِىْ حَبًّا، نَاسٌ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِىْ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْرَانِىْ بِاَهْلِهٖ وَمَالِهٖ ـ

ـ مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ يَكُوْنُوْنَ 'ইয়াকূনূনা'–তারা হবে। يَوَدُّ 'ইয়াওয়াদ্দা'–সে ভালোবাসবে। رَانِىْ 'রাআনী'–আমাকে দেখে।

৩৩৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিঃসন্দেহে সে সকল লোক আমাকে অধিক ভালোবাসবে যারা আমার পর আগমন করবে। তাদের প্রত্যেকেই কামনা করবে যদি তারা আমাকে তাদের পরিবার-পরিজন ও সম্পদের সাথে দেখতে পেতো। – মুসলিম

দ্বীন ও দ্বীনের বাহকদের অপরিচিতি প্রসঙ্গে ঃ

(٣٣٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا - وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ - وَهُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ سُنَّتِىْ - مشكواة :عمرو بن عوف

শব্দের অর্থ ঃ بَدَأَ 'বাদাআ'–শুরু করেছে। غَرِيْبًا 'গারীবান'–অপরিচিত। سَيَعُوْدُ 'সাইয়াউদু'–অচিরেই ফিরে আসবে। كَمَابَدَأَ 'কামা বাদাআ'–যেভাবে শুরু করেছিলো। فَطُوْبٰى 'ফাতূবা'–সুসংবাদ। لِلْغُرَبَاءِ 'লিলগুরাবায়ি' –অপরিচিতদের জন্য।

৩৩৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দ্বীন ইসলাম তার প্রথম অবস্থায় মানুষের কাছে অপরিচিত ছিলো। অচিরেই তা আবার প্রাথমিক অবস্থার ন্যায় অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং অপরিচিতদের জন্যে সুসংবাদ। তারা হলো ওই সব লোক যারা আমার পরে আমার সুন্নাতসমূহকে বিকৃত করে ফেলার পর আবার তা সঠিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্যে চেষ্টা করবে।-মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ দ্বীন তার প্রাথমিক অবস্থায় লোকের নিকট অপরিচিত ছিলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় তা বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। লোকেরা দলে দলে দ্বীন গ্রহণ করতে থাকে। এরপর দ্বীন ধীরে ধীরে আবার জগতের নিকট অপরিচিত হয়ে যাবে। সে যুগে যেসব লোক দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে দণ্ডায়মান হবে তারাও অপরিচিত হয়ে যাবে। এসব লোকের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারীদের গুণগত বৈশিষ্ট্য

কৃতজ্ঞতা ঃ

মুসলিম জাতির প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে কৃতজ্ঞতার ন্যায় মূল্যবান সদগুণ থাকা আবশ্যক। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি এ বিকৃত সমাজ ও পরিবেশে দ্বীনকে

পুনরুজ্জীবিত করে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাদের মধ্যে এ গুণটি বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য।

কৃতজ্ঞতার মূল কথা হলো। মানুষ চিন্তা করবে, আল্লাহ তার সাথে কি ব্যবহার করেছেন। দুনিয়ায় আগমনের পূর্বে মাতৃগর্ভের গভীর অন্ধকারে আল্লাহ তাকে বাতাস ও খাদ্য সরবরাহ করেছেন। অতঃপর দুনিয়ায় আগমনের পর তিনি তার লালন পালনের সার্বিক ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। মানুষ জন্মের পর সম্পূর্ণ অসহায় ছিলো। মুখে না ছিলো ভাষা। হাত পায়ে না ছিলো কোন শক্তি সামর্থ। অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে লালন পালন করেছেন। তিনিই তার দেহে শক্তি, মুখে ভাষা ও মস্তিষ্কে চিন্তার শক্তি যুগিয়েছেন। অতঃপর আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তু মানুষের খাদ্য ও বায়ুসহ সকল প্রকার প্রয়োজন মিটাবার জন্যে সর্বদা সক্রিয় রেখেছেন। একদিকে মানুষ নিজের অসহায়তা ও অপারগতা প্রত্যক্ষ করছে। অপরদিকে তার উপর আল্লাহর অগণিত করুণা ও রহমত দেখতে পাচ্ছে। আল্লাহর রহমত স্বরূপ যখন বৃষ্টি বর্ষিত হয় তখন এ নিয়ামতদানকারীর প্রতি তার মনে ভালবাসা জেগে উঠে। মুখে তাঁর প্রশংসার স্তুতি উঠে ফুটে। দেহের সকল শক্তি স্বীয় মালিককে খুশি করার জন্যে তৎপর হয়ে যায়।

এ অবস্থা ও আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশের নাম হলো কৃতজ্ঞতা। আর এটাই হলো সকল কল্যাণের মূল উৎস। এ আবেগ অনুভূতিকে পুনরুজ্জীবিত ও প্রাণবন্ত করার জন্যেই আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহর রাসূলগণ আগমন করেছেন। কৃতজ্ঞতার এ অনুভূতিকে ধ্বংস করাই হলো ইবলিসের মুখ্য উদ্দেশ্য (সূরায়ে আরাফ দ্বিতীয় রুকু দ্র.)।

প্রশ্ন হলো, আদম আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানতেন, আল্লাহ তাঁকে বিশেষ একটি গাছের নিকট যেতে নিষেধ করেছেন। এরপরও তিনি কেনো এ হুকুম অমান্য করলেন?

এর জবাব হলো ইবলিস তাঁকে দীর্ঘদিন হতে প্ররোচিত করে আসছিলো এবং সকল প্রচেষ্টা চালিয়েছিলো যেনো আল্লাহর রুবুবিয়াত (প্রতিপালন)

এবং তাঁর প্রদত্ত দান ও অনুগ্রহের অনুভূতি যা আদমের অন্তরে জীবন্ত ছিলো, তা দুর্বল হয়ে যায়। সুতরাং যখনই তাঁর এ অনুভূতি দুর্বল হয়ে পড়লো তখনই তিনি সে নিষিদ্ধ বৃক্ষের দিকে ধাবিত হলেন।

মোটকথা, কৃতজ্ঞতা ও অনুভূতি যতো বেশী করে মানুষের মনে জাগরুক থাকবে, ততই সে আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হবে। আর যখন এ অনুভূতি দুর্বল হয়ে পড়বে তখনই মানুষের জন্যে পাপের দিকে ধাবিত হওয়া সহজ হয়ে পড়বে। আল্লাহর নবী ইউসুফ আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিশরে রমণীকুলের প্রলোভন ও প্ররোচনা হতে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন একমাত্র কৃতজ্ঞতার বদৌলতেই। কেনোনা তিনি সে সময় স্বীয় প্রতিপালকের রবুবিয়াত ও ইহসানের কথা স্মরণ করেছেন। বিপদাপদে যার সাহায্যে এ অবস্থায় উপনীত হয়েছেন তার নাফরমানী কিভাবে করা যায়?

কৃতজ্ঞতার অনুভূতি যখন মানুষের অন্তরে জেগে উঠে তখন তার জীবন আল্লাহর বন্দেগীর পথে অগ্রসর হয়।

গুনাহ-এর কাফ্ফারা হিসেবে কৃতজ্ঞতা ঃ

(٣٣٩) عَنْ مُعَاذِبْنِ اَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ اَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنِيْ هٰذَا مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّى وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ اَطْعَمَنِيْ 'আতআমানী'– খাবার দান করেছে। غَيْرَ حَوْلٍ 'গাইরা হাওলিন'–কোন কষ্ট ছাড়া। مَا تَقَدَّمَ 'মা তাকাদ্দামা'–যা অতীত হয়েছে অর্থাৎ পূর্বের। ذَنْبِهِ 'যামবিহি'–তার গুনাহ।

৩৩৯। মু'আয ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি খাবার খেয়ে বলে– আল্লাহর শুকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যিনি আমাকে আমার চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা ছাড়াই খাবার দান করেছেন। তাহলে তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। -আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণের পর বলে। আমার নিয়ামতদাতা আল্লাহ আমাকে খাবার দান করেছেন। এতে আমার চেষ্টা ও শারীরিক শক্তির কোন কৃতিত্ব নেই। আমার শক্তি কোথায় ? আমি তো এক অসহায় প্রাণী। আমার নিকট যা কিছু আছে তাতো আমার প্রতিপালকেরই দান ও অনুগ্রহ। খাবার তো তাঁরই দান। তিনি দান না করলে আমি পেতাম কোথায় ? যে মানুষের মনের অবস্থা এ রকম– যে প্রাণপাত কষ্ট করে রোজগার করবার পর কোন রিযিক সামনে আসলে বলে, এ আমার প্রতিপালকের দান। এ লোক কি কখনও জ্ঞাতসারে কোন পাপের কাজ করতে পারে ? আর যদি কোন পাপ হয়েও যায় তাহলে সে কি তৎক্ষণাৎ আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না ? এরূপ ব্যক্তির গুনাহ মাফ না হলে আর কার গুনাহ্ মাফ হবে ?

নতুন পোশাক পরিধানের জন্যে কৃতজ্ঞতা ঃ

(٣٤٠) عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عَمَامَةً اَوْقَمِيْصًا اَوْرِدَاءً - يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ - اَسْئَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَاصُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَاصُنِعَ لَهُ - ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ اِسْتَجَدَّثَوْبًا 'ইসতাজাদ্দা সওবান'–নতুন পোশাক পরতেন। سَمَّاهُ 'সাম্মাহু'–তার নাম নিতেন। عَمَامَةً 'আমামাতান'–পাগড়ী। كَسَوْتَنِيْهِ 'কাসাওতানীহি'–আপনি আমাকে এটা পরিছেন। اَسْئَلُكَ 'আসআলুকা' –আমি আপনার কাছে চাই। خَيْرَهُ 'খাইরাহু'–এর কল্যাণ।

৩৪০। আবু সাঈদ আল খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন কোন নতুন কাপড়, পাগড়ী, কোর্তা কিংবা চাদর পরিধান করতেন। তখন তার নাম ধরে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কারণ, আপনি আমাকে এ পরিধেয় দান করেছেন। আমি এর কল্যাণকর দিক কামনা করছি এবং এর অকল্যাণের দিক হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। -আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ কাপড় হোক বা অন্য কোন বস্তু হোক এর ব্যবহারে যেমন কল্যাণ হতে পারে তেমনি অকল্যাণও হতে পারে। একজন মু'মিন কাপড়কে আল্লাহর দান বলে মনে করে এবং তা পেয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করে থাকে। সে আল্লাহর নিকট দোয়া করে। যেনো এ নিয়ামত ব্যবহারকালে কোন খারাপ কাজ না করে। কোন খারাপ উদ্দেশ্যে যেনো এ নিয়ামত ব্যবহৃত না হয়। বরং সে তা ভালো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে আল্লাহর নিকট তাওফীক কামনা করে। মুমিনের এ মানসিকতা কেবল কাপড়ের ক্ষেত্রেই নয় বরং প্রতিটি নিয়ামত পেয়েই সে এভাবে চিন্তা করে এবং এককভাবে আল্লাহর নিকট প্রার্থন জানায়।

আরোহণকালে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ঃ

(٣٤١) عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ شَهِدْتُّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْه اُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا - فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهٗ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلٰى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ - سورة الاحزاب : ايت ١٣-١٤ - ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ شَهِدْتُّ 'শাহিদতু'–আমি দেখেছি। اُتِيَ 'উতিয়া'–আনা হলো। بِدَابَّةٍ 'বিদাব্বাতিন'–কোন জানোয়ার। اسْتَوٰى 'ইসতাওয়া–স্থির হলেন। سَخَّرَ 'সাখখারা'–অধীন করে দিয়েছেন। وَمَاكُنَّالَهٗ مُقْرِنِيْنَ 'ওয়া মা কুন্না লাহু মুকরিনীনা'–আমি আমার শক্তি দিয়ে একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। مُنْقَلِبُوْنَ 'মুনকালিবূনা'–প্রত্যাবর্তনকারীগণ।

৩৪১। আলী ইবনে রাবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছি, তাঁর নিকট আরোহণের জন্য কোন জানোয়ার আনা হলে রেকাবে পা রাখার সময় তিনি বলতেন, বিসমিল্লাহ। অতঃপর পিঠের উপর বসে বলতেন, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যিনি এ জানোয়ারকে আমার অধীনস্থ করে

দিয়েছেন। আমি আমার শক্তি দ্বারা একটাকে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাবো।

–সূরা আহাযাব ঃ ১৩-১৪। –আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ যদি উট, ঘোড়া, মহিষ এবং অন্যান্য জানোয়াকে মানুষের বশীভূত না করে দিতেন তাহলে মানুষের তুলনায় বিরাট দেহের ও শক্তির অধিকারী জন্তুকে কিভাবে আয়ত্বে আনতে সমর্থ হতো ? কিন্তু আল্লাহ বিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে এমন নিয়ম-শৃংখলার ব্যবস্থা করেছেন যে, এ বিরাটকায় জানোয়ারগুলো অতিসহজে মানুষের নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। আল্লাহর এ ব্যবস্থা দেখে মু'মিনগণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আখেরাতের প্রতি তৎক্ষণাৎ তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সে চিন্তা করে আল্লাহ আমাকে এতো সব নিয়ামত দান করেছেন তিনি একদিন এর হিসেব আমার কাছ থেকে অবশ্যই নেবেন। যিনি এভাবে চিন্তা করেন। তিনি আমলের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অগ্রবর্তী থাকবেন।

ঘুম ও ঘুম থেকে জাগার দোয়া ঃ

(٣٤٢) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ - اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا - وَاِذَا اَسْتَيْقَظَ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اَخَذَ مَضْجَعَهُ 'আখাযা মাদজাআহু'–শয়ন করতেন। وَضَعَ 'ওয়াদাআ'–তিনি রাখতেন। خَدِّهِ 'খাদ্দিহি'–তার গালের। اَمُوْتُ 'আমূতু' –আমি মৃত্যুবরণ করছি। اَحْيَا 'আহইয়া'–আমি জীবিত হবো। اِسْتَيْقَظَ 'ইস্তাইকাযা'–তিনি জাগতেন। اَحْيَانَا 'আহইয়ানা'–তিনি আমাদের জীবিত করেন। اَلنُّشُوْرُ 'আননুশূর'–প্রত্যাবর্তন, ফিরে যাওয়া।

৩৪২। হুয়াইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন শয়ন করতেন তখন তাঁর হাত গালের নীচে রেখে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং আপনার নামেই জীবিত হবো। যখন তিনি ঘুম হতে জাগতেন তখন বলতেন, যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি মৃত্যু প্রদান করার পর আবার আমাদেরকে জীবিত করলেন এবং পুনরায় তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে।
-বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের অন্তরে যখন পরকালের ভীতি বদ্ধমূল হয়। শয়নকালে সে আল্লাহর নাম স্মরণ করে এবং বলে ঃ শয়নে, জাগরণে, জীবনে ও মরণে সর্বদা আল্লাহর নাম আমার সঙ্গী হয়ে থাকুক। ঘুম হতে জেগে উঠার পর সে আল্লাহর প্রশংসা করে এ জন্যে যে, আল্লাহ তাকে নেক আমল করার জন্যে আরো সময় দিলেন। যদি গতকাল আমি অবহেলা প্রদর্শন করে থাকি তাহলে আজ আর অবহেলা করা ঠিক হবে না। আজ একদিনের যে সুযোগ আসলো। তার সদ্ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে।

প্রতিদিনই এ অবস্থায় সে কাটায়। সে যখন ঘুম হতে জাগে তখন তার মনে আখেরাত এবং হিসাব-নিকাশের কথা ভেসে উঠে। একদিন তার মৃত্যু ঘটবে। অতঃপর জীবিত হয়ে হিসেবের জন্যে আল্লাহর নিকট হাজির হতে হবে। এ জীবনের সব সুযোগ যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তাঁর কাছে কি জবাব দেয়া হবে।

নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ঃ

(٣٤٣) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ مُعَاوِيَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلٰى حَلْقَةٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ هٰهُنَا؟ فَقَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهٗ عَلٰى مَا هَدَانَا لِلْاِسْلَامِ وَمَنَّ بِهٖ عَلَيْنَا - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ حَلْقَةٌ 'হালকাতুন'–সমাবেশ। اَجْلَسَكُمْ 'আজলাসাকুম' –তোমাদেরে বসিয়েছেন। هَدَانَا 'হাদানা'–পথ দেখিয়েছেন। مَنَّ 'মান্না' –তিনি তাওফিক দান করেছেন।

৩৪৩। আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘর হতে বের হয়ে তার সাথীদের একটি সমাবেশ দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার সাথীরা! তোমরা এখানে একত্রিত হয়ে কি করছো ? তারা বললেন, আমরা এখানে বসে আল্লাহকে স্মরণ করছি এবং তাঁর প্রশংসা করছি। কারণ তিনি আমাদেরকে দ্বীন ইসলামের পথ দেখিয়েছেন এবং তা গ্রহণ করার তাওফীক দান করছেন। -মুসলিম

বায়তুল হামদ বা প্রশংসার ঘর ঃ

(٣٤٤) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الاَشْعَرِىِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلاَئِكَتِهٖ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُوَادِهٖ؟ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ، فَيَقُوْلُ فَمَا ذَا قَالَ عَبْدِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِبْنُوْا لِعَبْدِى بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ وَلَدُ الْعَبْدِ 'ওয়ালাদুল আবদি'–বান্দাহর সন্তান। قَبَضْتُمْ 'কাবাযতুম'–তোমার জীবন কবয করেছ। ثَمَرَةَ فُوَادِهٖ 'সামারাতা ফুয়াদিহি'–তার কলিজার টুকরা। حَمِدَكَ 'হামিদাকা'–সে তোমার প্রশংসা করেছে। اِسْتَرْجَعَ 'ইস্তারজাআ'–সে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলেছে। اِبْنُوْا 'ইবনূ'–তোমরা তৈরি করো। سَمُّوْهُ 'সাম্মূহু'–তার নাম রাখো।

৩৪৪। আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের রূহ কবয করেছো ? তারা বলে, জী হ্যাঁ। অতঃপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তার কলিজার টুকরোর জান কবয করে

এনেছো ? তারা বলেন, জী হ্যাঁ এনেছি। অতঃপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, এ সময় আমার বান্দা কি বললো ? তারা বলেন, এ বিপদে সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' বলেছে। তখন আল্লাহ বলেন, আমার এই বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করো এবং সে ঘরের নাম রাখো বায়তুল হামদ (প্রশংসার ঘর)। -তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ মুমিন বান্দার প্রশংসার অর্থ হলো, সে নিজ সন্তানের মৃত্যুর ফলে শোকে ভেঙ্গে না পড়ে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং বলে, হে আল্লাহ! তুমি যা কিছু করো তা যুলুম বা বেইনসাফী নয়। তুমি তোমার প্রদত্ত জিনিস নিয়ে গেছো এতে আমার অসন্তুষ্টির কি আছে।

'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' হলো ধৈর্য ধারণের আয়াত। আয়াতটি মানুষকে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। এর অর্থ হলো, আমরা আল্লাহর গোলাম এবং বান্দা। আমাদের কাজ হলো তাঁর ইচ্ছা অনুসারে দুনিয়াতে জীবন যাপন করা এবং মৃত্যুর পর আমরা তারই নিকটে ফিরে যাবো। যদি আমরা বিপদে ধৈর্য ধারণ করি তাহলে উত্তম প্রতিদান পাবো। অন্যথায় আমাদেরকে খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসই ক্ষণস্থায়ী। এরূপ চিন্তা মানুষের বিপদকে সহজ করে দেয়।

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতায় রয়েছে প্রচুর কল্যাণ ঃ

(٣٤٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لاَمْرِ الْمُؤْمِنِ - اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ - وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ -

- مسلم : صهيب رضـ

শব্দের অর্থ ঃ عَجَبًا 'আজাবান'– অদ্ভুত। ضَرَّا 'দ্বাররান'– দুঃখ-কষ্ট। سَرَّا 'সাররান'–সুখ-শান্তি, সচ্ছল। شَكَرَ 'শাকারা'–কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

৩৪৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মু'মিনের অবস্থা অদ্ভুদ প্রকৃতির হয়ে থাকে। তার সকল অবস্থা ও কাজই কল্যাণকর। আর এ সৌভাগ্য মু'মিন ছাড়া আর কেউ লাভ করতে পারে না। সে যদি দারিদ্র, অসুস্থতা এবং দুঃখ-কষ্টে পতিত হয় তাহলে ধৈর্য ধারণ করে। এমনিভাবে সচ্ছল অবস্থায়ও সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এ উভয় অবস্থাই তাঁর জন্যে কল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।-মুসলিম

কৃতজ্ঞতার অনুভূতি সৃষ্টির উপায় ঃ

(٣٤٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ : اُنْظُرُوْ اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْـفَلُ مِنْكُمْ ـ وَلاَ تَنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ ـ فَهُوَ اَجْدَرُ اَنْ لاَ تَزْدَوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اُنْظُرُوْا 'উনযুরূ'–তোমরা দেখো। اَسْفَلَ 'আসফালা'–কম নিচু। لاَتَنْظُرُوْا 'লা-তানযুরূ'–দৃষ্টিপাত করো না। لاَتَـزْدَرُوْا 'লা-তাযদারূ' –নগণ্য মনে কর না।

৩৪৬। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ এবং পার্থিব খ্যাতি ও মর্যাদায় তোমার তুলনায় কম তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। (তাহলে তোমার মধ্যে কৃতজ্ঞতার অনুভূতি সৃষ্টি হবে।) আর সে সকল লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করো না যারা ধন-সম্পদ এবং জাগতিক সাজ-সরঞ্জামে তোমাদের থেকে অগ্রগামী। আর এ কারণে তোমার নিকট যে নেয়ামত আছে তা যেনো নগণ্য মনে না হয় এবং আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতার অনুভূতি সৃষ্টি না হয়। -মুসলিম।

লজ্জাশীলতা ঃ

(٣٤٧) عَنْ عِمْرَانِ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَيَاءُ لاَيَاْتِىْ اِلاَّ بِخَيْرٍ ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ لَايَأْتِى 'লা-ইয়াতী'–আনে না। خَيْرٌ 'খাইরুন'–কল্যাণ। اِلَّا 'ইল্লা'–ছাড়া, কেবল।

৩৪৭। ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লজ্জাশীলতা কেবল কল্যাণই বয়ে আনে। – বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ লজ্জা মু'মিনের এমন একটি গুণ যা সকল কল্যাণের উৎস। এ গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সে অন্যায়ের নিকটবর্তী না হয়ে শুধু কল্যাণের দিকেই ধাবিত হবে।

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে রিয়াজুস সালেহীন গ্রন্থে লজ্জার রহস্যের কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন ঃ

حَقِيْقَةُ الْحَيَاءِ خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلٰى تَرْكِ الْقَبِيْحِ وَيَمْنَعُ مَنَ التَّقْصِيْرِ فِىْ حَقِّ ذِى الْحَقِّ - وَقَالَ الْجُنَيْدُ رضـ اَلْحَيَاءُ رُؤْيَةُ الْاٰلَاءِ اَىِ النِّعَمِ وَرُؤْيَةُ التَّقْصِيْرِ فَيَتَوَلَّدُ بَيْنَهُمَا حَالَةٌ تُسَمَّى حَيَاءً -

"লজ্জা এমন একটি গুণ। যা মানুষকে অন্যায় কাজ পরিহারের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। হকদার ব্যক্তির হক আদায়ে শিথিলতা প্রদর্শন করা হতে বিরত রাখে। জুনাইদ বোগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন ঃ লজ্জার প্রকৃত রহস্য হলো, মানুষ আল্লাহর নিয়ামতসমূহ দেখে চিন্তা করে। আমি এই নিয়ামত দানকারীর শুকরিয়া আদায়ে কতই না অবহেলা প্রদর্শন করেছি। এ অনুভূতির ফলে মানুষের অন্তরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তার নামই হলো লজ্জা।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ গুণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এগুলো 'আখিরাতের চিন্তা' নামক অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ধৈর্য এবং দৃঢ়তা

ধৈর্য শ্রেষ্ঠ নেক কাজ ঃ

(٣٤٨) وَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَّاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يَتَصَبَّرْ 'ইয়াতাসাব্বারু'– ধৈর্যধারণ করা। تَصَبَّرَهُ 'ইউসাব্বিরুহূ' –তাকে ধৈর্যধারণের শক্তি দেবেন। مَا اُعْطِىَ 'মা উ'তিয়া'–দান করা হয়নি। عَطَاءً خَيْرًا 'আতাআন খাইরান'–উত্তম দান। اَوْسَعُ 'আওসাউ'–ব্যাপক, বিস্তৃত।

৩৪৮। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্যের শক্তি প্রদান করবেন। আর ধৈর্য হতে অধিক উত্তম ও ব্যাপক কল্যাণকর আর কিছুই কাউকে দান করা হয়নি। -বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ বিপদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না। এমনিভাবে সে ব্যক্তিও কখনো ধৈর্য ধারণ করতে পারে না, যার মধ্যে কৃতজ্ঞতার গুণ বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে। ধৈর্যগুণ মানব চরিত্রে বিপুল সৌন্দর্যের সমাবেশ ঘটায়।

প্রকৃতিগত শোক, কষ্ট এবং ধৈর্য ঃ

(٣٤٩) عَنْ اُسَامَةَ قَالَ اَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ ابْنِىْ قَدِاحْتُضِرَ فَاشْهَدْ نَا فَاَرْسَلَ يُقْرِيُ السَّلاَمَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ـ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَاتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُبْنُ

عُبَادَةَ وَمُعَاذُبْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُبْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَرُفِعَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ الصَّبِيُّ فَاَقْعَدَهُ فِيْ حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ـ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذَا؟ فَقَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَرْسَلَتْ 'আরসালাত'–পাঠালেন। قَدِ احْتَضَرَ 'কাদিহ তাদ্বারা'–মৃত্যু পর্যন্ত। فَاشْهَدْنَا 'ফাশহাদনা'–অতএব আপনি আসুন। اَخَذَ 'আখাযা'–নেন। اَعْطٰى 'আ'তা'–যা দেন। بِاَجَلٍ 'বিআজালিন'–নির্ধারিত সময়। فَلْتَصْبِرْ 'ফালতাসবির'–ধৈর্যধারণ করো। وَلْتَحْتَسِبْ 'ওয়ালতাহ্তাসিব'– আখিরাতের পুরস্কারের জন্য। فَاَقْعَدَهُ 'ফাকআদাহু –তাকে বসালেন। فِيْ حِجْرِهِ 'ফীহিজরিহি'–তাঁর কোলে। تَقَعْقَعُ 'তাকা'কা'–নিঃশ্বাস বের হয়ে যায়। فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ 'ফাফাদ্বাত অইনাহু'– চোখ দিয়ে পানি বইতে লাগলো।

৩৪৯। উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কন্যা সংবাদ পাঠালেন আমার পুত্র মৃত্যু শয্যায়। অতএব আপনি তাশরীফ আনুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সালাম পাঠিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ যা নিয়ে যান এবং যা দান করেন এসবই তাঁর এবং তাঁর নিকট প্রতিটি জিনিসই নির্ধারিত। অতএব আখেরাতের পুরস্কার লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কন্যা তাকীদ সহকারে আবার খবর পাঠালেন যেনো তিনি তাড়াতাড়ি তাশরীফ আনেন। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে উবাদা, মুআয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'য়াব, যায়েদ ইবনে ছাবিত এবং আরো কিছু সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে তথায় উপস্থিত হলেন। বাচ্চাটিকে রাসূলুল্লাহর নিকট আনা হলে তিনি কোলে উঠিয়ে নিলেন। এ সময় সন্তানটির প্রাণবায়ু বের হয়ে যাচ্ছিলো। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লমের চক্ষু

দিয়ে অশ্রু বয়ে পড়তে লাগলো। সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন এ কী (অর্থাৎ আপনি কাঁদছেন, একি ধৈর্যের পরিপন্থী নয়?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, না এ ধৈর্যের পরিপন্থী নয়, বরং এ দয়া ও মায়ার অনুভূতি যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে নিহিত রেখেছেন। -বুখারী, মুসলিম

ধৈর্য কাফ্ফারা স্বরূপ ঃ

(٣٥٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَبِالْمُؤْمِنَةِ فِى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ - ترمذى : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَايَزَالُ 'মা-ইয়াযালু'– সবসময়। يَلْقٰى 'ইয়ালকা'–মিলিত হয়। خَطِيْئَةٌ 'খাতীয়াতুন'–গোনাহ।

৩৫০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মু'মিন নর-নারীর উপর সময় সময় বিপদ ও পরীক্ষা এসে থাকে। কখনো সরাসরি তার উপর বিপদ আসে। কখনো তার সন্তান মারা যায়। আবার কখনো তার ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়। (আর এ সকল মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার ফলে তার কালব পরিষ্কার হতে থাকে। পাপ-পংকিলতা হতে মুক্ত হতে থাকে। অবশেষে সে নিষ্পাপ আমলনামা নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়।
-তিরমিযী

(٣٥١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَّصَبٍ وَّلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَّلاَ حُزْنٍ وَّلاَ اَذًى وَلاَغَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ مِنْ خَطَايَاهُ - متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ يُصِيْبُ 'ইউসীবু' –পৌঁছে। نَصَبٌ 'নাসাবুন'–দুঃখ-কষ্ট। وَصَبٌ 'ওয়াসাবুন – দুঃখ, কষ্ট, শোক। حُزْنٌ 'হুযনুন' –চিন্তা। يُشَاكُهَا 'ইউশাকুহা'–কাঁটা পায়ে বিঁধে। كَفَّرَ 'কাফ্ফারা'–ক্ষতিপূরণ করে দেন, গুনাহ মাফের কারণ হয়।

৩৫১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তি মানসিক বা শারীরিক কষ্ট, কোন শোক বা দুঃখ পেলে অথবা চিন্তাগ্রস্ত হলে সে যদি ধৈর্য ধারণ করে তাহলে আল্লাহ প্রতিদানে তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। এমন কি যদি সামান্য একটি কাঁটাও পায়ে বিধে তাও তার গুনাহ মাফের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। -বুখারী, মুসলিম

বিপদ ও পরীক্ষায় আত্মসমর্পণ করা ও সন্তুষ্ট থাকাঃ

(٣٥٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ عَظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ - وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضٰى وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ - ترمذى : انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ عَظْمَ الْجَزَاءِ 'আযমাল জাযায়ি'–বড় পুরস্কার। عَظْمِ الْبَلَاءِ 'আযমিল বালা'–বড় বিপদ, পরীক্ষা। اَحَبَّ 'আহাব্বা'–বেশী প্রিয়, সন্তুষ্ট। قَوْمًا 'কাওমান'–কোন জাতিকে। اِبْتَلَاهُمْ 'ইবতালাহুম'–তাদের পরীক্ষা করেন। رَضِيَ 'রাযিয়া'–খুশী হয়। سَخَطَ 'সাখাতা'–অসন্তুষ্ট হয়।

৩৫২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে তার প্রতিদানও হবে তত মূল্যবান। (এ শর্তে যে মানুষ বিপদে ধৈর্যহারা হয়ে হক পথ হতে যেনো পালিয়ে না যায়)। আর আল্লাহ তাদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে খুশি মনে মেনে নেয় এবং ধৈর্য ধারণ করে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। -তিরমিযী

দৃঢ়তা-পূর্ণাঙ্গ উপদেশ ঃ

(٣٥٣) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِّيْ فِي الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَااَسْئَلُ عَنْهُ اَحَدًا غَيْرَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ - مسلم -

শব্দের অর্থ ঃ لَاأَسْئَلُ 'লা-আসআলু'–আমি জিজ্ঞেস করবো না। اِسْتَقِمْ 'ইস্তাকিম'–স্থির সুদৃঢ় থাকো।

৩৫৩। সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত প্রদান করুন যেনো এ সম্পর্কে আর কাউকে প্রশ্ন করার প্রয়োজন না হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমানতু বিল্লাহ' বল এবং এর উপর সুদৃঢ় থাকো। -মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি দ্বীন ইসলামকে গ্রহণ করার এবং তাকে স্বীয় জীবনব্যবস্থা হিসেবে মেনে নেবার পর যত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীনই হোক না কেনো সে সর্বদা দ্বীন ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকে। আর এটাই হলো দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার চাবিকাঠি।

ধৈর্যশীল এবং সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ঃ

(٣٥٤) عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ ثَلَاثًا وَلَمَنِ ابْتُلِىَ فَصَبَرَ فَوَاهًا ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ اَلسَّعِيْدُ 'আসসায়ী'দু'–সৌভাগ্যবান। جُنِّبَ 'জুন্নিবা'–মুক্ত আছে। اُبْتُلِىَ 'উবতুলিয়া'–পরীক্ষা করা হয়েছে। فَصَبَرَ 'ফাসাবারা'–তারপর ধৈর্যধারণ করেছে। فَوَاهًا 'ফাওয়াহান'–ধন্যবাদ। صَنَعَ 'সানাআ' –করেছিলো। نُشِرُوْا 'নুশিরূ' –তাদের চিরা হয়েছিল। اَلْمِنْشَارُ 'আলমিনশারু' –চিরুনী, করাত। حُمِلُوْا 'হুমিলূ'–উঠানো হয়েছিল। عَلَى الْخَشَبِ 'আলাল খাশাবি'–ফাঁসি কাষ্ঠের ওপর। طَاعَةِ اللّٰهِ 'তাআতিল্লাহি' –আল্লাহর ইতাআতে। مَعْصِيَةِ اللّٰهِ 'মা'সিয়াতিল্লাহি'–আল্লাহর নাফরমানী।

৩৫৪। মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি।

নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে ফিতনা হতে মুক্ত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিনবার একথাটি উচ্চারণ করলেন। আর যে ব্যক্তিকে পরীক্ষায় ফেলা সত্ত্বেও সত্যের উপর অবিচল রয়েছে তার জন্যে তো অশেষ ধন্যবাদ।" -আবু দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ 'ফিতনা' অর্থ সে সকল 'বিপদ ও পরীক্ষা'। সকল যুগের মু'মিনগণকে যার সম্মুখীন হতে হয়। শাসন যদি বাতিল শক্তির হাতে থাকে। অন্যায় যদি প্রতিষ্ঠিত এবং ন্যায় পরাজিত অবস্থায় থাকে। সে ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুসারীদের উপর কিরূপ নির্যাতন ও নিষ্পেষণ নেমে আসে তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

এসব বাতিল সম্প্রদায়ের প্রতিরোধ এবং তাদের নিপীড়ন ও নিষ্পেষণ সত্ত্বেও যিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। তিনিই কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দোয়া ও ধন্যবাদের অধিকারী হবেন।

তিবরানী মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। যখন দ্বীনের রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিনষ্ট হয়ে যাবে মুসলমানদের উপর এমন শ্রেণীর শাসক নিযুক্ত হবে যারা সমাজকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করবে। এ ক্ষেত্রে যদি তাদের কথা মানা হয় তাহলে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। আর তাদের কথা না মানলে তারা অমান্যকারীদের হত্যা করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, এ সময় আমরা কোন পথ অবলম্বন করবো ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

كَمَا صَنَعَ اَصْحَابُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ نُشِرُوْا بِالْمِنْشَارِ وَحُمِلُوْا عَلَى الْخُشُبِ ـ مَوْتٌ فِي طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ

"এ সংকটময় অবস্থায় তোমাদের তাই করতে হবে যা ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গীরা করেছিলেন। তাদেরকে করাত দিয়ে চিরা হয়েছিল। কিন্তু তারা বাতিলের সামনে মাথা অবনত করেননি। আল্লাহর আনুগত্যে মৃত্যু বরণ করা আল্লাহর নাফরমানীতে জীবিত থাকার চেয়ে অধিক উত্তম।"

ধৈর্যের পথে বাধা-বিপত্তি ঃ

(٣٥٥) قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ -

ـ ترمذى، مشكاة : انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلصَّابِرُ 'আস্‌সাবিরু'–ধৈর্যধারণকারী। اَلْقَابِضُ 'আলকাবিযু' – ধারণকারী। اَلْجَمْرُ 'আলজামারু'– জ্বলন্ত অঙ্গার।

৩৫৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন দ্বীনদারের জন্যে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে। -তিরমিযি, মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ তখনকার অবস্থা এমন নাজুক ও প্রতিকূল হবে যে, বাতিল শক্তি সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং হক পরাভূত থাকবে। সমাজের অধিকাংশ লোক আত্মকেন্দ্রিক ও দুনিয়া পূজারী হবে। এ অবস্থায় যারা দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন এ হাদীসে তাদের জন্যে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে খেলা করা নিঃসন্দেহে বাহাদুরীর কাজ। কাপুরুষ লোকেরা এরূপ কাজ করতে অক্ষম।

আল্লাহর উপর নির্ভরতা

তাওয়াক্কুলের মূল রহস্য ঃ

(٣٥٦) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ يَقُوْلُ : لَوْاَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَّتَرُوْحُ بِطَانًا - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ تَتَوَكَّلُوْنَ 'তাতাওয়াক্কালূনা' –ভরসা করবে। رَزَقَكُمْ 'রাযাকাকুম'– রিযিক দান করবেন। تَغْدُوْ 'তাগদূ'–সকালে বের হয়। خِمَاصًا 'খিমাসান'– খালিপেট। تَرُوْحُ 'তারূহু'–সন্ধ্যায় ফিরে আসে। بِطَانًا 'বিতানান'– ভরা পেটে।

৩৫৬। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথাযথভাবে ভরসা করো তাহলে তিনি তোমাদেরকে সেভাবে রিজিক দান করবেন। যেভাবে তিনি পাখীকে রিযিক প্রদান করতে থাকেন। তারা প্রত্যুষে বাসা হতে খালি পেটে বেরিয়ে পড়ে এবং বিকেলে ভরা পেটে বাসায় ফেরে।-তিরমিযী

(٣٥٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ تَرْكُهُ اِسْتِخَارَةَ اللّٰهِ ـ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ ـ ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ سَعَادَةٌ 'সাআদাতুন'–সৌভাগ্য। رِضَاهُ 'রিদ্বাহু'–তার সন্তুষ্টি। قَضٰى 'কাযা'–ফয়সালা করেছেন। شَقَاوَةٌ 'শাকাওয়াতুন'–দুর্ভাগ্য। اِسْتِخَارَةٌ 'ইস্তিখারাতুন'–কল্যাণ প্রার্থনা করা। سَخَطُهُ 'সাখাতুহু'–তার ক্রোধ, অসন্তুষ্টি।

৩৫৭। সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী আদমের সৌভাগ্য হলো, আল্লাহ তার জন্য যে ফয়সালা করেছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকা। বনী আদমের দুর্ভাগ্য হলো, আল্লাহর নিকট কল্যাণের জন্যে দোয়া না করা এবং আল্লাহর ফয়সালার উপর অসন্তুষ্ট হাওয়া। – তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ 'তাওয়াক্কুলের' অর্থ হলো, আল্লাহকে নিজের ওয়াকীল নিযুক্ত করা এবং তার উপর পূর্ণভাবে ভরসা করা। ওয়াকীল বলে অভিভাবককে। অভিভাবক তাকেই বলে যিনি তার অধিনস্থ লোকের কল্যাণের কথা চিন্তা করেন এবং অকল্যাণ হতে বাঁচিয়ে রাখেন।

মু'মিনের ওয়াকীল হালো আল্লাহ। এর অর্থ হলো একথা সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর তরফ হতে যা কিছু ঘটে তা একমাত্র কল্যাণের জন্যেই

ঘটে। যেহেতু তার প্রতিটি কাজের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে। তাই তিনি যে অবস্থায় রাখেন মু'মিন তাতেই সন্তুষ্ট। মু'মিন নিজে কাজের জন্যে প্রচেষ্ট চালায়। অতঃপর কাজের ফলাফলের ভার আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়। সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! তোমার এ দুর্বল বান্দা এ কাজ করার পেছনে সকল প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আমি তো দুর্বল এবং তুমি মহা পরাক্রমশালী। অতএব এ কাজে যে ত্রুটি ঘাটতি রয়েছে তা তুমি পূরণ করে দাও।

প্রচেষ্টা এবং তাওয়াক্কুল

(٣٥٨) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْقِلُهَا وَاَتَوَكَّلُ اَوْ اَطْلِقُهَا وَاَتَوَكَّلُ ؟ قَالَ اَعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ ـ

ـ ترمیذی

শব্দের অর্থ ঃ اَعْقِلُهَا 'আ'কিলুহা'– তাকে বাঁধবো। اَتَوَكَّلُ 'আতাওয়াক্কালু' –তাওাক্কুল ভরসা । اَطْلِقُهَا 'আতলাকুহা'– তাকে ছেড়ে দিবো।

৩৫৮। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার উট বাঁধবো এরপর কি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবো ? না তাকে ছেড়ে দেবো এরপর তাওয়াক্কুল করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রথমে উটকে বাঁধো এরপর তাওয়াক্কুল করো।–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ কোন বস্তু লাভের জন্যে যে প্রচেষ্টা হওয়া দরকার তা যথাযথভাবে করতে হবে। অতঃপর আল্লাহর নিকট এ মর্মে দোয়া করতে হবে যে, আমি আমার ক্ষমতা অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এখন তুমি আমাকে সাহায্য করো। এটাই হলো তাওয়াক্কুল।

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলই হলো প্রশান্তির উপায় ঃ

(٣٥٩) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اِنْ قَلْبَ ابْنِ اٰدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةٌ - فَمَنْ اَتْبَعَ قَلْبَهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ بِاَيِّ وَادٍ اَهْلَكَهُ - وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ كَفَاهُ الشُّعَبَ - اِبْنُ مَاجَةَ -

শব্দের অর্থ ঃ وَادٍ 'ওয়াদিন'–প্রান্তর, মাঠ। شُعْبَةٌ 'শু'বাতুন'–উদভ্রান্তভাবে বিচরণ করা। اَهْلَكَهُ 'আহলাকাহু'-তাকে ধ্বংস করা হলো। تَوَكَّلَ 'তাওয়াক্কালা –ভরসা করলো। كَفَاهُ 'কাফাহু'-তার জন্য যথেষ্ট।

৩৫৯। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের অন্তর প্রত্যেক প্রান্তরে উদভ্রান্তভাবে বিচরণ করতে থাকে। যে ব্যক্তি স্বীয় অন্তরকে উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণ করার জন্যে ছেড়ে দেয় সে কোন প্রান্তরে ধ্বংস হয়ে গেলো আল্লাহ তাঁর জন্যে কোন পরোয়া করবেন না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করবে আল্লাহ তাকে সকল প্রান্তরের বিভ্রান্তি ও ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করবে।-ইবনে মাজা

ব্যাখ্যা ঃ যদি মানুষ আল্লাহকে স্বীয় ওয়াকিল এবং অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ না করে তাহলে তার অন্তর সর্বদা পেরেশান ও অস্থির থাকবে। মনে মনে নানা প্রকার রঙ্গীন স্বপ্ন কল্পনা করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের মনকে আল্লাহর দিকে রুজু রাখবে তার মনে সর্বদা প্রশান্তি বিরাজ করবে।

তাওবা এবং ইসতেগফার

তাওবার উপর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ঃ

(٣٦٠) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ اَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَقَدْ اَضَلَّهُ فِيْ اَرْضِ فَلَاةٍ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَفْرَحَ 'আফরাহা'–খুশি হয়। سَقَطَ 'সাকাতা'–তা পেয়ে গেলে। بَعِيْرٌ 'বায়ী'রুন'–উট। اَضَلَّه 'আদাল্লাহু'– হারিয়ে। فَلاَةٍ 'ফালাতিন' –ময়দানে, প্রান্তরে।

৩৬০। আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা গুনাহ করার পর তাওবা করলে আল্লাহ সে ব্যক্তির উপর ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশি হন, যে ব্যক্তি নিজের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উট কোন ময়দানে হারিয়ে যাবার পর হঠাৎ তা পেয়ে গেলে যে খুশী হয়।- বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ঐ ব্যক্তি উট প্রাপ্তির পর কত যে খুশী হবে তা অনুমান করা সম্ভব নয়। ঠিক এভাবে বান্দা তাওবা করলে আল্লাহ খুশি হন। বরং আল্লাহর খুশী বান্দার খুশীর মোকাবিলায় আরো অধিক হয়ে থাকে। কেনোনা তিনি হলেন দয়া ও করুণার মূল উৎস।

(٣٦١) عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ - وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يَبْسُطُ 'ইয়াবসুতু'–প্রসারিত করেন। لِيَتُوْبَ 'লিইয়াতূবা' –যেন তাওবা করে। مُسِيْءُ 'মুসিয়ু'–নাফরমান। تَطْلُعَ 'তাতলুআ'–উদিত হবে। مِنْ مَغْرِبِهَا 'মিন মাগরিবিহা'–তার পশ্চিম দিগন্ত হতে।

৩৬১। আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ রাতের বেলা তার হাত প্রসারিত করে রাখেন। যাতে দ্বীনের বেলায় যে নাফরমানী করেছে সে যেনো রাতের বেলায় তাঁর কাজে ফিরে আসতে পারে। এমনিভাবে আল্লাহ দিনের বেলায় তার হাত প্রসারিত করে দেন যেনো রাতে যদি কোন ব্যক্তি পাপ কাজ করে ফেলে সে যেনো দিনে তাঁর নিকট ফিরে আসতে পারে। আর এ অবস্থা পশ্চিমাকাশে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) বিরাজ করবে।-মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাত প্রসারিত করার অর্থ হলো। তিনি তাঁর গুনাহগার বান্দাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি আমার দিকে ফিরে এসো। আমার রহমত তোমাকে আলিঙ্গন করার জন্যে প্রস্তুত আছে। তুমি যদি সাময়িকভাবে কুপ্রবৃত্তির নিকট পরাজিত হয়ে রাতের অন্ধকারে কোন পাপ কাজ করে ফেলো। তাহলে দিন শুরু হবার পূর্বেই ক্ষমা প্রার্থনা করো। যদি বিলম্ব করো তাহলে শয়তান তোমাকে আমার রহমত হতে আরো দূরে সরিয়ে নেবে। আল্লাহর রহমত হতে দূরে সরে যাওয়া ধ্বংসেরই নামান্তর।

তওবার সময়সীম

(٣٦٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ يَقْبَلُ 'ইয়াকবালু'– কবুল করবেন। يُغَرْغِرْ 'ইউগারগির' –মৃত্যুকালীন কষ্ট-সাকরাতুল মাউত। مَالَمْ يُغَرْغِرْ 'মা-লাম ইউগরগির' –গরগর শব্দ না করা পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত।

৩৬২। আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবা মৃত্যুকালীন কষ্ট শুরু হয়ার পূর্ব পর্যন্ত কবুল করে থাকেন। -তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি সারাটি জীবন গুনাহ ও পাপের মধ্যে অতিবাহিত করে। কিন্তু মৃত্যুকালীন মুমূর্ষূতার পূর্বেই যদি সে সঠিকভাবে তওবা করে নেয় তাহলে তার গুনাহরাশি মাফ হয়ে যাবে। অবশ্য যদি মৃত্যু যন্ত্রণা (সাকারাতুল মউত) শুরু হবার পর তওবা করে তাহলে গুনাহ মাফ হবে না। অতএব মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পাবার পূর্বেই তওবা করা একান্ত জরুরী।

ইসতেগফারের সীমা ঃ

(٣٦٣) عَنِ الْاَغَرِّبْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَاِنِّىْ اَتُوْبُ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ تُوْبُوْا 'তূবূ'–তোমরা তাওবাহ করো। اِسْتَغْفِرُوْهُ 'ইসতাগফিরূহু' – তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। فَاِنِّىْ 'ফাইন্নী'–কারণ আমি। اَتُوْبُ 'আতূবু'–আমি তাওবাহ করি। مِائَةَ مَرَّةٍ 'মিআতা মাররাতিন'–একশ' বার।

৩৬৩। আগার ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মানব মণ্ডলী! তোমরা আল্লাহর নিকট তোমাদের গুনাহের জন্যে তাওবা করো এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমার প্রতি লক্ষ করো। আমি প্রত্যহ শতবার করে আল্লাহর নিকট তাওবা করে থাকি। -মুসলিম

কেবল আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করো ঃ

(٣٦٤) عَنْ اَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ـ اَنَّهُ قَالَ يَاعِبَادِىْ اِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا يَاعِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَلٌّ اِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِىْ اَهْدِكُمْ يَاعِبَادِىْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلاَّ مَنْ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ اُطْعِمْكُمْ يَاعِبَادِىْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِىْ اَكْسُكُمْ ـ يَا عِبَادِىْ اِنَّكُمْ تَخْطُئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ اَغْفِرْلَكُمْ ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ حَرَّمْتُ 'হাররামতু'– হারাম করেছি। نَفْسِىْ 'নাফসী'–আমার জীবন। جَعَلْتُهُ 'জাআলতুহু'–আমি করেছি। مُحَرَّمًا 'মুহাররামান'–হারাম করা হয়েছে। لاَتَظَالَمُوْا 'লা-তাযলামূ'–তোমরা পরস্পর যুলুম করো না। كُلُّكُمْ 'কুল্লুকুম'–তোমাদের প্রত্যেকেই। ضَالٌّ 'দ্বাল্লুন'–পথভ্রষ্ট, পথহারা। مَنْ هَدَيْتُهُ 'মান হাদাইতুহু' –আমি যাকে হেদায়াত করেছি। فَاسْتَهْدُوْنِىْ 'ফাসতাহদূনী' –তাই তোমরা হেদায়াত কামনা করো। جَائِعٌ 'জায়িউ'ন'–

ভুখা। فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ 'ফাসতাতইমূনী'–তাই তোমরা আমার কাছে খাবার চাও। عَارٍ 'আরিন'–উলঙ্গ। كَسَوْتُهُ 'কাসাওতুহু'–আমি তাকে পরিধান করিয়েছি। فَاسْتَكْسُوْنِىْ 'ফাসতাকসুওনী'– তাই তোমরা আমার কাছে কাপড় চাও। اَكْسُكُمْ 'আকসুকুম'–আমি তোমাদের কাপড় দান করবো। تَخْطَؤُوْنَ 'তাখতাউনা'– তোমরা গুনাহ করে থাকো। فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ 'ফাসতাগফিরূনী' – তাই আমার কাছে ক্ষমা চাও। اَغْفِرُ 'আগফিরু'–অমি ক্ষমা করবো।

৩৬৪। আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের লক্ষ করে বলেন, আমি যুলুমকে আমার উপর হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের মাঝেও যুলুম করাকে হারাম করে দিয়েছি। অতএব তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের যাকে আমি হেদায়াত প্রদান করেছি সে ছাড়া তোমাদের সকলেই পথভ্রষ্ট। অতএব তোমরা আমার নিকট হেদায়াত প্রাপ্তির জন্যে দোয়া করো। আমি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করবো। হে আমার বান্দাগণ! যাকে আমি খাদ্য দান করেছি, সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত। অতএব তোমরা আমার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করো আমি তোমাদেরকে খাদ্য দান করবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে যাকে আমি বস্ত্র পরিধান করিয়েছি সে ছাড়া আর সকলেই উলঙ্গ। অতএব তোমরা আমার নিকট বস্ত্র পরিধানের জন্য দোয়া করো। আমি তোমাদেরে পরিধান করাবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাতে ও দিনে গুনাহ করে থাকো। আমি সকল গুনাহ ক্ষমা করতে পারি। অতএব তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো।-মুসলিম

সৃষ্টির প্রতি প্রেম

সর্বোত্তম আমল ঃ

(٣٦٥) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَجِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِهٖ ـ قَالَ : قُلْتُ فَاَىُّ

الرِّقَابِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اغْلاَهَا ثَمَنًا وَّاَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا - قُلْتُ فَاِنْ لَّمْ اَفْعَلْ ؟ قَالَ تُعِيْنُ صَانِعًا اَوْتَصْنَعُ لاَخْرَقَ - قُلْتُ فَاِنْ لَّمْ اَفْعَلْ ؟ قَالَ تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلٰى نَفْسِكَ -

- بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ سَاَلْتُ 'সাআলতু'–আমি জিজ্ঞেস করলাম। اَىُّ 'আইয়্যু' –কোন। اَفْضَلُ 'আফযালু'–সর্বোত্তম। اَلرِّقَابُ 'আররিকাবু'–গোলাম। اَغْلاَ 'আগলা' – ভারি, বেশি। اَنْفَسُ 'আনফুসু'–উত্তম। تُعِيْنُ 'তুঈনু'–তুমি সাহায্য করবে। لاَخْرَقَ 'লিআখরাকা'–কাজ সম্পন্ন করতে অসমর্থকে। تَدَعُ 'তাদা'উ'–তুমি বারণ করে রাখবে।

৩৬৫। আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন আমল সর্বোত্তম ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা সর্বোত্তম আমল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন প্রকারের দাস আযাদ করা অধিক উত্তম। তিনি বলেন, যে দাসের মূল্য অধিক এবং মালিকের দৃষ্টিতে উত্তম। আমি বললাম যদি এ কাজ করতে না পারি তা হলে কি করবো ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি কোন কাজ সম্পাদনকারীকে সাহায্য করবে অথবা সে ব্যক্তির কাজ করে দেবে যে নিজের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারছে না। আমি আরজ করলাম, যদি আমি এ কাজটিও করতে না পারি ? তিনি বললেন, মানুষের অনিষ্ট হতে বিরত থাকবে। কেনোনা তা হবে তোমার জন্য সদকা স্বরূপ যার প্রতিদান তুমি লাভ করবে। -বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ হলো। তাওহীদ তথা দ্বীন ইসলাম কবুল করা। জিহাদের অর্থ হলো যারা আল্লাহর দেয়া ইসলাম মিটিয়ে ফেলার জন্যে প্রস্তুত হবে তাদের মুকাবিলা করা। যদি তারা দ্বীন ইসলাম এবং দ্বীনের অনুসারীদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ করে সে ক্ষেত্রে মু'মিনের জন্যেও অস্ত্রধারণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তখন ঘোষণা

করবে এ দ্বীন আমাদের নিকট আমাদের জীবন হতে অধিক প্রিয়। তোমরা যদি এ দ্বীনকে ধ্বংস করার জন্যে অগ্রসর হও, তাহলে আমরাও তোমাদেরকে হত্যা করবো। আর না হয় আমরা দ্বীনের পথে জীবনদান দেবো।

আরব দেশে সে যুগে দাস প্রথার প্রচলন ছিলো। কেবল আরব দেশেই নয় বরং তৎকালীন বিশ্বে সকল সভ্য দেশেই এই অভিশপ্ত প্রথার প্রচলন ছিলো। ইসলামের আগমনের পর সে মানুষকে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করা এবং মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে দাস-দাসীদের মুক্তির ব্যাপারটা নিজ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এ কাজটিকে অত্যন্ত নেকের কাজ বলে ঘোষণা করে। সমাজের দুস্থ ও অভাবী লোকদের সাহায্য করা, কোন অপারগ লোকের কাজে অথবা সুচারুরূপে কাজ করতে পারে না এমন লোকের কাজে সাহায্য করা খুবই নেকের কাজ।

দাসমুক্ত করা ঃ

(٣٦٦) قَالَ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مُّسْلِمَةً اَعْتَقَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَعْتَقَ 'আ'তাকা'– মুক্ত করবে। رَقَبَةً مُّسْلِمَةً 'রাকাবাতান মুসলিমাতান'–কোন মুসলিম দাসকে। عُضْوٌ 'উ'দওয়ুন–অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

৩৬৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম দাসকে মুক্ত করবে। আল্লাহ তার এক একটি অঙ্গের পরিবর্তে মুক্তকারীর এক একটি অঙ্গ জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত করে দেবেন।
-বুখারী, মুসলিম।

নেকের ধারণা ও মানদণ্ড ঃ

(٣٦٧) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَاِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ اَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَاَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِى اِنَاءِ اَخِيْكَ - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ لَاتَحْقِرَنَّ 'লা-তাহকিরান্না'– নগণ্য মনে করো না। تَلْقَى 'তালকা'–তুমি মিলিত হবে। وَجْهٍ طَلْقٍ 'ওয়াজহিন তালাকিন'–হাসি মুখে। تَفْرَغَ 'তাফরাগা'–ঢালা। اِنَاءٌ 'ইনাউন'–বালতি, পাত্র।

৩৬৭। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কোন নেক কাজকেই নগণ্য মনে করো না। তোমার কোন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে মিলিত হওয়াও একটি নেকের কাজ। এমনিভাবে নিজ বালতির পানি অপরের পাত্রে ঢেলে দেওয়াও নেকের কাজ।-তিরমিযী।

(٣٦٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِيْ دَابَّتِـهٖ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا اَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ـ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا اِلَى الصَّلٰوةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ ـ

ـ بخارى ـ

শব্দের অর্থ ঃ تَعْدِلُ 'তা'দিলু'– ন্যায় বিচার করবে। تُعِيْنُ 'তুঈনু'–সাহায্য করবে। تَرْفَعُ 'তারফাউ''– উঠিয়ে দিবে। مَتَاعَهُ 'মাতাআহু'–মাল, বোঝা। اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ 'আলকালিমাতুত্ তাইয়্যিবাতু'–উত্তম কথা। خُطْوَةٌ 'খুতওয়াতুন'–কদম। تَمْشِيْهَا 'তামশীহা'– যে পথ চলে। تُمِيْطُ 'তুমীতু' –তুমি সরিয়ে দিয়েছো। اَذٰى 'আযা'–কষ্টদায়ক বস্তু।

৩৬৮। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দু'ব্যক্তির মাঝে সন্ধি ও সমঝোতা সৃষ্টি করে দাও। এটাও একটি নেকীর কাজ। কাউকে আরোহণের ব্যাপারে সাহায্য করা। এভাবে তাকে তোমার সওয়ারীর উপর উঠিয়ে নেয়া অথবা তার বোঝা তার সওয়ারীর উপর উঠিয়ে দেয়া এটাও সদকা বা নেকীর কাজ। এমনিভাবে ভালো কথা বলাও নেকীর কাজ। নামায আদায়ের

উদ্দেশ্যে পথ চলার জন্যে তোমার যে প্রতিটি কদম উঠে তাও সদকা বা নেক কাজ। পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু যেমন কাঁটা ও পাথর সরিয়ে দেয়াও নেকের কাজ। -বুখারী।

ব্যাখ্যা ঃ অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, তোমার মর্যাদা প্রতিপত্তি দ্বারা কারো উপকার সাধন করাও নেকীর কাজ। এক ব্যক্তি তার বক্তব্যকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারছে না। অথচ তোমাকে সুন্দরভাবে বক্তব্য পেশ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এ অবস্থায় তোমার ভাইয়ের বক্তব্য পেশ করার ব্যাপারে সাহায্য করাও নেকীর কাজ। তোমাকে শক্তি প্রদান করা হয়েছে। এ শক্তি দিয়ে তুমি কোন দুর্বল ও অসহায় ব্যক্তির সাহায্য করো। এটাও নেকের কাজ। তোমাকে জ্ঞান ও বিদ্যা দান করা হয়েছে। এ অবস্থায় অপরকে সঠিক জ্ঞান দান করা নেকীর কাজ।

(٣٦٩) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ - قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ - قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفِ؟ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ يَاْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ اَوِ الْخَيْرِ - قَالَ رَاَيْتَ اِنْ لَّمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ - - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَرَاَيْتَ 'আরাআইতা'–তুমি কি দেখেছো ? لَمْ يَجِدْ 'লাম ইয়াজিদ'–না পায়। يَعْمَلُ 'ইয়া'মালু'–সে কাজ করবে। يَنْفَعُ 'ইয়ানফাউ' –উপকার করবে। يَتَصَدَّقُ 'ইয়াতাসাদ্দাকু'–সদকা করবে। لَمْ يَسْتَطِعْ 'লাম ইয়াসতাতি'–সমর্থ না হয়। اَلْمَلْهُوْفُ 'আলমালহূফু' –বিপন্ন ব্যক্তি। يُمْسِكُ 'ইউমসিকু' –বিরত থাকবে। اَلشَّرُّ 'আশ্‌শাররু'–অনিষ্ট।

৩৬৯। আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সদকা প্রদান করা প্রত্যেক মুসলমানের

জন্যে অপরিহার্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি কারো নিকট ধন-সম্পদ না থাকে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, সে নিজ হাতে উপার্জন করবে। তা হতে নিজে খাবে এবং গরীবকে দান করবে। আমি বললাম, যদি সে উপার্জনে অক্ষম হয় ? তিনি বললেন, কোন অসহায় ও বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করবে। আমি বললাম, যদি এতেও সে সমর্থ না হয় ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সৎ ও নেক কাজে লোককে উৎসাহিত করবে। আমি পুনরায় আরজ করলাম, যদি এ কাজও সে করতে না পারে ? তিনি জবাবে বললেন, তাহলে সে মানুষের অনিষ্ট হতে বিরত থাকবে। কেনোনা এটাও নেকীর কাজ।-মুসলিম।

(٣٧٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهٖ -

- بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ حَاجَةِ اَخِيْهِ 'হাজাতি আখীহি'–তার ভাইয়ের প্রয়োজনে। فِيْ حَاجَتِهٖ 'ফী হাজাতিহী–তার প্রয়োজনে।

৩৭০। "আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজনের সময় সাহায্য করবে আল্লাহ তার প্রয়োজনের সময় সাহায্য করবেন।- বুখারী, মুসলিম।

ব্যাখ্যা ঃ অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে। আল্লাহ তাঁর কিছু বান্দাকে মানুষের সাহায্য ও উপকার সাধনের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ নিজ প্রয়োজনের কথা তাদের নিকট পৌছিয়ে দেয়া মাত্র তারা তা পূরণ করে দেন। এ সকল লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি হতে নিরাপদ থাকবে।

বিশুদ্ধ আমল

শিরক না করা ঃ

(٣٧١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً اَشْرَكَ فِيهِ مَعِىْ غَيْرِىْ فَاَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ هُوَ لِلَّذِيْ عَمِلَ لَهُ - مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَغْنٰى 'আগনা'–অধিক মুক্ত। اَلشُّرَكَاءُ 'আশশুরাকাউ'–শরীকদের। اَشْرَكَ 'অশরাকা–শরীক করেছে। بَرِىُ 'বারিয়্যুন' –মুক্ত।

৬৭১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, আমি অন্যান্য শরীকদের মুকাবিলায় শিরক হতে অধিক মুক্ত। অর্থাৎ শিরক-এর মুখাপেক্ষী নই। কোন ব্যক্তি তার কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করলে তার কাজের সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। আমি তার কাজ হতে মুক্ত। উক্ত আমল বা কাজ কেবল তার জন্যেই হবে। যাকে সে আমার সাথে শরীক করলো। -মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ যে সকল দ্বীনি ভাইদের নেক আমল করার তওফীক হয়েছে, বিশেষ করে যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত। তাদেরকে এ হাদীস সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করতে হবে। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নেকের যে কোন কাজ তা ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত হোক বা ব্যবহারিক জীবনের সাথে। সেটা নামায হোক কিংবা আল্লাহর বান্দাদের সেবামূলক কাজ হোক। যদি সে কাজ দ্বারা নাম ও প্রতিপত্তি লাভ, কিংবা কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষের ধন্যবাদ গ্রহণ করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আল্লাহর নিকট এ ব্যক্তির আমলের কোন মূল্য নেই। আর যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং মানুষের ধন্যবাদ লাভ দুটেই। উদ্দেশ্য হয় তাহলে সে আমল বিফল বলে গণ্য হবে। যদি শুরুতে আল্লাহর সন্তুষ্টি তাকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করে থাকে, পরবর্তীতে অপরের সন্তুষ্টি অর্জন উক্ত স্থান দখল করে নেয় তাহলে এ আমলও বিফলে যাবে। কাজেই এসব ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। শয়তান প্রবেশের জন্যে

হাজার দুয়ার খোলা আছে। এরূপ অদৃশ্য শত্রুর হাত হতে বাঁচার একটি পথই আছে। তাহালো আল্লাহর নিকট আত্মসর্পণ করা। তাঁর নিকট নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করা। কেনোনা আল্লাহ সাহায্য না করলে দুর্বল মানুষ শয়তানের আক্রমণ হতে কোনভাবেই রক্ষা পেতে পারে না।

সংশোধন ও প্রশিক্ষণের উপাদানসমূহ

আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের বিবরণ ঃ

(٣٧٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ اِسْمًا مِائَةٌ اِلاَّ وَاحِدًا - مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ 'তিসআতুওঁ ওয়া তিস্উ'না'–নিরানব্বই। مَنْ اَحْصَاهَا 'মান আহ্সাহা'– যে তা মনে রেখেছে। دَخَلَ الْجَنَّةَ 'দাখালাল্ জান্নাতা' –সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৩৭২। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর একশত হতে এক কম— নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মনে রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।-বুখারী।

ব্যাখ্যা ঃ মনে রাখার অর্থ হলো নামগুলোর অর্থ ও তাৎপর্য ভাল করে জানা। বাস্তব জীবনে এগুলোর চাহিদা ও দাবীসমূহ পূরণ করা। অন্যভাবে এটা বলা যায় যে, আল্লাহর গুণাবলী দ্বারা নিজেকে রঞ্জিত করে বাস্তব জীবনে তার চাহিদা ও দাবী অনুযায়ী আমল করাই হলো 'মনে রাখার' প্রকৃত অর্থ।

এ হাদীসে আল্লাহর সবগুলো গুণবাচক নামের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি। এগুলো জানা এবং এগুলোর তাৎপর্য এবং চাহিদা হৃদয়ঙ্গম করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।

কারণ পবিত্র কুরআনের মধ্যেই আল্লাহ তাঁর যাবতীয় গুণবাচক নাম, এদের চাহিদা ও এগুলো থেকে উপকৃত হবার প্রকৃত পন্থা বর্ণনা করে দিয়েছেন। তবে একথা সত্য যে, এগুলো থেকে ঐ ব্যক্তিই পূর্ণ মাত্রায় উপকৃত হতে পারবে। যে ব্যক্তি কুরআন অর্থসহ বুঝে শুনে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বিভিন্ন হাদীসে চাহিদাসহ এ নামগুলো বর্ণনা করেছেন। পবিত্র হাদীস ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমেই এটা বুঝা যাবে। আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোকে কিভাবে স্মরণ ও আত্মস্থ করা যায়। আমরা এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে এমন কয়েকটি জরুরী গুণবাচক নামের আলোচনা করলাম, যেগুলো বার বার পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। মু'মিনগণের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও এগুলো অত্যন্ত জরুরী ও ফলপ্রদ।

১। اَللّٰهُ (আল্লাহ) হলো সেই মহান সত্ত্বার মূল নাম যিনি সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা। একমাত্র স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কারো জন্যে কখনো এ নামটি ব্যবহৃত হয়নি। যে ধাতু হতে এ শব্দটি বের হয়েছে তার দু'টো অর্থ আছে। প্রথমটি হলো প্রেমের আকর্ষণে কারো প্রতি ঝোঁকে যাওয়া, অগ্রসর হওয়া। দ্বিতীয়টি, হলো, বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবার আশায় কারো কাছে দৌড়ে আসা ও তার নিকট আত্মসমর্পণ করা। সুতরাং আল্লাহ আমাদের ইলাহ। অতএব এর দাবী হলো, তাঁর প্রেমেই আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ থাকবে। আমাদের অন্তরে তার আকর্ষণ ব্যতীত আর কারো প্রতি কোন আকর্ষণ থাকবে না। আমাদের দেহ ও প্রাণের যাবতীয় শক্তি ও যোগ্যতা তারই জন্যে নিবেদিত। তারই আনুগত্য ও দাসত্ব করবে এবং একমাত্র তারই সামনে মাথা নত করবে। তারই উদ্দেশ্যে মানত ও কুরবানী পেশ করবে। তার উপরই সব অবস্থায় নির্ভর করবে। তাঁর কাছেই নিজেকে পূর্ণমাত্রায় উৎসর্গ করে দেবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট বিপদাপদ থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য চাইবে না। উপরোল্লিখিত সবগুলো বিষয়ই আল্লাহর 'ইলাহ্' হবার প্রকাশ্য ও জাজ্বল্যমান দাবী।

২। اَلرَّبُّ (আর্-রব) এ শব্দটি যে মূল শব্দ হতে নির্গত হয়েছে তার অর্থ হলো লালন পালন করা। দেখাশুনা করা। রক্ষণাবেক্ষণ করা। সকল সংকট থেকে রক্ষা করে উন্নতির যাবতীয় উপায়-উপাদান সরবরাহ করা। উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়া। আল্লাহর রুবুবিয়াতের বিষয়টি একটি অত্যন্ত প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট বিষয়। মাতৃগর্ভের গভীর অন্ধকারে খাদ্য ও আলো বাতাস সরবরাহ করে কে? দুনিয়ায় আগমনের পূর্বেই সন্তানের জন্যে মায়ের বুকে খাদ্যের সংস্থান করে রাখে কে? কে সে সত্ত্বা যে পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের অন্তরে সন্তানের জন্যে স্নেহ মমতা লুকিয়ে রাখে? এরূপ করা না হলে সন্তান যখন কেবলমাত্র একটি মাংসপিণ্ডের ন্যায় ভূমিষ্ট হয় তখন কে তাকে কোলে তুলে নিতো? কে তার অভাব পূরণ করতো? ধীরে ধীরে কে তার দৈহিক ও মানসিক শক্তির শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতো? এ দুর্বার যৌবন, এ নিটোল স্বাস্থ্য ও সবলতা কার দান? এ আসমান জমীনের বিচিত্র কারখানা কিভাবে ও কার জন্যে সতত চলমান? এসব কি তার রুবুবিয়াতের অকাট্য দলীল নয়? তিনি ব্যতীত এমন অন্য কোন সত্ত্বা কে আছে যে তাঁর এ রুবুবিয়াতের অংশীদার হতে পারে?

যদি একমাত্র তিনিই আমাদের মুরুব্বী ও মহা উপকারী বন্ধু হয়ে থাকেন। তাহলে এর সুস্পষ্ট দাবী হলো আমাদের জিহ্বা, হাত, পা, দেহ ও প্রাণের যাবতীয় শক্তি সামর্থ একমাত্রা তার জন্যে নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত হবে। তিনি শুধু সৃষ্টির জন্যে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থাই করেননি বরং তাঁর রুবুবিয়াতের অনুপম নিদর্শন হিসাবে আমাদের সামগ্রিক জীবনযাত্রাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন এ লক্ষে আমাদের আত্মার উপযুক্ত খোরাক দানের জন্যে তিনি কিতাবও পাঠিয়েছেন। আর এটাই হলো মানব জাতির প্রতি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ইহসান। এ কিতাবের মর্যাদা রক্ষা করে এটাকে আত্মা ও প্রাণের খোরাক বানিয়ে নিতে হবে। নিজের জীবনে একে বাস্তবায়িত করে একজন অনুগত ও কৃতজ্ঞ বান্দাহ্র ন্যায় বিশ্বব্যাপী এর প্রচার ও চর্চা করার জন্যে জীবনপণ করতে হবে। যেসব লোক এ কিতাবের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন থেকে এখনো বঞ্চিত তাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। এসব কিছুই আল্লাহর এ মহান দান ইহসানের দাবী।

৩। اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (আর রাহমানু আর রাহীম) এ দু'টো শব্দ রহমত শব্দ থেকে বের হয়েছে। প্রথম শব্দটির মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ও আধিক্যবোধক অর্থ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শব্দটির মধ্যে ধারাবাহিকতা ও নিত্যতার অর্থ পাওয়া যায়। তিনিই রাহমান (করুণাময়) যাঁর করুণার মধ্যে তীব্র আবেগ পরিলক্ষিত হয়। বায়ু, পানি ও অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা আল্লাহর এ বিশেষণটিরই কাজ। আর এ বিশেষণটির ফলশ্রুতিতেই তিনি মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে তার সর্বশ্রেষ্ঠ রহমত ও ইহ্সান হিসাবে আল কুরআন পাঠিয়েছেন।

اَلرَّحْمٰنُ - عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ -

"করুণাময় তিনি কুরআন শিখিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে কথা বলার শক্তি দান করেছেন।"

اَلرَّحِيْمُ (আর্-রাহীমু) শব্দের অর্থ হলো, যার করুণার ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হয় না। যার করুণা অত্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ও চিরন্তন। এ গুণগুলোকে মেনে নেবার পর রহমানের পছন্দানুযায়ী রীতি মুতাবিক জীবন যাপন করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এরূপভাবে জীবন যাপন করলেই আরো অধিক রহমাতের দাবীদার ও অধিকারী হতে পারবে। নিজের জীবনকে এমন ভিত্তির উপর রচনা করবে না যে ভিত্তি রহমানের অপছন্দ। অন্যথায় তিনি তার কৃপা দৃষ্টি তোমার উপর থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেবেন। সুতরাং যে সমস্ত লোক ইকামাতে দ্বীনের সংগ্রামে লিপ্ত, তাদের বাঁধা বিপত্তি, বিপদাপদ ও চরম নির্যাতনের মধ্যেও মনে রাখতে হবে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ যখন করুণাময় তখন তিনি তাঁর অপার করুণা হতে তাদেরকে অবশ্যই বঞ্চিত করবেন না।

৪। اَلْقَائِمُ بِالْقِسْطِ (আল্-কায়েমু বিল্কিসতি)। অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায় বিচারক। সুতরাং তিনি যখন ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক তখন তাঁর নিকট বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, অপরাধী ও নিরপরাধী এক হতে পারে না। উভয়ের সঙ্গে তিনি দুনিয়া এবং আখেরাতের কোন স্থানেই একই রকম ব্যবহার করতে পারেন না।

৫। اَلْعَزِيْزُ (আল্-আযীযু)। ক্ষমতাধর, প্রতাপশালী। প্রত্যেকেই যার ক্ষমতাধীন। কেউ যার ক্ষমতাকে কখনো চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। তিনি যদি তাঁর অনুগত বান্দাগণকে বিজয়ী করে তার হাতে সকল ক্ষমতা দিতে চান, তাহলে পৃথিবীর কোন শক্তি তাঁর এ সিদ্ধান্তকে বানচাল করতে পারবে না। অপর পক্ষে তিনি যদি তার কোন গোলামকে শাস্তি দিতে চান তাহলে সে কোথাও পালিয়ে থাকতে পারবে না। তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কেউ কোন প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারবে না।

৬। اَلرَّقِيْبُ (আর্-রাকীবু)। তত্ত্বাবধায়ক, পর্যবেক্ষক ও দেখাশুনাকারী। যখন তিনি সকলের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ করেন তখন সে অনুযায়ীই তিনি তাদের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি বিধান করবেন।

৭। اَلْعَلِيْمُ (আল্-আলীমু) সর্বজ্ঞ। এ বিশ্ব চরাচরের কে কোথায় আছে? কি করেছ? কি তার প্রয়োজন? তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের মধ্যে কে কোথায় কোন কঠিন অবস্থা ও বিপদের সম্মুখীন? সবই তার নখদর্পণে। সবই তাঁর জানা। এ কারণেই তিনি অপাত্রে দান ও ভুল সিদ্ধান্ত করা থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি পুরস্কার অথবা শাস্তির যোগ্য তিনি তাকেই তা দিয়ে থাকেন। তার রহমত ও সাহায্য পাবার কোন যোগ্য ও অধিকারী যেমন কখনো রহমত ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হন না। তেমনি তাঁর ক্রোধ ও শাস্তির অধিকারী ব্যক্তিও কখনো সফলতার মুখ দেখতে পারবে না।

এখানে আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে এমন কতগুলো পূর্ণ গুণবাচক নামের বিবরণ দেয়া হলো যাদের মধ্যে অন্যান্য গুণবাচক নামের বৈশিষ্ট্যও প্রায় এসে গেছে। এ পুস্তকে এর বেশী উল্লেখ করার অবকাশ নেই। তবে একথা আমি আবারো বলতে চাই। আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য জানতে হলে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করা জরুরী। আরবী ভাষা যারা জানেন এবং যারা জানেন না উভয় শ্রেণীকে এটা চিন্তা করে দেখতে হবে যে, আল্লাহ আল-কুরআনের আয়াতসমূহের শেষাংশে কেন তার গুণবাচক নামসমূহ সংযোজন করেছেন এবং এগুলোর মধ্যে মানুষের জন্যে কি হেদায়াত নিহিত রয়েছে।

দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ও আখেরাতের চিন্তা

সজাগ মন ও মৃত্যুর প্রস্তুতি ঃ

(٣٧٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ تَالَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ "فَقَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ النُّوْرَ اِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انْفَسَحَ ـ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لِتِلْكَ مِنْ عَلَمٍ يُّعْرَفُ بِهٖ؟ قَالَ نَعَمْ ـ اَلتَّجَافِىْ عَنْ دَارِ للغَرُوْرِ وَالْاِنَابَةُ اِلٰى دَارِ الْخُلُوْدِ وَلْاِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزُوْلِهٖ ـ مشكواة ـ

শব্দের অর্থ ঃ تَالَا 'তালা'–তিনি তেলওয়াত করলেন। اِنْفَسَحَ 'ইনফাসাহা' –খুলে দেন। عَلَمٌ 'আলামুন'–লক্ষণ। يُعْرَفُ 'ইউ'রাফু'–চিনা যায়। اَلتَّجَافِىْ 'আততাজাফি'–বিরাগ। دَارُ الْغُرُوْرِ 'দারু গুরূরি'–দুনিয়ায়। دَارُ الْخُلُوْدِ 'দারুল খুলূদি'–চিরস্থায়ী আবাস স্থল, পরকাল। اَلْاِنَابَةُ 'আল-ইনাবাতু'–অনুরাগ। اَلْاِسْتِعْدَادُ 'আল ইসতি'দাদু'–প্রস্তুতি নেয়া।

৩৭৩। আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাস্‌উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

"فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ" ـ انعام : ايت ١٥٢

"যাকে আল্লাহ হেদায়েত দানের ইচ্ছা করেন আল্লাহ তার অন্তর ইসলামের জন্যে খুলে দেন।" -আনয়াম ঃ ১৫২.

এ আয়াত পাঠের পর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই নূর যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন অন্তর খুলে যায়। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এর কি কোন অনুভবনীয় লক্ষণ আছে ? যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারবো যে অন্তর প্রশস্ত হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ,

তার অনুভব যোগ্য পরিচয় হলো, অন্তরে দুনিয়ার প্রতি বিরাগ এবং চিরস্থায়ী আবাসস্থলের জন্যে অনুরাগ। মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি নিতে থাকবে। -মেশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যার অন্তরে ইসলামের প্রকৃত রূপ ধরা পড়ে তার মনে এ নশ্বর দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ও অনীহা সৃষ্টি হতে থাকে। আখিরাতের প্রতি তার প্রবল অনুরাগ জন্মে। মৃত্যুর পরোয়ানা লাভের পূর্বেই সে আখিরাতের জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

বিপদের ঘন্টা ঃ

(٣٧٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَتَخَوَّفُ عَلٰى اُمَّتِي الْهَوٰى وَطُوْلُ الْاَمَلِ - فَاَمَّا الْهَوٰى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ - وَاَمَّا طُوْلُ الْاَمَلِ فَيُنْسِي الْاٰخِرَةَ هٰذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ - وَهٰذِهِ الْاٰخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ - وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا بَنُوْنَ - فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَا تَكُوْنُوْا مِنْ بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوْا، فَاِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَاحِسَابَ وَغَدًا اَنْتُمْ فِيْ دَارِ الْاٰخِرَةِ وَلَا عَمَلَ - مشكواة : جابر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ يَصُدُّ 'ইয়াসুদ্দু'–সরিয়ে দেবে। طَوْلُ الْاَمَلِ 'তাওলুল আমালি'–রঙ্গীন আশা। يَنْسٰى 'ইয়ানসা'–ভুলিয়ে দিবে। مُرْتَحِلَةٌ 'মুরতাহিলাতুন' –বিদায় নিচ্ছে। ذَاهِبَةٌ 'যাহিবাতুন'–চলে যাচ্ছে। مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ 'মুরতাহিলাতুন কাদিমাতুন'–এগিয়ে এসেছে। بَنُوْنَ 'বানূনুন' –সন্তানাদি। اِسْتَطَعْتُمْ 'ইসতাতা'তুম'–যদি তোমরা চাও।

৩৭৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্যে যে জিনিসটির সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হলো প্রবৃত্তি পূজা ও পার্থিব উন্নতির রঙ্গিন আশা। প্রবৃত্তি পূজার ফলে তারা সত্যপথ থেকে অনেক দূরে সরে পড়বে। আশা-আকাংখার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আখেরাতের কথা ভুলে যাবে। সুতরাং একথা মনে রেখো। এ দুনিয়া বিদায় নিচ্ছে ও

চলে যাচ্ছে। আখেরাত সামনে এগিয়ে আসছে। এদের উভয়েরই সন্তানাদি (অনুগামী) আছে। যদি তোমরা দুনিয়ার সন্তান (দুনিয়াদার, আত্মপূজারী) না হতে চাও তাহলে সৎকাজ করতে থাকো। কেনোনা আজ তোমরা কর্ম ক্ষেত্রে আছো। এখানে কোন হিসাব নেয়া হচ্ছে না। কিন্তু আগামীকাল তোমরা হিসেবের জগতে যাবে যেখানে কোন কাজের সুযোগ থাকবে না। -মিশকাত

পাঁচটি জিনিসকে পাঁটি জিনিসের পূর্বে মহাসুযোগ হিসাবে ব্যবহার করবে ঃ

(٣٧٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَّهُوَ يَعِظُهُ - اِغْتَنِمْ خَمْسًا - شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ - وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ - وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ - مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ يَعِظُهُ 'ইয়ায়ি'যুহু– তাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন। اِغْتَنِمْ 'ইগতানিম'–মূল্যবান মনে করো। شَبَابَكَ 'শাবাবাকা'–তোমার যৌবন কালকে। هَرَمِكَ 'হারামিকা'–তোমার বার্ধক্য। سُقْمِكَ 'সুকমিকা' –তোমার রগ্ন অবস্থা। غِنَاكَ 'গিনাকা'–তোমার সচ্ছলতাকে। فِرَاغَكَ 'ফিরাগাকা' –তোমার অবকাশ কালকে। حَيَاتَكَ 'হায়াতাকা'–তোমার জীবন কালকে।

৩৭৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটি বস্তুর পূর্বে মহামূল্যবান বলে মনে করবে ঃ (১) বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকালকে। (২) রুগ্ন হয়ে যাবার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে। (৩) দরিদ্র হয়ে যাবার পূর্বে তোমার সচ্ছলতাকে। (৪) ব্যস্ততা আসার পূর্বে তোমার অবকাশকে এবং (৫) মৃত্যু আসার পূর্বে তোমার জীবনকালকে। -মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ বার্ধক্য আসার পূর্বেই যথাসম্ভব বেশী করে সৎকাজ করে নাও। কেনোনা বৃদ্ধ বয়সে ইচ্ছা করলেও কর্মক্ষমতার অভাবে মনের

মতো করে কোন সৎকাজ করা যায় না। তোমার দৈহিক সুস্থতার সময় পরকালীন প্রস্তুতি সেরে নাও। কেনোনা অসুস্থ হয়ে গেলে কোন ভাল কাজ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। সচ্ছলতা থাকা অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে পরকালের পুঁজি বানিয়ে নাও। কেনোনা সম্পদ কোন সময় কারো নিকট চিরস্থায়ীভাবে থাকে না। যদি হঠাৎ করে তোমার সম্পদ চলে যায় আর তুমি গরীব হয়ে পড়ো তাহলে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার আর কোন সুযোগই পাবে না। সর্বোপরি নিজের জীবনকালকে আল্লাহর কাজে লাগিয়ে রাখো। কেনোনা মৃত্যুর ছোবল সমস্ত কাজের সম্ভাবনাকে তিরোহিত করে দেবে।

মৃত্যুর কথা স্মরণ করো ঃ

(٣٧٦) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلٰوةٍ فَرَءَ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ يَكْتَشِرُوْنَ ـ قَالَ اَمَا اِنَّكُمْ لَوْ اَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا اَرٰى ـ اَلْمَوْتِ فَاَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ اَلْمَوْتِ ـ فَاِنَّهُ لَمْ يَاْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ اِلاَّ تَكَلَّمَ ـ فَيَقُوْلُ اَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَاَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَاَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَاَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ ـ وَاِذْ دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَّاَهْلاً ـ اَمَّا اِنْ كُنْتَ لاَحَبَّ مَنْ يَمْشِى عَلٰى ظَهْرِىْ اَلَىَّ فَاِذْ وَلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتُ اِلَىَّ فَسَتَرٰى صَنِيْعِىْ بِكَ، قَالَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهٖ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ اَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لاَمَرْحَبًا وَّلاَ اَهْلاً ـ اَمَا اِنْ كُنْتَ لاَبْغَضَ مَنْ يَمْشِىْ عَلٰى ظَهْرِى اِلَىَّ فَاِذْ وَلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَىَّ فَسَتَرٰى صَنِيْعَتِىْ بِكَ ـ قَالَ فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتّٰى تَخْتَلِفَ اَضْلاَعُهٗ ـ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَصَابِعِهٖ فَادْخَلَ بَعْضَهَا فِى جَوْفِ بَعْضٍ ـ قَالَ وَيُقَيَّضُ لَهُ سَبْعُوْنَ تِنِّيْنًا لَوْ اَنَّ وَاحِدًا مِّنْهَا نَفَخَ فِى

الْاَرْضِ - مَا اَنْبَتَتْ شَيْئًا مِّا بَقِيَتِ الدُّنْيَا فَيَنْهَسْنَهُ وَيَخْدَشْنَهُ حَتّٰى يُفْضِيْ بِهٖ اِلَى الْحِسَابِ - قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اِنَّمَا الْقُبُوْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ -

- ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ كَاَنَّهُمْ 'কাআন্নাহুম'-যেনো তারা। يَكْتَشِرُوْنَ 'ইয়াকতাশিরূনা'-তারা খিল খিল করে হাসছে। هَاذِمِ اللَّذَّاتِ 'হাদিমিল্লায্যাত' -আহলাদ অবসানকারী। لَشَغَلَكُمْ 'লাশাগালাকুম' -অবশ্যই তোমাদের ফিরিয়ে রাখতো। عَمَّا اَرٰى 'আম্মা আরা'-আমি যা দেখছি। تُكَلِّمُ 'তুকাল্লিমু'-সে বলে। بَيْتُ الْغُرْبَةِ 'বাইতুল গুরবাতি'-পান্থনিবাস। بَيْتُ الْوَحْدَةِ 'বাইতুল ওয়াহদাতি'-নির্জন কুটির। بَيْتُ الدُّوْدِ 'বাইতুদ্দূদি' -কীট-পতঙ্গের আস্তানা। وَلِيُّكَ 'উল্লীতুকা'-আমি তোমার ওলী। سَتَرٰى 'সাতারা'-তুমি দেখবে। صَنِيْعِيْ 'সানীঈ'-আমার কর্মকাণ্ড। يَتَّسِعُ 'ইয়াত্তাসিউ' -প্রশস্ত হবে। مَدَّ نَظَرِهٖ 'মাদ্দা নাযরিহি'-তার দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত। يُفْتَحُ 'ইউফাতাহু'-খোলা হবে। اَلْفَاجِرُ 'আলফাজিরু' -গুনাহগার। اَبْغَضُ 'আবগাযু'-খুব ঘৃণিত। ظَهْرِيْ 'যাহরী' -আমার পিঠ। يَلْتَئِمُ 'ইয়ালতায়িমু'-সে চেপে যাবে। تَخْتَلِفُ 'তাখতালিফু' - প্রবেশ করবে। يُقَيَّضُ 'ইউকাইয়্যিযু-ঠিক করা হবে। سَبْعُوْنَ 'সাবউ'না' -সত্তর। تِنِّيْنًا 'তিনীনান'-বিষধর সাপ। نَفَخَ 'নাফাখা'-নিঃশ্বাস ফেলতো। يَنْهَسْنَهُ 'ইয়ানহাসনাহু'-তাকে দংশন করবে। يَخْدَشْنَهُ 'ইয়াখদাশনাহু'- তাদের ছোবল মারবে। رَوْضَةٌ 'রাওদ্বাতুন'- বাগান। حُفْرَةٌ 'হুফরাতুন'-গর্ত।

৩৭৬। আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্যে মসজিদে এসে দেখলেন কিছু লোক খিল খিল করে হাসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তোমরা সকল আনন্দ আহলাদের অবসানকারী মৃত্যুর কথা বেশী করে স্মরণ করতে, তাহলে এ হাসি বন্ধ হয়ে যেতো। সমস্ত স্বাদ-আহলাদের অবসানকারী মৃত্যুর কথা বেশী করে স্মরণ করো। কবর প্রতিদিন একথা বলতে থাকে, আমি পান্থনিবাস। আমি নির্জন কুটির। আমি মাটির ঘর। আমি কীটপতঙ্গের আস্তানা। যখন কোন মু'মিন বান্দাকে কবরে শায়িত করা হয়, কবর তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে, আমার উপর বিচরণকারীদের মধ্যে তুমিই আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় ছিলে। আজ যখন তোমাকে আমার অধীনে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং তুমি আমার নিকট এসে গেছো। তখন তুমি দেখতে পাবে আমি তোমার সংগে কতো উত্তম ব্যবহার করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ মু'মিন ব্যক্তির জন্যে তার কবর দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যাবে। তার জন্যে জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। যখন কোন গুনাহগার অথবা আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়। কবর তাকে স্বাগতম জানায় না। সে বলতে থাকে, আমার পিঠের উপর চলাচলকারীগণের মধ্যে তুমি ছিলে আমার নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণ্য ব্যক্তি। আজ যখন তোমাকে আমার হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং আমার কব্জায় এসে গেছো, হাড়ে হাড়ে টের পাবে আমার আচরণ কতো নিষ্ঠুর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এরপর তার কবর এমনভাবে সংকুচিত হয়ে চেপে যাবে যে, তার এক পাশের পাঁজর অপর পাশের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যাবে। একথা বলার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক হাতের আংগুলসমূহ অপর হাতের আংগুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। এরপর তিনি বললেন, তারপর এমন সত্তরটি বিষধর সাপ তার উপর ছেড়ে দেয়া হবে। যদি তাদের কোন একটি সাপ এ পৃথিবীতে শুধুমাত্র নিশ্বাস ফেলতো তাহলে বিষের তীব্রতায় পৃথিবীর সবকিছুই মরে যেতো। যমীন চিরকালের জন্য উৎপাদন শক্তি হারিয়ে ফেলতো। অতপর এ বিষধর সাপগুলো তাকে অনবরত কামড়াতে ও ছোবল মারতে থাকবে। এ শাস্তি ভোগ করতে করতে হিসাব নিকাশের দিন এগিয়ে আসবে এবং হিসাব দানের জন্যে তাঁকে আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে। তারপর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, কবর মানুষের জন্যে জান্নাতের উদ্যানসমূহের কোন একটি উদ্যান অথবা জাহান্নামের গহ্বরসমূহের কোন একটি গহ্বরে পরিণত হয়। -তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ যদি তার সাধ্যানুযায়ী পৃথিবীতে অন্যায় ও অপকর্মের বিরোধিতা করার চেষ্টা করে এবং আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাহলে হাশরের পূর্বে কবরের এ মধ্যবর্তী জীবনে আল্লাহ তার সংগে সদয় ব্যবহার করবেন। তাকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবেন। যে ব্যক্তি সারা জীবন অপকর্ম করে এবং তাওবা না করে মৃত্যু মুখে পতিত হয় আল্লাহ তার সংগে এমন ব্যবহার করবেন যেমন ব্যবহার আদালতে পেশ করার পূর্বে নিকৃষ্টতম অপরাধে অভিযুক্ত আসামীর সংগে হাজতবাসের সময় করা হয়। হাদীসটির শেষাংশের অর্থ হলো— মানুষ ইচ্ছে করলে আল্লাহর পছন্দনীয় কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে নিজের কবরকে জান্নাতের উদ্যানের ন্যায় মনোরম আবাসে পরিণত করতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে সারা জীবন পাপ ও অপকর্মে ডুবে থেকে নিজের কবরকে জাহান্নামের ভয়াবহ গহ্বরের ন্যায় নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য নিবাসেও পরিণত করতে পারে।

কবর যিয়ারত ঃ

(٣٧٧) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ 'কুনতু নাহাইতুকুম'–আমি তোমাদের মানা করতাম। فَزُوْرُوْهَا 'ফাযূরূহা'–তাই তোমরা যিয়ারত করো।

৩৭৭। বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কবর যিয়ারাত করা থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম। (তৌহীদের পূর্ণ ধারণা মনে বদ্ধমূল হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়। এখন তা হয়ে গেছে) সুতরাং এখন কবর যিয়ারাত করতে পারো।-মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় আছে। এখন যদি তোমরা কবর যিয়ারতে যেতে চাও, যেতে পারো। কেনোনা কবরসমূহ পরকালের কথা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কবরস্থানের সম্মান ঃ

(٣٧٨) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ اِذَا خَرَجُوْا اِلَى الْمَقَابِرِ اَنْ يَقُوْلَ قَائِلُهُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ـ اَسْأَلُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يُعَلِّمُهُمْ 'ইউআল্লিমুহুম'–তিনি তাদের শিক্ষা দিতেন। اَلْمَقَابِرُ 'আলমাকাবিরি'–কবরস্থানগুলো। اَهْلَ الدِّيَارِ 'আহলাদ্দিয়ারি'–ঘরের মালিকগণ। لَاحِقُوْنَ 'লাকিূনা'–মিলিত হচ্ছি। اَسْأَلُ 'আসয়ালু'–আমি কামনা করছি।

৭৭৮। বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতের জন্যে বের হওয়া লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন। সেখানে গিয়ে তোমরা বলবে, হে ঘরসমূহের মু'মিন ও মুসলিম বান্দাগণ! তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমরা আল্লাহ চাহেত অচিরেই তোমাদের সংগেমিলিত হচ্ছি। আমি আমাদের জন্যে এবং তোমাদের জন্যে আল্লাহর নিকট মাগফেরাত কামনা করছি। -মুসলিম

আরাম প্রিয়তা ঃ

(٣٧٩) عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ بِهٖ اِلَى الْيَمَنِ ـ قَالَ اِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ ـ فَاِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ بَعَثَ 'বাআসা'–তিনি পাঠালেন। اِيَّاكَ وَ التَّنَعُّمَ 'ইয়্যাকা ওয়াত্তানা'উমা'–তুমি অবশ্যই বিলাস ব্যাসন থেকে বিরত থাকবে। اَلْمُتَنَعِّمِيْنَ 'আলমুতানা'য়িমীনা'–বিলাস ব্যাসন থেকে বিরত থাকবে।

২৭৯। মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ইয়ামেনে গভর্নর নিয়োগ করে পাঠাবার কালে বললেন, হে মুয়ায! বিলাস ব্যাসন থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। কেনোনা আল্লাহর বান্দাগণ বিলাস প্রিয় হন না।-মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ তুমি সেখানে একটি উচ্চ পদে আসীন হয়ে যাচ্ছো। আর সেখানে উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণের জন্যে আয়েশ ও ভোগ বিলাসের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। অতএব তুমি দুনিয়ার প্রেমে ডুবে যেয়ো না। দুনিয়াদার আমীর উমরাদের ন্যায় বিলাসী মনোভাব পোষণ করো না। কেনোনা এ বিলাসী মানসিকতা আল্লাহর বন্দেগীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

দুনিয়া প্রীতি ও মৃত্যু-ভীতি-লাঞ্ছনা কারণ ঃ

(٣٨٠) قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعِى الْاَكَلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا ـ فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَّلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ ـ وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِى قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ ـ قَالَ قَائِلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاالْوَهْنُ ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ـ

ـ ابو داؤد : ثوبان

শব্দের অর্থ ঃ يُوْشِكُ 'ইউশিকু'–অচিরেই। تَدَاعٰى 'তাদাআ''–ঝাঁপিয়ে পড়বে। قَصْعَتِهَا 'কাসআতিহা'– খাদ্য ভাণ্ডারের উপর। قِلَّةٍ 'কিল্লাতিন' –কম, নগণ্য। يَوْمَئِذٍ 'ইয়াওমায়িযিন'–তখন, সে সময়। غُثَاءٌ 'গুসাউন' খড়কুটা। اَلسَّيْلُ 'আসসাইলু'–প্লাবন। لَيَنْزِعَنَّ 'লাইয়ানযিআন্না' –অবশ্যই উঠিয়ে নিবেন। اَلْمَهَابَةُ 'আলমাহাবাতু'– প্রভাব-প্রতিপত্তি। لَيَقْذِفَنَّ

'লাইয়াকযাফান্না' –অবশ্যই ঢেলে দিবেন। اَلْوَهْنُ 'আলওয়াহনু'– ভয়-ভীতি, কাপুরুষতা।

৩৮০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অচিরেই আমার উম্মতের উপর এমন দুঃসময় আসবে যখন অন্যান্য জাতিগুলো তাদের উপর এমনভাবে ঝাপিয়ে পড়বে যেমনভাবে ক্ষুধাতুর মানুষ খাদ্য সামগ্রীর উপর ঝাপিয়ে পড়ে। সাহাবাদের কেউ একজন জিজ্ঞেস করলেন, তখন আমরা সংখ্যায় এতোই কম থাকবো ? (যে অন্যান্য জাতিগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে গিলে ফেলার জন্যে ছুটে আসবে ?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, না সেদিন তোমাদের সংখ্যা কম হবে না। বরং তোমরা সংখ্যায় অধিক হয়েও প্লাবনের ভাসমান ফেনার ন্যায় ভেসে যাবে। তোমাদের দুশমনের অন্তর থেকে তোমাদের ভয়-ভীতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি উঠে যাবে। তোমাদের অন্তরে প্রবল ভীতি ও কাপুরুষতা সৃষ্টি হবে। একজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কাপুরুষতা কি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, দুনিয়া প্রীতি ও মৃত্যু-ভীতি। -আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ছেড়ে দিয়ে দুনিয়াকে আকড়ে ধরবে। জিহাদের নাম শুনলে প্রাণ-ভয়ে আঁতকে উঠবে। দুনিয়া প্রীতিই এর মূল কারণ।

ইহকাল ও পরকালের তুলনা ঃ

(٣٨١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهٖ ـ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهٗ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ ـ فَاٰثِرُوْا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى ـ مشكواة : ابو موسى

শব্দের অর্থ ঃ اَضَرَّ 'আদাররু'–অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। فَاٰثِرُوْا 'ফাআসিরু'– তাই প্রাধান্য দাও। مَا يَبْقٰى 'মা ইয়াবকী'–যা বাকী থাকবে, স্থায়ী জীবন, আখেরাত। مَا يَفْنٰى 'মা ইয়াফনী'–যা অস্থায়ী, দুনিয়া।

৩৮১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রেমে ডুবে থাকবে সে তার আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতকে ভালোবাসবে সে তার দুনিয়ার জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব, হে লোক সকল! তোমরা স্থায়ী জীবনকে অস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দান করো।-মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাত এ দু'টোর যে কোন একটিকে নিজের জন্যে বেছে নিতে হবে। পার্থিব জীবনের উন্নতিকেই জীবনের মূল লক্ষ বানাতে হবে অথবা আখেরাতের কামিয়াবীকে আসল উদ্দেশ্যে পরিণত করতে হবে।

যদি দুনিয়ার জীবনে সুখ সুবিধা লাভকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ নির্ধারিত করা হয় তাহলে আখেরাতে আরাম আয়েশের মুখ দেখতে পাবে না। অপরদিকে আখিরাতের সাফল্যকেই যদি জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ নির্ধারণ করা হয় তবে পার্থিব উন্নতি বরবাদ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু একথা সত্য যে পার্থিব লোকসানের পরিবর্তে তাকে পরকালের চিরস্থায়ী পুরস্কার দেয়া হবে। আখিরাতের সাফল্য লাভের পরিবর্তে দুনিয়ার যে জিনিস হারাবে তা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। আর দুনিয়ার জীবনও ক্ষণস্থায়ী। অস্থায়ী জিনিসের পরিবর্তে যদি স্থায়ী পুরস্কার লাভ করা যায় তবে তা লোকসানের সওদা না হয়ে লাভের পণ্যই হবে।

কে বুদ্ধিমান?

(٣٨٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ـ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ ـ ترمذى :شداد بن اوس

শব্দের অর্থ ঃ اَلْكَيِّسُ 'আলকাইয়্যিসু'–বুদ্ধিমান, মেধাবী। دَانَ 'দানা' –নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। اَلْعَاجِزُ 'আলআজিযু'–নির্বোধ। هَوَاهُ 'হাওয়াহু' –তার প্রবৃত্তি। تَمَنّٰى 'তামান্না'–সে আশা করে।

৩৮২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান যে নিজের নফস্‌কে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। নির্বোধ ও অক্ষম হলো সে ব্যক্তি যে নিজেকে নফসের অধীনে ছেড়ে দিয়েছে এবং আল্লাহর উপর অযথা রহমতের আশা করছে। -তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ নিষেধের খেলাফ করে, রাসূলের অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে এবং প্রবৃত্তির পূঁজায় ডুবে থেকে আশা করছো আল্লাহ জান্নাত দেবেন। কুরআন নাযিলের যুগে ইহুদী এবং খৃষ্টান সম্প্রদায় অনুরূপ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন কল্পনায় বিভোর ছিলো। বর্তমান যুগের অসংখ্য মুসলমানও এরূপ আকাশ কুসুম কল্পনার যাদুঘরে বসবাস করছে। মনে করছে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের উপর জীবনের ভিত্তি রচনা না করলেও জান্নাতের নাগাল পাওয়া যাবে।

আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া ঃ

(٣٨٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَـالَ قَـالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اَعْذَرَ اللّٰهُ اِلٰى اَمْرِىٍ اَخَّرَ اَجَلَهٗ حَتّٰى بَلَغَ سِتِّيْنَ سَنَةً - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اَعْذَرَ 'আ'যারা'–আপত্তি উত্থাপন করার কোন সুযোগ নেই। اَخَّرَ 'আখ্‌খ্‌রা'–সময় দিয়েছেন। اَجَلَهٗ 'আজালাহু'–তার দুনিয়ার জীবন। سِتِّيْنَ سَنَةً 'সিত্তীনা সানাতান'–ষাট বছর।

৩৮৩। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যাকে দীর্ঘদিন জীবিত রেখেছেন এবং শেষ পর্যন্ত যার বয়স ষাটের কোঠায় পৌঁছেছে। (এতো দীর্ঘ হায়াত পাবার পরও) সে যদি নেককার হতে না পারে তাহলে আল্লাহর দরবারে ওযর পেশ করার কোন সুযোগই আর তার থাকবে না। -বুখারী

প্রকৃত লজ্জা ঃ

(٣٨٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَحْيُوْا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قُلْنَا اِنَّا نَسْتَحْيِىْ مِنَ اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ - قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ - وَلٰكِنِ الْاِسْتِحْيَاءُ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اَنْ تَحْفَظَ الرَّاسَ وَمَا وَعٰى - وَالْبَطْنَ وَمَا حَوٰى - وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلٰى وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا وَاٰثَرَ الْاٰخِرَةَ عَلَى الْاُوْلٰى فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ اِسْتَحْيُوْا 'ইসতাহয়ূ'-তোমরা লজ্জিত থেকো। تَحْفَظُ 'তাহফাযু' –তুমি হেফাযত করবে। مَاوَعٰى 'মা ওয়াআ'–যা একত্রিত হয়। مَاحَوٰى 'মা হাওয়া'–যা দিয়ে পেট পুরে। اَنْ تَذْكُرَ الْمَوْتَ 'আন তাযকুরাল মাওতা'–মৃত্যুর কথা স্মরণ করা। اٰثَرَ 'আসারা'–সে প্রাধান্য দেয়।

৩৮৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জনগণকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর প্রতি লজ্জিত থাকো। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আলহামদুল্লিাহ, আমরা আল্লাহকে লজ্জা করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি আসল লজ্জা নয় বরং আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের লজ্জা হলো ঃ তুমি তোমার মন-মগজে উত্থিত সমুদয় চিন্তা-ভাবনার হেফাযত করবে। কি খাবার খেয়ে পেট ভরছো তার প্রতি নজর রাখবে। মৃত্যু, মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং মৃত্যু পরবর্তী বয়ংকর অবস্থার কথা স্মরণ করবে। এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আখিরাতে সুখের আশা করে। পার্থিব জীবনের জৌলূস ছেড়ে দেয়। সর্বক্ষেত্রে অখিরাতকেই প্রাধান্য দেয়। যে ব্যক্তি এসব কাজ করে সত্যিকার অর্থে সে-ই আল্লাহকে লজ্জা করে। -তিরমিযী

পূর্ণাঙ্গ উপদেশ ঃ

(٣٨٥) عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِظْنِيْ وَاَوْجِزْ - فَقَالَ اِذَا قُمْتَ فِيْ صَلٰوتِكَ فَصَلِّ صَلٰوةَ مُوَدِّعٍ - وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تُعْذَرُ مِنْهُ غَدًا - وَاَجْمِعِ الْيَاسَ مِمَّا فِيْ اَيْدِي النَّاسِ - مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ عِظْنِىْ 'ইযনী'– আমাকে উপদেশ দিন। اَوْجِزْ 'আওজিয' –সংক্ষেপ করুন। مُوَدِّعٍ 'মুওয়াদ্দিয়ি'ন'–শেষ। لَا تُكَلِّمْ 'লা-তুকাল্লিম' –কথা বলো না। تُعْذِرُ 'তু'যিরু'–তুমি ক্ষমা চাইবে। غَدًا 'গাদান'– আগামী কাল। اَجْمِعِ الْيَاسَ 'আজমিয়ি'ল ইয়াসা'–নৈরাশ্য অবলম্বন করো।

৩৮৫। আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লমের দরবারে এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে পূর্ণাঙ্গ উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যখন নামায পড়ার জন্যে দাঁড়াবে তখন এমন ব্যক্তির ন্যায় নামায পড়বে যে দুনিয়া হতে বিদায় নিচ্ছে। মুখ দিয়ে এমন কোন কথা উচ্চারণ করবে না, কিয়ামতের দিন যদি সে কথার হিসেব নেয়া হয় তবে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ থাকবে না। অন্য মানুষের ধন-সম্পদের আশা পোষণ করো না। -মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ মৃত্যু পথযাত্রী কোন লোক যখন একথা বিশ্বাস করে তার আর বাঁচার আশা নেই। তখন সে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ও নির্বিষ্ট চিত্তে নামায পড়বে। তার মন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর প্রতি রুজু থাকবে। নামায পড়ার সময় তার মনে দুনিয়ার কোন চিন্তা-ভাবনা স্থান পাবে না। মানুষ যে কথা বলে ফেলে তা যদি সত্যি না হয়ে মিথ্যে হয় ; এ অপরাধের জন্যে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা না করে, তবে একথা তো খুবই স্বাভাবিক, হিসেব দেয়ার বেলা তার স্বপক্ষে বলার মতো কিছুই থাকবে না। শেষ বাক্যটির তাৎপর্য হলো, অপরের সঞ্চিত ধন-সম্পদ ও মাল-সামানার প্রতি কখনো লোভ ও ঈর্ষা করবে না। কেনোনা এগুলো সবই ক্ষণস্থায়ী। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষের মন পার্থিব ধন-সম্পদের লোভ-লালসা হতে মুক্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আখিরাতের উচ্চাসনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারবে না।

পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর চাওয়া ঃ

(٣٨٦) عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ قَالَ - قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتّٰى يُسْئَلُ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ - وَعَنْ عِلْمِهٖ فِيْمَا فَعَلَ - وَعَنْ مَّالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَا اَنْفَقَهٗ - وَعَنْ جِسْمِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ لَاتَزُوْلُ 'লা-তাযূল'–সে সরাতে পারবে না। يُسْئَلُ 'ইউস্‌আলু'–সে জিজ্ঞাসিত হবে। فِيْمَا اَفْنَاهُ 'ফীমা আফনাহু'– কোন কাজে ব্যয় করেছে। اكْتَسَبَهٗ 'ইকতাসাবাহু'–সে তা উপার্জন করেছে। اَنْفَقَهٗ 'সে তা খরচ করেছে। اَبْلَاهُ 'আবলাহু'–সে তাকে কাজে লাগিয়েছে।

৩৮৬। আবু বারযা আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত কিয়ামতের দিন কোন মানুষ আল্লাহর দরবার থেকে তার পা সরাতে পারবে না ঃ (১) তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, জীবন কোন কাজে ব্যয় করা হয়েছে ? (২) এলেম অনুযায়ী দ্বীনের কাজ করা হয়েছে কি না ? (৩) সম্পদ কিভাবে অর্জন করেছে ? (৪) কিসে ব্যয় করেছে। (৫) দেহকে কোন কাজে লাগিয়েছে ? -তিরমিযী

জান্নাত উদাসীনের জন্যে নয় ঃ

(٣٨٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ اَدْلَجَ - وَمَنْ اَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ - اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ - - ترمذى : ابو هريرة رض

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ خَافَ 'মান খাফা'–যে ভয় করে। اَدْلَجَ 'আদলাজা'–সে রাতের আঁধারে চলে। بَلَغَ 'বালাগা'–সে পৌছে। اَلْمَنْزِلُ 'আলমানযিলু' –গন্তব্য স্থল। سِلْعَةٌ 'সিলআতুন'–পণ্য। غَالِيَةٌ 'গালিয়াতুন'–বেশি দামী।

৩৮৭। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসাফিরের মনে আশাংকা থাকে তাড়াতাড়ি না চললে গন্তব্যস্থলে পৌঁছা যাবে না। সে না ঘুমিয়ে রাতের অন্ধকারেই পথ চলা শুরু করে। যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে চলতে থাকে সে নির্বিঘ্নে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। জেনে রেখো, আল্লাহর ধন অত্যন্ত মূল্যবান। দাম বেশী না দিলে পাওয়া যায় না। আর মনে রেখো, আল্লাহর ধন হলো জান্নাত। -তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ সত্যিকার অর্থে মানুষ এ জগতে প্রবাসী। আখেরাতই হলো তার প্রকৃত নিবাস। এ পৃথিবীতে সে কেবলমাত্র উপার্জনের জন্যে এসেছে। এখন যে ব্যক্তির আপন দেশের কথা মনে আছে সে যদি রাস্তার বিপদাপদ ডিঙ্গিয়ে সহি সালামতে বাড়িতে ফিরে যেতে চায়। তার পক্ষে উদাসীন না থেকে তাড়াতাড়ি সওদা পত্র সেরে সত্তর বাড়ীর দিকে যাত্রা করতে হবে। সে যদি আলসেমী করে ঘুমিয়ে থাকে ও যথাসময়ে যাত্রা শুরু না করে। তাহলে শেষে দুর্ভোগে পড়ে পস্তাতে থাকবে। অতঃপর যে ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করতে হবে। তাকে মনে রাখা উচিত আল্লাহর এ ধন এমন কোন সস্তা জিনিস নয় যে, কোন ব্যবসায়ী আন্দাজ অনুমানে কিছু দিয়ে দেবে আর কোন খরিদদার তা নিয়ে নেবে। আল্লাহর এ ধন অর্জনের জন্যে অত্যন্ত চড়া মূল্য দিতে হবে। মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। নিজের সময়, ধন দৌলত, জান-প্রাণ ও যোগ্যতা সবকিছুই এজন্যে ব্যয় করতে হবে। এতো সব ত্যাগ তিতিক্ষার পরই মানুষ ওই জিনিস পাবে যা পেলে সে সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়।

তিলাওয়াতে কুরআন

কুরআনের সুপারিশ ঃ

(٣٨٨) عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ- يُؤْتٰى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِالْقُرْاٰنِ وَاَهْلِهِ

الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا تَقْدُمُهٗ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ تَحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يُؤْتٰى 'ইউতা'–আনা হবে। يَعْمَلُوْنَ 'ইয়া'মালূনা'–তারা আমল করতো। تُقَدِّمُهٗ 'তাকাদ্দিমুহু'–তার সামনে দাঁড়াবে। تَحَاجَّانِ 'তাহাজ্জানি'–তারা উভয়ে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। عَنْ صَاحِبِهِمَا 'আন সাহিবিহিমা'–তাদের পাঠকদের পক্ষে।

৩৮৮। নাওয়াস ইবনে সাম'য়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন কুরআন ও তার অনুসারীগণকে, যারা দুনিয়ায় এর উপর আমল করতো, আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে। সূরায়ে বাকারাহ ও সুরায়ে আলে ইমরান সমস্ত কুরআনের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের উপর আমলকারীগণের জন্যে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে (এবং বলবে এরা আপনার রহমত ও মাগফেরাত পাওয়ায় যোগ্য। এদের উপর দয়া করুন। এদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন)। -মুসলিম

কুরআনের মর্যাদা ঃ

(٣٨٩) عَنْ عُبَيْدَةَ الْمُلَيْكِيِّ وَكَانَتْ لَهٗ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ لَاتَتَوَسَّدُوا الْقُرْاٰنَ ـ وَاتْلُوْهُ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ مِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَافْشُوْهُ وَتَغَنَّوْهُ وَتَدَبَّرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ وَلَا تَعَجَّلُوْا ثَوَابَهٗ فَاِنَّ لَهٗ ثَوَابًا ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ صُحْبَةٌ 'সুহবাতুন'–সাহচর্য। لَاتَتَوَسَّدُوا 'লা-তাতাওয়াসসাদূ' –তোমরা বালিশ বানিও না। اُتْلُوْهُ 'উতলূহু'–তোমরা তা পাঠ করো। اٰنَاءُ 'আনাউন'–সময়। اَفْشُوْهُ 'উফশূহু'–তা প্রচার করো। تَغَنَّوْهُ 'তাগান্নুহু' –তাকে সুর করে পাঠ করো। تَدَبَّرُوْ 'তাদাব্বারূ' –চিন্তা-ভাবনা করো। لَاتَعَجَّلُوْا 'লা-তাআজ্জালূ'–তাড়াতাড়ি করো না।

৩৮৯। উবায়দাতুল মুলাকী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহচার্য পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে কুরআন অনুসারীগণ! তোমরা কুরআনকে বালিশ বানিও না। দিবস ও রাতের সময়গুলোতে সঠিকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করো। তার প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করো। তার শব্দসমূহ সঠিকভাবে উচ্চারণ করো। কুরআনে যা বলা হয়েছে তা সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করো। এরূপ করলে তোমরা (দুনিয়া ও আখেরাতে) সফলতা অর্জন করতে পারবে। কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে দুনিয়াবী উন্নতির আশা পোষণ করো না। কেনোনা পরকালে এর জন্যে মহা মূল্যবান পুরস্কার রয়েছে।
-মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ কুরআনের বালিশ না বানানোর অর্থ হলো। কুরআন সম্পর্কে উদাসীন না হওয়া। হাদীসের শেষ বাক্যের অর্থ হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পর তাকে পার্থিব পদ-মর্যাদা ও ধন-দৌলত অর্জনের মাধ্যম না বানানো। কেনোনা এক হাদীসে আছে। কিছুসংখ্যক মানুষ কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পর তাকে পার্থিব ধন-সম্পদ অর্জনের মাধ্যম বানাবে।

কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে নূরে ইলাহী অর্জন ঃ

(٣٩٠) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ - قَالَ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهٗ اَزْيَنُ لاَمْرِكَ كُلِّهٖ قُلْتُ زِدْنِىْ - قَالَ عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ - فَاِنَّهٗ ذِكْرٌ لَّكَ فِى السَّمَاءِ وَنُوْرٌ لَّكَ فِى الْاَرْضِ - مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ اَوْصِنِىْ 'আওসিনী'– আমাকে উপদেশ দিন। اُوْصِيْكَ 'উসীকা'-আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। بِتَقْوَى اللّٰهِ 'বিতাকওয়াল্লাহ'–আল্লাহ ভীতি সম্পর্কে। اَزْيَنُ 'আযইয়ানু'–অধিক সৌন্দর্য। زِدْنِىْ 'জিদনী' - আমাকে আরো বলুন। ذِكْرُ اللّٰهِ 'যিকরুল্লাহি' –আল্লাহ্‌র যিকির।

৩৯০। আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার জন্যে উপদেশ দিচ্ছি। কেনোনা আল্লাহর ভয় তোমার যাবতীয় কর্মধারাকে সঠিক পথে প্রবাহিত করবে। আমি বললাম, আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর স্মরণে নিজকে মশগুল রাখো। তাহলে আল্লাহ তোমাকে আকাশে স্মরণ করবেন। এ দুটো জিনিস তোমার পার্থিব জীবনের ঘোর অন্ধকারে আলোক বর্তিকার কাজ দেবে।-মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ 'আল্লাহ স্মরণ করবেন'-এর অর্থ হলো, আল্লাহ তোমাকে ভুলে যাবেন না। তিনি তোমাকে হেফাযত করবেন। আল্লাহর স্মরণ ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মু'মিনের দিব্য দৃষ্টি লাভ ঘটে ও জীবন পথের ঘোর অমানিশায় সরল পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

অন্তরের মরিচা বিদূরীত করার উপায় ঃ

(٣٩١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَءُ كَمَا يَصْدَءُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ ـ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جَلَاؤُهَا ؟ قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ ـ مشكواة : ابن عمر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ تَصْدَءُ 'তাসদাউ'–মরিচা ধরে। اَصَابَهُ 'আসাবাহু'–তাকে লাগে। جَلَاؤُهَا 'জালাউহা'–তা পরিষ্কারের উপায়। كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ 'কাসরাতু যিকরিল মাউতি'–মৃত্যুর কথা অধিক স্মরণ করো।

৩৯১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পানি লাগলে লোহায় যেমন মরিচা ধরে তেমনি অন্তরেও (গুনাহের কারণে) মরিচা পড়ে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! অন্তরের মরিচা দূর করার উপায় কি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, অধিক হারে

মৃত্যুর কথা স্মরণ ও কুরআন তেলাওয়াত করলে অন্তরের মরিচা বিদূরীত হয়। -মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ মৃত্যুর কথা স্মরণ করার অর্থ হলো, জীবনের এই যে অবকাশ, এটাই শেষ অবকাশ। মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে এসে কোন কাজ করার সুযোগ পাওয়া যাবে না। কুরআন তিলাওয়াতের অর্থ হলো বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করা। কুরআনে যা কিছু বলা হয়েছে তা বুঝতে চেষ্টা করা ও সে অনুযায়ী আমল করা। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের যেখানেই কুরআন তিলাওয়াতের কথা এসেছে সেখানে উপরোক্ত অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। এ শব্দটির অন্য একটি অর্থ আছে। তাহলো কুরআনের তাবলীগ করা ও তাকে অন্যের নিকট পৌছিয়ে দেয়া।

নফল এবং তাহাজ্জুদ

আল্লাহর নৈকট্য লাভের পন্থা

(٣٩٢) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ شِبْرًا ـ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا ـ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا ـ وَمَنْ اَتَانِى يَمْشِىْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ تَقَرَّبَ 'তাকাররাবা'–নিকটবর্তী হয়। شِبْرًا 'শিবরান'–এক বিঘত পরিমাণ। ذِرَاعًا 'যিরাআন'–এক হাত। بَاعًا 'বাআন'–এক গজ। يَمْشِىْ 'ইয়ামশী'–হেঁটে আসে। هَرْوَلَةً 'হারওয়ালাতান'–দৌড়ে।

৩৯২। আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহপাক বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বিঘত অগ্রসর হয়। আমি তার প্রতি এক হাত অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক হাত এগিয়ে আসে। আমি তার প্রতি এক গজ এগিয়ে যাই। যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে আমার দিকে আসতে থাকে। আমি তার দিকে দৌড়ে ছুটে যাই। -মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে ইচ্ছে করে। আল্লাহ তার চলার পথকে সহজ করে দেন। মানুষ যখন তার দুর্বলতা সত্ত্বেও আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়। তখন আল্লাহ তার প্রতি করুণা বর্ষণ করেন। এগিয়ে এসে তাকে কাছে টেনে নেন। শিশু যেমন পিতার নিকট যাবার জন্যে অগ্রসর হলে দুর্বলতার জন্যে যেতে না পারলে, পিতা নিজেই দৌড়ে এসে তাকে কোলে তুলে নেন। তেমনি আল্লাহও এ ধরনের বান্দাকে তাঁর কাছে টেনে নেন।

(٣٩٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُهٗ - وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُبِهٖ - وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا - وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اِفْتَرَضْتُ 'ইফতারাযতু'–আমি ফরয করেছি। مَايَزَالُ 'মা-ইয়াযালু'–সর্বদা। يَتَقَرَّبُ 'ইয়াতাকাররাবু'– নৈকট্য লাভ করবে। اَحْبَبْتُهٗ 'আহবাবতুহু' –আমি তাকে ভালোবাসি। كُنْتُ سَمْعَهُ 'কুনতু সামাউ'হু' –আমি তার কান হয়ে যাই। يَبْطِشُ 'ইয়াবতিশু'– সে ধরে। يَمْشِىْ 'ইয়ামশী' –সে হাঁটে।

৩৯৩। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, যেসব কাজের মাধ্যমে আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করে তন্মধ্যে ঐ কাজগুলোই আমার নিকট সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো আমি তার উপর ফরয করেছি। আমার বান্দা একাধারে নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভের জন্যে চেষ্টা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে আমার প্রিয় হয়ে যায়। তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে হাঁটে।-বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভের ইচ্ছা করে সে প্রথমে আল্লাহর ফরয হুকুম-আহকামগুলো প্রতিপালনের জন্যে চেষ্টা শুরু করে দেয়। শেষ পর্যন্ত এটাকে যথেষ্ট মনে না করে আল্লাহ প্রেমের প্রাবল্যে নিজেরই ইচ্ছায় নফল নামায, নফল রোযা, নফল সদকা ও অন্যান্য নফল ইবাদাতে নিমগ্ন হয়ে আল্লাহর মাহবুব বান্দায় পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহর মাহবুব বান্দায় পরিণত হওয়ার অর্থ, তার জান-প্রাণ শক্তি সামর্থ ও যাবতীয় যোগ্যতা ইত্যাদি সবকিছুকে দেখা শোনার ভার আল্লাহ স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় তার যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি-সামর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কাজে লিপ্ত হয়ে যায় এবং শয়তানের কোন কাজে তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা ব্যবহৃত হয় না।

তাহাজ্জুদের উৎসাহ ঃ

(٣٩٤) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ- سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا اُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ مَاذَا اُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ- مَنْ يُّوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ- يَارُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِى الْاٰخِرَةِ- بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اِسْتَيْقَظَ 'ইসতাইকাযা'–তিনি ঘুম থেকে জাগলেন। سُبْحَانَ اللّٰهِ 'সুবহানাল্লাহ!' –আল্লাহ্ মহান পবিত্র। اُنْزِلَ 'উনযিলা'–নাযিল করা হয়েছে। اَلْفِتَنُ 'আলফিতানু'–ফেতনা-ফাসাদ। اَلْخَزَائِنُ 'আলখাযায়িনু' –সম্পদের ভাণ্ডার। صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ 'সাওয়াহিবাল হুজুরাতি'–পর্দানিশীন মহিলাদের। رُبَّ 'রুব্বা'–অনেক! كَاسِيَةٌ 'কাসিয়াতুন'–অপরাধের ফিরিস্তি। عَارِيَةٌ 'আরিয়াতুন'–উলঙ্গ।

৩৯৪। উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে জেগে উঠে বললেন, আল্লাহ যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে পাক ও পবিত্র। এ রাত কতো বিপদাপদ ও ফেতনা-ফাসাদে পরিপূর্ণ। এগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে চেষ্টা তদবীর করা উচিত। এ

রাত কতো অসংখ্য মণিমানিক্যের (আল্লাহর রহমতের) ভাণ্ডারে ভরপুর। এগুলো সঞ্চয় করা দরকার। পর্দানিশীনদেরকে কে জাগাবে ? এ দুনিয়ায় এমন বহু লোক আছে যাদের অপরাধের ফিরিস্তি এখানে গোপন রাখা হয়েছে। কিন্তু আখেরাতে এগুলো ফাঁস হয়ে যাবে। –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের স্ত্রীগণকেও তাহাজ্জুদের নামাযের উৎসাহ যুগিয়েছেন। তিনি বলতেন, আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার হতে কিছু পাবার চেষ্টা করো। দুনিয়ায় তোমরা নবীর স্ত্রী। এদিক দিয়ে তোমরা মর্যাদাশীলা। কিন্তু তোমাদের কোন আমল না থাকলে পরকালে এসবে কোন কাজ হবে না। নবীর স্ত্রী হবার কারণে ওখানে কোন বিশেষ মর্যাদা পাবে না। মর্যাদা হবে আমল দ্বারা।

(٣٩٥) عَنْ عَلِيٍّ رضـ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلاً فَقَالَ اَلاَتُصَلِّيَانِ؟ ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ طَرَقَهُ 'তারাকাহু'–দরজা নেড়ে জাগালেন। اَلاَتُصَلِّيَانِ 'আলা-তুসাল্লিয়ানি'–তোমরা দু'জনে কি নামায পড়েছো ?

৩৯৫। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে তাহাজ্জুদের সময় এসে তাকে ও ফাতেমাকে বললেন, তোমরা কি তাজাজ্জুদ নামায পড়ো না ?–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের বিশেষ শিক্ষা হলো, দায়িত্বশীল ও অবিভাবকগণের উচিত তাদের অধীন লোকদেরকে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্যে উৎসাহিত করা।

(٣٩٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ، كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ كَانَ يَقُوْمُ 'কানা ইয়াকূমু'–সে উঠতো। تَرَكَ 'তারাকা' –ছেড়ে দিয়েছে। قِيَامَ اللَّيْلِ 'কিয়ামাল্লাইলি'–রাতের কিয়াম, তাহাজ্জুদ।

৩৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুকের ন্যায় হয়ো না। কেনোনা সে আগে তাহাজ্জুদের জন্যে উঠতো, তারপর উঠা ছেড়ে দিয়েছে। –বুখারী, মুসলিম

নিয়মিত আমল ঃ

(٣٩٧) عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ اَىُّ الْعَمَلِ كَانَ اَحَبَّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اَلدَّائِمُ - قُلْتُ فَاَىَّ حِيْنٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ كَانَ يَقُوْمُ حِيْنَ سَمِعَ الصَّارِخَ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ سَأَلْتُ 'সাআলতু'–আমি জিজ্ঞেস করলাম। اَىُّ الْاَعْمَالِ 'আইয়ুল আ'মালি'–কোন কাজ। اَحَبُّ 'আহাব্বুন'–বেশী প্রিয়। اَلدَّائِمُ 'আদ্দায়িমু'– সবসময়। اَىُّ حِيْنٍ 'আইয়্যু হীনিন'–কোন সময়। اَلصَّارِخُ 'আস্‌সারিখু'–মোরগের ডাক।

৩৯৭। মাসুরুক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন ধরনের কাজ বেশী পছন্দনীয় ছিলো ? উত্তরে তিনি বললেন, নিয়মিতভাবে যে কাজ করা হয় সে কাজই তিনি পছন্দ করতেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের জন্য কখন উঠতেন ? তিনি বললেন, তিনি রাতে মোরগ ডাক দেয়ার সময় (অর্থাৎ শেষ রাতে) তাহাজ্জুদের জন্যে উঠতেন। –বুখারী, মুসলিম

রহমত নাযিলের সময় ঃ

(٣٩٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهٗ - مَنْ يَّسْئَلُنِىْ فَاُعْطِيَهٗ - مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَلَهٗ - بخارى، مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ يَنْزِلُ 'ইয়ানযিলু'– আগমন করেন। اَلسَّمَاءُ الدُّنْيَا 'আসসামাউদ্দুনিয়া' –দুনিয়ার আকাশে। يَبْقَى 'ইয়াবকী'–অবশিষ্ট থাকে। ثُلُثُ اللَّيْلِ 'সুলুসুল্লাইলি'–রাতের এক-তৃতীয়াংশ। يَدْعُوْنِىْ 'ইয়াদউ'নী' –আমাকে ডাকবে। فَاَسْتَجِيْبُ 'ফাসতাজীবু'– আমি সাড়া দেবো। يَسْئَلُنِىْ 'ইয়াসআলুনী' –আমার কাছে চাইবে। اَغْفِرَهُ 'আগফিরুহু' –আমি তাকে মাফ করে দেবো।

৩৯৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতের এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে আগমন করে তাঁর বান্দাদেরকে ডেকে ডেকে বলতে থাকেন, কে আমাকে ডাকছো? আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। কে আমার নিকট প্রার্থনা করছো ? আমি তার প্রার্থনা পূরণ করবো। আমার নিকট কে ক্ষমা চাচ্ছো ? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।–বুখারী, মুসলিম

আল্লাহর পথে ব্যয়

সর্বোত্তম মুদ্রা ঃ

(٣٩٩) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُّنْفِقُهُ عَلٰى عِيَالِهٖ وَدِيْنَارٌ عَلٰى دَابَّتِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُّنْفِقُهُ عَلٰى اَصْحَابِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَفْضَلُ دِيْنَارٍ 'আফযালু দীনারিন'–উত্তম দীনার। مَا يَنْفَقُهُ 'মা ইয়ানফাকুহু'–সে যা খরচ করে। دَابَّتُهُ 'দাব্বাতুহু'–জন্তু। فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ 'ফী সাবীলিল্লাহি'–আল্লাহর পথে।

৩৯৯। ছাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম অর্থ হলো ওই অর্থ যা নিজের সন্তান সন্তুতি ও পরিবার পরিজনের জন্যে খরচ করা হয়। সে অর্থও উত্তম যা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার উদ্দেশ্যে জন্তু ক্রয় করা হয়। আর সে

অর্থও উত্তম, যা জিহাদে অংশ গ্রহণকারী স্বীয় সংগী-সাথীগণের জন্যে খরচ করা হয়। –মুসলিম

সর্বোত্তম দান ঃ

(٤٠٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا؟ فَقَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنٰى وَلَاتُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْكَانَ لِفُلَانٍ ـ

ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَىُّ الصَّدَقَةِ 'আইয়ুস সাদাকাতি'–কোন দান। اَعْظَمُ اَجْرًا 'আযামু আজরান'–বেশী সওয়াব। تَصَدَّقَ 'তাসাদ্দাকা'–তুমি দান করবে। اَنْتَ صَحِيْحٌ 'আনতা সহীহুন'–তুমি সুস্থ। تَخْشٰى 'তাখশা'–তুমি ভয় করো। تَأْمُلُ 'তামুলু'–তুমি আশা করো। لَاتُمْهِلْ 'লা-তামহিল' –অবকাশ দিও না।

৪০০। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে নিবেদন করলো। হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ সদকায় সবচেয়ে বেশী সওয়াব ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুস্থ ও সবল অবস্থায় যখন তোমার মনে দরিদ্র হয়ে যাবার আশংকা বিরাজ করবে এবং তুমি অধিক সম্পদশালী হবার আশা পোষণ করবে। এমতাবস্থার দানেই সর্বাধিক ছওয়াব পাওয়া যায়। এ রকম করো না যেনো যখন প্রাণবায়ু বের হবার উপক্রম হয় এবং তুমি এভাবে সদকা করতে থাকো, আমার সম্পদের এতটুকু অমুককে দিলাম ও এতটুকু অমুকের জন্যে রইলো। (এটা এখন বলে কি লাভ ?) এখন তো অমুকের হয়েই গেছে। –বুখারী, মুসলিম

ফেরেশতাদের দোয়া ঃ

(٤٠١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَـالَ مَامِنْ يَوْمٍ يَصْبَحُ الْعَبْدُ فِيْهِ اِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا ـ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ـ وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ـ

ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يَصْبَحُ 'ইয়াসবাহু'–সে ভোর করে। مَلَكَانِ 'মালাকানি' –দু'জন ফেরেশতা। يَنْزِلاَنِ 'ইয়ানযিলানি'–তারা দুজন আগমন করে। مُنْفِقًا 'মুনফিকান'–দানশীলকে। اَعْطِ 'আ'তি'–দান করেন। خَلَفًا 'খালাফান' –প্রতিফল। مُمْسِكًا 'মুমসিকান'–কৃপণ। تَلَفًا 'তালফান'–ধ্বংস।

৪০১। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কোন দিন যায় না যেদিন দু'জন ফেরেশতা পৃথিবীতে আগমন করেন না। তাদের একজন দানশীল ব্যক্তির জন্যে দোয়া করতে থাকেন এবং বলেন, হে আল্লাহ! আপনি দানশীল ব্যক্তিকে উত্তম প্রতিফল দান করুন। দ্বিতীয় ফেরেশতা কৃপণ ও সংকীর্ণচেতা ব্যক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট বদ দোয়া করতে থাকেন এবং বলেন। আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস ও বরবাদ করুন।

-বুখারী ও মুসলিম

প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা ঃ

(٤٠٢) عَنْ اَبِىْ عَـمَـامَـةَ رضـ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ اِنْ تَبْذُلُ الْفَـضْلُ خَيْـرٌ لَّكَ ـ وَاِنْ تُمْـسِكْهُ شَـرٌّلَّكَ، وَلاَ تُلاَمُ عَلٰى كَفَافٍ وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ ـ تـرمذى

শব্দের অর্থ ঃ تَبْذُلُ 'তাবযুলু'–তুমি খচর করো। اَلْفَضْلُ 'আলফাযলু' –প্রয়োজনের অতিরিক্তি। خَيْرٌلَّكَ 'খাইরুল্লাকা'–তোমার জন্য উত্তম। تُمْسِكُ

'তুমসিকু'–সঞ্চয় করতে থাকো। شَرٌّكَ 'শাররুল্লাকা'–তোমার জন্য ক্ষতিকর। لَاتُلَامُ 'লা-তুলামু'– তোমাকে তিরস্কার করা হবে না। كَفَافٌ 'কাফাফুন'–প্রয়োজনে বেশী সম্পদ না থাকে। تَعُوْلُ 'তাউ'লু–পোষ্য।

৪০২। আবু আমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল আল্লাহর অভাবী বান্দাদের অভাব মোচনে ও দ্বীনের কাজে খরচ করো তাহলে এটা হবে তোমার জন্যে উত্তম। অতিরিক্ত সম্পদ খরচ না করে যদি সঞ্চয় করতে থাকো তাহলে এটা তোমার জন্যে খুবই ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হবে। আর যদি তোমার প্রয়োজনের বেশী সম্পদ না থাকে এবং তুমি আল্লাহর পথে খরচ করতে সক্ষম না হও। তাহলে সেজন্যে তোমাকে তিরস্কার করা হবে না। যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমার উপর অর্পিত, তাদের থেকে দান করা শুরু করো।-তিরমিযী

আল্লাহর পথে খরচের প্রতিদান ঃ

(٤٠٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ - بـخـارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَنْفِقْ 'আনফিক'–তুমি খরচ করো। اُنْفِقْ 'উন্‌ফিকুন'–আমি খরচ করবো।

৪০৩। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, তুমি যদি আমার অভাবী বান্দার অভাব মোচনে ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তোমার অর্থ-সম্পদ খরচ করো। তাহলে আমিও তোমার জন্যে খরচ করবো।- বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'তোমার জন্যে খরচ করবো' একথার মর্মার্থ হলো, মানুষ নিজের অর্জিত সম্পদ থেকে আল্লাহর দরিদ্র ও অভাবী বান্দার অভাব মোচনে ও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যে অর্থ ব্যয় করে তা কখনও বৃথা যায় না।

পরকালে আল্লাহ তাকে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান তো দেবেনই। অধিকন্তু ইহকালেও তার প্রতিফল পাওয়া যাবে। দুনিয়াতে তার সম্পদের বরকত হবে ও তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। আখেরাতে যে কি বিপুল পরিমাণ পুরস্কার দেয়া হবে দুনিয়ায় বসে তার পরিমাপ করা অসম্ভব।

বিত্তমান কৃপণদের পরিণাম ফল ঃ

(٤٠٤) عَنْ اَبِى ذَرٍّ رضـ قَـالَ اِنْتَـهَـيْتُ اِلَى النَّبِيِّ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ ـ فَلَمَّا رَانِىْ قَالَ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ فَقُلْتُ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ مَنْ هُمْ ؟ قَالَ هُمُ الْاَكْثَرُوْنَ اَمْوَالاً اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيْلٌ مَّاهُمْ ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَنْتَهَيْتُ 'ইনতাহাইতু'–আমি উপস্থিত হলাম। ظِلِّ 'যিল্লি' –ছায়া। رَانِىْ 'রাআনী'–আমাকে দেখলেন। هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ 'হুমুলআখসারূনা' –তারা ধ্বংস হয়েছে। اَلْاَكْثَرُوْنَ اَمْوَالاً 'আলআকসারূনা আমওয়ালান'–অধিক সম্পদশালী ব্যক্তিগণ। بَيْنَ يَدَيْهِ 'বাইনা ইয়াদাইহি' –তার সামনে। خَلْفِهِ 'খালফিহি'–তাদের পিছনের। شِمَالِهِ 'শিমালিহি' –তার বাঁমের।

৪০৪। আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হ'লাম। সে সময় তিনি কাবা শরীফের ছায়ায় বসা ছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, ঐ সমস্ত লোক ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক। কারা ধ্বংস হয়ে গেলো ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অধিক সম্পদশালী ব্যক্তিগণ (যারা আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ ব্যয় করে না) তাদের মধ্যে শুধু ঐ সমস্ত লোকই সফলতা লাভ করবে যারা তাদের সামনের গরীবদের দান করবে এবং পেছনের দরিদ্রের জন্যেও সাহায্য করবে। তবে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়কারী এরূপ বিত্তবানদের সংখ্যা খুবই কম। –বুখারী, মুসলিম

যিকির ও দোয়া

আল্লাহর সঙ্গলাভ ঃ

(٤٠٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَـالٰى يَقُـوْلُ اَنَامَـعَ عَـبْـدِىْ اِذَا ذَكَـرَنِىْ تَحَـرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ ـ بُخَارِىْ

শব্দের অর্থ ঃ ذَكَرَنِىْ 'যাকারানী'– আমাকে স্মরণ করে। تَحَرَّكَتْ 'তাহাররাকাত' –নড়ে। شَفَتَاهُ 'শাফাতাহু'–তার দু' ঠোঁট।

৪০৫। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, যখন আমার কোন বান্দা আমাকে স্মরণ করে, আমাকে স্মরণ করার জন্য তার দুটো ঠোঁট নাড়ে তখন আমি তার সঙ্গে অবস্থান করি। -বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ 'আমি তার সঙ্গে অবস্থান করি' শব্দের মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তখন তার সে বান্দাকে স্বীয় তত্ত্বাবধানে ও হেফাযতে নিয়ে নেন। তাকে সব রকমের দুষ্কর্ম ও নাফরমানী থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। এ হাদীস দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, আল্লাহর যিকির আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে মুখে উচ্চারিত হতে হবে।

আল্লাহর স্মরণই হলো প্রকৃত জীবন ঃ

(٤٠٦) عَنْ اَبِىْ مُـوْسٰى رضـ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِيْ لَايَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ـ

ـ بـخـارى، مسلـم

শব্দের অর্থ ঃ مَثَلٌ 'মাসালুন'–দৃষ্টান্ত। يَذْكُرُ 'ইয়াযকুরু'–স্মরণ করে। اَلْحَىُّ 'আলাহাইয়্যু'–প্রাণের স্পন্দন। اَلْمَيِّتُ 'আলমাইয়্যিতু'–স্পন্দনহীন, নিষ্প্রাণ।

৪০৬। আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে, তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন আছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে না, তার দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির ন্যায় যার মধ্যে জীবনের কোন স্পন্দন নেই, নিষ্প্রাণ। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর স্মরণ মানুষের অন্তরকে সজীবতা ও সচলতা দান করে। আর আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত থাকলে মানুষের অন্তর নিষ্প্রাণ ও নির্জীব হয়ে যায়। মানুষের এ বাহ্যিক ও দৈহিক জীবন খাদ্যের উপর নির্ভরশীল। খাদ্য না পেলে যেমন এ বাহ্যিক ও দৈহিক জীবনের অবসান ঘটে, তেমিন মানব দেহের অভ্যন্তরে যে রূহ বা আত্মা আছে। তার খাদ্য হলো আল্লাহর যিকির। আত্মা বা রূহ যদি তার যথাযথ খাদ্য না পায় তাহলে আপাতঃদৃষ্টিতে তার দেহ যতো হৃষ্টপুষ্টই দেখা যাক না কেনো প্রকৃতপক্ষে তার রূহ মরে যায়।

যিকির শিক্ষাদান ঃ

(٤٠٧) عَنْ سَعْدِبْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رضـ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِّمْنِىْ كَلاَمًا اَقُوْلُهُ قَالَ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَحَوْلاَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ـ فَقَالَ هٰؤُلاَءِ لِرَبِّىْ فَمَالِىْ؟ فَقَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ـ

ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَعْرَابِىٌّ 'আ'রাবিয়্যুন'–বেদুঈন। عَلِّمْنِىْ 'আল্লিমনী'– আমাকে শিক্ষা দিন। كَلاَمًا 'কালামান'–একটি বাক্য। اَقُوْلُهُ 'আকূলুহু'–যা দিয়ে আমি আল্লাহকে স্মরণ করবো। لاَشَرِيْكَ 'লা-শারীকা'–শরীক নেই। كَبِيْرًا 'কাবীরান'–মহান। لاَحَوْلَ 'লা-হাওলা'–ক্ষমতা নেই। اَلْعَزِيْزُ 'আলআযীযু' –পরাক্রমশালী। اَلْحَكِيْمُ 'আলহাকীমু–বিজ্ঞানী।

৪০৭। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক আরব বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করলো, আমাকে এমন একটি বাক্য শিখিয়ে দিন যার দ্বারা আমি আল্লাহকে স্মরণ করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বলো ঃ

لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ -

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তার কোন শরীক নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও মহান। যাবতীয় প্রশংসা ও স্তুতি একমাত্র আল্লাহর জন্যেই নিবেদিত। আল্লাহ সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি সমস্ত সৃষ্টির পালনকর্তা। মানুষের কোন ক্ষমতা ও শক্তি সামর্থ নেই। সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ যিনি মহা পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানী।" সে বললো, এগুলোতো আমার প্রতিপালকের জন্যে। আমার নিজের জন্যে আমি কি বলবো বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বলো ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ .....

"হে আল্লাহ! আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও। আমাকে দয়া করো। আমাকে সুপথ দেখাও। আমাকে জীবিকা প্রদান করো।"-মুসলিম

সর্বোত্তম ইস্তিগফার ঃ

(٤٠٨) عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ تَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اَلْاِسْتِغْفَارُ 'আলইসতিগফারু'–ক্ষমা চাওয়া। اَللّٰهُمَّ 'আল্লাহুম্মা' –হে আল্লাহ। خَلَقْتَنِىْ 'খালাকতানী'–আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। عَهْدِكَ 'আহদিকা'–তোমার সাথে ওয়াদা করছি। وَعْدِكَ 'ওয়া'দিকা'– তোমার সাথে ওয়াদা اِسْتَطَعْتُ 'ইসতাতা'তু'– স্যাধানুযায়ী। اَبُوْءُ 'আবূউ'–আমি স্বীকার করছি। لَايَغْفِرُ 'লা-ইয়াগফিরু'–ক্ষমা করবে না।

৪০৮। শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম ইসতিগফার হলো তুমি একথা বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ .....

"হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দাহ্। আমি তোমার ইবাদত-বন্দেগী করবো বলে তোমার সাথে যে কথা দিয়েছি ও ওয়াদা করেছি তা প্রতিপালনের জন্যে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবো। আমি আমার অপকর্মের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তোমার নিকটই আশ্রয় চাই। আমাদেরকে যে অসংখ্য নেয়ামাত দান করেছো সেগুলো আমি স্বীকার করছি। আমি যে সমস্ত গুনাহ করেছি তার অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব হে আমার প্রতিপালক! আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও। তুমি ছাড়া আমার অপরাধ আর কে ক্ষমা করবে ?"-বুখারী

শোবার নিয়ম ও দোয়া ঃ

(٤٠٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ ..... ثُمَّ يَقُوْلُ بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ ـ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا اِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ ـ بخارى

শব্দের অর্থ ঃ وَضَعْتُ 'ওয়াযা'তু'–আমি রাখছি। جَنْبِىْ 'জাম্বী'–আমার দেহ। اَرْفَعُهُ 'আরফাউহু'–আমি উঠাবো। اَمْسَكْتَ 'আমসাকতা'–আমার জান নিয়ে নাও। فَارْحَمْهَا 'ফারহামহা'–তাহলে এর উপর রহম করো। اَلصّٰلِحِيْنَ 'আসসালিহীনা'–নেক বান্দা।

৪০৯। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যখন রাতে শোবার জন্যে বিছানায় যেতেন, ডান হাত গালের নিচে রেখে) বলতেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার নাম নিয়ে আমার দেহ বিছানার রাখছি এবং তোমার নামেই আবার উঠবো। যদি (এ রাতেই) আমার জান নিয়ে নাও তাহলে তার উপর রহম করো। আর যদি জীবন না নিয়ে জীবিত থাকার আরো সুযোগ দাও তাহলে আমাকে তোমার নেক বান্দাদের মতো হেফাযত করো। –বুখারী

দুশ্চিন্তা দূর করার দোয়া ঃ

(٤١٠) عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ الْمَكْرُوْبِ ـ اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلاَ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ـ وَاَصْلِحْ لِىْ شَاْنِىْ كُلَّهُ ـ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ اَلْمَكْرُوْبُ 'আলমাকরূবু'–চিন্তাগ্রস্ত, বিপন্ন। اَرْجُوْ 'আরজূ'–আমি প্রত্যাশী لاَتَكِلْنِىْ 'লা তাকিলনী'–আমাকে ছেড়ে দেবেন না। نَفْسِىْ 'নাফসী'–আমার প্রবৃত্তি। طَرْفَةَ عَيْنٍ 'তারফাতা' আইনিন'–এক পলকের জন্যও। اَصْلِحْ 'আসলিহ্'–সুন্দর করে দাও। شَاْنِىْ 'শানী'–আমার অবস্থা।

৪১০। আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিপন্ন মানুষ এ দোয়া পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلاَ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِى طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ كُلَّهُ ـ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ *

"হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমতের প্রত্যাশী। আমাকে এক পলকের জন্যেও আমার প্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে দিও না। আমার যাবতীয় অবস্থা ও কাজ-কর্ম সুষ্ঠু ও সুন্দর করে দাও। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।"

—আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ যতক্ষণ কোন মানুষ আল্লাহর সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকে। ততক্ষণ তার প্রবৃত্তি তাকে কাবু করতে পারে না ও তার দ্বারা কোন গুনাহর কাজ সম্পাদন করাতে সক্ষম হয় না। কিন্তু যখনই মানুষ নিজেকে আল্লাহর তত্ত্বাবধান থেকে বঞ্চিত করে তখনই প্রবৃত্তি তাকে সরাসরি ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। এ কারণে মু'মিন ও দ্বীনদার ব্যক্তিগণ সর্বদা এ দোয়া করতে থাকেন। হে আল্লাহ! আমাকে প্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে দিয়ো না, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। আমার গোটা জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠু করে দাও।

কয়েকটি বিশিষ্ট দোয়া ঃ

(٤١١) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَـالَ كَـانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَقُـوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُـوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْـزِ وَالْكَسَلِ وَضَلَعِ الـدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَعُوْذُ 'আউযু'—আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি। بِكَ 'বিকা'—আপনার নিকট। اَلْهَمُّ 'আনহাম্মু'—দুশ্চিন্তা। اَلْعِجْزُ 'আলইজযু' —অলসতা, অসহায়তা। اَلْحُـزْنِ 'আলহুযনি' —দুঃখ-কষ্ট। اَلْكَسْلُ 'আলকাসলু' —অলসতা, দুর্বলতা। ضَلْعٌ 'দ্বালউ'ন'— দুর্বিসহ বোঝা। اَلدَّيْنُ 'আদ্দাইনু' —ঋণ। غَلَبَةٌ 'গালাবাতুন'—প্রাধান্য।

৪১১। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُـوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُـزْنِ وَالْعَـجْـزِ وَ الْكَسْلِ وَضَلَعِ الـدَّيْنِ غَلَبَـةِ الرِّجَالِ .....

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অশান্তি ও দুশ্চিন্তার হাত থেকে। অকর্মণ্যতা ও অলসতার কবল থেকে। দুঃসহ ঋণের বোঝা থেকে এবং দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে।" -বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর আশ্রয়ে নিজেকে সমর্পণ করার তাৎপর্য হলো; বান্দা তার নিজের দুর্বলতা ও অসহায়তা সম্পর্কে সজাগ। সে যে সম্পূর্ণ দুর্বল একথা তার জানা আছে বলেই সব রকমের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছে।

বিপদের আশংকা থেকে যে দুশ্চিন্তা ও অশান্তির সৃষ্টি হয় আরবী ভাষায় তাকে هَمٌّ (হাম্মুন) বলা হয়। আর বিপদে আক্রান্ত হয়ে যাবার পর যে ব্যাথার সৃষ্টি হয় সে ব্যাথাকে বলে حُزْنٌ (হুযুনুন)। কোন কাজ সমাধা করতে না পারাকে عَجْزٌ (আজযুন) বোকামী ও চেষ্টার অভাবকে كَسَلٌ (কাসালুন) বলা হয়। অর্থাৎ মানুষ মনে করে, এ কাজটা অত্যন্ত সহজ। আজ রাতেই করে ফেলবে। রাত চলে গেলো। কিন্তু কাজটা করা হলো না। তখন বলে, ঠিক আছে আগামী কাল করে ফেলবো। এভাবে সে কাজের সুযোগ হারিয়ে ফেলে।

এ দোয়ার সারমর্ম হলো, মু'মিন নিজের প্রতিপালকের নিকট বলতে থাকে, হে আল্লাহ! আমাকে হেফাযত করো। অনাগত বিপদের আশংকায় আমার মন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করো না। বিপদ যদি এসেই পড়ে তাহলে ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দিয়ো। কোন জিনিস হারিয়ে গেলে তার জন্যে যেনো ব্যাথা অনুভব না করি। তোমার পথে চলতে গিয়ে যেনো কোন সময় অলসতা না করি। আজ করবো কাল করবো বলে অযথা সময় ক্ষেপণ না করি। আমার উপর যেনো ঋণের এমন কোন বোঝা চেপে না বসে যা পরিশোধ করতে না পেরে আমি দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হয়ে পড়ি। আমাকে অসৎ লোকের প্রভাবধীন করো না।

(٤١٢) اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِيْ تَقْوٰهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرٌ مَّنْ زَكَّهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّايَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَّاتَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَّايُسْتَجَابُ لَهَا ـ مسلم : زيد بن ارقم

শব্দের অর্থ ঃ اٰتِ 'আতি'–আমাকে দিন। تَقْوٰهَا 'তাকওয়াহা'–আল্লাহ্ভীতি। زَكِّهَا 'যাক্কিহা'–তাকে পবিত্র রাখুন। اَنْتَ وَلِيُّهَا 'আনতা ওয়ালিয়ুহা'–আপনি এর অভিভাবক। مَوْلَاهَا 'মাওলাহা'–তার মালিক। لَايَخْشَعُ 'লা-ইয়াখশাউ'–ভীত হয় না। لَايَشْبَعُ 'লা ইয়াশবাউ''–পরিতৃপ্ত হয় না। لَايُسْتَجَابُ 'লা-ইউসতাজাবু'–গৃহীত হয় না।

৪১২। যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার নফসকে এ পর্যায়ে উন্নীত করুন যাতে সে আপনার নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকে। আমার নফসকে পবিত্র রাখুন। কেনোনা আপনিই তার সর্বোত্তম পবিত্রতা সাধনকারী। আপনিই তাঁর অভিভাবক ও মালিক। হে আল্লাহ! যে জ্ঞান আমার কোন উপকার সাধন করে না। যে অন্তর আপনার ভয়ে ভীত হয় না। যে নফস পরিতৃপ্ত হয় না এবং যে দোয়া আপনার দরবারে গৃহীত হয় না। এসব জিনিস থেকে বেঁচে থাকার জন্যে আমি আপনার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।-মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'উপকারী জ্ঞান' বলতে ঐ জ্ঞানকে বলা হয় যে জ্ঞান মানুষকে আল্লাহভীতি শিক্ষা দেয়, আল্লাহর পছন্দনীয় কাজে উৎসাহ যোগায় ও মানুষকে আল্লাহর রহমতের যোগ্য করে গড়ে তুলে।

'নফস তৃপ্ত হয় না' এর অর্থ হলো দুনিয়ার যতো ধন-দৌলতই তার হাতে আসুক তাতে সে তৃপ্ত হয় না। চাহিদা মেটে না বরং আরো চায়। আরো অধিক চায়। দোয়া কবুল না হবার অনেকগুলো কারণের মধ্যে হারাম উপার্জনও একটি বিশেষ কারণ। 'লেন দেন' অধ্যায়ে 'হালাল উপার্জন' শিরোনামে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(٤١٣) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِعْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ ـ مسلم : عبد الله بن عمر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ زَوَالُ 'যাওয়ালু'–চলে না যায়। تَحَوُّلُ 'তাহাওয়ুল' –তিরোহিত হয়ে না যায়। عَافِيَتُكَ 'অফিয়াতুকা'– আপনার নিরাপত্তা। فُجَاءَةُ 'ফুজাআতুন' –হঠাৎ আপতিত বিপদ। نِقْمَتِكَ 'নিকমাতিকা'– আযাব। سَخَطِكَ 'সাখাতিকা'–আপনার গযব।

৪১৩। আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দোয়াও করতেন ঃ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ থেকে শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে নেয়ামত দান করেছেন এগুলো যেনো (আমার গুনাহের দরুন) চলে না যায়। তার জন্যে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যে 'আফিয়াত' আমাকে দান করেছেন তা যেনো তিরোহিত না হয় তার জন্যেও আমি আপনার সাহায্য চাই। আপনার নিকট থেকে হঠাৎ আপতিত আযাব ও সব রকমের গজব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করি।-মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'আফিয়াত' হলো দ্বীন ও ঈমান সঠিক থাকা। দৈহিক সুস্থতাও আফিয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

নব দীক্ষিত মুসলমানের দোয়া ঃ

(٤١٤) عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ اِذَا اَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِىُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يَّدْعُوْ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَتِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ عَلَّمَهُ 'আল্লামাহু'–তাকে শিক্ষা দিতেন। يَدْعُوْ 'ইয়াদউ'–সে দোয়া করবে। اغْفِرْلِىْ 'ইগফিরলী'–আমাকে ক্ষমা করুন। اِهْدِنِىْ 'ইহদিনী' –আমাকে হিদায়াত দান করুন। عَافِنِىْ 'আফিনী'–আমাকে সুস্বাস্থ্য দান করুন।

৪১৪। মালিক আশজায়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন কোন নতুন লোক ইসলাম গ্রহণ করতো তখন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নামায শিক্ষা দিয়ে এ দোয়া করতে নির্দেশ দিতেন ঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। আমার উপর দয়া করুন। আমাকে সোজা সরল পথ দেখান। আমাকে সুস্থ রাখুন এবং আমাকে জীবিকা দান করুন।-মুসলিম

নামাযের পর দোয়া ঃ

(٤١٥) عَنْ مُعَاذٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ بِيَدِهٖ وَقَالَ : يَامُعَاذُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ ثُمَّ قَالَ اُوْصِيْكَ يَامُعَاذُ لَاتَدَعَنَّ فِىْ دُبُرِكُلِّ صَلٰوةٍ تَقُوْلُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ" - رياض الصالحين : ابو داؤد، نسائى

শব্দের অর্থ ঃ لَاُحِبُّكَ 'লাউহিব্বুকা'–আমি অবশ্যই তোমাকে পছন্দ করি। اُوْصِيْكَ 'উসীকা'– উপদেশ দিচ্ছি। لَاتَدَعَنَّ 'লা-তাদাউ'ন্না'–ছেড়ে দিও না। دُبُرِ 'দুবুরি'–পরে। اَعِنِّىْ 'আঈন্নী'–আমাকে সাহায্য করুন।

৪১৫। মু'য়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন, হে মু'য়ায! আমি তোমাকে অবশ্যই পছন্দ করি। এরপর তিনি বললেন, হে মু'য়ায! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। প্রত্যেক ফরয নামাযের পর কখনো এ দোয়াটি পড়া ছেড়ে দিয়ো না। হে আল্লাহ! তোমার যিকির করতে, শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে এবং উত্তমভাবে ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করো।

–রিয়াদুস্ সালেহীন, আবু দাউদ, নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে তোমাকে স্মরণ করবো। তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। সর্বোত্তম পন্থায় তোমার ইবাদত-বন্দেগী করবো। কিন্তু আমি দুর্বল অক্ষম, তোমার সাহায্য সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। তোমার সাহায্য ব্যতীত কোন কাজ সম্পাদন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

(٤١٦) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ اِذَا سَلَّمَ - لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ - وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَاهُ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ 'সালাতিন মাকতূবাতিন'–ফরয নামায। مُعْطِىَ 'মু'তিয়া'–দানকারী।

৪১৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযে সালামের পর এ দোয়া করতেন ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তার হাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা। সমস্ত প্রশংসা তারই জন্যে নিবেদিত। তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি কিছু দিতে চাইলে কেউ ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। আর তুমি দিতে না চাইলে কেউ এনেও দিতে পারবে না। তোমার মুকাবিলায় কোন শক্তিমানের শক্তিই কার্যকর নয়।-বুখারী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

বাস্তব দৃষ্টান্ত

নামায ও খুতবায় মধ্যানুবর্তীতা ঃ

(٤١٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضـ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ صَلٰوتُه قَصْدًا وَخُطْبَتُهٗ قَصْدًا - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ كُنْتُ اُصَلِّىْ 'কুনতু উসাল্লী'–আমি নামায আদায় করতাম। قَصْدًا কাসদান'–মধ্যম। خُطْبَتُهٗ 'খুতবাতুহু'–ভাষণ, খুতবা।

৪১৭। জাবির ইব্নে সামরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায আদায় করতাম। তাঁর নামায

ছিলো মধ্যম এবং খুতবাও ছিলো মধ্যম। অর্থাৎ বেশী লম্বাও হতো না আবার একেবারে সংক্ষিপ্তও হতো না।-মুসলিম

মুক্তাদীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ ঃ

(٤١٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّي لَاَقُوْمُ اِلَى الصَّلٰوةِ وَاُرِيْدُ اَنْ اُطَوِّلَ فِيْهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاَتَجَوَّزُ فِيْ صَلٰوتِيْ كَرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمِّهٖ - بخارى : ابو قتاده رضـ

শব্দের অর্থ ঃ لَاَقُوْمُ 'লাআকূমু'–আমি অবশ্যই দাঁড়াই। اُرِيْدُ 'উরীদু' –আমি ইচ্ছা করি। اُطَوِّلَ 'আতূলা'–আমি দীর্ঘ করিব। اَسْمَعُ 'আসমাউ' –আমি শুনি। بُكَاءٌ 'বুকাউন'–কান্না। اَلصَّبِيُّ 'আসসাবিয়্যু'–শিশু। فَاَتَجَوَّزُ 'ফাআতাজাওয়াযু' –আমি সংক্ষিপ্ত করে ফেলি। كَرَاهِيَةٌ 'কারাহিয়্যাতান' –অপছন্দ। اَشُقَّ 'আশুককা'–আমি কষ্ট দেবো।

৪১৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি নামায পড়তে আসি এবং দীর্ঘ করে নামায পড়ার ইচ্ছে করি। কিন্তু যখন কোন শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনি তখন নামায সংক্ষিপ্ত করে ফেলি। কেননা কোন শিশুর মা কষ্ট পাক এটা আমি পছন্দ করি না।-বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে মেয়েরাও মসজিদে এসে জামায়াতে নামায আদায় করতো। তাদের সঙ্গে শিশুদের মাও আসতো। এ হাদীসে এদের কথাই বলা হয়েছে। এ হাদীসে ইমামগণের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যারা মুক্তাদীদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দিকপাত না করে লম্বা সূরা দিয়ে নামায পড়েন।

দীর্ঘ নামায ঃ

(٤١٩) عَنْ زِيَادٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقُوْمُ لِيُصَلِّيَ حَتّٰى تَرِمَ قَدَمَاهُ اَوْسَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهٗ - فَيَقُوْلُ اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ لَيَقُوْمُ 'লাইয়াকূমু'–তিনি এতো অধিক সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন। تَرِمُ 'তারিমু'–ফুলে যেতো। قَدَمَاهُ 'কাদামাহু'–তাঁর দু' পা। سَاقَاهُ 'সাকাহু'–তাঁর উভয় পায়ের গোড়ালী। اَفَلَا اَكُوْنَ 'আফালা আকূনা'–আমি কি হবো না। شَكُوْرًا 'শাকূরান'–কৃতজ্ঞ।

৪১৯। যিয়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মুগিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাযে এতো অধিক সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে তার পা অথবা গোড়ালী (বাত জমে গিয়ে) ফুলে যেতো। এ জন্যে লোকেরা যখন বলাবলি করতো। আল্লাহর নবীর এতো কষ্ট করার প্রয়োজন কি? তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না।–বুখারী

শিক্ষা দান পদ্ধতি

সামর্থ অনুযায়ী কাজের নির্দেশ ঃ

(٤٢٠) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ - كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَمَرَهُمْ اَمَرَهُمْ مِنَ الْاَعْمَالِ بِمَا يُطِيْقُوْنَ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اَمَرَهُمْ 'আমারাহুম'–তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিতেন। اَلْاَعْمَالِ 'আলআ'মালি'–কাজসমূহ। بِمَايُطِيْقُوْنَ 'বিমা ইউতীকুনা'–যা তারা করতে পারতো।

৪২০। আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জনগণকে কোন কাজের নির্দেশ দিতেন। তখন এমন কাজের নির্দেশই দিতেন যা তারা করতে পারতো।-বুখারী

নামাযের নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা ঃ

(٤٢١) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا اَنَا اُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ

يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلُ أُمِّيَاهُ مَاشَأْنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَيَّ؟ - فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُوْنَنِيْ لٰكِنِّيْ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِأَبِيْ هُوَ وَأُمِّيْ مَارَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ اَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ - مَاكَهَرَنِيْ وَلَا ضَرَبَنِيْ وَلَا شَتَمَنِيْ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ - اِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اِذْ 'ইয'–এ সময়। عَطَسَ 'আতাসা' – হাঁচি দিলো। فَرَمَانِيْ 'ফারামানী'– আমার দিকে তাকালো। اَثُكْلَ اُمِّيَاهُ 'আসকালা উম্মায়াহু'–তার মা বাবা তার জন্য উৎসর্গ হোক। يُصَمِّتُوْنَنِيْ 'ইয়াসাম্মিতূনানী' – আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে। سَكَتُّ 'সাকাততু'–আমি চুপ হয়ে গেলাম। بِاَبِيْ هُوَ وَاُمِّيْ 'বিআবী হুওয়া ওয়া উম্মী'–তার ওপর আমার মা-বাবা কুরবান হোক! مُعَلِّمًا 'মুআল্লিমান'–শিক্ষক। اَحْسَنَ 'আহসানু'–উত্তম। مَاقَهَرَنِيْ 'মা কাহারানী'–তিনি আমাকে ধমকালেন না। لَاشَتَمَنِيْ 'লা-শাতামানী'–গালিগালাজ করলেন না। لَاضَرَبَنِيْ 'লা-যারাবানী' –তিনি আমাকে মারলেন না। لَايَصْلُحُ 'লা-ইয়াসলুহু'–উচিত নয়।

৪২১। মু'য়াবিয়া ইবনে হাকাম আস্-সুলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায আদায় করতে ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে আমি (নামাযের মধ্যে জবাবে) يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলে ফেললাম। লোকেরা আমার দিকে তাকাতে লাগলো (তা দেখে) আমি বললাম, আল্লাহ তোমাদেরকে জীবিত রাখুক। আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছো কেনো? আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে। তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। আমার পিতা-মাতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্যে উৎসর্গ হোক। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের আগে ও তাঁর তিরোধানের পরে তাঁর চেয়ে উত্তম কোন প্রশিক্ষণ দানকারী শিক্ষক জীবনে আর দেখিনি। নামায আদায়ের পর তিনি আমাকে ধমকালেন না। মারলেন না। গালিগালাজও করলেন না। শুধু বললেন, এটা হলো নামায। আর নামাযে কথাবার্তা বলা উচিত নয়। নামাযে শুধুমাত্র আল্লাহর তসবীহ-তাহলীল ও কুরআন পড়া হয়ে থাকে।-মুসলিম

ধর্মে উদারতা ঃ

(٤٢٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَالَ اَعْرَابِىٌّ فِىْ الْمَسْجِدِ - فَقَامَ النَّاسُ اِلَيْهِ لِيَقَعُوْا فِيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوْهُ وَاَرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِهٖ سَجْلاً مِّنْ مَّاءٍ اَوْذَنُوْبًا مِّنْ مَّاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ بَالَ 'বালা'–প্রশ্রাব করে দিলো। يَقَعُوْا 'ইয়াকাউ'–মারতে উদ্যত হলো। دَعُوْهُ 'দাউ'হু'–তাকে ছেড়ে দাও। سَجْلاً 'সাজলান'–এক বালতি। مُعَسِّرِيْنَ 'মুআস্‌সিরীনা'–কষ্টসাধ্য দুরূহ।

৪২২। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক বেদুইন মসজিদে প্রশ্রাব করে দিলে লোকেরা তাকে মারতে উদ্যত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তাকে মেরো না। ছেড়ে দাও এবং তার প্রশ্রাবে এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমরা তো দ্বীনকে মানুষের জন্যে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে পেশ করার জন্যে প্রেরিত হয়েছো। দ্বীনের দিকে মানুষের আগমন দুরূহ ও কষ্টসাধ্য করার জন্যে তোমাদেরকে পাঠানো হয়নি। -বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মু'য়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামেনে পাঠাবার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন। তোমরা সেখানকার লোকজনের সামনে এমন সুন্দর ও সহজ সরলভাবে দ্বীনকে পেশ করবে। তারা যেনো এটাকে সহজ মনে

করে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমন পদ্ধতি কখনো গ্রহণ করবে না যার পরিণামে লোকেরা দ্বীনকে কঠিন মনে করে দূরে সরে যায়। জনগণকে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট করে গভীর ভাসবাসায় উদ্বুদ্ধ করবে। তোমাদের প্রতি ঘৃণা ও খারাপ ধারণার উদ্রেক করাবে না।

আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা ঃ

(٤٢٣) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ ـ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيْمًا رَفِيْقًا ـ فَظَنَّ اَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا اَهْلَنَا فَسَاَلَ عَمَّنْ تَرَكْنَا فَاَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ ارْجِعُوْا اِلٰى اَهْلِيْكُمْ فَاَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَصَلُّوْا صَلَاةً كَذَا حِيْنَ كَذَا وَصَلَاةً كَذَا فِيْ حِيْنِ كَذَا (وَفِيْ رِوَايَةٍ وَصَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ) ـ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ شَبَبَةٌ 'শাবাবাতুন'–তরুণ যুবক। مُتَقَارِبُوْنَ 'মুতাকারিবূনা' –একই বয়সের। قَدِ اشْتَقْنَا 'কাদিশতাকনা'–আমরা এখন বাড়ী যেতে চাই। فَاَخْبَرْنَاهُ 'ফাআখবারনাহু'–তারপর আমরা তাঁকে জানালাম। اِرْجِعُوْا 'ইরজিউ'–তোমরা ফিরে যাও। عَلِّمُوْهُمْ 'আল্লিমূহুম'–তোমরা তাদের শিক্ষা দিবে। لِيَؤُمَّكُمْ 'লিইউওয়াম্মাকুম' –অবশ্যই তাদের ইমামতী করবে। اَكْبَرُكُمْ 'আকবারুকুম'–তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি।

৪২৩। হযরত মালিক ইবনুল হুয়াইরাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা কতিপয় তরুণ যুবক দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়েছিলাম। তাঁর দরবারে আমরা বিশ দিন অবস্থান করলাম। আমাদের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত সদয় ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করলেন। অতঃপর তিনি বুঝতে পারলেন আমরা এখন বাড়ীতে ফিরে যেতে চাই। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন,

তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কে কে আছে ? আমরা সবার কথা খুলে বললাম। সব শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা নিজেদের পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যাও। এখান থেকে যা কিছু শিখেছো তা তাদেরকে শেখাবে। তাদের ভালো কাজের আদেশ দেবে। অমুক নামায অমুক সময়ে আদায় করবে এবং অমুক নামায অমুক সময়ে পড়বে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছো তোমরা সেভাবে নামায আদায় করবে। নামাযের সময় হলে তোমাদের কেউ আযান দেবে এবং যিনি বয়োজেষ্ঠ তিনি ইমামতি করবেন। -বুখারী, মুসলিম

সৃষ্টির প্রতি দয়া

ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়া ঃ

(٤٢٤) عَنْ جُوَيْرِبْنِ عَنْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا فِىْ صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةً مُجْتَابِى النَّمَارِ اَوِالْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِى السُّيُوْفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُّضَرَبَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَاٰى بِهِمْ مِّنَ الْفَاقَةِ ـ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَاَمَرَبِلَالاً فَاَذَّنَ وَاَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ ـ يَاَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا (النساء اَيت : ١) وَالْاٰيَةَ الْاُخْرٰى الَّتِىْ فِىْ اٰخِرِ الْحَشْرِ يٰاَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا تَّقُو اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ ـ (سورة حشر : ايت : ١٨) لِيَتَصَدَّقْ رَجُلٌ مِّنْ دِيْنَارِهٖ مِنْ دِرْهَمِهٖ ـ مِنْ ثَوْبِهٖ مِنْ صَاعِ تَمْرِهٖ حَتّٰى قَالَ وَلَوْبِشِقِّ تَمْرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهٗ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتّٰى

رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتّٰى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٍ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِيْ الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْقَصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ صَدْرِ النَّهَارِ 'সাদরিন্নাহারি'– সকাল বেলা। اَلنِّمَارُ 'আন্নামারু' –মোটা চাদর, কম্বল। فَتَمَعَّرَ 'ফাতামা'আরা'–বিবর্ণ হয়ে গেল। اَلْفَاقَةُ 'আলফাকাতু'– দুরাবস্থা। خَطَبَ 'খাতাবা'–বক্তৃতা দান করলেন। لِيَتَصَدَّقُ লিইয়াতাসাদ্দাকু'–অবশ্যই দান করবেন। بِشِقِّ تَمَرَةٍ 'বিশিক্কি তামারাতিন'–অর্ধেক খেজুর। تَتَابَعَ 'তাতাবাআ'–একের পর এক। كَوْمَيْنِ 'কাওমাইনি'–দু'টি স্তুপ। يَتَهَلَّلُ 'ইয়াতাহাল্লালু'–চমকাচ্ছে। كَأَنَّهَا مُذْهَبَةٍ 'কাআন্না মুযাহাবাতিন'– যেন তাতে সোনালী রং ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে।

৪২৪। জাবীর ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আমরা একদিন সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসে ছিলাম। এমন সময় কিছু লোক কাঁধে তরবারী ঝুলিয়ে মোটা কম্বল গায়ে জড়ায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো। তাদের শরীরের অধিকাংশই ছিলো অনাবৃত। লোকগুলোর অধিকাংশই কিংবা সবাই 'মুযার' গোত্রের লোক। তাদের দুরবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে এলেন এবং বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আযান দিতে বললেন। (তখন নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল) অতঃপর বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আযান দিলেন। তাকবীর

বললেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ালেন। নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বক্তৃতা প্রদান করলেন ; তিনি বক্তৃতায় সূরায়ে নিসার প্রথম আয়াত এবং সূরায়ে হাশরের শেষ রুকূ'র প্রথম আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন এবং বললেন ঃ জনগণের উচিত আল্লাহর রাস্তায় দান করা। দীনার দেয়া, দেরহাম দেয়া। কাপড় চোপড় দেয়া। এক কাঠা গম দেয়া। শেষ পর্যন্ত তিনি বলেন, যদি কারো নিকট একটি খেজুরের অর্ধেকও থাকে তবে তাও আল্লাহর পথে দিয়ে দিতে হবে। বক্তৃতা শোনার পর জনৈক আনসার একটি ভরা ব্যাগ হাতে নিয়ে এলেন। ব্যাগটি এত ভারী ছিলো যে তিনি তা ধরে রাখতে পারছিলেন না। এরপর লোকেরা একের পর এক সদকা দিতে আরম্ভ করলো। শেষ পর্যন্ত আমি দেখলাম গম, খাদ্য ও কাপড়ের দুটো স্তুপ হয়ে গেলো। জনগণের সদকা দেয়ার দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে চমকাতে লাগলো। মনে হচ্ছিলো যেনো তাঁর চেহারায় সোনালী রং ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি ঘোষণা করলেন। যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম কাজ চালু করবে, তার সওয়াব তো সে পাবেই, অধিকন্তু পরবর্তীকালে যারা ঐ কাজ করবে তাদের সাথে সমান সওয়াবও পেতে থাকবে। কিন্তু পরবর্তীদের সওয়াব একটুও কমানো হবে না। অপরপক্ষে ইসলামে যদি কোন ব্যক্তি খারাপ রেওয়াজ চালু করে তাহলে সে তার গুনাহের ভাগীতো হবেই। অধিকন্তু পরবর্তীকালে যারা এ গুনাহের পথে চলবে তাদের সমান গুনাহ তার আমলনামায়ও লেখা হবে। কিন্তু তাদের গুনাহের বোঝা থেকে একটুও কমবে না।-মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামের দু'টি বুনিয়াদী শিক্ষার একটি হলো আল্লাহর একত্ববাদ। দ্বিতীয়টি আল্লাহর অভাবী বান্দাদের জন্যে দয়া, প্রীতি ও শুভেচ্ছা। মানুষের প্রতি শুভেচ্ছার কারণেই তাদের অভাব অনটন দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা দুঃখে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। তাদের খাদ্য ও কাপড়ের ব্যবস্থা হয়ে গেলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরায়ে নিসার যে আয়াত পাঠ করেছিলেন তার মর্ম হলো ঃ হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ থেকে আত্মরক্ষা করো। যিনি তোমাদেরকে একটিমাত্র জীবন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই তার স্ত্রী বানিয়েছেন। এ দু'জন হতে পরবর্তীকালে অসংখ্য নারী পুরুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, তোমরা নিজেদের সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করো। যার নাম নিয়ে তোমরা একে অপরের নিকট থেকে অধিকার আদায় করতে চাও। আত্মীয়তার বন্ধনের প্রতি লক্ষ রেখো এবং তাদের অধিকার প্রদান করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক।

এ আয়াতে আল্লাহ দু'টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি আল্লাহর একত্ববাদ ও অপরটি মানব জাতির ঐক্য। আল্লাহর একত্ববাদের অর্থ হলো, একমাত্র আল্লাহরই বন্দেগী ও আনুগত্য। এটার নাম হলো তৌহিদ।

মানব জাতির ঐক্যের অর্থ হলো, সমস্ত বিশ্বের মানব মণ্ডলী একই পিতা-মাতার সন্তান। সুতরাং ভালোবাসার ভিত্তিতেই তাদের সকল সম্পর্ক নির্ধারিত হওয়া উচিত।

এ নিঃস্ব কাঙ্গালগণকে দেখে এদের সদকা ও দানের আবেদন করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আয়াত তেলাওয়াত করা এ কথারই পরিষ্কার ইঙ্গিত বহন করে যে, সমাজের অসহায় ও দরিদ্রদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা না করা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ উদ্রেকের কারণ।

সূরায়ে হাশরের যে আয়াত তিনি পাঠ করেছিলেন তার অর্থ হলো, হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেক লোকেরই এ বিষয়ে ভেবে দেখা উচিত। কিয়ামতের জন্যে সে কি জমা করেছে? হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণভাবে অবহিত।

এ আয়াত পাঠ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, দরিদ্র ও অভাবীদের অভাব মোচনে যে অর্থ

ব্যয় করা হয় তা ধ্বংস হয় না বরং আখেরাতের পুঁজিতে পরিণত হয়। যে ব্যক্তি প্রথমে দান করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রশংসা করে ঘোষণা করেছেন। এ ব্যক্তি নিজের সদকার জন্যে সওয়াব তো পাবেই সংগে সংগে তার দেখাদেখি অন্য যারা সদকা করেছে তাদের সকলের সমান ছওয়াবও সে পাবে।

দু'জনের খাবারে তৃতীয়জনের অংশ নেয়া ঃ

(٤٢٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِدِّيْقِ رضـ اِنَّ اَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوْا اُنَاسًا فُقَرَأَو اَنَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهٗ طَعَامُ اِثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهٗ طَعَامُ اَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ اَوْكَمَا قَالَ۔ وَاَنَّ اَبَابَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرَةٍ۔ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَصْحَابُ الصُّفَّةِ 'আসহাবুসসুফ্ফাতি' –সুফফার অধিবাসীগণ। মসজিদে নবুবীর চত্বরে সাহাবীগণের একটি দল দীন শিক্ষার জন্য সবসময় উপস্থিত থাকতেন। كَانُوْا اُنَاسًا فُقَرَاءَ 'কানূ উনাসান ফুকারাআ'–তারা ছিলো গরীব মানুষ طَعَامُ اِثْنَيْنِ 'তোয়ামু ইসনাইনি' –দুজনের খাবার। فَلْيَذْهَبْ 'ফালইয়াযহাব'–সে যেন যায়। بِثَالِثٍ 'বিসালিসিন'–তৃতীয় জনসহ। بِخَامِسٍ وَسَادِسٍ 'বিখামিসিন ওয়া সাদিসিন'–পঞ্চম ও ষষ্ঠ জনসহ। بِعَشَرَةٍ 'বিআশারাতিন'–দশজনসহ।

৪২৫। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আস্হাবে সুফ্ফার সদস্যগণ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাদের ঘরে দু'জনের খাবার আছে তারা এখন থেকে তৃতীয় আর একজনকে নিয়ে যাবে। যাদের ঘরে চারজনের খাবার আছে তারা পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ আরো দু'জন লোককে নিয়ে যাবে। (একথা শোনার পর) আবু বকর সিদ্দীক

রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনজন লোক ঘরে নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশজনকে সংগে নিয়ে গেলেন।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন জনগণের পরিচালক ও নেতা। তিনি যদি দশ জনকে সংগে করে না নিতেন তাহলে সাধারণ লোকেরা সন্তুষ্ট চিত্তে ৪/৫ জনকে কি করে নিতো? এটাই নিয়ম। দায়িত্বশীল নেতৃবর্গ যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ত্যাগ ও কুরবানীর দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারেন তাহলে তার অনুসারী কর্মী বাহিনীর মধ্যে ত্যাগ ও কুরবানীর অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হবে। অগ্রগামী ব্যক্তিগণই যদি পিছটান দেয় তাহলে পশ্চাতের লোকদের মনে সামনে অগ্রসর হবার মানসিকতা সৃষ্টি হওয়া সুদূর পরাহত।

মন জয় ও সদ্ভাব সৃষ্টি করা ঃ

(٤٢٦) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاِسْلَامِ شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ ـ وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ اِلٰى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اَسْلِمُوْا فَاِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِىْ عَطَاءَ مَنْ لاَّيَخْشٰى الْفَقْرَ ـ وَاِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَايُرِيْدُ اِلاَّ الدُّنْيَا فَمَا يَلْبَثُ اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى يَكُوْنَ الْاِسْلَامُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ـ مسلم ـ

শব্দের অর্থ ঃ سُئِلَ 'সুয়িলা'–চাইতো। اَعْطَاهُ 'আতাহু'–তাকে তা দিতেন। فَرَجَعَ 'ফারাজাআ'–ফিরে গিয়ে। اَسْلِمُوْا 'আসলিমূ'–তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। لاَيَخْشٰى 'লা-ইয়াখশা'–তিনি ভয় করেন না। اَحَبُّ 'আহাব্বা'–অধিক প্রিয়।

৪২৬। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করার লক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অকাতরে দান করতেন। তাঁর নিকট যে জিনিসেরই আবেদন জানানো হতো তাকে অবশ্যই তা দিয়ে দিতেন। একদনি তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এলে তাকে

দু'পাহাড়ের মধ্যে বিচরণকারী সমস্ত বকরী দিয়ে দিলেন। সে ব্যক্তি তার কওমের নিকট ফিরে গিয়ে বললো, হে আমার সগোত্রীয় লোকেরা! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কেননা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ব্যক্তির ন্যায় (মুক্ত হস্তে) দান করেন যে কখনো দারিদ্রের ভয় করেন না। বা বর্ণনাকারী আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মানুষ যদিও ধন-সম্পদের লোভে মুসলমান হতো কিন্তু বেশী দিন এ অবস্থা থাকতো না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণে অচিরেই ইসলামের প্রতি আকর্ষণ তার মন-মগজে এমনভাবে বসে যেতো যে দুনিয়ার সমুদয় সম্পদের চেয়ে ইসলামই তার নিকট বেশী প্রিয় বলে মনে হতো।-মুসলিম

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম

বিরোধীদের জন্যে দোয়া ঃ

(٤٢٧) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِىْ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَاَدْمُوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ 'কাআন্নী আনযুরু' – আমি যেন দেখছি। يَحْكِىْ 'ইয়াহকী' –বর্ণনা করছেন। فَاَدْمَوْهُ 'ফাআদমাওহু'–তারা তাঁকে রক্তাক্ত করে দিয়েছেন। يَمْسَحُ 'ইয়ামসাহু' –তিনি মুছছেন। لَايَعْلَمُوْنَ 'লা-ইয়া'লামূনা' –তারা জানে না।

৪২৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন নবীর কাহিনী বর্ণনা করছিলেন। দ্বীনের প্রতি আহবানের অপরাধে সে নবী আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর জাতির লোকেরা এমন মর্মান্তিকভাবে প্রহার করে তার

দেহ রক্তাক্ত করে দিয়েছিলো। এরূপ কঠিন অবস্থায়ও সেই নবী নিজের মুখমণ্ডল হতে রক্ত মুছছেন আর বলছেন, হে আল্লাহ! আমার জাতির অপরাধ মাফ করে দাও। কেনোনা তারা প্রকৃত অবস্থা জানে না।

–বুখারী, মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সা.-এর জন্যে সর্বাধিক দুঃসময় ঃ

(٤٢٨) عَنْ عَائِشَةَ رضـ اَنَّهَا قَالَتِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ اَتٰى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ اَشَدَّ مِنْ يَّوْمِ اُحُدٍ؟ قَالَ قَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكَ وَكَانَ اَشَدُّ مَا لَقِيْتُهُ يَوْمُ الْعَقَبَةِ، اِذْ عَرَضْتُ نَفْسِيْ عَلَى بْنِ عَبْدِ يَالَيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُجِبْنِيْ اِلٰى مَااَرَدْتُّ فَانْطَلَقْتُ، وَاَنَا مَهْمُوْمٌ عَلٰى وَجْهِيْ فَلَمْ اَسْتَفِقْ اِلاَّ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ ـ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَنَظَرْتُ، فَاِذَا فِيْهَا جِبْرِيْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَنَادَانِيْ ـ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوْا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ اِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ ـ فَنَادَانِيْ مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَاَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِيْ رَبِّيْ اِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِيْ بِاَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ؟ اِنْ شِئْتَ لَبَقْتُ عَلَيْهِمُ الْاَخْشَبَيْنِ ـ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ اَرْجُوْ اَنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ اَصْلَابِهِمْ مَّنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لَايُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَشَدُّ 'আশাদ্দু'–আরো মারাত্মক কোন কঠিন। قَدْ لَقِيْتُ 'কাদ লাকীতু'–অবশ্যই আমার জীবনে এসেছে। مَهْمُوْمٌ 'মাহমূমুন'–কঠিন সময়। لَمْ اَسْتَفِقْ 'লাম আসতাফিক'–আমি সুস্থ হইনি। فَنَادَانِيْ 'ফানাদানী' –তিনি আমাকে ডেকে বলেন। مَلَكُ الْجِبَالِ 'মালাকুল জিবালি'–পাহাড়ের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ফেরেশতা। لِتَأْمُرَهُ 'লিতা'মুরুহু'–আপনি যেনো

তাকে আদেশ দেন। فَسَلَّمَ 'ফাসাল্লামা'–তিনি সালাম দিলেন। بَعَثَنِيْ 'বাআসানী' –আমাকে পাঠিয়েছেন। لِتَأْمُرَنِيْ 'লিতা'মুরানী'–আপনি যেন আমাকে আদেশ দেন। اَرْجُوْ 'আরজূ' –আমি আশা করি। يَعْبُدُ اللّٰهَ 'ইয়া'বুদুল্লাহা' –আল্লাহর ইবাদত করবে।

৪২৮। আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওহুদের কঠিন সময়ের চেয়ে আরো মারাত্মক কোন কঠিন সময় আপনার জীবনে এসেছিলো কি ? তিনি বললেন, হে আয়েশা! তোমার সম্প্রদায় কুরাইশদের পক্ষ থেকে আমার জীবনে বহু বিপদ আপদ এসেছে। তন্মধ্যে আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় ছিলো "আকাবার" দিন। সে দিন আমি আবদে ইয়ালির ইবনে আবদে কুলালের নিকট নিজেকে পেশ করেছিলাম। কিন্তু আমি তার নিকট যা চেয়েছিলাম তা দিতে সে অস্বীকৃতি জানালো। আমি নিরাশ হয়ে নিতান্ত চিন্তিত মনে সেখান থেকে ফিরে এলাম। করনুসসায়ালিবে পৌঁছে যখন চিন্তা একটু হালকা হলো। তখন আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে জিবরীল আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তথায় উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার জাতি আপনার সঙ্গে যে কথাবার্তা বলেছে এবং যে ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গীতে আপনার দাওয়াতের জবাব দিয়েছে আল্লাহ তার সবই শুনেছেন। এখন আল্লাহ পাহাড়সমূহের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ফিরিশতাদেরকে আপনার নিকট পাঠাচ্ছেন। দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী লোকদের শাস্তি বিধানের জন্যে আপনি তাদেরকে যে হুকুম করবেন তারা দ্বিধাহীন চিত্তে সে হুকুম পালন করবে। এরপর পাহাড়সমূহের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ফিরিশতাগণ আমাকে আওয়াজ দিলো। সালাম জানিয়ে বললো, হে মুহাম্মদ! আপনার জাতির লোকজন আপনার সঙ্গে যে কথাবার্তা বলেছে, আল্লাহ তা সবই শুনেছেন। আমরা পাহাড়সমূহের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছি। আল্লাহ আমাদেরকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আপনার জাতির শাস্তি বিধানের জন্যে। আপনি আমাদেরকে

যে আদেশ করবেন তা এক্ষুণি পালন করবো। আপনি যদি বলেন তাহলে এ দু'দিকের পাহাড়গুলোকে এমনভাবে মিলিয়ে দেবো যে মাঝখানের সমস্ত অধিবাসী পিষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, না বরং আমি আশা করছি যে এদের সন্তানাদির মধ্যে এমন লোক জন্ম নেবে যারা শুধু আল্লাহর বন্দেগীই করবে এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করবে না।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'আকাবার দিন' এর অর্থ তায়েফের দিন। তায়েফ নগরে কুরাইশ ব্যবসায়ীগণ চামড়ার বিরাট বিরাট ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলো। তায়েফের মূল অধিবাসী ও কুরাইশদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। মক্কাবাসীদের উপর থেকে নিরাশ হয়ে তিনি এ আশায় তায়েফে এসেছিলেন, হয়তোবা সত্য দ্বীন এখানে আশ্রয় পেতে পারে। কিন্তু ইবনে আবদে ইয়ালিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর গুণ্ডা বাহিনী লেলিয়ে দিলেন। এদের পাথরের আঘাতে আঘাতে তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন।

যখন কোন জাতি আল্লাহর নবীর আহবান প্রত্যাখ্যান করে তখন তারা শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। কিন্তু নবীগণ নিরাশ না হয়ে কওমের মধ্যে কাজ করতেই থাকেন। তারা আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকেন। হে আল্লাহ! আজ আযাব দেবেন না। আগামীকাল হয়তো তারা ঈমান আনতে পারে। যখন পাহাড়ের ফেরেশতাগণ বললো, 'যদি আপনি ইচ্ছে করেন তাহলে মক্কার দু'পাহাড় – জাবালে আবু কুবাইস ও জাবালে আহমার একত্রে মিলিয়ে এখনই এদের পিষে ফেলবো।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমাকে আমার কওমের লোকজনের নিকট তাবলীগ করার সুযোগ দাও। আশা করি তারা আগামীতে ঈমান আনবে। যদি তারা ঈমান না আনে তাহলে আশা করি তাদের ছেলেমেয়েরা ঈমান আনবে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের এটাই হলো দৃষ্টান্ত। ধৈর্য এবং সহনশীল মনোভাবের অধিকারী না হতে পারলে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কার্যকর ভূমিকা পালন করা যায় না।

নবী স.-এর সঙ্গী-সাথীদের অবস্থা

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাহাজ্জুদ নামায ঃ

(٤٢٩) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ - قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بَعْدَ ذٰلِكَ لاَيَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ اِلاَّ قَلِيْلاً -

- بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ 'ইউসাল্লী মিনাল্লাইলি'–রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়তো। لاَيَنَامُ 'লা-ইয়ানামু'–ঘুমাতেন না।

৪২৯। সালেম রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আবদুল্লাহ কতো ভাল মানুষ। হায়! সে যদি রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়তো। সালেম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, একথা শুনার পর আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাতে খুব কমই ঘুমোতেন।

–বুখারী, মুসলিম

আল্লাহর পথে খরচ ও আল্লাহর যিকির ঃ

(٤٣٠) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ - فَقَالَ وَمَاذَاكَ؟ فَقَالُوْا يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُوْنَ وَلاَ نُعْتِقُ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَلاَ اُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهٖ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهٖ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَكُوْنُ اَحَدٌ اَفْضَلَ مِنْكُمْ اِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَاصَنَعْتُمْ ؟ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُسَبِّحُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ

دُبُرَكُلِّ صَلٰوةٍ ثَلَاثًا وَّثَلٰثِيْنَ مَرَّةً - فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا سَمِعَ اِخْوَانُنَا اَهْلُ الْاَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوْا مِثْلَهٗ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَهْلُ الدُّثُوْرِ 'আহলুদ্দুসূরি'– অর্থশালী ব্যক্তিগণ। بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى 'বিদ্দারাজাতিল উ'লা'–শ্রেষ্ঠ মর্যাদা। لَانُعْتِقُ 'লা-নুতিকু'–আমরা গোলাম আযাদ করতে পারি না। اَفَلَا اُعَلِّمُكُمْ 'আফালা উআল্লিমুকুম'–আমি কি তোমাদেরকে, শিক্ষা দিবো না ? مَاصَنَعْتُمْ 'মা সা'নাতুম'–তোমরা যা করছো। دُبُرَكُلِّ صَلٰوةٍ 'দুবুরা কুল্লি সালাতিন'–প্রত্যেক নামাযের পরে। فَضْلُ اللّٰهِ 'ফাযলুল্লাহি'–আল্লাহ্‌র ফজলে।

৪৩০। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে নিবেদন করলো। আমাদের সম্পদশালী ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও স্থায়ী নেয়ামাত (জান্নাত) পেয়ে গেলো (আর আমরা বঞ্চিত রইলাম)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কিভাবে ?' তারা বললো, আমরা নামায পড়ি, তারাও নামায পড়েন। আমরা রোযা রাখি তারাও রোযা রাখেন। এ ধরনের সৎকাজগুলোতে তারা আমাদের সমান সমান। কিন্তু তারা মালদার হবার কারণে সদ্‌কা করেন। আমরা দরিদ্র হবার কারণে সদ্‌কা করতে পারি না। তাদের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু (আমল) শিখয়ে দেবো ? যার বদৌলতে তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের সমক্ষক হয়ে যাবে এবং তোমাদের পরবর্তীদের উপরে থেকে যাবে। তোমরা যা করছো তা না করলে কেউ তোমাদের চেয়ে বেশী মর্যাদাবান হতে পারবে না। তারা বললো ঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে তা শিখিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তোমরা ৩৩ বার

সুবহানাল্লাহ্, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ ও ৩৩ বার আল্লাহু আকবার পড়বে। কিছুদিন পর দরিদ্র মুহাজিরগণ আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললো, আমাদের সম্পদশালী বন্ধুগণ। দোয়ার কথা শুনে আমাদের ন্যায় আমল করতে শুরু করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহর নেয়ামত যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি দান করেন।-মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস হতে জানা গেলো, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের মনে আল্লাহর পথে আগে আগে থাকার ও আখেরাতে উত্তম মর্যাদা পাবার বাসনা কতো প্রবল ছিলো। এই হাদীস দ্বারা আরো বুঝা গেলো, যে সমস্ত দরিদ্র ও বিত্তহীন মানুষ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার সংগতি রাখে না। তারা যদি দোয়া কালাম পড়ে ও অন্যান্য সৎকাজ করে তাহলে তারাও জান্নাতে যেতে পারবে।

দাসদাসীগণকে তাদের ঘৃণ্য ও অভিশপ্ত গোলামী থেকে মুক্ত করে পূর্ণ মানবিক মর্যাদায় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করাও অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ, তাও এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো।

এ হাদীসে আল্লাহু আকবার ৩৩ বার পড়ার কথা বলা হয়েছে কিন্তু অন্য হাদীসে তা ৩৪ বার পড়ার কথা আছে। আমাদের দ্বীনদার বুজুর্গ ব্যক্তিগণ শেষোক্ত হাদীস অনুযায়ী 'আল্লাহু আকবার' ৩৪ বার করেই পড়েন। কোন কোন হাদীসে ৩টি শব্দই মাত্র দশ বার করে পড়ার কথা আছে।

দরিদ্রাবস্থায় মেহমানদারী ঃ

(٤٣١) جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّى مَجْهُوْدٌ، فَاَرْسَلَ اِلٰى بَعْضِ نِسَائِهٖ فَقَالَتْ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاعِنْدِىْ اِلاَّ مَاءٌ - ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى اُخْرٰى - فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ لاَوَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاعِنْدِيْ اِلاَّ مَاءٌ فَقَالَ مَنْ يُّضِيْفُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ - فَانْطَلَقَ بِهٖ اِلٰى رَحْلِهٖ فَقَالَ

لِامْرَاَتِهٖ اَكْرِمِىْ ضَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ لِامْرَاَتِهٖ هَلْ عِنْدَكِ شَيْئٌ ؟ قَالَتْ لاَ اِلاَّ قُوْتُ صِبْيَانِنَا قَالَ فَعَلِّلِيْهِمْ بِشَيْءٍ وَاِذَا اَرَادُوْا الْعِشَاءَ فَنَوِّمِيْهِمْ وَاِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَاَطْفِىْءِ السِّرَاجَ وَاَرِيْهِ اَنَّا نَاْكُلُ فَقَعَدُوْا وَاَكَلَ الضَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ ـ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدًا عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللّٰهُ مِنْ صَنِيْعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ ـ بخارى، مسلم : ابو هريره رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَجْهُوْدٌ 'মাজহূদুন'–ক্ষুধার জ্বালায় কাতর। كُلُّهُنَّ 'কুল্লুহুন্না' –তাদের সকলেই। فَانْطَلَقَ بِهٖ 'ফানতালাকা বিহি'–অতপর সে তাকে নিয়ে গেল। اَكْرِمِىْ 'আকরিমী'– সম্মান করো অর্থাৎ খাবার ব্যবস্থা কর। قُوْتُ صِبْيَانِنَا 'কূতু সিবয়যানিনা'–আমাদের বাচ্চাদের খাবার। فَنَوِّمِيْهِمْ 'ফানূমীহিম' –তাদের ঘুমিয়ে দাও। فَاَطْفِىْءِ السِّرَاجَ 'ফায়াতফিয়িসসিরাজা' –চেরাগ নিবিয়ে দিও। اُرِيْهِ 'উরীহি'–তাকে দেখাচ্ছি। بَاتَا طَاوِيَيْنِ 'বাতা তাওয়িয়াইনি'–তারা উভয়ে রাতে উপোষ রইলো। لَقَدْعَجِبَ اللّٰهُ 'লাকাদ আজিবাল্লাহু'–আল্লাহ্ তাআলা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন।

৪৩১। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরজ করলো, আমি ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত কাতর। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাঁর কোন এক স্ত্রীর নিকট কিছু থাকলে নিয়ে আসার জন্যে পাঠালেন। সে স্ত্রী বলে পাঠালেন, 'সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন। আমার নিকট পানি ব্যতিত অন্য কোন খাবার জিনিস নেই।' একথা শুনে তিনি আর এক স্ত্রীর নিকট পাঠালেন। সেখান থেকেও একই উত্তর এলো। অবশেষে সকল স্ত্রীর নিকট থেকেই একই উত্তর এলো যে, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন আমার নিকট পানি ব্যতিত খাবার মতো কিছুই

নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণকে সম্বোধন করে বললেন, আজ রাতে কে এই মেহমানের মেহমানদারী করতে পারবে ? তখন জনৈক আনসার দাঁড়িয়ে বললো, আল্লাহর রাসূল! আমি (তার মেহমানদারী করবো)। তিনি মেহমানকে নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমান। তার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করো। অন্য এক বর্ণনায় আছে তিনি বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'মেহমানদারী করার মতো তোমার নিকট কিছু আছে কি ? উত্তরে স্ত্রী বললো, 'শুধু শিশুদের খাবার আছে। তাদের এখনো খাওয়ানো হয়নি। তিনি বললেন, তাদের অন্য কিছু দিয়ে ভুলিয়ে রাখো। খাবার চাইলে আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ো। মেহমান যখন খাবার খেতে প্রবেশ করবে তখন আলো নিভিয়ে দিয়ো এবং (খেতে বসলে) এমন কিছু (টুকটাক শব্দ) করো যাতে সে বুঝে আমরাও তার সঙ্গে খাচ্ছি। অতঃপর সবাই খেতে বসলো। মেহমান তৃপ্তি সহকারে খেলো এবং স্বামী-স্ত্রী সারারাত অভুক্ত অবস্থায় কাটালো। ভোরে যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো তখন তিনি বললেন, 'গত রাতে তোমরা স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে মেহ্মানের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছো তাতে আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ যে লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে খাবার চেয়েছিলো সে ক্ষুধায় অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলো। এ কারণেই শিশুদের খাবার না দিয়ে তাকে দেয়া হয়েছিলো এবং বাচ্চাদের সামান্য কিছু খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিলো। কারণ বাচ্চারা সকাল পর্যন্ত কিছু না খেলে ক্ষুধায় মারা যেতো না। মোটকথা এ পর্যায়ে মেহমানকে অগ্রাধিকার দেয়া কর্তব্য। এ রকমভাবে নিজের বাচ্চাদেরকে অভুক্ত রেখে মেহমানকে সে ব্যক্তিই খাওয়াতে পারে যার মধ্যে ত্যাগ ও পরোপকারের প্রেরণা অধিক। উক্ত ঘটনায় ত্যাগ ও পরোপকারের একটি সর্বোত্তম নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়েছে। কারণ তার নিকট শুধু নিজের শিশু সন্তানদের খাওয়ানো পরিমাণ খাবারই অবশিষ্ট ছিলো। এ অবস্থায় তাদেরকে খাবার না দিয়ে তিনি পরোপকারের যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা সত্যি অভাবনীয় ও প্রশংসনীয়।

মুস'য়াব ইবনে ওমাইর রা.-এর অবস্থা ঃ

(٤٣٢) عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَوَقَعَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَاْكُلْ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ - قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَكُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا رَاْسَهٗ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَاْسُهٗ - فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُغَطِّيَ رَاْسَهٗ وَنَجْعَلَ عَلٰى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِّنَ الْاِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهٗ ثَمَرَتُهٗ فَهُوَ يَهْدِبُهَا - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ هَاجَرْنَا 'হাজারনা' – আমরা হিজরত করেছি। نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللّٰهِ 'নালতামিসু ওয়াজহাল্লাহি'–আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়। قُتِلَ 'কুতিলা'–শহীদ হয়েছেন। نَمِرَةٌ 'নামিরাতুন'–একখানা মোটা চাদর, কম্বল। غَطَّيْنَا 'গাত্তাইনা'–আমরা ঢেকে দিতাম। يَهْدِبُهَا 'ইয়াহদিবুহা'–সে তা ভোগ করতো।

৪৩২। খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলাম। আল্লাহর দরবারে আমাদের পূর্ণ সওয়াব জমা হলো। আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুহাজির মৃত্যুবরণ করেছিলো এবং পূর্বে তাদের পার্থিব পুরস্কার কিছুই পায়নি। মুস'যাব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। ওহুদের যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন। কাফন দেয়ার জন্যে তাঁর গায়ের একটি মোটা কম্বল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সে কম্বলটিও এমন ছোট ছিলো যে, আমরা তার মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে পড়তো। আবার পা ঢাকতে চাইলে মাথা বেরিয়ে আসতো। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কম্বল দিয়ে মাথা ঢেকে দাও আর ইয্খির (এক জাতীয় ঘাস) দিয়ে পা দুটো ঢেকে ফেলো।

আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যারা হিজরতের প্রতিফল দুনিয়াতে পাচ্ছে এবং তারা তা ভোগ করছে।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মুসা'য়াব রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার একটি অন্যতম ধনী পরিবারের নয়নমনি ছিলেন। অত্যন্ত বিলাস ব্যাসনের মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হচ্ছিলো। আরোহণের জন্যে তিনি সর্বোত্তম ঘোড়া ব্যবহার করতেন। প্রাতঃভ্রমণের জন্যে একটি এবং সান্ধ্য ভ্রমণের জন্যে ভিন্ন আর একটি ঘোড়ায় আরোহণ করতেন। দিনে কয়েকবার পোশাক পরিবর্তন করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বান তাঁর কানে পৌঁছলে সংগে সংগে তা কবুল করে নিলেন। পরিণামে কি ঘটবে তার কোন চিন্তাই করলেন না তিনি। ইসলাম গ্রহণকারী ও নও-মুসলিমদের শোচনীয় দুরাবস্থা তাঁর সামনেই ছিলো। তাঁর ইসলাম-পূর্ব ও ইসলামোত্তর জীবন যাত্রার কথা চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে যেতো।

কিন্তু মুস্'য়াব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর অতীতের বিলাসী জীবনের কথা নিজে কখনো মনে করতেন না। ইসলামোত্তর দুর্দশার জন্যে জীবনে একবারও অনুতাপ করেননি এবং উত্থাপনও করেননি কোন অভিযোগ।

আসহাবে সুফ্ফার অবস্থা ঃ

(٤٣٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ اِمَّا اِزَارٌ وَّاِمَّا كِسَاءٌ قَدْرَبَطُوْا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ اَنْ تَبْدُ عَوْرَتُهُ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ لَقَدْ رَاَيْتُ 'লাকাদ রাআইতু'–আমি অবশ্যই দেখেছি। قَدْ رَبَطُوْا 'কাদ রাবাতূ'–তারা বেঁধে রাখতেন। مَا يَبْلُغُ 'মা ইয়াবলুগু'–যা পৌঁছত। تَبْدُوْ 'তাবদূ'–প্রকাশ পাবে।

৪৩৩। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসহাবে সুফ্ফার এমন সত্তর জন সদস্যকে দেখেছি যাদের গায়ে জড়ানোর মতো কোন চাদর ছিল না। তাদের একটি মাত্র লুংগি কিংবা কম্বল ছিলো যা তারা গলায় বেঁধে রাখতেন। এতে কারো অর্ধ হাঁটু ঢেকে থাকতো আবার কারো গোড়ালী পর্যন্ত পৌছতো। এ অবস্থায় লজ্জাস্থান খুলে যাবার আশংকায় তারা হাত দিয়ে তা ধরে রাখতেন।-বুখারী

খুবাইব রা. সম্পর্কে দুশমনদের সাক্ষ্য ঃ

(٤٣٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ ..... فَلَبِثَ عِنْدَهُمْ اَسِيْرًا حَتّٰى اَجْمَعُوْا عَلٰى قَتْلِهٖ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوْسٰى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَاَعَارَتْهُ فَدَرَجَ بُنَىٌّ لَهَا وَهِىَ غَافِلَةٌ حَتّٰى اَتَاهُ فَوَجَدَتْهُ، مُجْلِسَهٗ عَلٰى فَخِذِهٖ وَالْمُوْسٰى بِيَدِهٖ فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فَقَالَ اَتَخْشِيْنَ اَنْ اَقْتُلَهٗ ؟ مَاكُنْتُ اَفْعَلُ ذٰلِكَ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَارَاَيْتُ اَسِيْرًا خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ - بخارى -

শব্দের অর্থ ঃ اَسِيْرًا 'আসীরান'–কয়েদী, বন্দী। فَاسْتَعَارَ 'ফাসতাআরা' –ধার নিলেন। مُوْسٰى 'মূসা'–ক্ষুর। يَسْتَحِدُّ 'ইয়াসতাহিদ্দু'–ধার দিচ্ছিলেন। اَتَخْشِيْنَ 'আতাখশীনা'–তুমি কি ভয় করছো ? مَارَاَيْتُ 'মা রাআইতু'–আমি দেখিনি।

৪৩৪। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বনু হারেস গোত্রের হাতে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। কেনোনা বদর যুদ্ধে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে হারেস নিহত হয়েছিলো। যখন খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের এ সিদ্ধান্তের কথা জানতে পারলেন তখন গুপ্তাঙ্গের লোম পরিস্কার করার জন্যে হারেসের এক মেয়ের নিকট থেকে একটি ক্ষুর চেয়ে নিলেন। ক্ষুর দিয়ে মেয়েটি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এমতাবস্থায়

মেয়েটির অজান্তে তার একটি বাচ্চা খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে চলে এলো। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে কোলো তুলে আদর করতে লাগলেন। মেয়েটি তার বাচ্চাকে বন্দী খুবাইবের কোলে দেখে আতংকিত হয়ে পড়লো। তার ভয়, খুবাইব না আবার তার বাচ্চাকে মেরে ফেলে। খুবইব রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বললেন, তুমি হয়তো এ ভেবে ভয় পাচ্ছো আমি বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবো। আমি কখনও এ কাজ করতে পারি না। (কেননা শিশু হত্যা ইসলামে নিষিদ্ধ) সে মেয়েটি বলেছে, আমি জীবনে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায় উন্নত চরিত্রের আর কোন কয়েদী দেখিনি।-বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এটা এমন একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ, যার মধ্যে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্দী ও শাহাদাতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব ভালভাবেই এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে তারা তাঁকে সন্ধ্যায় অথবা আগামীকাল ভোরে শহীদ করে ফেলবে। এমতাবস্থায় দুশমনদের বাচ্চাকে হাতে পেয়ে তিনি অনায়াসে মেরে ফেলতে পারতেন। কিন্তু মারেননি। বরং তার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, 'ভয় পেয়ো না। আমি তাকে মেরে ফেলতে পারি না। কেনোনা, অমি যে দ্বীনের অনুসারী, সে দ্বীন দুশমনের বাচ্চাকে হত্যা করার অনুমতি দেয়নি।' মেয়েটি ঠিকই বলেছে, খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু-র ন্যায় উত্তম চরিত্রের কয়েদী সে আর কখনো দেখেনি।

খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার জন্যে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেলে তিনি একটুও কাঁদলেন না। বিহবলও হলেন না। শুধু বললেন, 'আমি যখন ঈমানের সংগে ইসলামের জন্যে মৃত্যুবরণ করছি, তখন কিভাবে মরছি তার কোন পরোয়া আমি করি না। আমার সংগে যে ব্যবহার করা হচ্ছে তা শুধু এ কারণেই হচ্ছে যে, আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইসলামের প্রসার চাচ্ছি।

এমতাবস্থায় আমার দেহকে কত খণ্ডে বিভক্ত করা হবে তার কোন পরোয় আমি করি না।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইয়ের রা.-এর সাথে আয়েশা রা.-এর সম্পর্ক ছিন্নঃ

(٤٣٥) اِنَّ عَائِشَةَ حُدِّثَتْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضـ قَالَ فِىْ بَيْعٍ اَوْعَطَاءٍ اَعْطَتْهُ عَائِشَةُ رضـ وَاللّٰهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ اَوْلَاَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، قَالَتْ اَهُوَ قَالَ هٰذَا؟ قَالُوْ نَعَمْ، قَالَتْ هُوَ لِلّٰهِ عَلَىَّ نَذْرٌ اَنْ لاَّ اُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرَ اَبَدًا فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ اِلَيْهَا حِيْنَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ فَقَالَتْ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اَشْفَعُ فِيْهِ اَبَدً وَلاَ اَتَحَنَّثُ اِلٰى نَذْرِىْ فَلَمَّا طَالَ عَلَي ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَبْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ الْاَسْوَدِ ابْنِ يَغُوْثَ وَقَالَ لَهُمَا اَنْشُدُكُمَا اللّٰهَ لَمَا اَدْخَلْتُمَا نِىْ عَلٰى عَائِشَةَ فَاِنَّهَا لاَيَحِلُّ لَهَا اَنْ تَنْدِدَ قَطِيْعَتِىْ فَاَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَتّٰى اَسْتَاْذَ نَا عَلٰى عَائِشَةَ رضـ فَقَالاَ ـ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَنَدْخُلُ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ اُدْخُلُوْا ـ قَالُوْا كُلُّنَا؟ قَالَتْ نَعَمْ، اُدْخُلُوْا كُلُّكُمْ وَلاَ تَعْلَمُ اَنَّ مَعَهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ـ فَلَمَّا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ ـ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِىْ وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُنَاشِدَا نِهَا اِلاَّ كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُوْلاَنِ ـ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَمَّا قَدْ عَمِلْتَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَلَمَّا اَكْثَرُوْاعَلٰى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيْجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتُبْكِىْ وَتَقُوْلُ اِنِّى نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيْدُ فَلَمْ يَزَالاَبِهَا حَتّٰى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ رضـ وَاَعْتَقَتْ فِىْ نَذْرِهَا اَرْبَعِيْنَ رَقَبَةً وَكَانَتْ تَذْكُرُنَذْرَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَتَبْكِىْ حَتّٰى تَبُلَّ دُمُوْعُهَا خِمَارَهَا ـ

ـ بخارى : عوف بن مالك رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَعْطَتْهُ 'আ'তাতহু' –তিনি তা দান করেছেন। لَاَحْجُرَنَّ 'লাআহ্জুরান্না'– অবশ্যই তার উপর আমি নিয়ন্ত্রণ করবো। لَا اُكَلِّمُ 'লা-উকাল্লিমু'–আমি কথা বলবো না। اِسْتَشْفَعَ 'ইসতাশফাআ' – তিনি সুপারিশ পাঠালেন। لَا اَتَحَنَّثُ 'লা-আতাহান্নাসু'– আমি কসম ভাঙ্গবো না। اَنْشُدُكُمَا اللّٰهَ 'আনশুদুকুমাল্লাহু'– আমি তোমাদের উভয়কে আল্লাহর কসম দিচ্ছি। كُلُّنَا 'কুল্লুনা'–আমরা সকলে। اَنْ يَّهْجُرَ 'আইইয়াহজুরা'–ত্যাগ করা। اِعْتَقَتْ 'ই'তাকাত'–আযাদ করলেন। اَرْبَعِيْنَ رَقَبَةً 'আরবাঈনা রাকাবাতান'–চল্লিশ গোলাম। تَبُلُّ 'তাবুল্লা'–ভিজে গেলো।

৪৩৫। আউফ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কিছু লোক এসে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললো, আপনি যে ওমুক জিনিস বিক্রি করেছেন কিংবা কাউকে দান করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বোনপো) বলেছেন, যদি খালাম্মা আমার কথা না মানেন তাহলে, আমি তাঁর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে দেবো। অর্থাৎ বায়তুলমাল হতে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে যে পরিমাণ ভাতা দেয়া হয় তা কমিয়ে দিয়ে শুধু খরচ চালনার পরিমাণ অর্থ দেবো। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন, সে কি একথা বলেছে ? লোকেরা বললো ঃ হাঁ, তিনি একথাই বলেছেন। অতঃপর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, ইবনে যুবাইয়েরের সঙ্গে আর কখনো কথা বলবো না। এরপর তিনি তার সাথে সকল সম্পর্কে ছিন্ন করে নিলেন। দীর্ঘদিন ধরে এ অবস্থা চললো। ইবনে যুবাইয়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট সুপারিশকারী পাঠালেন। কিন্তু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কারো কোন সুপারিশ মানলেন না। শপথও ভাংগেলন না। এ বিষয়টি ইবনে যুবাইয়েরের জন্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে উঠলো। এ কারণে তিনি মিসওয়ার ইবনে মাখ্যামা এবং আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদকে কসম দিয়ে বললেন, যে কোনভাবেই হোক আমাকে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট নিয়ে যাবার ব্যবস্থা

করুন। তিনি আমার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। এ ব্যাপারে কসমও খেয়ে ফেলেছেন। অতঃপর মিসওয়ার এবং আবদুর রহমান তাকে সঙ্গে নিয়ে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বাসার দরজায় কড়া নেড়ে আওয়াজ দিলেন। সালাম জানিয়ে বললেন, 'আমরা ভেতরে আসতে পারি কি ?' হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হাঁ, 'আসুন'। তখন উভয়ে বললো, 'আমরা সকলেই আসবো কি ?' তিনি বললেন, হাঁ, আপনারা সবাই আসুন।' তিনি তখন জানতেন না, তাদের সঙ্গে ইবনে যুবাইয়েরও আছেন। তারা ভেতরে প্রবেশ করলো। ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্দার আড়ালে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে চলে গেলেন। সেখানে গিয়েই হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জড়ায়ে ধরে তাকে মাফ করে দেবার জন্যে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। কসম দিয়ে দিয়ে তিনি হযরত আয়েশাকে অপরাধ মাপ করে দেবার জন্যে অনুরোধ জানাতে লাগলেন। এদিকে মিসওয়ার এবেং আবদুর রহমানও আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইয়েরের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার জন্যে এবং তার সঙ্গে কথা বলা শুরু করার জন্যে কসম দিয়ে দিয়ে সুপারিশ করতে লাগলেন।

এরা উভয়ে তাঁকে ঐ হাদীস স্মরণ করিয়ে দিলেন, যে হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিনদিনের বেশী কোন মুসলমানের সংগে রাগ করে কথা বলা বন্ধ রাখা জায়েয নয়। যখন সবাই সমবেতভাবে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উপর চাপ সৃষ্টি করলেন এবং জোর দিয়ে বললেন যে, আপনি যা করছেন সেটা অন্যায় ও গুনাহ। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমি কসম খেয়ে ফেলেছি এবং কসম অত্যন্ত কঠিন বিষয়। মোটকথা তারা উভয়ে হযরত আয়েশাকে ক্রমাগতভাবে বুঝাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কসম ভংগ করে ইবনে যুবাইয়েরের সংগে কথা বললেন এবং কসমের কাফ্ফারা স্বরূপ ৪০ জন গোলাম মুক্ত করে দিলেন। পরবর্তী জীবনে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর এ ভুলের কথা মনে উঠলেই কাঁদতে শুরু করতেন এবং এতো অধিক পরিমাণে কাঁদতেন যে চোখের পানিতে তার ওড়না ভিজে যেতো।-বুখারী

দাসদের উপর অন্যায় আচরণের অনুভূমি ঃ

(٤٣٦) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ - يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ مَمْلُوْكِيْنَ يَكْذِبُوْنَنِىْ وَيَخُوْنُوْنَنِىْ وَيَعْصُوْنَنِىْ وَاَشْتِمُهُمْ وَاَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ اَنَا مِنْهُمْ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْسَبُ مَا خَانُوْكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوْكَ - عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لَّكَ لَاعَلَيْكَ - وَاِنْ كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ دُوْنَ ذَنْبِهِمْ كَانَ فَضْلاً لَّكَ - وَاِنْ كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوْبِهِمْ اُقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِىْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَاتَقْرَءُ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَاحَاسِبِيْنَ (الانبياء ١٤٧) فَقَالَ الرَّجُلُ مَا اَجِدُلِىْ وَلِهٰؤُلاَءِ شَيْئًا خَيْرًا مِّنْ مُفَارَقَتِهِمْ اُشْهِدُكَ اَنَّهُمْ كُلَّهُمْ اَحْرَارٌ - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ اِنَّ لِىْ مَمْلُوْكِيْنَ 'ইন্নালি মামলূকীনা'–আমার কতিপয় গোলাম আছে। يَخُوْنُوْنَنِىْ ইয়াখূনূনানী'– আমার সাথে খিয়ানত করে। يَعْصُوْنُوْنَنِىْ 'ইয়া'ছূনূনানী –আমার নাফরমানী করে। اَضْرِبُهُمْ 'আদরিবুহুম'–আমি তাদের মারধোর করি। يُحْسَبُ 'ইউহসাবু'–হিসাব নেয়া হবে। عِقَابُكَ 'ইকাবাকা'– তোমার শাস্তি। اُقْتُصَّ 'উক্তুস্সা'–প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। فَتَنَحَّى الرَّجُلُ 'ফাতানাহহাররাজুলু'–লোকটি এক কোণে চলে গেলো। اُشْهِدُكَ 'উশহিদুকা'–আমি আপনাকে সাক্ষী রাখবো।

৪৩৬। আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন

করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কতিপয় গোলাম আছে। তারা আমার সাথে মিথ্যে কথা বলে। আমানতের খিয়ানত করে। আমার নাফরমানী করে। আমি তাদেরে গালিগালাজ করি ও মারধোর করি। এ বিষয়ে আমার কি হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিয়ামতের দিন তাদের মিথ্যে বলা, খিয়ানত করা, অবাধ্য আচরণ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সহ সবগুলোরই হিসেব নেয়া হবে। তুমি তাদেরকে যে শাস্তি দিচ্ছো। তা যদি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয় তা তোমার জন্যে মংগলের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি তোমার প্রদত্ত শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় বেশী হয়ে যায় তাহলে বেশীটুকুর সমপরিমাণ প্রতিশোধ তোমার থেকে গ্রহণ করা হবে। একথা শুনে সে ব্যক্তি এক কোণে গিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি পবিত্র কুরআনের এ আয়াত পড়োনি যেখানে আল্লাহ বলেছেন ঃ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الاية 'আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লায় প্রত্যেকের আমল ওজন করবো। ওজনে কারো প্রতি কোন রকমের যুলুম করা হবে না। অণু পরিমাণ আমলও তা ভাল হোক কিংবা মন্দ হোক, আমলনামায় থাকলে তার হিসেবে নেয়া হবে। আর হিসেব নেবার জন্যে আমিই যথেষ্ট।' তখন সে ব্যক্তি বললো, এ গোলামগুলোকে আমার নিকট থেকে পৃথক করে দেয়াই উত্তম মনে করছি। হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিলাম।-তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়াতে এমন বহু লোক আছে যারা চাকরবাকরকে মারধোর করে থাকে। কিন্তু এ লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেনো এলো এবং কেনো জিজ্ঞেস করলো এ বিষয়ে তার কি অবস্থা হবে? যদি আখেরাতের ভয় তার মনে উদয় না হতো তাহলে এ প্রশ্ন তার মনে কখনোই জাগতো না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে আকুল হয়ে কান্না শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত সব গোলামকে আযাদ করে দেয়। এ আশায় যে, তাদের উপর যদি কোন অতিরিক্ত যুলুম হয়ে থাকে তাহলে তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

একমাত্র আল্লাহভীতিই তাকে এ সময় এ সমস্ত কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী-সাথীদের মাত্র কয়েক জনের অবস্থার সামান্য কিছু এখানে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উন্নততম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বর্বর সমাজের লোকজনের কি পরিমাণ চারিত্রিক উন্নতি সাধন করেছিলেন এটা তারই প্রমাণ।

আখেরাতের চিন্তা

কেনো আযাব পাবার যোগ্য ঃ

(٤٣٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْضِ غَزَوَاتِهِ ـ فَمَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ ؟ قَالُوْا نَحْنُ الْمُسْلِمُوْنَ ـ وَامْرَأَةٌ تَحْضِبُ بِقِدْرِهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَّهَا ـ فَاِذَا ارْتَفَعَ وَهَجٌ تَنَحَّتْ بِهِ فَاَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ـ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَتْ بِاَبِي اَنْتَ وَاُمِّي اَلَيْسَ اللّٰهُ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ؟ قَالَ بَلٰى قَالَتْ فَلَيْسَ اللّٰهُ اَرْحَمَ بِعِبَادِهِ مِنَ الْاُمِّ بِوَلَدٍ ـ قَالَ بَلٰى قَالَتْ اِنَّ الْاُمَّ لاَ تُلْقِي وَلَدَهَا فِي النَّارِ ـ فَاَكَبَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِيْ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ اِلَيْهَا فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ اِلاَّ الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِيْ يَتَمَرَّدُ عَلَى اللّٰهِ وَاَبٰى اَنْ يَّقُوْلَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ تَحْضِبُ 'তহদিবু'–চুলায় লাকড়ি ঠেলে আগুনের তেজ বাড়াচ্ছিল। هَجٌ 'হাজ্জা'–আগুন দাউদাউ করে জ্বলতো। تَنَحَّتْ بِهِ 'তানাহ্হাত বিহি'–তাকে দূরে সরিয়ে রাখতো। بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ 'বিআবী আনতা ওয়া

উম্মী'–আপনার ওপর আমার মা-বাপ কুরবান হোক। اَلْمَارِدُ الْمُتَمَرِّدُ 'আলমারিদুল মুত্তামাররিদা' –অবাধ্য-অহংকারী। اَبٰى 'আবা'–অস্বীকার করে।

৪৩৭। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোন এক যুদ্ধাভিযানে ছিলাম। একদনি কতিপয় লোকের নিকট দিয়ে যাবার বেলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন ধর্মের লোক ? তারা বললো, আমরা মুসলমান। (আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন) সেখানে একজন স্ত্রীলোক একটি ডেকচিতে রান্না করছিলো। চুলায় লাকড়ী ঠেলে দিয়ে দিয়ে আগুনের তেজ বাড়াচ্ছিলো। স্ত্রীলোকটির কোলে ছিলো একটি শিশু সন্তান। যখনই আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠতো শিশুটিকে সে একটু দূরে সরিয়ে নিতো। স্ত্রীলোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি আল্লাহর রাসূল ? তিনি বললেন, হাঁ। সে বললো, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আল্লাহ কি সর্বাধিক করুণাময় নন ? তিনি বললেন, হাঁ। সে বললো, মা যেরূপ সন্তানের প্রতি স্নেহশীল। আল্লাহ কি তাঁর বান্দাগণের প্রতি মায়ের চেয়ে বেশী স্নেহশীল নন ? তিনি বললেন, হাঁ আল্লাহ মায়ের চেয়ে অনেক বেশী স্নেহ পরায়ণ। তখন স্ত্রীলোকটি বললো, কোন মা তো তার সন্তানদের আগুনে ফেলতে চায় না। স্ত্রীলোকটির কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা নীচু করে কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মাথা তুলে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহ তাঁর অবাধ্য, অহংকারী ও তাঁর একত্বকে অস্বীকারকারী বান্দা ব্যতীত অন্য কাউকে শাস্তি দেবেন না।–মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখ্য যে, মহিলাটি মুসলমান ছিলো এবং আল্লাহর করুণা ও অন্যান্য গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও অবহিত ছিলো। তবু তিনি উপরোক্ত প্রশ্নগুলো কেনো করলেন ? এ মহিলার মনে আখেরাতের চিন্তা বাসা বেঁধেছিলো। সবকিছু করার পরও তিনি মনে করতেন যে জান্নাত লাভের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট নয়। জাহান্নামের ভয়াবহ ভীতির কথা তার মনে অহরহ জাগতে ছিলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন. 'জাহান্নামের অধিবাসীতো সে হবে, যে দ্বীনের আহবান প্রত্যাখ্যান করেছে। তুমি তো মুসলমান। তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে কেনো ? এমন ধরনের কোন লোককেই আল্লাহ জাহান্নামী করবেন না।' আখেরাতের চিন্তায় গভীরভাবে নিমগ্ন এরূপ মুসলমানদের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ জবাব অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত ছিলো।

ইসলাম পূর্ব জীবনের গুনাহ সম্পর্কে ঃ

(٤٣٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَمَّا جَعَلَ اللّٰهُ فِيْ قَلْبِي الْاِسْلَامَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ - اُبْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلْاُبَايِعْكَ - فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ فَقَبَضْتُ يَدِيْ - فَقَالَ مَالَكَ يَاعَمْرُوْا فَقُلْتُ اُرِيْدُ اَنْ اَشْتَرِطَ فَقَالَ تَشْتَرِطُ مَاذَا؟ فَقُلْتُ اَنْ يُّغْفَرَلِيْ قَالَ اَمَاعَلِمْتَ اَنَّ الْاِسْلَامُ يَهْدِمَ مَا كَانَ قَبْلَهُ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اَتَيْتُ 'আতাইতু'–আমি আসলাম। اُبْسُطْ 'উবসুত'–বাড়িয়ে দিন। فَقَبَضْتُ 'ফাকাবাযতু'–আমি টেনে নিলাম। اُرِيْدُ 'উরীদু'–আমি চাই। تَشْتَرِطُ 'তাশতারিতু'–তুমি শর্ত দিবে। اَمَاعَلِمْتَ 'আমা আলিমতা'–তুমি কি জান না ? يَهْدِمُ 'ইয়াহদিমু'–মাফ হয়ে যায়।

৪৩৮। ওমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ যখন আমার মনে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা সৃষ্টি করলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে নিবেদন করলাম। আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন। আমি আপনার হাতে বাইয়াত করবো। (অর্থাৎ একথার অঙ্গীকার করবো যে এখন থেকে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী করবো না।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। তখন আমি আমার হাত টেনে নিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, 'কি হলো হে ওমর! হাত টেনে নিলে কেনো ? আমি বললাম, আমি কিছু শর্ত লাগাতে চাই। তিনি বললেন, কি শর্ত ? আমি বললাম, আমার পেছনের গুনাহ রাশি মোচনের শর্ত লাগাতে চাই। তিনি বললেন, হে ওমর! তুমি কি জানো না, ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলাম পূর্ব যাবতীয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়।-বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, অমুসলিমদের মাঝে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবলীগের কাজ এমন কার্যকরভাবে সম্পাদিত হতো যে, মানুষ আখেরাতের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়তো। তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যেতো, পূর্বপুরুষদের ধর্মকর্মে তাদের কোন উপকার হবে না। এ পার্থিব জীবনের পর আরো একটি অনন্ত অসীম জীবন আছে যেখানে বর্তমান জীবনের কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। সুতরাং সে জীবনের মুক্তির জন্যে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।

বেশী করে নামায পড়ার পরামর্শ ঃ

(٤٣٩) عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِيْهِ بِوَضُوْءِهِ وَحَاجَتِهِ. فَقَالَ سَلْنِيْ فَقُلْتُ اَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ اَوَغَيْرُ ذَالِكَ؟ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعِنِّيْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ. مسلم

শব্দের অর্থ ঃ كُنْتُ اَبِيْتُ 'কুনতু আবীতু' –আমি রাত কাটাতাম। فَاتِيْهِ بِوَضُوْءِهِ 'ফাআতীহি বিউযূয়িহি'– তাঁর ওযূর পানি এনে দিতাম। سَلْنِيْ 'সালনী' –আমাকে জিজ্ঞেস করো। اَسْئَلُكَ 'আসআলুকা'–আমি আপনার কাছে চাই। مُرَافَقَتَكَ 'মুরাফাকাতাকা'–আপনার সাহচর্য। فَاَعِنِّيْ 'ফাআয়ি'ন্নী' –অতএব তুমি আমায় সাহায্য করো।

৪৩৯। রাবিয়া ইবনে কা'য়াব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে থাকতাম এবং

ওযুর পানি এনে দেয়া সহ তাঁর অন্যান্য দরকারী কাজকর্ম করে দিতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, আমার নিকট কিছু চাও। আমি বললাম, আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গ পেতে চাই। এটা ছাড়া আর কি চাও ? আমি বললাম, আমি অন্য কিছু চাই না। ওটাই আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি বললেন, তাহলে বেশী করে নামায পড়ো। আমার সহায়তা করো।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকতে চাইলে উৎসাহ উদ্দীপনার সংগে আল্লাহর বন্দেগী করো। বেশী করে নামায পড়ো। এ আমল ব্যতীত আমার সংগে জান্নাতে থাকা সম্ভব নয়।

শাহাদাতের পুরস্কার ঃ

(٤٤٠) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَلَهُمْ اَنَّ الْجِهَادَ وَالْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تُكَفَّرُ عَنِّىْ خَاطَايَاىَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ اِنْ قُتِلْتَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ ؟ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتُكَفَّرُ عَنِّى خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ، وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ـ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ اَرَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتُكَفَّرُ عَنِّى خَطَايَاىَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ، وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ اِلاَّ الدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ ذٰلِكَ ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ فَذَكَرَ 'ফাযাকারা'–অতঃপর তিনি আলোচনা করলেন। تُكَفَّرُ 'তুকাফ্ফির' –ক্ষতিপূরণ হবে। خَطَايَاىَ 'খাতায়ায়া'–আমার

গুনাহসমূহের। صَابِرٌ 'সাবিরুন'–ধৈর্যধারণকারী। مُحْتَسِبٌ 'মুহতাসিবুন' –আল্লাহকে খুশী করার আশায়। مُقْبِلٌ 'মুকবিলুন'–সামনে চলতে থাকো। مُدْبِرٌ 'মুদবিরুন'–পলায়নকারী। اَلدَّيْنُ 'আদ্দাইনুন'–ঋণ।

৪৪০। আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের সামনে বক্তৃতা করার সময় বললেন, আল্লাহর উপর ঈমান আনা ও তার রাস্তায় জিহাদ করাই হলো সর্বোত্তম আমল। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করি। তাহলে আমার অতীতের গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে কি? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তুমি আল্লাহর রাস্তায় দুশমনের মুকাবিলায় অবিচল হয়ে লড়াই করো। পালিয়ে না যাও এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় লড়তে লড়তে শাহাদাত বরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বলছিলে ? সে বললো, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হই তাহলে আমার অতীতের গুনাহ মাফ হবে কি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ, তোমার সব গুনাহ মাফ করা হবে, যদি তুমি একমাত্র আল্লাহকে খুশী করার আশায়, দুশমনের মুকাবিলায় অটল অবিচল থেকে লড়াই করতে থাকো। পলায়ন না করো। কিন্তু তোমার যদি কোন ঋণ থাকে তাহলে তা মাফ হবে না। জিবরীল আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক্ষুণি একথা বলে গেলেন। –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আখেরাত সম্পর্কে যার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে তার মানসিক অবস্থা এরূপই হয়ে যায়। যে সবসময়ই তার অতীতের গুনাহ কি করে মাফ হবে এই চিন্তা করতে থাকে।

এ হাদীস দ্বারা মানুষের অধিকার যে কতো গুরুত্বপূর্ণ তা প্রকাশিত হয়েছে। কেউ যদি কারো নিকট ঋণ গ্রহণ করে তা পরিশোধ না করে কিংবা ঋণদাতার নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে না নেয় তাহলে সে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেলেও তাকে মাফ করা হবে না। ঋণের হিসাব তাকে দিতেই হবে।

ছোট ছোট গুনাহ ঃ

(٤٤١) اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ اَعْمَالاً هِيَ اَدَقُّ فِىْ اَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ يَعْنِى الْمُهْلِكَاتِ ـ بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اَدَقُّ 'আদাককুন'–সূক্ষ্ম, নগণ্য। اَعْيُنِكُمْ 'আ'ইয়ুনুকুম' –তোমাদের চোখ। اَلشَّعْرُ 'আশশা'রু'–চুল। كُنَّا نَعُدُّهَا 'কুন্না নাউ'দ্দুহা'– আমরা গণ্য করতাম। اَلْمُوْبِقَاتُ 'আলমুবিকাতু'–মারাত্মক ধ্বংসকারী।

৪৪১। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি সমকালীন লোকজনকে বলেছেন, তোমরা অনেক সময় বহু অপরাধ করছো যা তোমাদের চোখে একটি পশমের চেয়েও নগণ্য বলে মনে হয়। কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এগুলোকে দ্বীন ও ঈমানের জন্যে অত্যন্ত মারাত্মক ধ্বংসকারী গুনাহ বলে গণ্য করতাম। –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ যদি ছোট ছোট অপরাধগুলোকে ক্ষুদ্র মনে করে অবহেলা করতে থাকে তাহলে তার এমন অভ্যেস গড়ে উঠবে যে, একদিন মারাত্মক অপরাধকেও সে ক্ষুদ্র মনে অবহেলা করবে।

আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি ভালোবাসা ঃ

(٤٤٢) اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا اَعْدَدْتَّ لَهَا؟ قَالَ مَااَعْدَدْتُّ لَهَا اِلاَّ اَنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ـ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ ـ قَالَ اَنَسٌ فَمَا رَاَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْابِشَىْءٍ بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَرْحَهُمْ بِهَا ـ بخارى، مسلم : انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلسَّاعَةُ 'আস্‌সাআতু'–কিয়ামত। وَيْلَكَ 'ওয়াইলাকা'–তোমার মঙ্গল হোক। مَااَعْدَدْتَّ 'মা আ'দাদতা'–তুমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো ? اُحِبُّ 'উহিব্বু'–আমি ভালবাসি। فَرِحُوْا 'ফারিহূ'–তারা খুশী হয়েছে।

৪৪২। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কখন হবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কল্যাণ হোক। তুমি কি এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছো ? সে বললো, তার জন্যে তো আমি বিশেষ কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে খুবই ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যাকে ভালোবাস পরকালে তাঁর সংগেই থাকবে। (অর্থাৎ মানুষ এখানে যাকে ভালোবাসে পরকালে তাঁর সংগেই থাকবে।) আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন, সেদিন সমবেত মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথায় এতো বেশী খুশী হয়েছিলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর এতো বেশী খুশী হতে আমি আর কখনো দেখিনি। -বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগী-সাথীগণ নেক আমলের ক্ষেত্রে কতো বেশী অগ্রসর ছিলেন স্বয়ং কুরআনই তার সাক্ষ্য। তা সত্ত্বেও তাঁরা পরকালের ব্যাপারে খুবই চিন্তিত থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া এ সুসংবাদে তাঁদের অন্তরে খুশীর তুফান সৃষ্টি হওয়াতো খুবই স্বাভাবিক। অনুরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকদেরকে এরূপ খুশীর সংবাদ দেয়াই দরকার।

ইসলামে নৈতিক চরিত্র

(٤٤٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا ـ

শব্দের অর্থ ঃ خِيَارُكُمْ 'কিয়ারুকুম'– তোমাদের ভালো লোক। اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا 'আহসানুকুম আখলাকা'–চরিত্রের দিক থেকে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম।

৪৪৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ভালো লোক হলো তারা, যারা চরিত্রের দিক দিয়ে তোমাদের সকলের চেয়ে ভালো।

ব্যাখ্যা ঃ উদ্ধৃত হাদীস থেকে নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে আদর্শ উপস্থাপিত করেছেন, তাতে ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে মানুষের নৈতিক চরিত্রের উপর এবং এটাকেই মানুষের সঠিক কল্যাণের উৎস বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষ অসৎ চরিত্রের কাজ হতে নিজেকে দূরে রাখবে। উত্তম ও উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলী গ্রহণ করবে। এটাই হচ্ছে মানুষের বৈশিষ্ট্য। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমন উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি প্রধান কাজ হচ্ছে মানুষের মন-মগজ, চরিত্র ও কার্যাবলীকে নির্মল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুষ এবং সর্বপ্রকার ক্লেদ কামিলা মলিনতা হতে মুক্ত করে তোলা। কেননা, মানুষের বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত ও প্রমাণিত হতে পারে উত্তম নৈতিক চরিত্রের বদৌলতে। অত্র হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি সর্বোত্তম, ইসলামের দৃষ্টিতে সেই হচ্ছে উত্তম ব্যক্তি। এখানে প্রকৃত মানুষ্যত্ব ও উত্তম নৈতিক চরিত্র একই জিনিসের দুই নাম। যার উন্নত মনুষ্যত্ব রয়েছে সে-ই উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী। উত্তম চরিত্র ব্যতীত কোন মানুষই মানুষ হওয়ার দাবি করতে পারে না।

(٤٤٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَىَّ وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّىْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِكُمْ اِلَىَّ وَاَبْعَدِكُمْ مِنِّىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارِيْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُوْنَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ -

শব্দের অর্থ ঃ اَقْرَبِكُمْ 'আকরাবুকুম'– তোমার অধিক কাছাকাছি। مَجْلِسًا 'মাজলিসান'–অবস্থানের দিক দিয়ে। اَلثَّرْثَارُوْنَ 'আসসারসারূনা'– অনলবর্ষি বক্তা। اَلْمُتَفَيْهِقُوْنَ 'আলমুতাফাইহিকুনা'–অহংকারী।

৪৪৪। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে আমার কাছে অধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে অধিক নিকটবর্তী সেই সব লোক যারা তোমাদের মধ্যে আখলাক ও নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম। পক্ষান্তরে তোমাদের মধ্যে আমার কাছে অধিকতর ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন আমার কাছ থেকে অধিক দূরে থাকবে সে সব লোক, অনলবর্ষি বক্তা, লম্বা লম্বা কথা বলে লোকদের অস্থির করে তোলে এবং অহংকার পোষণ করে। সাহাবীগণ বলেন ঃ তিন ধরনের লোকদের মধ্যে প্রথম দুই ধরনের লোকদের তো আমরা জানি, কিন্তু শেষোক্ত লোক কারা ? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তারা হচ্ছে অহংকারী লোক।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলের নিকটবর্তী ও প্রিয় লোক কে এবং কে প্রিয় নয়, তার একটি বাহ্যিক মাপকাঠি উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, উত্তম চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিগণই কিয়ামতের দিন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে অধিকতর প্রিয় হবে। তারা সেদিন রাসূলের সাহায্য লাভ করবে, রাসূলের শাফাআতেরও অধিকারী হবে। কিন্তু যাদের মধ্যে তিন ধরনের দোষের একটি থাকবে, তারা যেমন রাসূলের প্রিয়পাত্র হতে পারবে না, তেমনি রাসূলের নৈকট্য ও সাহায্য পাবে না। তাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক তারা, যার খুব বেশি কথা বলে, কথা বলার সময় কৃত্রিমতা ও কপটতার আশ্রয় নেয়, এত দ্রুত এবং তাড়াতাড়ি কথা বলে যে, অনেক সময় তা সঠিকভাবে বুঝাও যায় না। দ্বিতীয় তারা, যারা দীর্ঘ ও লম্বা লম্বা কথা বলে, কথার বাহাদুরীতে এত উচ্চমার্গে পৌঁছে যায় যে, তাদের যেন নাগালই পাওয়া যায় না। নিজেদের কথার উচ্চ প্রশংসা নিজেরাই করতে থাকে। তাদের কথা হতে এ ভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তারা দুনিয়ায় কাকেও পরোয়া করে না, কারও মান-সম্মান মর্যাদার কোন মূল্য যেন

তাদের কাছে নেই। আর তৃতীয় তারা, যারা মুখ ভরে কথা বলে, কথা বলার সময় এমনভাবে করে যে, সমস্ত কথা যেন মুখের ভিতরই বন্ধী হয়ে পড়েছে এবং বিকট ধরনের শব্দই শুধু শ্রুতিগোচর হয়। তাদের কথার মধ্যে এমন একটা প্রচ্ছন্ন অথচ প্রকাশ্য ভাব লক্ষ্য করা যায় যে, তারা যেন সকলের নাগালের বাইরে। অন্য সব লোক যেন তাদের থেকে অনেক ছোট, অনেক হীন এবং অনেক দূরে অবস্থিত। অহংকার, আত্মাভিমান ও আত্মশ্রেয়বোধ তাদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে নগ্নভাবে প্রকাশ পায়। আলোচ্য হাদীসের দৃষ্টিতে তারা শুধু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অপ্রিয় নয়, গোটা মানব সমাজেও তারা নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক বলে বিবেচিত। তারা আর যাই করুক বা না করুক, মানুষের অন্তর জয় করতে ও ভক্তি শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হয় না, সত্যিকার মানুষের পরিচয় তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

হযরত আবুদ্দারদা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন ঈমানদার বান্দার দাড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্র অপেক্ষা অধিক ভারী জিনিস আর কিছুই হবে না; আর যে লোক বেহুদা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট ধরনের কথাবার্তা বলে, আল্লাহ তায়ালা তাকে মোটেই পছন্দ করেন না।

নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব

(٤٤٥) عَنْ مَالِكٍ رضـ اَنَّهُ قَدْ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ لاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ - موطاامام مالك

শব্দের অর্থ ঃ بُعِثْتُ 'বুইসতু'– আমাকে পাঠানো হয়েছে। لاُتَمِّمَ 'লিউতামমিমা'–পরিপূর্ণ করার জন্য। مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ 'মাকারিমাল্ আখলাকি' –উত্তম চরিত্র।

৪৪৫। মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর কাছে এ খবর পৌঁছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমাকে নৈতিক চরিত্র মাহাত্ম্য পরিপূর্ণ করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করা হয়েছে। – মুয়াত্তা ইমাম মালিক

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমানদার লোকদের মধ্যে ঈমানের দিক দিয়ে পূর্ণ ব্যক্তি সে-ই হতে পারে, যে তাদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে সকলের অপেক্ষা উত্তম। – আবূ দাঊদ, দারেমী

ইসলামে নৈতিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

(٤٤٦) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهٖ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ - ابوداؤد

শব্দের অর্থ ঃ لَيُدْرِكُ 'লাইউদরিকু'– অবশ্যই লাভ করতে পারবে। دَرَجَةٌ 'দারাজাতুন' –সর্বদা। قَائِمُ اللَّيْلِ 'কায়িমুল্লাইল'–রাতে নফল নামায আদায়কারী। صَائِمُ النَّهَارِ 'সায়িমুন্নাহারী'–দিনে রোযা পালনকারী।

৪৪৬। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয় মু'মিন ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের সাহায্যে সে সব লোকদের ন্যায় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে পারে, যারা সারা রাতে নফল নামায পড়ে এবং দিনে রোযা রাখে। – আবু দাঊদ

ইসলামে নৈতিকতার ভিত্তি

(٤٤٧) عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالاَ بَأْسَ بِهٖ حِذْرًا لِّمَابِهٖ بَأْسٌ - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ لَايَبْلُغُ 'লা-ইয়াবলুগু'– পৌছতে পারে না। اَلْمُتَّقِيْنَ 'আলমুত্তাকীনা' –আল্লাহ্ভীরুগণ। يَدَعُ 'ইয়াদাউ'–ছেড়ে দেয়। بَأْسٌ 'বা'সুন' –কষ্ট, ক্ষতি, দোষ।

৪৪৭। আতিয়া সা'দী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা মুত্তাকী লোকদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত শামিল হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোন দোষের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকায় সেই সব জিনিসও ত্যাগ না করে, যাতে বাহ্যত কোনই দোষ নেই। – তিরমিযী

তাকওয়ামূলক জীবনধারা

(٤٤٨) عَنْ عَائِشَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاعَائِشَةُ اِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا ـ

শব্দের অর্থ ঃ مُحَقَّرَاتُ 'মুহাক্কিরাতুন'–তুচ্ছ নগণ্য। اَلذُّنُوْبُ 'আযযুনুব'–গুণাহসমূহ। طَالِبًا 'তালিবান'–জিজ্ঞাসাবাদ।

৪৪৮। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আয়েশা! ছোট ছোট ও নগণ্য গুনাহ হতেও দূরে সরে থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা, সেই সব সম্পর্কেও আল্লাহ্‌র দরবারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।– ইবনে মাজাহ

সাধারণ লোকদের প্রতি দয়া–অনুগ্রহ

(٤٤٩) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لاَّ يَرْحَمُ النَّاسَ ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ لاَيَرْحَمُ 'লা-ইয়ারহামু'–দয়া করা হবে না।

৪৪৯। হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে লোক সাধারণ মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করে না, তার প্রতি আল্লাহ তায়ালাও রহম করবেন না।

(٤٥٠) عَنْ حُذَيْفَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكُوْنُوْا اِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُوْا ظَلَمْنَا

وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوْا وَاِنْ اَسَاؤُا فَلاَ تَظْلِمُوْا ـ ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ اِمَّعَةً 'ইম্মাআতান'–একজন আর একজনের কথায় কাজের অনুসরণকারী। اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ 'ইন আহসানান্নাসু–লোকেরা ভাল কাজ করলে। وَاِنْ ظَلَمُوْا 'ওয়াইনযালামু'–তারা যুলুম করলে। وَاِنْ اَسَاؤُا 'ওয়াইন আসাউ'–তারা খারাপ কাজ করলে।

৪৫০। হযযরত হুযাইফা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অপরকে দেখে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ো না — এভাবে যে, তোমরা বলবে ঃ অপর লোক ভাল কাজ ও ভাল ব্যবহার করলে আমরাও ভাল কাজ, ভাল ব্যবহার করবো, অপর লোক যদি যুলুমের নীতি গ্রহণ করে, তবে আমরাও যুলুম করতে শুরু করবো। বরং তোমরা নিজেদের মনকে এ দিক দিয়ে দৃঢ় ও শক্ত করে নাও যে, অপর লোকেরা খারাপ ব্যবহার বা যুলুম করলে তোমরা যুলুম ও খারাপ কাজ কখনো করবে না। –তিরমিযী

(٤٥١) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ مَطَرِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِىْ بِلاَدِ اللّٰهِ ـ

ـ ابن ماجة

শব্দের অর্থ ঃ اِقَامَةُ حَدٍّ। 'ইকামাতু হাদ্দিন'–আল্লাহর একটি হদ্দ কায়িম করা। خَيْرٌ 'খাইরুন'–কল্যাণকর। اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً 'আরাবাঈনা লাইলাতিন' –চল্লিশ রাত।

৪৫১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্র কোন অনুশাসন কার্যকরী করা আল্লাহ্র লোকালয়ে চল্লিশ রাত পর্যন্ত বৃষ্টিপাত অপেক্ষাও কল্যাণকর। –ইবনে মাজাহ

হযরত হুযায়ফা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেই মহান আল্লাহ্‌র শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ, নিশ্চয়ই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অবশ্য অবশ্যই তোমরা অন্যায় ও পাপ কাজ হতে নিষেধ করবে। অন্যথায় আল্লাহ্ তার নিজের তরফ হতে তোমাদের ওপর কঠিন আযাব পাঠাবেন। অতঃপর তোমাদেরকে একেবারেই পরিত্যাগ করা হবে এবং তখন তোমাদের কোন দোয়াও কবুল করা হবে না। -তিরমিযী

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের অপরিহার্যতা ঃ

(٤٥٢) عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الْكِنْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْلًى لَّنَا اَنَّهُ سَمِعَ جَدِّىْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لَايُعَذِّبُ الْعَمَّةَ بِعَمَلِ خَاصَّةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانِيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّنْكِرُوْا فَلَا يُنْكِرُوْ فَاِذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ عَذَّبَ اللّٰهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ - شرح السنّة

শব্দের অর্থ ঃ لَايُعَذِّبُ 'লা-ইউআযযিবু'-শাস্তি দেন না। اَلْعَامَّةَ 'আল আম্মাতু'-সাধারণ লোক। بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ 'বিআমালিল খাসসাতি'-বিশেষ লোকজনের কৃতকর্মের দরুন। قَادِرُوْنَ 'কাদিরূনা'-তারা সক্ষম।

৪৫২। আদ্দী ইবনে আলী আলকিন্দী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এক মুক্ত ক্রীতদাস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সে আমার দাদাকে একথা বলতে শুনেছে যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ কখনো বিশেষ লোকদের (অপরাধমূলক) কাজের কারণে সাধারণ লোকদের উপর আযাব নাযিল করেন না। কিন্তু তারা (সাধারণ লোক) যদি তাদের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে পাপ কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখতে পায় এবং তারা এর প্রতিবাদ করতে ও তা বন্ধ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা বন্ধ না করে কিংবা প্রতিবাদ না করে, তবে ঠিক তখনই আল্লাহ্ তায়ালা সাধারণ লোক ও বিশেষ লোক সকলকে একই আযাবে নিক্ষেপ করেন। -শরহে সুন্নাহ

জিহাদ অধ্যায়

ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম

(٤٥٣) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفْتُ فِىْ وَجْهِهٖ اَنْ قَدْ حَفَرَهٗ شَىْءٌ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ فَلَمْ يَتَمَلَّمْ اَحَدًا فَدَنَوْتُ مِنَ الْحُجُرَاتِ فَسَمِعْتُهٗ يَقُوْلُ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَدْعُوْنِىْ فَلاَ اُجِيْبُكُمْ وَتَسْاَلُوْنِىْ فَلاَ اُعْطِيْكُمْ وَسَتَنْصُرُوْنِىْ فَلاَ اَنْصُرُكُمْ ـ

ـ مسند احمد، ابن ماجة

শব্দের অর্থ ঃ فَعَرَفْتُ 'ফাআরাফতু'–আমি বুঝতে পারলাম। حَفَرَهٗ 'হাফারাহু'–তাঁকে আঘাত করেছে। فَتَوَضَّأَ 'ফাতাওয়ায্যা'আ'–অতঃপর তিনি ওযু করলেন। فَلَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدًا 'ফালা ইয়াতাকাল্লামু আহাদান'–কারো সাথে কথা বললেন না। مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ 'মুরূ বিল মা'রূফি'–ভালো কাজের আদেশ দাও। تَدْعُوْنِىْ 'তাদউ'নী'–তোমরা আমাকে ডাকো। لاَ اُجِيْبُكُمْ 'লা-উজীবুকুম'–আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো না।

৪৫৩। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে এলেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডল দেখে আমার মনে হলো যে, কোন জিনিস যেন তাকে আঘাত করেছে। অতঃপর তিনি ওযু করেন এবং বের হয়ে যান। এ সময়ের মধ্যে তিনি কাউকে কিছু বললেন না। অমি হুজরার ভিতর থেকেই তাঁর নিকটবর্তী হলাম। তখন আমি শুনতে পেলাম, তিনি বলেন, হে জনসমাজ, আল্লাহ্ তায়ালা নিশ্চয়ই বলেছেন যে, তোমরা অবশ্য অবশ্যই ন্যায়ের আদেশ করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত

রাখবে, সে অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে যখন তোমরা আমাকে ডাকবে; কিন্তু আমি সাড়া দিবো না। তোমরা আমার কাছে চাইবে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে দিবো না। তোমরা আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে, কিন্তু আমি তোমাদের সাহায্য করবো না।–মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ

(٤٥٤) عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَ لَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَاضُنَّ عَلَى الْخَيْرِ اَوْ لَيَسْحَتَنَّكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا بِعَذَابٍ اَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْ خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابَ لَهُمْ ـ

শব্দের অর্থ ঃ لَتَأْمُرُنَّ 'লাতা'মুরুন্না'–তোমরা অবশ্যই হুকুম দিবে। لَتَنْهَوُنَ 'লাতানহাওনা'– তোমরা অবশ্য নিষেধ করবে। لَيَسْحَتَنَّكُمْ 'লাইয়াসহাতান্নাকুম' –তোমাদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করবেন। لَيُؤَمِّرَنَّكُمْ 'লাইউআম্মিরান্নাকুম' –তোমাদেরকে অবশ্যই নেতা করা হবে।

৪৫৪। হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই মা'রূফ-এর আদেশ করবে, মুনকার থেকে নিষেধ করবে, অন্যথায় আল্লাহ্ যে কোন আযাবে তোমাদের সকলকেই ধ্বংস করবেন কিংবা তোমাদের মধ্য হতে সর্বাধিক পাপাচারী, অন্যায়কারী ও যালিম লোকদেরকে তোমাদের উপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিবেন। এ সময় তোমাদের মধ্যকার নেককার লোকেরা মুক্তিলাভের জন্য আল্লাহ কাছে দোয়া ও কান্নাকাটি করবে; কিন্তু তাদের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। –মুসনাদে আহমদ

জিহাদের ধারা ও প্রকৃতি

(٤٥٥) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاهِدُوا النَّاسَ فِى اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَلْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ وَلاَ

تُبَالُوْا فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَاَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ عَظِيْمٌ يُنْجِى اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِهٖ مِنَ الْغَمِّ وَ الْهَمِّ - مسند احمد، البيهقى

শব্দের অর্থ ঃ جَاهِدُوْا 'জাহিদূ'–তোমরা জিহাদ করো। لَاتُبَالُوْا 'লা-তুবালূ' –তোমরা ভ্রমণ করো না। اَقِيْمُوْا 'আকীমূ'–তোমরা কায়িম করো। حُدُوْدُ اللّٰهِ 'হুদূদুল্লাহি'–আল্লাহর হুদুদ, দণ্ডবিধি। يُنْجِىْ 'ইউনজী'–নাজাত দেবেন।

৪৫৫। হযরত উবাদা ইবনুস সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিকটবর্তী ও দূরের লোকদের সাথে জিহাদ করো এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে তোমরা কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নের বিন্দুমাত্র ভয় করো না। পরন্তু তোমরা দেশ-বিদেশে যখন যেখানেই থাক, আল্লাহ্‌র আইন ও দণ্ড বিধানকে কার্যকর করে তোল। তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর, কেননা জিহাদ হচ্ছে জান্নাতের অসংখ্য দরজার মধ্যে একটি অতি বড় দরজা। এ দ্বার-পথের সাহায্যেই আল্লাহ তায়ালা (জিহাদকারী লোকদেরকে) সকল প্রকার চিন্তা-ভাবনা ও ভয়-ভীতি হতে নাজাত দান করবেন।–মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী

জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ

(٤٥٦) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رضـ اَنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَيُقَاتِلُ لِيُحْمَدَ وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ وَيُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ حَتّٰى تَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

ـ ابوداؤد

শব্দের অর্থ ঃ يُقَاتِلُ 'ইউকাতিলু'–লড়াই করে। لِلذِّكْرِ 'লিয্যিকরি' –সুনামের জন্য। لِيُرِىَ مَكَانَهُ 'লিইউরিয়া মাকানাহূ'–তার মর্যাদা দেখাবার জন্য। كَلِمَةُ اللهِ 'কালিমাতুল্লাহি'–আল্লাহর বাণী।

৪৫৬। হযরত আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত। একজন বেদুঈন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, এক ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতির জন্য যুদ্ধ করে, আর এক ব্যক্তি প্রসংসা লাভের আশায় যুদ্ধ করে, আর এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে এই জন্য যে, লোকেরা তার মান-মর্যাদা দেখুক, (এদের মধ্যে কার যুদ্ধ ঠিক?) উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লাম বলেন বললেন ঃ যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে এ উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্র কালেমা সর্বোচ্চ ও সর্বোন্নত হোক, তার যুদ্ধই মহান আল্লাহ্র (প্রদর্শিত) পথে সম্পন্ন হয়।–আবূ দাঊদ

জিহাদের স্তর

(٤٥٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ تَعَالٰى فِيْ اَيَّةِ اُمَّةٍ قَبْلِيْ اِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ اُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهِ ثُمَّ اَنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَالاَ يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَالاَ يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَ هُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَ هُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَالِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ۔

ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ بَعَثَهُ اللهُ 'বাআসাহুল্লাহু'– আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন। حَوَارِيُّوْنَ 'হাওয়ারিয়ূনা' –সাহায্যকারীগণ। يَقْتَدُوْنَ 'ইয়াকতাদূনা'–তারা অনুসরণ

করতো। مَالَايُؤْمَرُوْنَ 'মা লা ইউমারূনা' –যে ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়নি। مَنْ جَاهَدَهُمْ 'মান জাহাদাহুম'–তাদের সাথে যে যুদ্ধ করে। حَبَّةٌ خَرْدَلٍ 'হাব্বাতু খারদালিন'–এক বিন্দু পরিমাণ।

৪৫৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমার পূর্বে যে কোন উম্মতের প্রতি যে নবীই আল্লাহ্ তা'আলা পাঠিয়েছেন তাঁরই কিছু সহকর্মী ও যোগ্য সাথী হয়েছে। তাঁরা তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতো, তাঁর হুকুম পালন করতো। এরপর তাদের অনুপযুক্ত উত্তরাধিকারীগণ তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো আর তাদের অবস্থা হলো এই যে, তারা এমন কথা বলতো, যা তারা নিজেরা করতো না। (অর্থাৎ লোকদের তো ভাল কাজ করতে বলতো, কিন্তু তরা নিজেরা করতো না)। এর অপর অর্থ এই যে, যে কাজ বাস্তবিকই করণীয় তা তারা নিজেরা করতো না, কিন্তু মানুষের কাছে বলতো যে, আমরা এটা করছি। নিজেদের উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া গদি রক্ষার জন্য এই সুস্পষ্ট মিথ্যাথ কথা বলতে তারা কুণ্ঠিত হতো না আর যে কাজ করার তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়নি, তাই তারা করতো। (অর্থাৎ নিজেদের নবীর সুন্নাত এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী তারা নিজেরা তো চলতো না, কিন্তু যেসব গুনাহ ও বিদায়াতী কাজের কোন নির্দেশই তাদেরকে দেয়া হয়নি তা তারা খুব বেশি করেই করতো।) এরূপ অবস্থায় যারা এদের বিরুদ্ধে নিজেদের দু'হাতের শক্তির দ্বারা জিহাদ করে সে ঈমানদার। আর যে ব্যক্তি (তা করতে অসমর্থ হয়ে) অন্তত শুধু মুখের দ্বারা এর বিরুদ্ধে জিহাদ করে সেও মু'মিন। আর যে (মুখের জিহাদ করতে অসমর্থ হয়ে) কেবলমাত্র মন দ্বারাই এর বিরুদ্ধে জিহাদ করে (অর্থাৎ মন দ্বারা এতে ঘৃণা করে ও এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও অসন্তোষ পোষণ করে) সেও মু'মিন। কিন্তু এতটুকুও যে না করবে, তার মধ্যে একবিন্দু পরিমাণও ঈমান বর্তমান নেই। –মুসলিম

জিহাদ ও ঈমান

(٤٥٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَـاتَ وَلَمْ يَغْزُوْ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسُـهٗ مَـاتَ عَلٰى شُـعْبَـةٍ مِّنَ النِّفَاقِ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ لَمْ يَغْزُوْ 'লাম ইয়াগযূ'–যুদ্ধ করেনি। لَمْ يُحَدِّثْ 'লাম ইউহাদ্দিস'–কথা বলেনি। شُـعْبَـةٍ مِّنَ النِّفَـاقِ 'শু'বাতিম মিন্নিফাকি' –মুনাফিকীর এক শাখা।

৪৫৮। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি মরে গেলো, অথচ সে না জিহাদ করেছে আর না তার মনে জিহাদের জন্য কোন চিন্তা, সংকল্প ও ইচ্ছার উদ্রেক হয়েছে, তবে সেই ব্যক্তি মুনাফিকের ন্যায় মরলো। –মুসলিম

জিহাদে অর্থ ব্যয়

(٤٥٩) عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَتْ لَهٗ سَبْعُ مَائَةِ ضِعْفٍ - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ اَنْفَقَ 'মান আনফাকা'–যে খরচ করেছে। فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ 'ফী সাবীলিল্লাহি'–আল্লাহর পথে। كُتِبَتْ 'কুতিবাত'–লিখা হবে। سَبْعُ مَائَةِ ضِعْفٍ 'সাবউ' মিয়াতি দি'ফিন'–সাতশত গুণ।

৪৫৯। খুরাইম ইবনে ফাতিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে যত কিছু খরচ করবে তার জন্য সাতশত গুণ বেশি সওয়াব লিখে দেয়া হবে।

– তিরমিযী

(٤٦٠) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ خَلَفَهُ فِيْ اَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ الْغَازِيْ فِيْ اَنَّهُ لَايَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الْغَازِيْ شَيْئٌ -

শব্দের অর্থ ঃ جَهَّزَ- যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করবে। مَنْ خَلَفَهُ اَهْلِهِ - যে ব্যক্তি তার অনুপস্থিতে তার পরিবারের দেখাশুনা করবে।

৪৬০। হযরত যাইদ ইবনে খালিদিল জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জিহাদকারীকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করবে কিংবা জিহাদকারীর অনুপস্থিতিতে তার পরিবারবর্গের রক্ষাণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে, তার জন্য ঠিক জিহাদকারীর অনুরূপ সওয়াব লিখিত হবে। কিন্তু সে কারণে মুল জিহাদকারীর জিহাদের সওয়াব হতে একবিন্দুও কম করা হবে না।

—মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা ঃ মুসলিম শরীফে এই পর্যায়ে হাদীস হল ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزٰى وَمَنْ خَلَّفَهُ فِيْ اَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزٰى -

যে ব্যক্তি জিহাদকারীকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে দিলো, সে যেন নিজেই জিহাদ করলো। আর যে লোক জিহাদকারীর অনুপস্থিতিতে তার পরিবারবর্গের কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করলো, সেও যেন প্রত্যক্ষ জিহাদে যোগদান করলো।

وَفِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ الْحَثُّ عَلَى الْاِحْسَانِ اِلٰى مَنْ فَعَلَ مَصْلَحَةً لِّلْمُسْلِمِيْنَ اَوْقَامَ بِاَمْرِ مُهِمَّاتِهِمْ -

যেসব লোক মুসলিম সাধারণের পক্ষে কল্যাণকর কাজে নিযুক্ত রয়েছে, কিংবা তাদের কোন সামগ্রিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত হয়েছে, সে

সব লোকদের প্রতি কল্যাণময় আচরণ করার এবং তাদের জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ সেই সব কাজ আঞ্জাম দেয়ার প্রতি এই হাদীসে লোকদেরকে উৎসাহ দান করা হয়েছে।

অন্য কথায়, হয় তুমি নিজে জিহাদে আত্মনিয়োগ কর, না হয় জিহাদে নিযুক্ত লোকদের ও তাদের পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণের কাজে নিয়োজিত থাক। মুসলমানদের জন্য তৃতীয় কোন উপায় থাকতে পারে না।

সমাপ্ত

রাহে আমল

২

আল্লামা জলীল আহসান নদভী

অনুবাদ

এ, বি, এম, আবদুল খালেক মজুমদার